কৃষিই সমৃদ্ধি

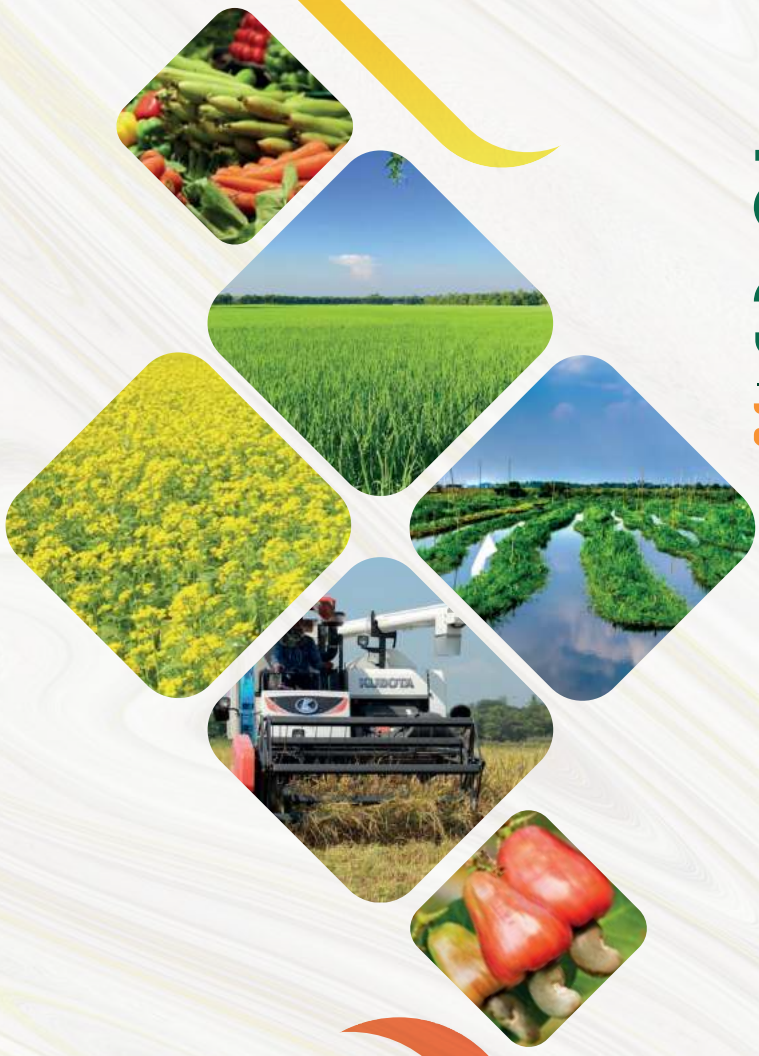

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিই সমৃদ্ধি

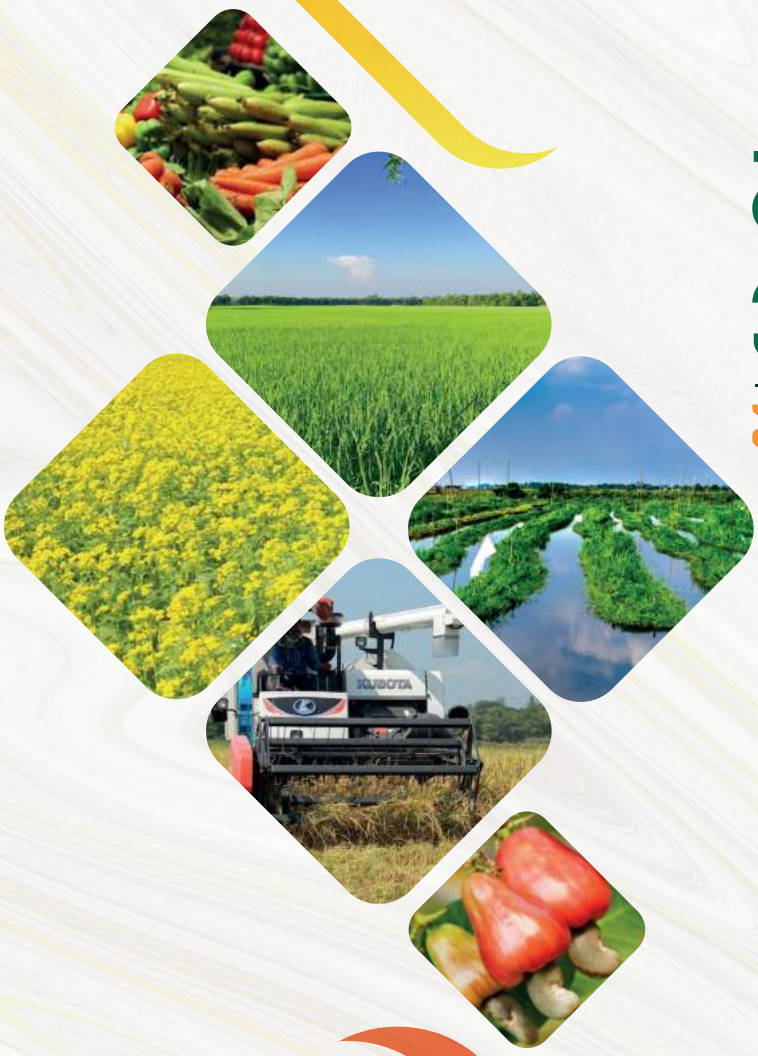

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়



কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি:

১.	জনাব মোঃ জালাল আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
২.	জনাব মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলু, যুগ্মসচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩.	জনাব রেহানা ইয়াছমিন, যুগ্মসচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৪.	জনাব এ.টি.এম সাইফুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৫.	জনাব পরিতোষ হাজরা, যুগ্মসচিব (আইসি), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৬.	মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন, যুগ্মসচিব (পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৭.	জনাব ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (আইন), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৮.	জনাব ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৯.	জনাব নাছিমা খানম, উপসচিব (সম্প্রসারণ- ৩), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১০.	ড. মো: হাতেম আলী, উপসচিব (প্রশাসন- ২), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১১.	উপসচিব (গবেষণা- ১), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১২.	ড. সুরজিত সাহা রায়, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস	- সদস্য
১৩.	শেখ হাফিজুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৪.	জনাব নাইমা আফরোজ ইমা, সিনিয়র সহকারী সচিব (উপকরণ-২), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৫.	শেখ বদিউল আলম, উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ), কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৬.	কাজী আব্দুর রায়হান, উপসচিব (প্রশাসন-৫) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য-সচিব

সম্পাদনা উপকমিটি:

১.	ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়	- আহ্বায়ক
২.	কাজী আব্দুর রায়হান, উপসচিব, প্রশাসন-৫ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩.	জনাব মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, উপসচিব, মনিটরিং ও রিপোর্টিং শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৪.	মিজ্ নাইমা আফরোজ ইমা, সিনিয়র সহকারী সচিব, উপকরণ-২ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৫.	জনাব মোঃ মোহসীন আহমেদ চৌধুরী, লাইব্রেরিয়ান, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য

প্রকাশকাল
১৫ অক্টোবর ২০২৩

মুদ্রণে
কৃষি তথ্য সার্ভিস

প্রকাশনায়
কৃষি মন্ত্রণালয়







জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

'বাংলাদেশে কেউ না খেয়ে মরবে না, সবাই এদেশে সুখী ও তৃপ্ত জীবনযাপন করবে।'

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান







মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কৃষিতে সাফল্য বাংলাদেশকে বিশ্বের রোল-মডেলে উন্নীত করেছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা







মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী কাজের প্রতিফলন হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদনটির মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র উঠে এসেছে। কৃষি খাতকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও স্মার্টভাবে এগিয়ে নিতে কৃষিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী, গবেষক ও সম্প্রসারণকর্মীসহ সকলের জন্য প্রকাশনাটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে বলে আমার বিশ্বাস। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের মুক্তি এনে দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে কৃষির বিকল্প নেই। সেজন্য সদ্য স্বাধীন দেশে তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং বিশ্বে কৃষি উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। কৃষিতে ব্যবহৃত সার, বীজ, সেচসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণে অব্যাহতভাবে উন্নয়ন সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান, ৫০-৭০% ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষকবান্ধব নীতি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার কল্যাণে কৃষি উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন ২০টিরও বেশি ফসল উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

কৃষি গবেষণা খাতে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে আধুনিক ও প্রতিকূলতা সহনশীল উন্নত মানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং খোরপোষের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের জন্য কৃষিকে আধুনিকায়ন ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কৃষি চর্চা মেনে ফসল উৎপাদন, রপ্তানি উপযোগী জাতের ব্যবহার, আধুনিক প্যাকিং হাউজ নির্মাণ, অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপনসহ নানান কাজ চলমান আছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ এর সফলতা কামনা করছি এবং এটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)







সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

কৃষিই দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১১.২০ শতাংশ (স্থির মূল্যে, ২০২২-২৩, বিবিএস) এবং কৃষি খাতে নিয়োজিত জনশক্তি ৪৬.৯৬ শতাংশ (জনশক্তি জরিপ ২০২২, বিবিএস)। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং স্মার্ট, টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কার্যক্রম ও সাফল্যের সমন্বয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এ 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩'।

সরকারের গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূলতাসহিষ্ণু নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও তা দ্রুত সম্প্রসারণ করছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সাশ্রয়ীমূল্যে কৃষকদের সার, বীজ ও সেচ সরবরাহ, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণে ৫০% থেকে ৭০% ভর্তুকি সহায়তা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উচ্চমূল্যের বিভিন্ন ফসল যেমন কফি, কাজুবাদাম ইত্যাদি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ এবং দেশের চাহিদা পূরণে পেঁয়াজ ও তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আম রপ্তানির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেসাথে ফুল উৎপাদনেও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বর্ণিত উদ্যোগসমূহের দক্ষ বাস্তবায়নের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৬৬.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন যা পূর্বের বছরের তুলনায় ১৫.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি। এছাড়া সবজি, ফল, পেঁয়াজ ও সরিষাসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ৭০টির বেশি কৃষিপণ্য রপ্তানি হচ্ছে। ইতোমধ্যে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ ১০০ কোটি ডলার রপ্তানি আয়ের মাইলফলক ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশ ২২টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বিশ্বে ১০ শীর্ষ দেশের তালিকায় রয়েছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সময়োপযোগী দিকনির্দেশনায় করোনা অতিমারির সময় দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে এবং বর্তমান বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষি মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণের সমন্বয়ে এ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশ করা হলো। এ প্রতিবেদনটি কৃষির উন্নয়নের অন্যতম তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রস্তুত করতে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

(ওয়াহিদা আক্তার)





সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	i-iv
২.	কৃষি মন্ত্রণালয়	১-৩৮
৩.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৩৯-৫৯
৪.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৬০-৮১
৫.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	৮২-৯৬
৬.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৯৭-১১৭
৭.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১১৮-১৩৭
৮.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৩৮-১৫১
৯.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৫২-১৬৬
১০.	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৬৭-১৮৩
১১.	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৮৪-১৯১
১২.	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	১৯২-২১৩
১৩.	কৃষি তথ্য সার্ভিস	২১৪-২২১
১৪.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	২২২-২৩০
১৫.	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	২৩১-২৪০
১৬.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	২৪১-২৫৫
১৭.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২৫৬-২৬৩
১৮.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	২৬৪-২৭৫
১৯.	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	২৭৬-২৮৩
২০.	গণমাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়	২৮৪-৩০৭





নির্বাহী সারসংক্ষেপ

জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা, কর্মসংস্থান এবং শিল্পের কাঁচামালের গুরুত্বপূর্ণ উৎস কৃষি। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উন্নত ও প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, নতুন জাত ও প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সমলয় চাষাবাদ প্রবর্তন, উত্তম কৃষি চর্চাসহ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। আবাদি জমি হ্রাস, বাড়তি জনসংখ্যার চাপ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, কোভিড-১৯ এর অভিঘাত এবং বৈশ্বিক সংঘাতময় পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষিত রয়েছে। সরকারের কৃষি বান্ধব নীতি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে কৃষির ধারাবাহিক সাফল্য বিশ্বপরিমণ্ডলে সমাদৃত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনের তথ্য নিম্নরূপ:

১. ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৬৬.৮৭ লক্ষ মে.টন (চাল- ৩৯০.৯৫ লক্ষ মে.টন, গম- ১১.৭০ লক্ষ মে.টন ও ভুট্টা- ৬৪.২২ লক্ষ মে.টন), আলু ১০৪.৩২ লক্ষ মে.টন, পেঁয়াজ ৩৪.৫৬ লক্ষ মে.টন, তেলজাতীয় ফসল ১৬.০৪ লক্ষ মে.টন, ডাল জাতীয় ফসল ৮.৭৯ লক্ষ মে.টন এবং পাট উৎপাদন হয়েছে ৮৪.৫৮ লক্ষ বেল।

২. কৃষি গবেষণাকে গুরুত্ব প্রদান করে প্রতি বছরই নতুন নতুন উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল ৯টি জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয় এবং ২৮টি জাত নিবন্ধন করা হয়েছে। সে সাথে ৬৬টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩. উদ্ভাবিত জাতসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক আমন মৌসুমের একটি উচ্চফলনশীল ধানের জাত ব্রি ধান১০৩, বোরো মওসুমের গুণগত মানসম্পন্ন সুগন্ধি আধুনিক ধানের জাত ব্রি ধান১০৪, বোরো মওসুমের একটি কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই ৫৫.০) সম্পন্ন ডায়াবেটিক ধান ব্রি ধান১০৫ এবং রোপা আউশ মওসুমের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী উচ্চফলনশীল ধানের জাত ব্রি ধান১০৬ অন্যতম।

৪. সরকার কৃষি উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সার, সেচ কাজে বিদ্যুৎ, ইক্ষু ইত্যাদি খাতে মোট ২৫,৯৯৮.৫৬ কোটি টাকা উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) প্রদান করেছে।

৫. ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৭.৫২ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া, ৭.৭৯ লক্ষ মে.টন টিএসপি, ৯.৭৮ লক্ষ মে.টন এমওপি এবং ১৫.৮৪ লক্ষ মে:টন ডিএপি সার সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করা হয়।

৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৮৫টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৪,০০০.৪১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে অবমুক্ত করা হয় ৩,৪৮১.২৯ কোটি টাকা। অবমুক্ত অর্থ থেকে ব্যয় হয় ৩,৪১৯.৯৫ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অবমুক্ত টাকার) ৯৮.২৪%।

৭. প্রতিবেদনাধীন বছরে ৫২টি কর্মসূচি ও ৭টি সাব-কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যার জন্য বরাদ্দ ২১০.৬৭ কোটি টাকা; অবমুক্ত ২০৪.৫৫ কোটি টাকা ও মোট ব্যয় ২০২.৫২ কোটি টাকা; বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯%।

৮. ২০২২-২৩ অর্থবছরে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং ধান, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, পাট, সরিষা, সূর্যমুখী, আনারসসহ বিভিন্ন ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ৫০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এতে উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৬৭.৭৩ লক্ষ।

৯. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ২০২০-২০২৫ মেয়াদে ৫০%-৭০% উন্নয়ন সহায়তায় কৃষিযন্ত্র বিতরণের লক্ষ্যে ৩,০২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায়" প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ৮,৫৫৯টি কম্বাইন হারভেস্টার, ১,৬১৯টি রিপার, ১০,৭০৯টি সিডার ও ৬,৮৩৬টি পাওয়ার থ্রেসারসহ মোট ৩০,৫৮২টি কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

১০. সামষ্টিকভাবে টেকসই কৃষি নিশ্চিত করতে এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সফল করে ফসল ঘরে তুলতে ৬১ জেলায় ৫০ একর করে ১৬২টি ব্লকে বোরো ও আমন ধান চাষে সমলয় (Synchronize) পদ্ধতির প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

১১. উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ৩.২২ লক্ষ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২. কৃষিতে অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ১০ ক্যাটাগরিতে ৪৪ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ এবং ১৪২৬' প্রদান করা হয়।



১৩. করোনা পরবর্তীকালীন সময়ে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন যে, "এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে"। সে লক্ষ্যে ৪৫৫.৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০২.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৫০,৭০৭টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে জুন/২০২৩ পর্যন্ত স্থাপিত মোট বাগানের সংখ্যা ২,৫২,০৯৬টি।

১৪. পাহাড়ি এলাকায় কফি, কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পাঁচ বছরমেয়াদি (২০২১-২০২৫) 'কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ ২১১.৮৫ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮.৫ লক্ষ কাজুবাদাম ও কফির চারা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে প্রায় ২,৫০০ হেক্টর জমি নতুন করে কাজুবাদাম ও কফি চাষের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৫. পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ৩৪.৫৬ লক্ষ মে.টন, যেখানে ২০১৯-২০ সালে পেঁয়াজ উৎপাদন ছিল ২৫.৬১ লক্ষ মে.টন।

১৬. সবজি ও ফল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জৈব বালাইনাশক ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১১০টি জৈব বালাইনাশকের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

১৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৭.৫৮ লক্ষ ফলের চারা, ১১.২০ লক্ষ ফলের কলম, ৪৪.৩০ লক্ষ মসলার চারা, ৩৩.৪০ লক্ষ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৮৩.০৮ হাজার ঔষধি চারা, ১৭.৫৩ হাজার নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন ফল ও শাকসবজির ৪১৬.৭১ লক্ষটি চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

১৮. তিন বছরের মধ্যে ভোজ্যতেলের আমদানি হ্রাসপূর্বক ৪০% স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫)। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরিষার ফলন হয়েছে ১১.৬১ লক্ষ মে.টন, যা গত বছরের তুলনায় ৩.৩৭ লক্ষ মে.টন বেশি। উৎপাদিত ১১.৬১ লক্ষ মে.টন সরিষা হতে ৩.৮৭ লক্ষ টন তেল উৎপাদন হবে। যাতে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা আমদানি ব্যয় সাশ্রয় হবে।

১৯. উত্তম কৃষি চর্চার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) ও সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (IFMC) এর মাধ্যমে গঠিত ৩,৬০০টি কৃষক গ্রুপকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১.৫৮ লক্ষ মে. টন উৎপাদিত বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

২১. বিএডিসি'র মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০,০০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, ৮৬০ কিমি. খাল/নালা খনন/ পুনঃখনন, ১০৬১ কিমি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ১,২৮৪টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ১২৫টি সৌরশক্তিচালিত সেচপাম্প স্থাপন, ১৪২টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

২২. বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপক্ষ (বিএমডিএ) এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০৯৬টি খাল পুনঃখনন, ৬টি বিল পুনঃখনন, ৭৫৬টি ক্রসড্যাম নির্মাণ, ৬১১টি সোলার পাতকুয়া এবং ১৩০২৬ কিমি. ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

২৩. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫০টি উপজেলায় মাঠ জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সে সাথে বিভিন্ন জাতের মোট ৯,৬৬২টি নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম পরীক্ষা করা হয়েছে। ১৬০টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ৩১,৬১৫ জন কৃষককে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে।



২৪. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিজেআরআই) মাধ্যমে তোষা পাটের একটি অগ্রবর্তী সারি ও-০৪৩-৭-৯ এবং কেনাফের একটি অগ্রবর্তী সারি কেবিএল ১৫৫ (১) থেকে যথাক্রমে বিজেআরআই তোষা পাট ৯ ও বিজেআরআই কেনাফ ৫ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়েছে।

২৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এর মধ্যে চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "বঙ্গবন্ধু-পিয়ারে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র" উদ্বোধন করেন। ফলশ্রুতিতে দেশের কৃষি গবেষকদের উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়।

২৬. বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট ও কেনাফের বিভিন্ন জাতের ৮৫টি জুট ভিলেজ স্থাপনের মাধ্যমে আঁশ ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।

২৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী মাসিক 'কৃষিকথা' ম্যাগাজিনের ৭.৮৩ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। সে সাথে কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৪.৮৩ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

২৮. বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে ১,২৯,৩১৯ মে. টন বীজ প্রত্যয়ন করা হয়েছে এবং ৪টি নোটিফাইড ফসলের এবং মোট ২.১৮ কোটি বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

২৯. সারাদেশে স্থাপিত ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫-২০ জন কৃষক কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ২৭ লাখ কৃষক-কৃষাণী এসব কেন্দ্র থেকে তথ্য সেবা পেয়েছেন।

৩০. কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কলসেন্টার (১৬১২৩) থেকে কৃষি, সংক্রান্ত সমস্যায় তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রায় ৪০,৮৫২ জন কৃষককে কৃষি তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩১. দেশে মোট ১৬২১টি কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি কমিউনিটি রেডিও, 'কৃষক বন্ধু' ফোন-৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানাসহ বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় কৃষি তথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

৩২. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮৪টি উপজেলাসহ মোট ৩৫৫টি উপজেলার ৭৬টি ফসলের জন্য ক্রপ জোনিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩৩. বাংলাদেশের জন্য উত্তম কৃষি চর্চা এর মানদন্ডের মডিউলের চর্চাসমূহ এবং স্কিমওনার এর সার্টিফিকেশন মার্ক/লোগো (ব্যবহারের নীতিমালাসহ) অনুমোদন করা হয়েছে।

৩৪. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৪,৮০৪ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৩৫. ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর ২০টি ভিডিও ফিল্ম/ফিলার/ডকুমেন্টারি নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে।

৩৬. প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৭২০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের কাজ করা হয়েছে।

৩৭. সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) লোন মঞ্জুরি সহজিকরণের লক্ষ্যে মাইগভ প্লাটফর্ম ব্যবহার করে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) হতে অগ্রিম উত্তোলনের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেবাগ্রহীতাগণ যে কোন স্থান হতে সহজে অনলাইনে আবেদন করতে পারছেন। এতে কাগজের ব্যবহার ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে।



৩৮. 'রাইস সল্যুশন' মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপস সেন্সর-ভিত্তিক ধানের রোগবালাই এর ছবি বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোগবালাই নির্ণয়সহ পরামর্শ/ব্যবস্থাপত্র প্রদান করছে। উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকরা ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছেন।

সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ধান, ভুট্টা, আলু, সবজি ও ফলসহ অন্যান্য ফসলের ফসল উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বে চাল উৎপাদনে ৩য় স্থানে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সবজি উৎপাদনে ৩য়, পেঁয়াজ উৎপাদনে ৩য়, পাট উৎপাদনে ২য়, চা উৎপাদনে ৪র্থ এবং আলু ও আম উৎপাদনে ৭ম স্থানে রয়েছে। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময়োচিত কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে খাদ্য উৎপাদনে অর্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রেখে আধুনিক, ব্যয় সাশ্রয়ী ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন হচ্ছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি যথাযথ কাজে লাগিয়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি রফতানিমুখী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।




পাট রপ্তানিতে ১ম
পাট ও কাঁঠাল উৎপাদনে ২য়
সবজি উৎপাদনে ৩য়
ধান উৎপাদনে ৩য়
পেঁয়াজ উৎপাদনে ৩য়
আলু উৎপাদনে ৭ম
আম উৎপাদনে ৭ম
পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম
কৃষিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান

কৃষি মন্ত্রণালয়





কৃষি মন্ত্রণালয়

www.moa.gov.bd

১.০ ভূমিকা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জনগণের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১১.২০% (বিবিএস ২০২৩)। কৃষিতে নিয়োজিত জনশক্তি ৪৬.৯৬% (জনশক্তি জরিপ ২০২২, বিবিএস)। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব বিবেচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ কৌশল প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই কৃষির সূচনা করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসে প্রথম নজর দিয়েছিল কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে। যার ফলশ্রুতিতে মাত্র পাঁচ বছরে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার কর্তৃক দেশের কৃষির উন্নয়নে নানাবিধ যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। আধুনিক, লাভজনক ও যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের ফলে খাদ্যশস্য, সবজি ও ফল উৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছে এবং ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। কোভিড-১৯ অভিঘাত ও চলমান বৈশ্বিক সংকট সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রেখে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন, প্রধান কার্যাবলী, সাংগঠনিক কাঠামো, মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ইত্যাদিসহ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের গৃহীত উল্লেখযোগ্য সার্বিক কার্যক্রমের বর্ণনা দেয়া হলো:

১.১ রূপকল্প (Vision)

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করা এবং জনসাধারণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ
- কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানিতে সহায়তা
- কর্মব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন

১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম
- কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ
- বীজ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ
- মৃত্তিকা জরিপ, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা ও সুপারিশ
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন
- কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন
- কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা
- ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা



১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো

কৃষি মন্ত্রণালয় ১০টি অনুবিভাগ ও ১টি ইউনিট নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে-প্রশাসন, পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন, সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, শৃঙ্খলা (নবসৃষ্ট), আইন (নবসৃষ্ট), সম্প্রসারণ, গবেষণা, নিরীক্ষা, পরিকল্পনা, বীজ অনুবিভাগ এবং কৃষি নীতি সহায়ক ইউনিট। অনুবিভাগসমূহের অধীনে ২০টি অধিশাখা ও ৪৯টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ৩৩২ জন (প্রথম শ্রেণী ৯৯ জন, দ্বিতীয় শ্রেণী ৭৩জন, তৃতীয় শ্রেণী ৮৭ জন ও চতুর্থ শ্রেণী ৭৩ জন)।

১.৬ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

- কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা, পুষ্টিমান সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে GAP বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলা, এলডিসি গ্রাজুয়েশনের ফলে উদ্ভুত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এবং লাভজনক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে জাতীয় কৃষিনীতিসহ কৃষি বিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়ন তদারকি
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের বিপণন নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি, চার্টার, প্রটোকল ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও সমন্বয়
- জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- বিভিন্ন গবেষণামূলক আবিষ্কার, উদ্ভাবন/খাদ্যশস্য, বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ও ফসলের উৎপাদন লক্ষমাত্রা নির্ধারণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তকরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন। বীজ শিল্প উন্নয়ন বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন, নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন
- সার উৎপাদন/আমদানি/সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও মূল্য পরিস্থিতি মনিটরিং ও উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) ব্যবস্থাপনা
- নতুন জৈব সার ব্যবহারের মান নির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান, আমদানিকৃত কীটনাশকের সক্রিয় উপাদান শুল্কমুক্ত ছাড়করণের নিমিত্ত প্রত্যয়ন
- জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি এবং বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি (পিটাক) কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়ন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড় ও তদারকি
- ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নতুন জাত এ্যাডপশন, সম্প্রসারণ এবং প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক/আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (নার্স) ভুক্ত কৃষি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন
- মন্ত্রণালয়ের নতুন পদ সৃজন ও সংরক্ষণ/অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক কাজ
- মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন, অনুমোদন, পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়
- মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় কার্যাবলি সম্পাদন
- সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল সেবা প্রদান বিষয়ক কাজ



- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীন সকল দপ্তর সংস্থার আর্থিক/প্রশাসনিক কার্যাবলির ওপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন
- বার্ষিক প্রতিবেদনসহ ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি ও মুদ্রণ।

২.০ বিভিন্ন অনুবিভাগে কর্মরত জনবল ও অনুবিভাগের কর্মপরিধি

২.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

জনবল

প্রশাসন অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ৩ জন, উপসচিব ৫ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ১ জন, সিস্টেম এনালিস্ট ১ জন, প্রোগ্রামার ১ জন, সহকারী সচিব ২ জন, সহকারী প্রোগ্রামার ৩ জন, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ১ জন, লাইব্রেরিয়ান ১ জন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- মন্ত্রণালয়ের সাধারণ প্রশাসন
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা
- প্রটোকল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদে ভাষণের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ
- জাতীয় সংসদে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধন
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ
- পদসৃষ্টি ও সংরক্ষণ
- পরিচালন বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়
- যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা
- বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় কার্যাবলি সম্পাদন
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- সেবা সহজীকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, ডিজিটাল সেবা প্রদান এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
- মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তার পদোন্নতি সংক্রন্ত কার্যক্রম
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগ সংক্রন্ত্র কার্যক্রম
- অরগানোগ্রাম হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যক্রম

২.২ পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন (পিপিসি) অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ২ জন, উপসচিব ৫ জন এবং সহকারী সচিব ০১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- জাতীয় কৃষিনীতির আওতায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিতে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কৃষিবিষয়ক কার্যাবলির সমন্বয় পর্যালোচনা



- জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং পর্যালোচনায় কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন
- খাদ্যশস্য, অন্যান্য ফসল এবং উদ্যান ফসলের উৎপাদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে কৃষিবিষয়ক সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
- বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাসংস্থা দেশ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য প্রণয়ন
- কৃষি সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন খাতের নীতিসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয়
- কৃষিবিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন
- আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ক সমন্বয় সাধন
- প্রধান প্রধান ফসল (আমন, বোরো ও গম) প্রাক্কলন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ
- খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন প্রণয়ন
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রণয়ন
- ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়াদি
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন
- কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচিত নীতিমালার উপর মতামত প্রদান
- ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজির কার্যক্রম
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার উপর মতামত প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

২.৩ সম্প্রসারণ অনুবিভাগ

জনবল
এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, ১জন যুগ্মসচিব এবং ৪ জন উপসচিব কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন
- বিসিএস (কৃষি) ডিএই অংশ, বিসিএস (কৃষি) এসআরডিআই অংশ এবং বিসিএস (কৃষি) কৃষি বিপণন অংশ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক/আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন
- ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী আয়োজনসহ কৃষি বিষয়ক অন্যান্য মেলার আয়োজন।

২.৪ গবেষণা অনুবিভাগ

জনবল
এ অনুবিভাগে যুগ্মসচিব ২ জন এবং উপসচিব ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেম (নার্স) ভুক্ত কৃষি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন



- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিচালক, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্য-পরিচালক নিয়োগ
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং জনবল নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

২.৫ সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন, উপসচিব ১ জন, উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ) ১ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ০১ জন, গবেষণা কর্মকর্তা ৩ জন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১ জন এবং পরিদর্শন কর্মকর্তা ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- সার ও বালাইনাশক সম্পর্কিত আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং সংশোধন
- নতুন সারের মাননির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান
- সার সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও মূল্য পরিস্থিতি এবং উৎপাদন মনিটরিং
- সারের জন্য উন্নয়ন সহায়তা ব্যবস্থাপনা
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড়
- ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- সার ও কীটনাশক সম্পর্কিত নীতি, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন
- আমদানিকৃত কীটনাশকের সক্রিয় উপাদান শুল্কমুক্ত ছাড়করণের নিমিত্ত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান
- নতুন জৈব সার ব্যবহারের অনুমোদন ও মান নির্ধারণ
- পিটাক কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়ন
- জৈব সার, সার জাতীয় দ্রব্য ও কীটনাশক বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলির সম্পাদন ও জাতীয় সার প্রমিতকরণ ও বাস্তবায়ন
- বিএডিসি এবং বিএমডিএ সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয় সাধন ইত্যাদি

২.৬ পরিকল্পনা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ২ জন, উপসচিব ৬ জন এবং সিনিয়র সহকারী সচিব ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি জন্য নতুন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও যাচাইকরণ প্রণয়ন ও পুনঃমূল্যায়ন
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়নের কাজ পরিবীক্ষণ
- উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা আয়োজন
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের ওপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদান
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন ও অবমুক্তকরণ ইত্যাদি
- প্রকল্পের জনবল কাঠামো প্রস্তুতি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পে জনবল নিয়োগ এবং প্রকল্পভুক্ত জনবলের বাৎসরিক পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি



- সমস্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান
- প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিতে মাসিক, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন
- সমস্ত প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি তে প্রেরণ

২.৭ নিরীক্ষা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে যুগ্মসচিব ১ জন, কৃষি অর্থনীতিবিদ ১ জন এবং সহকারী সচিব ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির ওপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন
  - ব্রডসিট জবাব পর্যবেক্ষণ, সংশোধন, সংযোজন ও সুপারিশসহ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ
  - প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণাদি সংযুক্তিকরণ
  - অডিট অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন তথ্যাদি, জবাব ও প্রমাণাদি প্রেরণ
  - নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অবহিতকরণ
- অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অডিট অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়করণ
- উত্থাপিত অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণ
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মচারীগণের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন
- কৃষি মন্ত্রণালয়, আওতাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা ও অডিট অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি দপ্তরসমূহের ১ম শ্রেণির (নবম থেকে প্রথম গ্রেড পর্যন্ত) কর্মকর্তাগণের পেনশন মঞ্জুরির ক্ষেত্রে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা বাস্তবায়ন

২.৮ বীজ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে মহাপরিচালক ১ জন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ ১ জন ও সহকারী বীজতত্ত্ববিদ ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

- বীজ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন
- বীজ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা
- জাতীয় বীজ বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তকরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন
- বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন
- বীজ শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন



২.৯ কৃষি নীতি সহায়ক ইউনিট

জনবল

এ ইউনিটের প্রধান মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে মহাপরিচালক এর দায়িত্ব পালন করছেন। এতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ২ জন উপপরিচালক সংযুক্তিতে উপগবেষণা পরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন খাতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য কৃষি ও এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ক্রম বিকাশমান পরিস্থিতি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাপূর্বক নীতি বিশ্লেষণ, প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

৩.০ প্রশাসনিক(দপ্তর/সংস্থাসহ)

৩.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৬
মন্ত্রণালয়	৩৩২	২৪৫	৮৭	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পদগুলির যথাযথ অনুমোদন না থাকায় কর্মরত ৭৯৬টি পদ হিসাব বহির্ভূত রাখা হয়েছে।
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৪২৮৫৯	৩০৩২৪	১২৫৩৫	
মোট	**৪৩১৯১**	**৩০৫৬৯**	**১২৬২২**	

৩.২ পদোন্নতি প্রদান

সংস্থার স্তর	প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
	৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ-১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
	১	২	৩	৪	৫
কৃষি মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	-	০২	-	-	০২
দপ্তর সংস্থায়	৫১৪	২৪	১১৫	২২৮	৮৮১
মোট	**৫১৪**	**২৬**	**১১৫**	**২২৮**	**৮৮৩**

৩.৩ নিয়োগ প্রদান

সংস্থার স্তর	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিয়োগ				
	৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ-১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
	১	২	৩	৪	৫
কৃষি মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	০১	-	-	১২	১৩
দপ্তর সংস্থায়	৪৪৩	১৩৮৮	৮১১	৬১৫	৩২৫৭
মোট	**৪৪৪**	**১৩৮৮**	**৮১১**	**৬২৭**	**৩২৭০**



৩.৪ অডিট আপত্তি

মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থা	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
						সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কৃষি মন্ত্রণালয় (সচিবালয় অংশ)	১৭	০৩	২০	৩৪.৪৯৫৫	২০	০৬	৪৫.৩৩৭৯	১৪	২.০৪৬৭
দপ্তর সংস্থার অংশ	৬০৩৩	৬৫৩	৬৬৮৬	১৫৭৮২.৪৪৮১	৬০৭৩	৬৫৬	৬৯৪.৪৪৬৮	৬০৩০	১৫০৮৮.০০৮৯
মোট	**৬০৫০**	**৬৫৬**	**৬৭০৬**	**১৫৮১৭**	**৬০৯৩**	**৬৬২**	**৭৪০**	**৬০৪৪**	**১৫০৯০**

৩.৫ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৃষি মন্ত্রণালয়	০	০	০	০	০	০
দপ্তর/সংস্থার	১১০	৬	১৪	১৪	৩৪	৭৬
মোট	**১১০**	**৬**	**১৪**	**১৪**	**৩৪**	**৭৬**

৪.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

মন্ত্রণালয়ের নাম	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
কৃষি মন্ত্রণালয়	৫২টি	০	৭টি	৪৫টি
দপ্তর সংস্থা	১৭৩২টি	১৩৮টি	১১৯টি	১৭৫১টি
মোট	**১৭৮৪টি**	**১৩৮টি**	**১২৬টি**	**১৭৯৬টি**



৫.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ প্রশিক্ষণ

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	০৬	০	২১৫	০	২২১
দপ্তর সংস্থা	১৯১৯৫	৮৪	৫৭৫৯	৬২৬	২৫৬৬৪
মোট	**১৯২০১**	**৮৪**	**৫৯৭৪**	**৬২৬**	**২৫৮৮৫**

৫.২ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
	সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	২	৩	৪	৫
কৃষি মন্ত্রণালয়	০	০	৪২	৪২
দপ্তর/সংস্থা	২০	৪৬	২৯	৯৫
মোট	**২০**	**৪৬**	**৭১**	**১৩৭**

৫.৩ উচ্চশিক্ষা

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৃষি মন্ত্রণালয়	০	০	০	০	০	০
দপ্তর সংস্থা	১০	৫৬	৬৬	১৪	১১৩	১২৭
মোট	**১০**	**৫৬**	**৬৬**	**১৪**	**১১৩**	**১২৭**

৬.০ সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

আয়ের উৎস/প্রতিষ্ঠান	২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)	২০২১-২২ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)
১	২	৩
ডিএই, বিএআরআই, এসআরডিআই, ডিএএম, সিডিবি, এআইএস, এসসিএ, নাটা কর্তৃক মোট:	১৭১২.৮৮	১১৯৮.৯২



৭.০ আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতি, ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রকাশিত আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতি ও কর্মপরিকল্পনার তালিকা	প্রকাশের তারিখ
১	২
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্মচারী (অবসর ভাতা, অবসরজনিত সুবিধা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২২ (এস.আর.ও. নং ৩৪৯-আইন/২০২২)।	১৯-১২-২০২২
জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং কৃষিজপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ নীতিমালা-২০২৩ এর খসড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	০৯ -০১- ২০২৩
জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি -২০২০ এর কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে।	ডিএই থেকে

৮.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৮.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ের এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	
সাধারণ বরাদ্দের ভিত্তিতে			
৮৫	৪০০০.৪১	৩৪১৯.৯৫ (৮৫.৪৯)	১২
ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের ভিত্তিতে			
৮৫	৩৫০২.৬২	৩৪১৯.৯৫ (৯৭.৬৪)	১২

৮.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় (সচিবালয় অংশ) এর অধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ (পিএ শতভাগ)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
					চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কৃষি মন্ত্রণালয়-১টি								
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেইজ ২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫-জুন ২০২৩) [কৃষি মন্ত্রণায়]	৯৭৬.০৮	৮২.০৮	৮১.৭৮	৭৪.৪৭ ৯১.০৬%	৯৯%	৯১০.৪৭ ৯৩.২৮%	৯৯%
	(ক) পিএমইউ অঙ্গ	৭৫.১৬	১৩.৬০	১৩.৬০	১৩.৩০ ৯৭.৭৯%	১০০%	৫১.৫৮ ৬৮.৬৩%	১০০%
	(খ) বিএআরসি অঙ্গ	২৯৩.৪৬	১৯.৯৩	১৯.৯৩	১৬.৮৯ ৮৪.৭৫%	৯৯%	২৭৩.৫৪ ৯৩.২১%	৯৯%
	(গ) ডিএই অঙ্গ	৬০৭.৪৬	৪৮.৫৫	৪৮.২৫	৪৪.২৮ ৯১.৭৭%	৯৯%	৫৮৫.৩৫ ৯৬.৩৬%	৯৭%



৮.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তাবয়নকারী সংস্থা
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-২য় পর্যায় (এনএটিপি-২) (অক্টোবর ২০১৫ জুন ২০২৩) পিএমইউ অংগ (লিড), ডিএই অংগ ও বিএআরসি অংগ	কৃষি মন্ত্রণালয়
২	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন/২০২৩)	ডিএই
৩	সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (পাইলট) প্রকল্প। (জুলাই ২০১৭ - জুন/২০২৩)	ডিএই
৪	নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ২০১৮ - জুন/২০২৩)	ডিএই
৫	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন/২০২৩)	ডিএই
৬	"নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন/২০২২)	ডিএই
৭	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ, ৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প, জানুয়ারি. ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩	ডিএই
৮	স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৪)	ডিএই
৯	নোয়খালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭, জুন, ২০২৩)	বিএডিসি
১০	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	বিএডিসি
১১	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	বিএডিসি
১২	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই, ২০১৮- জুন, ২০২৩)	বারি
১৩	বাংলাদেশে মসলাজাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প। (অক্টোবর, ২০১৭-জুন, ২০২৩)	বারি
১৪	"গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই ২০১৮- জুন/২০২৩)	বারি
১৫	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প) (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) [প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)]	বিজেআরআই
১৬	পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প [৩য় সংশোধিত] (সেপ্টেম্বের/২০১০ হতে জুন/২০২৩)]	বিজেআরআই
১৭	সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প ফেজঃ-১ (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৪- জুন ২০২৩)	সিডিবি
১৮	মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ' প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮, ডিসেম্বর ২০২২)	এসআরডিআই
১৯	কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প-১ম সংশোধিত (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২৩)	এআইএস



৮.৪ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition. Entrepreneurship, and Resilience-(PARTNER)	ডিএই	৬৯২৬৪৪.০০	১৪৯,৬৪৪.০০	৫৪৩,০০০.০০
২	বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ' (২০২২-২০২৭)	বিনা	১৬৪০০.৯৯	১৬৪০০.৯৯	০০.০০
৩	নতুন ০৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন' (০১-০১-২০২৩ থেকে ৩১-১২-২০২৭)	ব্রি	৩৬৯৩০.২০	৩৬৯৩০.২০	০০.০০
৪	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ-২য় পর্যায় প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন ২০২৬)	বিএমডিএ	২৪৯৪০.০০	২৪৯৪০.০০	০০.০০
৫	মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২ -জুন ২০২৭)	ডিএই	১১৯৫০.০০	১১৯৫০.০০	০০.০০
৬	মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও অপুষ্টি হ্রাসকরণ প্রকল্প (২৪/১১/২০২১ তারিখে)	ডিএই	৯৮৩৪.১১	৯৮৩৪.১১	০০.০০
৭	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	ডিএই	১৯০৩৫.০০	১৯০৩৫.০০	০০.০০
৮	Flood Reconstruction Emergency Assistance for Agriculture (FREAP) (জানুয়ারি, ২০২৩-ডিসেম্বর,২০২৫)	ডিএই	৩০০০০.০০	১৩৯৩.০০	৮৫৯৮.০০
৯	শস্য বাণিজিকীকরণ এবং উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন এবং গোপালগঞ্জ ও বিল মোহনার খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্ধন শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২৩-ডিসেম্বর, ২০২৩)	ডিএই	২৫০.০০	২৫০.০০	০০.০০
১০	দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	ডিএই	১৪৪৭২.৬৮	১৪৪৭২.৬৮	০০.০০



৮.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত ৫২টি কর্মসূচি এবং বীজ সংক্রান্ত ৭টি সাব কার্যক্রম এর অনুকূলে উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার

স্কিম/সাব কার্যক্রমের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন/২০২৩ মাসের অগ্রগতি					
	বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ		ব্যয়		
	লক্ষ টাকায়	লক্ষ টাকায়	বরাদ্দকৃত অর্থের (%)	লক্ষ টাকায়	ছাড়কৃত অর্থের (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের (%)
কর্মসূচি- ৫২টি	৬০৬৭.৩৩	৫৪৫৫.০৬	৮৯.৯১%	৫২৫২.৪২	৯৬.২৯ %	৮৬.৫৭%
সাব কার্যক্রম- ৭টি	১৫,০০০.০০	১৫,০০০.০০	১০০%	১৫০০০.০০	১০০%	১০০%
মোট- ৫৯টি	২১০৬৭.৩৩	২০৪৫৫.০৬	৯৭.০৯%	২০২৫২.৪২	৯৯.০১%	৯৬.১৩%

৯.০ অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০২২-২৩) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি)

২০২২-২৩ অর্থবছরে অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ১১টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৩৮১.৯০ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩৪৭.৮১ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯১.০৭ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে ১০৬টি কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, ২০টি ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র, ৭টি অফিস ভবন, যশোরে ১টি আঞ্চলিক অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৫টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ, ৩০টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়। রংপুর বিভাগে ৬টি কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি সেচ কাঠামো, ১টি ব্রীজ নির্মাণ ও ২টি সড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই'র অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্রের ৪ তলা ভবন, সীমানা প্রাচীর ও সেচ নালা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের ১টি অফিস ভবন (পাবনা), ১টি প্রেসভবন ও ১টি কমিউনিটি রেডিও ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয় (তুলা ভবন) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রধান কার্যালয়সহ ১৪টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০.০ কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কার্যক্রম

দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অতি বৃষ্টিজনিত বন্যাসহ নানা কারণে প্রান্তিক হয়ে যাওয়া কৃষক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে উপরে বর্ণিত উপখাতসমূহ হতে বীজ, সার, কীটনাশক ও অন্যান্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাত হতে পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচিটি জাতীয় বাজেটের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বর্ণিত খাতে বরাদ্দকৃত ৫০০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৭,৭২,৯৫৮ জন।

২০২২-২৩ অর্থবছরের কৃষি প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণী

ক্র: নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ (বিঘা)	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
১	২০২২-২৩ অর্থবছরে রোপা আমন/২০২২-২৩ মৌসুমে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে উফশী জাতের বীজ ও সার পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান।	১২	৯০০০০	৪৯২.৭৫	৯০০০০



ক্র: নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ (বিঘা)	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
২	২০২২-২৩ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা সহায়তা প্রদান।	৩৯	৫১৪০০	৪৩৯.৪৬০	৫১৪০০
৩	খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ (নাবী) আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে মাঝে প্রণোদনা সহায়তা প্রদান।	১৭	১৮০০০	১৫৬৭.৮০	১৮০০০
৪	২০২২-২৩ অর্থবছরে রবি/ ২০২২-২৩ মৌসুমে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে আগাম শীতকালীন বিভিন্ন জাতের সবজি বীজ পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান।	১৭	--	১৫২.২৫৬	১৫১৯৬০
৫	২০২২-২৩ অর্থবছরে রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম, সয়াবিন, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহের লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি সহায়তা প্রদান।	৬৪	১৬৭০৫০০	১৩৬৯৩.১৩২	১৬৭০৫০০
৬	২০২২-২৩ রবি মৌসুমে বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদ (Synchronize Cultivation) ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের নিমিত্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ ও অগ্রীম উত্তোলন প্রসঙ্গে।	৬১ (১১০ টি ব্লক)	১৬৬৬৫ বিঘা (৫৫০০ একর)	১৫০৭.৫৫	১৫০০০
৭	২০২২-২৩ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ সহায়তা প্রদান কর্মসূচির সহায়তা প্রদান।	৬৪	১৫০০০০০	৮১৭৫.০০	১৫০০০০০
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের উফশী জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কর্মসূচির সহায়তা প্রদান।	৬৪	১২০০০০০	৭২৯০.০০	১২০০০০০
৯	২০২২-২৩ অর্থবছরের রবি মৌসুমে বোরো ধান আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত বীজ সহায়তা প্রদান (বিএডিসি)	৬৪	--	২৯৬৭.৯৬৯	--
১০	২০২২-২৩ রবি মৌসুমে বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদ (Synchronize Cultivation) ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের নিমিত্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ ও অগ্রীম উত্তোলন প্রসঙ্গে।	টুঙ্গিপাড়া	৩.০৩ বিঘা (১ একর)	১৪.০৩৭৫	১০০



ক্র: নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ (বিঘা)	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
১১	২০২২-২৩ রবি মৌসুমে বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদ (Synchronize Cultivation) ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের নিমিত্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ ও অগ্রীম উত্তোলন প্রসঙ্গে।	কোটালীপাড়া	৩.০৩ বিঘা (১ একর)	১৪.০০৭৫	১০০
১২	২০২২-২৩ অর্থবছরে খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে পাট ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে পাট বীজ বিতরণ কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ	৪৪	৪০০০০০	৮১০.০০	৪০০০০০
১৩	২০২২-২৩ অর্থবছরে খরিপ-১/২০২৩-২৪ মৌসুমে মৌসুমে উফশী আউশ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়	৬৪	১০০০০০০	৫৭২৫.০০	১০০০০০০
১৪	এমডি-২ সুপার সুইট জাতের আনারসের চারা ব্যবহারের মাধ্যমে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা সহায়তা প্রদান কর্মসূচি	০৪	১২০	৫০২.২০	২৪০
১৫	খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ (নাবী) আবাদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ।	১৯	১৮০০০	১৬২০.২৭	১৮০০০
১৬	খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে রোপা আমন ধানের উফশী জাতের বীজ আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ	৬৪	৪৯০০০০	৩৩১৯.৭৫	৪৯০০০০
১৭	২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় নারিকেল চারা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে চারা বিতরণ কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ	২১	১০০০০০	৫৬২.৫০	১০০০০০
১৮	২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় সমলয় চাষাবাদ ব্লক প্রদর্শনী নিমিত্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ	৫০	১৫১৫ বিঘা (৫০ একর)	৬৪৪.০০	৭৫০০
১৯	খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় রোপা আমন ধানের (হাইব্রিড) জাতের বীজ বাবদ অর্থ ছাড়করণ	৪৬	৬০১৫৮	৫০২.৩১	৬০১৫৮
মোট=			**৬৬১৬৩৬৪.০৬ বিঘা**	**৪৯৯৯৯.৯৯২ (৫০০০০.০০) পাঁচশত কোটি**	**৬৭,৭২,৯৫৮**



১১.০ ২০২২-২৩ অর্থবছরের সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও ব্যবহারের তথ্য

ক্রমিক নং	সারের নাম	উৎপাদন (লক্ষ মে: টন)	আমদানি (লক্ষ মে: টন)	মোট প্রাপ্যতা (লক্ষ মে: টন)	বিক্রয়/ব্যবহার (লক্ষ মে: টন)
	২	৩	৪	৫	৬
১	ইউরিয়া	৭.১৮	২০.৭৪	২৭.৯২	২৭.৫২
২	টিএসপি	০.৮৮	৭.৬৬	৮.৫৪	৭.৭৯
৩	ডিএপি	১.১৯	১৪.৬৯	১৫.৮৮	১৫.৮৪
৪	এমওপি	০০	১১.৯৯	১১.৯৯	৯.৭৮

১২.০ প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন)	২০২২-২৩ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	২০২১-২২ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	মন্তব্য (২০২২-২৩ অর্থবছর)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ক) আউশ ধান (চালে)	৩৬.৯০৪	২৯.০১২	৩২.৪৪৯	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
	খ) আমন ধান (চালে)	১৬৩.৪৫৩	১৫৪.২৬৪	১৪৯.৫৮৪	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
	গ) বোরো ধান (চালে)	২১৫.৩৩৭	২০৭.৬৭৫	২০১.৮৫৯	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
	মোট চাল	৪১৫.৬৯৪	৩৯০.৯৫১	৩৮৯.৮৯২	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
২	গম	১১.৬০৩	১১.৭০২	১০.৮৫৮	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
৩	ভুট্টা	৫৭.৬৮৪	৬৪.২২০	৫৬.২৯৭	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
৪	আলু	১০৫.৫৬	১০৪.৩১৭	১০১.৪৪৮	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
৫	পাট	৮৫.৫৫৪	৮৪.৫৭৭	৮৪.৩২৪	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
৬	সবজি	২১২.৯৯০	২২৫.৪০৮	২১৬.৭০৩	ডি এই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৭	তেল ফসল	১৩.৭৮০	১৬.০৪০	১২.৩১৮	”
৮	ডাল ফসল	৯.৪৪১	৮.৭৮৬	৮.৩৮৩	”
৯	পেঁয়াজ	৩৭.৪৯৫	৩৪.৫৬৫	৩৬.৪০৯	”

উৎস: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

১৩.০ বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

(লক্ষ মে. টন)

ক্র:নং	বীজ ফসলের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জন	২০২২-২৩ অর্থবছরের বিতরণ	২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন
১	ধানবীজ	১.০১৬১৫	১.০১৩৮৪	০.৯৭৬৮১	০.৯৪৭৭১
২	গমবীজ	০.২০০০০	০.১৯৮৮০	০.১৫৮০১	০.১৫৮০১
৩	ভুট্টাবীজ	০.০০০৬৭	০.০০০৫১	০.০০২৯০	০.০০০১৯
৪	বীজআলু	০.৩৯০৮৪	০.৩৭৫০১	০.৩২২৩৫	০.৩৩৩৩১
৫	ডালবীজ	০.০১৯৩৪	০.০১৯২৮	০.০১৬১৯	০.০১৯৭৬
৬	তেলবীজ	০.০২৯৯৯	০.০২৯৬৮	০.০২৩৯৬	০.০১৬৬১
৭	সবজিবীজ	০.০০১০৩	০.০০১০৩	০.০০০৬৮	০.০০০৮১
৮	পেঁয়াজ ও মসলাবীজ	০.০০৪৩৪	০.০০৩৭৫	০.০০৩১৮	০.০০৩৩৪
৯	পাটবীজ	০.০০৯০৪	০.০০৮৯২	০.০১১৯৯	০.০১৩০১
সর্বমোট		**১.৬৭১৩৯**	**১.৬৫০৮২**	**১.৫১৬০৮**	**১.৪৯২৭৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন



১৪.০ বিশেষ উদ্যোগ

১৪.১ পেঁয়াজ উপাদনে স্বয়ঃসম্পূর্ণতা

পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরের পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে ৩৬.৪১ লক্ষ মে.টন এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ৩৪.৫৬ লক্ষ মে.টন, যেখানে ২০১৯ -২০ অর্থবছরে সালে পেঁয়াজ উৎপাদন ছিল ২৫.৬১ লক্ষ মে.টন।

১৪.২ ভোজ্য তেলে স্বয়ঃসম্পূর্ণতা

তিন বছরের মধ্যে ভোজ্য তেলের আমদানি হ্রাসপূর্বক ৪০% স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫)। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে সরিষার উৎপাদন ছিল ৮.২৪ লক্ষ মে. টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরিষার উৎপাদন হয়েছে ১১.৬১ লক্ষ মে.টন, যা বিগত বছরের তুলনায় ৩.৩৭ লক্ষ মে.টন উৎপাদন বেশি হয়েছে। বর্তমানে উৎপাদিত ১১.৬১ লক্ষ মে.টন সরিষা হতে ৩.৮৭ লক্ষ টন তেল উৎপাদন হবে। যাতে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা আমদানি ব্যয় সাশ্রয় হবে।



চিত্র: তেল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও কৃষি সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার কর্তৃক সরিষাক্ষেত পরিদর্শন (মানিকগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি ২০২৩)।

১৫.০ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়ন

১৫.১ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ভারতে ১৫-১৭ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত G-20 Summit-এর অংশ হিসেবে Agricultural Minister's Meeting (AMM) -এ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং 4th Agricultural Deputies Meeting (ADM)-এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২ (দুই) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- গত ১৮-২২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে '15th Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) Conference' এবং ইন্টারন্যাশনাল গ্রীন উইক এক্সপেজিশন অনুষ্ঠিত হয়। জার্মানির মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি-এর নেতৃত্বে ২ (দুই) সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।
- বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইরান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত FOC ও JWG সভায় যোগদান করা হয়েছে। উক্ত সভাসমূহের কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা, কৃষির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ প্রভৃতি সহযোগিতামূলক আলোচনা হয় এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

- বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস, আলজেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কানাডা, ডেনমার্ক, ভারত, চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফ্রান্স, সৌদি আরব, জাপান, যুক্তরাজ্য, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ মালয়েশিয়া, কাতার, মেক্সিকো, মিশর, সুইডেন, আফ্রিকা, কম্বোডিয়া, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশে কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক ইনপুটস/প্রস্তাবনা/মতামত প্রেরণ।
- মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, এসওয়াতিনি, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাতকালে বিভিন্ন দেশসমূহের কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ কৃষিতে অভাবনীয় সম্ভাবনা ও সাফল্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- আন্তর্জাতিক হর্টিকালচার মেলায় অংশগ্রহণ: গত ১৪ এপ্রিল- ০৯ অক্টোবর ২০২২ সময়কালে নেদারল্যান্ডের Almere-তে অনুষ্ঠিত '7th International Horticultural Exhibition Expo 2022'-এ কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশীয় পণ্য বিক্রয়সহ বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে সফলতার সাথে তুলে ধরা হয়।

১৫.২ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:

- কৃষি মন্ত্রণালয় ও Wageningen University & Research (WUR), the Netherlands-এর মধ্যে ২২/০৬/২০২৩ তারিখে Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়
- বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বিষয়ক Memorandum of Cooperation ২৬/০৪/২০২৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) ও National Group, Russia-এর মধ্যে Memorandum of Understanding ০৪/০৪/২০২৩ইং তারিখে স্বাক্ষরিত হয়
- তুলা উন্নয়ন বোর্ড (CDB) ও Cotton Research Institute (CRI), Egypt-এর মধ্যে ০৫/১০/২০২২ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং International Rice Research Institute এর মধ্যে ২৩/০২/২০২৩ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়
- কৃষি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এর আওতায় single Registry MIS প্রস্তুত এবং G_2P পদ্ধতিতে Digital Cash Transfer এর জন্য অর্থবিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে

১৫.৩ প্রকল্প গ্রহণ

- বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ৫৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিশ্ব ব্যাংক-৫০০, International fund for Agricultural Development-৪৩) Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) Project এর আওতায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪৯৫টি উপজেলা এবং ৪৫৭১টি ইউনিয়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লিড প্রতিষ্ঠান), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন এর মাধ্যমে বণ্টিত হবে

১৫.৪ কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চুক্তি ও বাস্তবায়ন

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের ফলে কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয় "গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি"-তে বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন করেছে। এ চেয়ার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের কৃষি গবেষকদের কানাডায় উন্নত প্রযুক্তির বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে



- কানাডার 'গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটির সহযোগিতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-এ 'বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রটি ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করেন



চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে "বঙ্গবন্ধু-পিয়ারে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র" উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করেন (২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)।

১৫.৫ পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষণা

সোনালী আঁশ পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষনা করা হয়েছে। এতে করে কৃষিপণ্য রফতানি যেসব সুবিধা পাওয়া যায়, পাটের ক্ষেত্রেও এখন থেকে সেসব সুবিধা পাওয়া যাবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

১৬.০ কৃষিতে বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজি (NTCCB) কমিটির অনুষ্ঠিত ১০/০৮/২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মতে ট্রান্সজেনিক 3R জিন সমৃদ্ধ লেটব্লাইট রেসিস্ট্যান্ট আলু (MSU-DIA-015 ও MSU-DIA-255) মাঠ পর্যায়ে সক্ষমতা যাচাই এর জন্য আগামী আলুর মৌসুমে ৬টি লোকেশনে কনফাইন্ড ফিল্ড ট্রায়ালের অনুমতির জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হলে শর্তসাপেক্ষে এনসিবি হতে রংপুর, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ফিল্ড ট্রায়ালের অনুমতি পাওয়া গেছে এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ১৪ তম এনসিবি সভার সিদ্ধান্ত মতে আলুর জাত দুটি কনফাইন্ড ফিল্ড ট্রায়ালের সময় বর্ধিতকরণ এবং শর্ত সাপেক্ষে মিনি টিউবার ও টিস্যুকালচার টিউবার আমদানির অনুমতি প্রদান করা হয়।

- বাংলাদেশে তুলা আবাদ বৃদ্ধি এবং তুলাচাষ লাভজনক করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজি (NTCCB) কমিটির অনুষ্ঠিত ১২/০৪/২০২১ তারিখের সভার সিদ্ধান্তমতে JK Agri Genetic Limited (JKAL) হতে প্রাপ্ত হাইব্রিড Bt তুলার জাত JKCH 1947 Bt Ges JKCH 1050 Bt মাঠ পর্যায়ে অবমুক্তি প্রদানের জন্য NTCCB সভার সিদ্ধান্তমতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে শর্ত সাপেক্ষে ১৪তম NCB সভার সিদ্ধান্তমতে উক্ত জাত দুটি বাংলাদেশে আমদানিপূর্বক শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে মাঠ পর্যায়ে সীমিত আকারে অবমুক্তির অনুমতি প্রদান করা হয়।

- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ১৪তম NCB সভার শর্ত ও সিদ্ধান্তমতে জেনেটিক্যাল মডিফায়েড BRRI dhan 29 Golden Rice এর চাহিত খাদ্য নিরাপত্তাগত (Food Safety) ঝুঁকি প্রতিবেদন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।

- উচ্চ Iron ও Zinc সমৃদ্ধ ২৮ ট্রান্সজেনিক ধানের কনফাইন্ড ট্রায়াল চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন এবং Environmental Risk Assessment Report পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজি (NTCCB) কমিটির অনুষ্ঠিত ০৬/০৩/২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্তমতে মাল্টিস্ট্রেস (খরা, লবণাক্ততা ও তাপ) সহিষ্ণু ধানের TGR#5, TGR#6, TGR#7, TGR#8 I TGR#9 ০৫ (পাঁচ) টি ট্রান্সজেনিক লাইনের কনটেইন্ড ট্রায়াল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে পরিচালনার জন্য সুপারিশপূর্বক ১৩/০৪/২০২৩ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

১৭.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকান্ড পরিচালনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করা হয়ে থাকে। ০৩ জুলাই, ২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, ২১ জুন, ২০২২ খ্রি: তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।



চিত্র: ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করার স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষি সচিব মহোদয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মাননাপত্র প্রদান করছেন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ৪৬টি কর্মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের (জুলাই/২২-জুন/২৩) অর্জন মূল্যায়ন করে স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) ১৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এপিএ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, এপিএ টিম ও বিশেষজ্ঞ পুল এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

১৮.০ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা

বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা Good Agricultural Practices(GAP) নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা ২০২২ প্রণীত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের GAP সংক্রান্ত ৪র্থ স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তমতে GAP উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে GAP লোগো/প্রতীক অনুমোদন করা হয়েছে এবং স্কিমওনার (বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল) হতে প্রাপ্ত GAP মানদন্ডের মডিউলের চর্চাসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং এক্সটার্নাল অডিটর এবং ইন্টারনাল অডিটরের মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। স্কিমওনার-কে অফিস আদেশ জারি করতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও GAP সংক্রান্ত ৪র্থ

স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তমতে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার সার্টিফিকেশন বডি/ বিএসিবি (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর) কর্তৃক প্রাপ্ত বিএসিবির সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বিএসিবি হতে প্রাপ্ত Bangladesh GAP (BGN) অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ GAP স্কিমের অধীনে প্রত্যয়ন সেবা প্রাপ্তি আবেদন ফরম, প্রত্যয়ন প্রক্রিয়ার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

১৯.০ কৃষিপণ্য রপ্তানি

২০২২- ২৩ অর্থবছরে মোট ৬ লক্ষ ৬০ হাজার মে. টন কৃষিপণ্য এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়েছে। রপ্তানিপণ্যের মধ্যে দানাদার শস্য, সবজি, ফল, আলু, চা, পাটসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোট রপ্তানি আয় ৮৪.৩০ কোটি মার্কিন ডলার।

২০.০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার

কৃষিক্ষেত্রে অনন্য অবদার রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ১২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ১০ ক্যাটাগরিতে ৪৪ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ এবং ১৪২৬ প্রদান করা হয়। ১৪২৫ বঙ্গাব্দের জন্য ১টি স্বর্ণপদক, ৭টি রৌপ্য পদক ও ৭টি ব্রোঞ্জ পদক মোট ১৫টি এবং ১৪২৬ বঙ্গাব্দের জন্য ২টি স্বর্ণপদক, ৯টি রৌপ্যপদক ও ১৮টি ব্রোঞ্জ পদক মোট ২৯ টি পদক প্রদান করা হয়।



চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬' বিতরণ করেন। (ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, ১২ অক্টোবর ২০২২)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির তৎকালীন সভাপতি বেগম মতিয়া চৌধুরী ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন।

২১.০ বিশ্ব খাদ্য দিবস

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ১৬ অক্টোবর 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' পালিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য ছিল **"কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়, ভালো উৎপাদনে উত্তম পুষ্টি, সুরক্ষিত পরিবেশ ও উন্নত জীবন।"** অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সরকারের পাশাপাশি সকলের অংশগ্রহণে নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করে ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সুখী,সমৃদ্ধ ও উন্নত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে। তিনি 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন ।



চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওসমনী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (১৭ অক্টোবর ২০২২)

অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় সভাপতি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উপস্থিত ছিলেন।

২২.০ কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা প্রদান

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথমবারের মতো ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে ১৩ জনকে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি)'-২০২০ সম্মাননা প্রদান করা হয়। কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ সম্মাননা প্রদান করেন। এআইপি সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার।



চিত্র: 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি)'-২০২০ সম্মাননা প্রদান (২৭/০৭/২০২২)

সরকার দেশে কৃষির সাফল্যের অন্যতম কারিগর কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, খামারিসহ কৃষির সাথে সম্পৃক্তদের প্রতি বৎসর সম্মাননা জানাতে ও তাদেরকে উৎসাহিত করতে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা প্রদানের জন্য ২০১৯ সালে এআইপি নীতিমালা প্রণয়ন করে। এআইপি সম্মাননা প্রাপ্তগণ সিআইপিদের মতো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

২৩.০ স্মার্ট কৃষি

২৩.১ স্মার্ট কৃষি সংক্রান্ত কমিটি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে গত ০৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের চেয়ারপারসন এর নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে "স্মার্ট কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্লিন এনার্জি, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা" উপ-কমিটির আহ্বায়ক করা হয়।

২৩.২ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

কৃষি মন্ত্রণালয় স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি খাত উন্নয়নে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন করেছে।

২৩.৩ প্রকল্প কার্যক্রম

Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER) নামক প্রকল্পের মাধ্যমে স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

- কৃষকের ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি এবং ১ (এক) কোটি ৯ (নয়) লক্ষ কৃষককে স্মার্ট কৃষি কার্ড প্রদান;
- ডিজিটাল উপায়ে ১ (এক) কোটি ৬২ (বাষট্টি) লক্ষ কৃষকের সাথে সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষি বিশেষজ্ঞগণের যোগাযোগ, তথ্যের আদান প্রদান ও এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ডিজিটাল কৃষি তথ্যের সাহায্যে ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা ও বাজারজাতকরণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃষকপর্যায়ে ৩০% সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ট্রেসিবিলিটি (Traceability) নির্ণয় ১৫% বৃদ্ধি করা;
- কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) যাচাই, ডিজিটাল কৃষি, স্মার্ট কৃষি কার্ডের ব্যবহার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, এবং কৃষি উদ্ভাবন শোকেসিং;
- কৃষি উদ্ভাবন পাইলটিং বাস্তবায়ন সহায়তা;
- জাতীয় কর্মশালা এবং আঞ্চলিক কর্মশালা, সফটওয়্যার, অ্যাপস ও ডাটাবেজ ক্লাস্টার তৈরি ।

২৪.০ কৃষিতে বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত কার্যক্রম

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজি (NTCCB) কমিটির অনুষ্ঠিত ১০/০৮/২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্তমতে ট্রান্সজেনিক 3R জিন সমৃদ্ধ লেটব্লাইট রেসিস্ট্যান্ট আলু (MSU-DIA-015 ও MSU-DIA-255) মাঠ পর্যায়ে সক্ষমতা যাচাই এর জন্য আগামী আলুর মৌসুমে ৬টি লোকেশনে কনফাইন্ড ফিল্ড ট্রায়ালের অনুমতি জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হলে শর্তসাপেক্ষে এনসিবি হতে রংপুর, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ফিল্ড ট্রায়ালের অনুমতি পাওয়া গেছে এবং ১৪ তম এনসিবি সভার সিদ্ধান্তমতে আলুর জাত দুটি কনফাইন্ড ফিল্ড ট্রায়ালের সময় বর্ধিতকরণ এবং শর্ত সাপেক্ষে মিনি টিউবার ও টিস্যুকালচার টিউবার আমদানির অনুমতি প্রদান করা হয়।
- বাংলাদেশে তুলা আবাদ বৃদ্ধি এবং তুলাচাষ লাভজনক করার লক্ষ্যে JK Agri Genetic Limited (JKAL) হতে প্রাপ্ত হাইব্রিড Bt তুলার জাত JKCH 1947 Bt এবং JKCH 1050 Bt মাঠ পর্যায়ে অবমুক্তি প্রদানের জন্য NTCCB সভার সিদ্ধান্তমতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে শর্ত সাপেক্ষে ১৪তম NCB সভার সিদ্ধান্তমতে উক্ত জাত দুটি বাংলাদেশে আমদানিপূর্বক শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে মাঠপর্যায়ে সীমিত আকারে অবমুক্তির অনুমতি প্রদান করা হয়।



- জেনেটিক্যাল মডিফায়েড BRRI dhan 29 Golden Rice এর ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তগত (Food Safety) ঝুঁকি নেই মর্মে প্রতিবেদন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মাল্টিস্ট্রেস (খরা, লবণাক্ততা ও তাপ) সহিষ্ণু ধানের TGR#5, TGR#6, TGR#7, TGR#8 ও TGR#9 ০৫ (পাঁচ) টি ট্রান্সজেনিক লাইনের কনটেইন্ড ট্রায়াল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এ পরিচালনার সুপারিশপূর্বক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

২৫.০ কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে কার্যক্রম

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম নিয়মিত অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গৃহীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে এর বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট গোল-২ (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) এর টার্গেট 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা হচ্ছে

- সকলের জন্য সারা বছর নিরাপদ, পুষ্টি সম্পন্ন ও পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা
- ক্ষুদ্র ও দরিদ্র্য কৃষকের (Bottom 40%) আয় ও খামারের উৎপাদনশীলতা (শ্রম প্রতি) দ্বিগুণ করা
- টেকসই খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা
- ফসলের কৌলি সম্পদ (Genetic Resources) সংরক্ষণ করা
- কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ ও পল্লী উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা
- সেচ কাজে পানিসম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা
- মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

এসডিজি অর্জনে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করণীয় পর্যালোচনার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থায় একাধিক সভা/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি দপ্তর/সংস্থায় Review Workshop আয়োজন করা হচ্ছে।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে এসডিজি অর্জনে একটি কমর্পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এসডিজি কর্মপরিকল্পনায় (Action Plan) অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা ৪৮৮টি। কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত নতুন ৪৮৮টি প্রকল্পের মধ্যে অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা ৫৯টি এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প সংখ্যা ৬১টি।

২৬.০ নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

- লাভজনক, বাণিজ্যিক ও টেকসই কৃষির লক্ষ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে সময়বাদ্ধব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে
- জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ বাস্তবায়নে একটি Plan of Action এবং মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়েছে
- "জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০" বাস্তবায়নে একটি কর্মপরিকল্পনা ড্রাফট প্রস্তুত করা হয়েছে
- "কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা-২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে
- কৃষি ক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকল দপ্তর সংস্থার সমন্বয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে
- কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে
- LDC গ্রাজুয়েশনে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।



২৭.০ গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

- বাঙালি জাতির পিতা ও শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) '১০০ কৃষি প্রযুক্তি অ্যাটলাস' প্রকাশ করেছে যাতে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম (NARS)ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্ভাবিত ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষিত জাত ও প্রযুক্তির বর্ণনা রয়েছে
- বাংলাদেশের কৃষি খাতের পরিবর্তন ও অগ্রগতি নিয়ে বাংলাদেশ '100 Years of Agricultural Development in Bangladesh' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে
- বাংলাদেশের বিশেষ ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলগুলোয় কৃষির উন্নয়ন নিয়ে 'Agricultural Development for Fragile Ecosystems in Bangladesh'
- একটি খাদ্য সঙ্কটের দেশ হতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে বাংলাদেশের পরিক্রমা নিয়ে 'A Development Trajectory of Bangladesh Agriculture from Food Deficit to Surplus' শীর্ষক বই দু'টি প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বইগুলোর মোড়ক উন্মোচন করেছেন।

২৮.০ ভিশন ২০৪১ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

ভিশন-২০৪১ ৭ম, ৮ম ও ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্জন করা হবে। এ উদ্দেশ্যপূরণে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ৪৮৮টি নতুন প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়। এদের মধ্যে ৬১টি প্রকল্প বর্তমানে চলমান এবং ৮২টি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বর্তমানে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় আরো প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। ৮ম হতে ১১তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্য পূরণ করা হবে।

২৯.০ বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার, প্রতিকূল জলবায়ু সহিষ্ণু ও পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির কাজ চলমান রয়েছে।



চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



চিত্র-১: গত ২৫-২৮ এপ্রিল ২০২৩ সময়ে জাপান সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সাথে জাপান কর্তৃপক্ষের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক



চিত্র-২: গত ০৪/০৪/২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) এবং National Group, Russia-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



চিত্র-৩: গত ২৫/০৬/২০২৩ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় ও নেদারল্যান্ডসের Wageningen University & Research (WUR)-এর মধ্যে Agreement স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



চিত্র-৪: গত ১৫-১৭ জুন G-20 Summit-এর অংশ হিসেবে Agricultural Minister's Meeting (AMM) -এ মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



চিত্র-৫: গত ১৮-২২ জানুয়ারি ২০২৩ সময়ে "15th Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) Conference"-এ মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর অংশগ্রহণ



চিত্র-৬: ১৪ এপ্রিল- ০৯ অক্টোবর ২০২২ সময়কালে নেদারল্যান্ডের Almere-তে অনুষ্ঠিত '7th International Horticultural Exhibition Expo 2022'-এর Bangladesh Day-তে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি নেদারল্যান্ডসের আলমেয়ারে আন্তর্জাতিক হর্টিকালচার এক্সিবিশনে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আম উৎসবের উদ্বোধন করেন (০৩ জুলাই ২০২২, রোববার)



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি নেদারল্যান্ডসের ইমেলুর্ডে শিল্পে ব্যবহার উপযোগী ও রপ্তানিযোগ্য জাতের আলু উৎপাদনের মাঠ পরিদর্শন করেন (০৫ জুলাই ২২ সোমবার)

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি নেদারল্যান্ডসের কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষিমন্ত্রী **Henk Staghouwer** এর সাথে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ করেন। (০৫ জুলাই ২২ সোমবার)



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বিএআরসি মিলনায়তনে বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন (২৪ জুলাই, ২০২২ রোববার)

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



কৃষি সেক্টর রূপান্তরে বিনিয়োগ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় (৩ আগস্ট ২০২২)



সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর সাথে মতবিনিময় করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা (০৫ জানুয়ারি ২০২৩)

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩,রবিবার)



রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সিড কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি
(১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, শনিবার)

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



রাজধানীতে বিএআরসি মিলনায়তনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখছেন সম্মানিত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি মন্ত্রণালয় (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার)



জার্মানির বার্লিনে '১৫তম গ্লোবাল ফোরাম ফর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারের (জিএফএফএ) শেষ দিনে সম্মেলনে ৭০টিরও বেশি দেশের কৃষিমন্ত্রী ও ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ (২১ জানুয়ারি ২০২৩)

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



বার্লিনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জার্মানির পার্লামেন্টারি স্টেট সেক্রেটারি ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ড. বার্বেল কোফলার (**Barbel Kofler**) এর সাথে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক (১৮ জানুয়ারি ২০২৩)



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানির বিষয়ে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন
(১৩ এপ্রিল ২০২৩, বৃহস্পতিবার)

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি রাজধানীর গুলশানে হোটেল রেনেসাঁয় গতানুগতিক কৃষিকে স্মার্ট কৃষিতে রূপান্তরে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন (১২ এপ্রিল ২০২৩, বুধবার)



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি রাঙ্গামাটি শহরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিসে কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ে কৃষি আবহাওয়া রেডিও, রাঙ্গামাটি (এফএম ৯৮.০) ও ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের উদ্বোধন করেন। (০৬ এপ্রিল ২০২৩)

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি টোকিও থেকে ওকায়ামার ইনামিতে ইয়ানমার এগ্রিবিজনেস কারখানা পরিদর্শন করছেন (২৮ এপ্রিল ২০২৩, শুক্রবার)



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **KISHIDA Fumio** এর উপস্থিতিতে টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (বুধবার, ২৬ এপ্রিল ২০২৩)।-পিআইডি

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার পূর্ব বনগ্রামে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নির্মিত পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণের দেশীয় মডেল ঘর পরিদর্শন করছেন (২৩ মে ২০২৩)



খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় সিআইজি সদস্য ও এডাপ্টরদের সাথে মতবিনিময় সভায়
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি মন্ত্রণালয় (৯ মে ২০২৩)

চিত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম



মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান কর্তৃক হাওরে ধান কর্তন কর্মসূচি উদ্বোধন (সুনামগঞ্জ, ১২ এপ্রিল ২০২৩)



সরিষা ও ধান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত আঞ্চলিক কর্মশালায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, কৃষি সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার (মানিকগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি ২০২৩)



কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫





কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

www.dae.gov.bd

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণের ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মতো হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়; যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারে কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসলভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ (ইএন্ডএম), ডিএ (জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত 'প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএন্ডভি)' পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে।

১.২ রূপকল্প (Vision)

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি
৩. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
৪. কৃষি পণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন
৫. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন।



১.৫ প্রধান কার্যাবলী

- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি
- কৃষি উপকরণের (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবংকীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মাননিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি
- পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূউপরিস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ
- কৃষকপর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ
- কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন ও নিরাপদ উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য IPM/ICM দল গঠন
- কৃষি উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি
- উদ্যান ফসল সম্প্রসারণে ফল ও সব্জির চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরণ, উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণে মান নিয়ন্ত্রণ
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও ঘাতসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ, কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান, দুর্যোগ মোকাবিলা ও কৃষি পুনর্বাসন
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি বিতরণ।

১.৬ সাংগাঠনিক কাঠামো (বর্ণনা)

কৃষি ক্ষেত্রে সময়োপযোগী প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, কৃষকের নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মনিয়োগ এবং সম্প্রসারণ ও গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিসহ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতায় এক আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় । কৃষকের জ্ঞান, দক্ষতা এবং সক্ষমতাও বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । পাশাপাশি কৃষি পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনবল অপ্রতুল বিবেচিত হয় । সময়ের এ চাহিদা মিটাতে ২০১৪ সনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয়।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে এ বৃহৎ জনবলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত রয়েছে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টার ও একটি মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,৪৩৫।

২.০ প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২৬৪৩৫	২০৫৮৩	৫৮৫২	২০৭০	
মোট	**২৬৪৩৫**	**২০৫৮৩**	**৫৮৫২**	**২০৭০**	



২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউট সোর্সিং) ইত্যাদি

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যাতীত)	আউট সোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	৩২৯	৩২৯

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ-১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
২৭১	-	-	১৬৯	৪৪০

২.৪ নিয়োগ প্রদান

নতুন নিয়োগ প্রদান				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ-১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
২৪৪	১২৯৪	৪৯৩	৫২১	২৫৫২

৩.০ অডিট আপত্তি (২০২২-২৩ অর্থবছরে অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণ)

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২৯৪	৯৮	৩৯২	৩৯৩০০.০০	২১২	১৬০	৪৮৮৪.০০	২৩২	৩৪৪১৬.০০

৪.০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
কর্মকর্তা-১৯	০	০২টি	০২	০৪টি	১৫টি
কর্মচারী-০৬	০	০	০২	০২টি	০৪টি
মোট-২৫	**০**	**০২টি**	**০৪**	**০৬টি**	**১৯টি**



৫.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার নাম	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৬টি	৩২টি	০৫	৬১	৫৩

৬.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৬.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	১৫,৬৭৮	-	৯৩০		১৬৬০৮

৭.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬৭টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নাই	২০০	১৭০

৮.০ সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	আয়ের উৎস	২০২২-২৩	২০২১-২২ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)
১	২	৩	৪
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	১১৯.২১	১১৩.৯১

৯.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর সার-সংক্ষেপ

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল- ৩৯০.৯৫ লক্ষ মে.টন + গম- ১১.৭০ লক্ষ মে.টন + ভুট্টা- ৬৪.২২ লক্ষ মে.টন) উৎপাদন হয়েছে ৪৬৬.৮৭ লক্ষ মে.টন, ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ৮.৭৯ লক্ষ মে.টন, তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ১৬.০৪ লক্ষ মে.টন, মসলাজাতীয় ফসলের উৎপাদন ৪৮.৭৫ লক্ষ মে. টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১০৪.৩২লক্ষ মে.টন এবং পাট উৎপাদন হয়েছে ৮৪.৫৮ লক্ষ বেল । উন্নতমানের ধান, গম, পাট এবং ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকপর্যায়ে বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মানসম্পন্ন ভাল বীজ ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ও মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মীরা



কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ (আলোক ফাঁদ, হলুদ/সাদা ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ), পার্চিং, প্যাকিং, ব্যগিং কৌশল ব্যবহার করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শস্য বহুমূখীকরণের লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলে মুগ, খেসারী, বারি মসুর, ফেলনসহ বিভিন্ন ডাল ফসল সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও বিভিন্ন রকম তেল ফসল বিশেষ করে তিল, বারি সরিষা১৪, বারি সরিষা১৫ ইত্যাদি আবাদ উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উক্ত ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‍্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০.০ আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রকাশিত আইন, বিধি, প্রবিধি নীতি ও কর্মপরিকল্পনার তালিকা
১
জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০ এর কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে।

১১.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

১১.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যায় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩)

প্রতিবেদনধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
৩৭	১৮৯০.৩৮০	১৫৯৬.১৯৭ ৮৪.৪৪%	১২টি

১১.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জীত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেইজ ২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), (১ম সংশোধিত), (০১ অক্টোবর/১৫-জুন/২৩)	৬০৭.৪৬	৪৮.৫৫	৪৪.২৮ ৯১.২০%	৯৯%	৫৮৫.৩৫ ৯৬.৩৬%	৯৭%
২	গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, (১ম সংশোধিত, ১ম আন্তঃখাত সমন্বয়), ডিএই অঙ্গ, (জুলাই/১৮-জুন ২০২৪)	৭৩.১৭৩৭	১৯.৪২	১৪.০১৪৪০ ৭২.১৬%	৭৪%	৫৬.২৭৩৮৫ ৭৬.৯০%	৭৭%
৩	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট	২৩৪.৫০	৩২.৬৬	২৭.৮৬ ৮৫.৩০%	১০০%	১৫১.৭২ ৬৪.৭০	৬৫%



ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জীত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	(এসএসিপি)ডিএই ও ম্যানেজমেন্ট অঙ্গ, (১ম সংশোধিত), (জুলাই/১৮-জুন ২০২৪						
৪	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, (জুলাই/১৮-জুন ২০২৩),	১১৩.২৩	৬.৯৪	৫.৭৬ ৮৩.০০%	৮৫%	৭৮.৯৩ ৬৯.৭১%	৭২%
৫	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২৩)	১.৯৫	০.৭০	০.৫২ ৭৪.২৯%	১০০%	১.৬২ ৮৩.০৮%	৮৫%
৬	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নকাল- (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৫)	২২২.১৭	৬৩.৫৭	৫৩.৪৫ ৮৪.০৮%	৯৫%	১১০.৮৩ ৪৯.৮৯%	৫২%
৭	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, ডিএই অঙ্গ, বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি/২০২১খ্রি:- ডিসেম্বর/২০২৫খ্রি:	১৫৮.৫৪	৫১.০০	৪৩.৩৪ ৮৪.৯৮%	১০০%	৭৭.৫৪ ৪৮.৯১%	৫০%
৮	বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন-২য় সংশোধিত, (জুলাই/১৫-জুন/২৩)	৪৬০.২৮	৭৩.১৬	৬৯.৭৫ ৯৫.৩৪%	১০০%	৪৫০.৪৬ ৯৭.৮৭%	৯৮%
৯	সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (পাইলট) প্রকল্প, (১ম সংশোধিত), (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২৩)	৮১.৭২	১৮.২৪	১৭.৮৭ ৯৭.৯৭%	১০০%	৭৫.৩৬ ৯২.২২%	৯৩%
১০	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, (১ম সংশোধিত, ১ম আন্তঃখাত সমন্বয়) (জানুয়ারি/২০১৮ জুন/২৩)	৩৫১.৯৪	৩৩.৫৪	৩১.৯৪ ৯৫.২৩%	১০০%	৩৩৮.৮৫ ৯৬.২৮%	১০০%
১১	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা	২৯.২৭	০.০১	০.০০ ০.০০%	০%	২৯.১২ ৯৯.৪৯%	১০০%



ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জীত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	প্রকল্প, (২য় সংশোধিত), (জুলাই/১৮-জুন ২০২২)						
১২	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, (১ম সংশোধিত) অনুমোদিত (জুলাই/ ২০১৮ থেকে জুন/২০২৩),	৫৫.১০	১৫.৩৯	১৫.২৭ ৯৯.২২%	১০০%	৫৪.১৬ ৯৮.২৯%	১০০%
১৩	বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠী, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৮-জুন ২০২৩)	১১১.৯১	১৩.৭৮	১০.৭৪ ৭৭.৯৪%	১০০%	৬৫.৪৯ ৫৮.৫২%	৬০%
১৪	নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৮-জুন ২০২৩),	৭৯.৮৪	১৯.২৮	১৯.২৭ ৯৯.৯৫%	১০০%	৭৭.৫০ ৯৭.০৭%	১০০%
১৫	পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), (৩১ অক্টোবর/১৮-জুন ২০২৪)	১৮১.৩২	৩৯.৭২	৩০.৭১ ৭৭.৩২%	৭৮%	১২৮.১৩ ৭০.৫৯%	৭১%
১৬	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, (১ম সংশোধিত, ১ম আন্তঃখাত সমন্বয়) (জুলাই/১৮-জুন ২০২৩)	১৩৫.১০	৫.৯৯	৫.৯১ ৯৮.৬৬%	৯৯%	১২৭.২৯ ৯৪.২২%	৯৮%
১৭	লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, (মার্চ/১৯-ডিসেম্বর ২০২৩)	১২৬.৪৪	২৭.০০	২২.৯৫ ৮৫.০০%	১০০%	১০৩.৩৯ ৮১.৭৭%	৮২%
১৮	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, (১ম সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারি/১৯-জুন ২০২৪),	২৯৬.৪৯	৩৫.৩৮	৩৩.৯৫ ৯৫.৯৬%	১০০%	২৩২.০০ ৮৬.০৭%	৮৭%
১৯	কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প, ৯১ম (সংশোধিত), অনুমোদিত (মার্চ/১৯ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩)	১৭৯.১১	৪২.৩০	৩২.৮২ ৭৭.৫৯%	১০০%	১১৬.২৭ ৬৪.৯২%	৬৬%
২০	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের	১৬৮.২০	৩৬.০৫	৩০.৬৪	৮৭%	৮১.৯০	৫২%

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জীত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন, (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০২০-ডিসেম্বর/২৫)			৮৫%		৪৮.৬৯%	
২১	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২৫)	৩০২০.০৭	৯৮০.৪৭	৮১৭.০৫ ৮৩.৩৩ %	৮৫%	১৮০১.১২ ৫৯.৬৪%	৬০%
২২	বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিরতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২৫)	১২৩.৬৬	৩৩.০০	২৮.০৩ ৮৪.৯৪%	৮৫%	৬৩.৭২ ৫১.৫৩%	৫৩%
২৩	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্প (ইফনাপ)", ডিএই, বাস্তবায়ন জানুয়ারি/২০২১খ্রি: -ডিসেম্বর/ ২০২৩খ্রি:	৪৩৮.৪৭	১২৭.৯৪	১০২.৭৭ ৮০.৩৩%	৮৫%	১৯২.৭৬ ৪৩.৯৬%	৪৫%
২৪	কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রূপান্তর প্রকল্প, অনুমোদিত, জিওবি (অক্টোবর/২০২১ থেকে জুন/২০২৪)	১৫৬.৩৬	২৪.৪৪	১৯.০৮ ৭৮.০৭%	৮০%	২২.৪৯ ১৪.৩৮%	১৫%
২৫	ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (জুলাই/২০২১-জুন/২৪)	৪৯.৭১	২২.০০	১৮.৬৭ ৮৪.৮৬%	৯৯%	২৪.০৮ ৪৮.৪৪%	৫০%
২৬	জগন্নাথপুর ও মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন প্রকল্প, (১ম সংশোধিত), অনুমোদিত (জুলাই /২০২১ থেকে জুন/২০২৬)	৩৮২.২০	৮.২৫	৬.৯১ ৮৩.৭৬%	৯৮%	৭.৪৩ ১.৯৪%	৫%
২৭	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প,	২০০.৫৪	৩৭.০০	৩১.৪২ ৮৪.৯২%	৮৫%	৩২.২৭ ১৬.০৯	১৮%



ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জীত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	অনুমোদিত (জানুয়ারি/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬)						
২৮	স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প, অনুমোদিত (এপ্রিল /২০২২ থেকে জুন/২০২৫)	১০৭.৯২	২.৬৩	২.৬১ ৯৯.২৪%	১০০%	২.৬১ ২.৪২%	৪%
২৯	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (সিএসএডাব্লিউপি), অনুমোদিত (জানুয়ারি/২০২২ থেকে ডিসেম্বর /২০২৬)	১০৬.০৮	১৮.০০	১৩.৯৫ ৭৭.৫০%	৯০%	১৩.৯৫ ১৩.১৫%	১৫%
৩০	ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প। ডিএই অঙ্গ, অনুমোদিত, জিওবি (জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩)	৩২.৩৮	৫.৫৯	৪.৫২ ৮০.৮৬%	১০০%	২৯.৭৬ ৯১.৯১%	৯৫%
৩১	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প, (১ম সংশোধিত), (জুলাই/২০১৬-জুন/২৩)	২১২.৩৭	১৮.২৫	১৭.৮০ ৯৭.৫৩%	৯৯%	১৮৯.৫৯ ৮৯.২৮%	৯৩%
৩২	রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প, ডিএই, জুলাই ২০২২ হতে	৪৭.০৮	৭.০৬	৫.৯৭ ৮৪.৫৬%	৮৬%	৫.৯৭ ১২.৬৮%	১৫%
৩৩	মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প, জিওবি, (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭) পর্যন্ত	১১৯.৫০	৭.৫০	৫.৮১ ৭৭.৪৭	৮৫%	৫.৮১ ৪.৮৬%	৭%
৩৪	যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প , জিওবি, (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭)	১৭১.৩৩	৮.২৫	৫.৬১ ৬৮.০০%	৭০%	৫.৬১ ৩.২৭%	৫%
৩৫	মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৭)	৯৬.৬৪	১.৬৮	১.৩৬ ৮০.৯৫%	৮৫%	১.৩৬ ১.৪১%	২%
৩৬	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৩-সেপ্টেম্বর ২০২৭)	১১৪.৭৬	৪.০০	২.৪৯ ৬২.২৫%	৭৫%	২.৪৯ ২.১৭%	৩%



ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জীত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৩৭	দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৭)	৬৫.৩২	১.৬৪	১.১৩ ৬৮.৯০%	৭৫%	১.১৩ ১.৭৩%	২%
	মোট	৯১১২.১০৩৮২	১৮৯০.৩৮০	১৫৯৬.১৯৭ (৮৪.৮৮ %)		৫৩৪৪.৩৪১ (৫৮.৬৫ %)	

১১.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেইজ ২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), (১ম সংশোধিত), (০১ অক্টোবর/১৫-জুন/২৩)	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২	সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (পাইলট) প্রকল্প, (১ম সংশোধিত), (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২৩)	
৩	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, (১ম সংশোধিত, ১ম আন্তঃখাত সমন্বয়) (জানুয়ারি/২০১৮ জুন/২৩)	
৪	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, (২য় সংশোধিত), (জুলাই/১৮-জুন ২০২২)	
৫	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প", (১ম সংশোধিত) অনুমোদিত (জুলাই/ ২০১৮ থেকে জুন/২০২৩),	
৬	নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৮-জুন ২০২৩),	
৭	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, (১ম সংশোধিত, ১ম আন্তঃখাত সমন্বয়) (জুলাই/১৮-জুন ২০২৩)	
৮	স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প, অনুমোদিত (এপ্রিল/২০২২ থেকে জুন/২০২৫)	



১১.৪ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	Flood Reconstruction Emergency Assistance for Agriculture Project (FREAP) এপ্রিল ২০২৩ হতে মার্চ ২০২৬	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৩০০.০০	৩০০.০০	০	ADB
২.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER) জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৮ পর্যন্ত		৩৩৫৮.৭৬৩	৬৭৭.৯৪৮৫	২৬৮০.৮১৪৫	World Bank & IFAD
৩	গোপালগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী বিল মোহনার খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্ধন ও শস্য বাণিজ্যিকীকরণ ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প দুটির সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক প্রকল্প (এপ্রিল /২০২৩ হতে ডিসেম্বর / ২০২৩)		১.৩০	১.৩০	০	

১১.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

ক্র: নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (০%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (০%)	ভৌত অগ্রগতি (০%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (০%)	ভৌত অগ্রগতি (০%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	বাংলাদেশের অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় ফল উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি (আতা, শরিফা, বিলিম্বি, করমচা, গাব, বিলাতী গাব, বিচিকলা, গোলাপাজাম, ডেওয়া, আঁশফল, জামরুল, বেল, কদবেল, চালতা, তিতিজাম ইত্যাদি)	জুলাই /২০-জুন/২৩	২৫০.৯৩	১০৮.২	৯৭.৬৬১ (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ কিস্তি)	৯৭.৬৫৬	৯৯.৯৯%	৯০.২৬%	৯০% (মন্তব্য: জাতীয় কর্মশালার অর্থ ছাড় হয়নি)	২৩৯.২০	৯৫.৩২%	৯৬%
২	ফল, সবজি ও দানাদার ফসলের বালাই ঝুকি বিশ্লেষণ বিষয়ক	জুলাই/২০২২ - জুন/২৪	২৫০.০০	২.২০	১.১০ (৪র্থ কিস্তি)	০.৬০ (মন্তব্য: ১ ব্যাচ প্রশিক্ষ	৫৪.৫৫%	২৭.২৭%	২৮% (মন্তব্য: প্রশিক্ষণ ও মাল্টি	০.৬০	০.২৪%	১%



ক্র: নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (০%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (০%)	ভৌত অগ্রগতি (০%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (০%)	ভৌত অগ্রগতি (০%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	কর্মসূচি।					ণ কোডে ৫০% অর্থ ছাড় হওয়ায় প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন হয়নি)			মিডিয়া প্রজেক্টর খাতে ৫০% অর্থ ছাড় হয়েছে)			
৩	লাভজনক পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি।	জুলাই/২০২২ - জুন/২৫	৩৫০.০০	৫৭.০০	২৮.৫০ (৪র্থ কিস্তি)	২৮.৪৯	৯৯.৯৬%	৪৯.৯৮%	৫০% (মন্তব্য: প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শণী খাতে ৫০% অর্থ ছাড় হয়েছে)	২৮.৪৯	৮.১৪%	৯%
৪	গোপালগঞ্জ জেলার জলাবদ্ধ ও অনাবাদি পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন কর্মসূচি।	জুলাই/২০২২ - জুন/২৪	৫০০.০০	১০৬.০০	৫৩.০০ (৪র্থ কিস্তি)	৫৩.০০	১০০%	৫০%	৫০% (মন্তব্য: প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শণী খাতে ৫০% অর্থ ছাড় হয়েছে)	৫৩.০০	১০.৬০%	১১%

১২.০ কৃষি প্রণোদনা-পুনর্বাসন কার্যক্রম

২০২২ – ২৩ অর্থবছরে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং ধান, গম, ভূট্টা, পেঁয়াজ, পাট, সরিষা, সূর্যমূখী, আনারসসহ বিভিন্ন ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ৫৭.৭৩ লক্ষ কৃষকদের বিনামূল্যে সার ও বীজ প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

১৩.০ ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

(আউশ, আমন, বোরো, মোট চাল, গম, ভূট্টা, মোট খাদ্য শস্য, আলু, ডাল ফসল, তেল জাতীয় ফসল, সবজি, পেঁয়াজ ও পাট)

ক্র: নং	ফসলের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লাখ মেট্রিক টন)	২০২২-২৩ অর্থবছরের উৎপাদন (লাখ মে.টন)	২০২১-২২ অর্থবছরের উৎপাদন (লাখ মে.টন)	মন্তব্য (২০২২-২৩ অর্থবছর)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ক) আউশ ধান (চালে)	৩৬.৯০৪	২৯.০১২	৩২.৪৪৯	ডিএই ও বিবিএস সমন্বয়কৃত
	খ) আমন ধান (চালে)	১৬৩.৪৫৩	১৫৪.২৬৪	১৪৯.৫৮৪	ডিএই ও বিবিএস



ক্র: নং	ফসলের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লাখ মেট্রিক টন)	২০২২-২৩ অর্থবছরের উৎপাদন (লাখ মে.টন)	২০২১-২২ অর্থবছরের উৎপাদন (লাখ মে.টন)	মন্তব্য (২০২২-২৩ অর্থবছর)
১	২	৩	৪	৫	৬
					সমন্বয়কৃত
	গ) বোরো ধান (চালে)	২১৫.৩৩৭	২০৭.৬৭৬	২০৯.৭৬৮	বিবিএস সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত হয়নি।
	মোট চাল	**৪১৫.৬৯৪**	**৩৯০.৯৫১**	**৩৮৯.৩৬**	বিবিএস সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত হয়নি।
২	গম	১১.৬০৩	১১.৭০২	১০.৮৫৮	বিবিএস সাথে সমন্বয়কৃত
৩	ভুট্টা	৫৭.৬৮৪	৬৪.২২০	৫৬.২৯৭	বিবিএস সাথে সমন্বয়কৃত
৪	আলু	১০৫.৫৬	১০৪.৩১৭	১১০.৫৮৩	বিবিএস সাথে সমন্বয়কৃত
৫	মিষ্টিআলু	৬.৮৩৪	৬.৫৩৪	৬.২৬৬	বিবিএস সাথে সমন্বয়কৃত
৬	পাট (লক্ষ বেল)	৮৫.৫৫৪	৮৪.৫৭৭	৮৪.৩২৪	ডিএই ও বিবিএস সমন্বয়কৃত
৭	সবজি	২০০.১৯০	২১৬.৭০৩	২১৬.৭০৩	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
		তেলজাতীয় ফসল			
৮	সরিষা	৯.৩৮০	১১.৬১১	৮.২৪৩	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৯	চীনাবাদাম	১.৮৫২	১.৮২৭	১.৭০২	”
১০	তিসি	০.০১৫	০.০১৩	০.০১২	”
১১	তিল	০.৮৫০	০.৭৬২	০.৭৬৩	”
১২	সয়াবিন	১.৪৮১	১.৫৪৯	১.৪৩৯	”
১৩	সূর্যমূখী	০.২০১	০.২৭৮	০.১৫৯	”
	মোট তেল	**১৩.৭৮০**	**১৬.০৪০**	**১২.৩১৮**	”
		ডালজাতীয় ফসল			
১৪	মসুর	২.২০৪	১.৮৫১	২.০৭৬	”
১৫	ছোলা	০.০৪৬	০.০২৯	০.০৪৯	”
১৬	মুগ	৩.০৭৪	২.৭৭৯	২.৮৩৪	”
১৭	মাষকলাই	০.৮৩৫	১.০৫২	০.৭০৬	”
১৮	খেসারি	২.৬৮৬	২.৫০৬	২.৬৩৩	
১৯	মটর	০.১৩৭	০.১৩২	০.১২৪৭৯	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
২০	অড়হর	০.০০৪৪	০.০০৩৫	০.০০৩৪৯	”
২১	ফেলন	০.৪৫৫	০.৪৩৩	০.৩৫৭০৬	”
	মোট ডাল	**৯.৪৪১**	**৮.৭৮৬**	**৮.৩৮৩**	”



ক্র: নং	ফসলের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লাখ মেট্রিক টন)	২০২২-২৩ অর্থবছরের উৎপাদন (লাখ মে.টন)	২০২১-২২ অর্থবছরের উৎপাদন (লাখ মে.টন)	মন্তব্য (২০২২-২৩ অর্থবছর)
১	২	৩	৪	৫	৬
		মসলা জাতীয় ফসল			
২২	পেঁয়াজ	৩৭.৪৯৫	৩৪.৫৬৫	৩৬.৪০৯	”
২৩	রসুন	৭.৮৩২	৬.৪৮৩	৭.৭০২	”
২৪	ধনিয়া	০.৬৪৯	০.৫৯৮	০.৬৪২	”
২৫	মরিচ	৩.১১৩	২.৯০৭	২.৯৮৪	”
২৬	আদা	১.৯৩৯	২.৪৭১২	২.৪৫৬	”
২৭	হলুদ	১.৬৬১	১.৬১৮৬	১.৬০৮	”
২৮	কালিজিরা	০.১২৬	০.১১৩	০.১২৬	”
	মোট মসলা	**৫২.৮১৫**	**৪৮.৭৫৫**	**৫১.৯৩**	”

- পাটের উৎপাদন লাখ বেল।

১৪.০ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ক্র: নং	সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠান	সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ	মেয়াদ
১.	Memorandum of Understanding between DAE-GAIN	০৬.০৭.২০২২	৩ মাস
২.	Memorandum of Understanding between DAE-Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)	২৮.১১.২০২২	৫ বছর

১৫.০ ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটাল সেবা

কৃষি সেবাকে সহজে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ’কৃষি বাতায়ন’ তৈরি করা হয়েছে। ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানার মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় কৃষি তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। সারাদেশে ১৬২১টি কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) স্থাপন ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।



১৬.০ কৃষিপণ্য রপ্তানি তথ্য ও রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ

১৬.১ কৃষিপণ্য রপ্তানি তথ্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের রপ্তানির তথ্য

ক্র: নং	পণ্যের নাম	অর্থবছর (২০২২-২৩) মে.টন
১	চা পাতা	৮৫৩.৮৫
২	আশঁজাতীয়	৪২০৭৬১.২২৪৫
৩	ফলজাতীয়	
	আম	১৯৫৩
	কাঠাল	১৩২০.৯
	লিচু	১৭৭.২৩
	জারা লেবু	৬০৩.১৬
	আমড়া	৩০৪.৫৫
	পেয়ারা	৫৩৭.৯৬
	লেবু	৮১৫.১৪
	অন্যান্য	৫১৩.৫৮
	মোট	**৬২২৫.৫২**
৪	সবজিজাতীয়	
	লাউ	৬০৫.৫
	কচু	৪২৫.০১
	মূখীকচু	৭০৪.৯২
	লতিকচু	৫৬৮.৫১
	কাঁচাকলা	৫৬৬.৭২
	পেঁপে	২৩৯.৬৬
	মিষ্টিকুমড়া	৭১৫.১২
	সীম	১৩৩৭.৩৯
	কাঁচামরিচ	৪৬৩
	শশা	১৮০.৯৩
	পটল	৩২৪৬.০৭
	চিংচিঙ্গা	৬৬৪.০৩
	কাঁকরোল	২২৩৯.৭৬
	করলা	২৩৮.১৬
	ঝিঙ্গা	১৪১.৯৫
	পাতাকপি	২২৪০.২৯
	বেগুন	৫৭৩.৭৩
	অন্যান্য	৬২২৩.২৪
	মোট	**২১৩৭৩.৯৯৭**
৫	আলু	৩২২৯০
৬	মসলাজাতীয়	৭১৩৭.৬২৯৭
৭	তামাকজাতীয়	৪৯৭২৬.২
৮	শুকনাজাতীয় শস্য	২৯৫৬৫.৮৮৯৯



ক্র: নং	পণ্যের নাম	অর্থবছর (২০২২-২৩) মে.টন
৯	দানাদার শস্য	৩৯৪.৯২৮৮
১০	তেলজাতীয় শস্য	২২৯২৪.৩৩৬৩
১১	ঔষধি/ভেষজ বনজ	২৯৭৩.৯৩০৬
১২	কাঠ/বাঁশ/বেত জাতীয় দ্রব্য	১১৮১.৫৯২৩
১৩	সবজিবীজ	৫৬.২৪৭৮
১৪	হিময়িত খাবার	২৯৭৬৯.৪৮
১৫	অন্যান্য দ্রব্যাদি	৩৪৭৭১.৭১৫৫
	সর্বমোট	**৬৬০০০৬.৫৩৫৪**

১৬.২ রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ

কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় 'রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প' এবং 'কাজু বাদাম ও কফি গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে আম, কফি ইত্যাদি কৃষিপণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প' এর মাধ্যমে ২০২২ সালে আম রপ্তানির পরিমাণ ১৭৫৭ মে.টন এবং ২০২৩ সালে আম রপ্তানির পরিমাণ ৩০৫২ মে.টন।

১৭.০ কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অগ্রগতি

২০২২-২৩ অর্থবছরে 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প'এর মাধ্যমে ভর্তুকিমূল্যে কৃষকপর্যায়ে পাওয়ার থ্রেসার-৫২২১টি, কম্বাইন হারভেস্টার-৩০১৬টি, মেইজ শেলার-৪৭০টি, ড্রায়ার-১০টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার-১২৬টি, পাওয়ার উইডার-২৯টি, পটেটো ডিগার-৮৫৬টি, রিপার-৬৮২টি, সিডার-৫৭৮৪টি ও রাইস ট্রান্সপ্লান্টার-১৭৯টি মোট-১৬৩৭৩টি কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) এর আওতায় এই সকল কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে। ভর্তুকির পরিমাণ হাওর ও উপকূলীয় এলাকার জন্য যন্ত্র মূল্যের ৭০% এবং দেশের অন্যান্য এলাকার জন্য ৫০%।

১৮.০ স্মার্ট কৃষি

১৮.১ স্মার্ট কৃষি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) নামে একটি প্রকল্প আছে । এই প্রকল্পটি স্মার্ট কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তাবায়ন শুরু করেছে এপ্রিল ২০২২ হতে। বর্তমানে প্রকল্পটি Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER) নামক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১. কৃষকের ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি এবং ১ (এক) কোটি ৯ (নয়) লক্ষ কৃষককে স্মার্ট কৃষি কার্ড প্রদান
২. ডিজিটাল উপায়ে ১ (এক) কোটি ৬২ (বাষট্টি) লক্ষ কৃষকের সাথে সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষি বিশেষজ্ঞগণের যোগাযোগ, তথ্যের আদান প্রদান ও এলাকা ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা
৩. ডিজিটাল কৃষি তথ্যের সাহায্যে ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা ও বাজারজাতকরণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃষকপর্যায়ে ৩০% সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
৪. উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ট্রেসিবিলিটি (Traceability) নির্ণয় ১৫% বৃদ্ধি করা
৫. কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) যাচাই
৬. ডিজিটাল কৃষি, স্মার্ট কৃষি কার্ডের ব্যবহার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ
৭. কৃষি উদ্ভাবন শোকেসিং



৮. স্মার্ট কৃষি কার্ড ব্যবহারে সেবা সম্মাননা

৯. কৃষি উদ্ভাবন পাইলটিং বাস্তবায়ন সহায়তা

১০. জাতীয় কর্মশালা এবং আঞ্চলিক কর্মশালা, সফটওয়্যার, অ্যাপস ও ডাটাবেজ ক্লাস্টার তৈরি।

১৮.২ ক্লাইমেট স্মার্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- অতি বৃষ্টি, বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, সাইক্লোন ইত্যাদি কৃষি সেক্টরকে ক্ষতিগ্রস্থ, বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। জলবায়ুর বিরূপ পরিস্থিতির সংগে খাপখাওয়ানো উপযোগী বিভিন্ন ধরনের কৃষি কলাকৌশল গ্রহণ করে উদ্ভূত ঝুঁকিহ্রাস করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। ক্লাইমেট স্মার্ট সম্পর্কিত ৩টি প্রকল্পের কর্মকান্ড চলমান আছে। প্রকল্পসমূহ নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে-

- ভাসমান বেডে শাকসবজি উৎপাদন, AWD, শুকনো বীজতলা, ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার, ভার্মি কম্পোস্ট, সার্জন পদ্ধতিতে শাকসবজি ও ফল উৎপাদন, খরা/বন্যা/লবণাক্ততা সহনশীল ফসলের জাত, উচ্চমূল্য ফসল আবাদ ইত্যাদি বিষয়ের প্রদর্শনী স্থাপন
- কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ যথা- ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র, রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার, ইত্যাদি
- মিনি সীডলিং পলিহাউজ স্থাপন
- এফএসএস এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান
- কৃষি আবহাওয় বিষয়ক একটি কমপ্রিহেন্সিভ ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে
- ৭৭৩টি কৃষি আবহাওয়া বুলেটিন প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে
- কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিস্তারে ১২টি অঞ্চলে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, প্রধান কার্যালয় ও ৬৪টি জেলায় এলইডি আউটডোর ডিসপ্লে বোর্ড, এবং ৪৮৭টি উপজেলায় কিয়োস্ক স্থাপন করা হয়েছে
- দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসের জন্য সাব-সিজনাল টু সিজনাল ফোরকাস্ট
- ৪৮৭ উপজেলার আবহাওয়া রিস্ক ম্যাপিং ও ডাটা এনালাইসিস
- ৪৮৭ উপজেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক ডাটা ডিজিটালাইজেশন।

১৯.০ নারীর অবদান

- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের প্রায় ৩০% নারীকে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করেছে
- সকল ধরনের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষাণী ও নারী উদ্যোক্তাদের কৃষি উৎপাদন, খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান ও আর্থিক সাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে
- ভার্মিকম্পোস্ট, ট্রাইকো কম্পোস্ট ও কম্পোস্ট পিট, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, ছাদবাগান, বীজ সংরক্ষণ ও বিপণন প্রভৃতির মাধ্যমে নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রতি ইউনিয়নে ১টি করে ৪৫০০ এসএমই চালু রয়েছে; প্রতি এসএমই ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যার মধ্যে ১ জন নারী সদস্য আবশ্যক করা হয়েছে।

২০.০ কৃষিখাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে কার্যক্রম

- ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধানন পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এজেন্ডা গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুয়ের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ২০৩০ এজেন্ডা এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ প্রণীত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা অন্যতম। সুষম খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি খাতের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে নানাবিধ উপায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে পুষ্টিমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে



- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এসডিজি অভীষ্ট সমূহের মধ্যে ১ ও ২ অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নে এই দপ্তরের ৩৫টি প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে।

২১.০ বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

একুশ শতাব্দী ব্যাপী বাস্তবায়িতব্য বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা -২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত ও সামষ্টিক পরিকল্পনা যা জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজিনিত দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে বদ্বীপ পরিকল্পনায় জুন ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ২২টি ।

২২.০ ভিশন ২০৪১ এর আওতায় গৃহীত কার্মক্রম

দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির ধারাকে আরো বেগবান করার জন্য বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নির্দেশনা ও জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'আমার গ্রাম আমার শহর', 'কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণ', 'নিরাপদ ফসল উৎপাদন', 'কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ' ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধামুক্ত দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশের দিকে এগুচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্র্যমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংপম্পূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপ দিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২৩.০ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্রি হাইব্রিড-২- ৩৫৭ হে. (হে.= হেক্টর), ব্রি হাইব্রিড-৪- ১৪৫৩ হে., ব্রি হাইব্রিড-৫- ১২৭৮ হে., ব্রি হাইব্রিড-৬- ১৭০৩ হে., ব্রি ধান-৫১- ২৭৩৩৭৯ হে., ব্রি ধান-৫২- ৩০৬৪৯৩ হে., ব্রি ধান-৬২- ৭০৮১ হে., ব্রি ধান-৬৪- ৫৮৫৬.৫ হে., ব্রি ধান-৭০- ১২৭০ হে., ব্রি ধান-৮১- ৮৯৯০১.৫ হে., ব্রি ধান-৮৯- ৩৫৭২৭০ হে., ব্রি ধান-৯২- ১২১৬২৩ হে., ব্রি ধান-৯৪- ৭৬০১ হে., জমিতে আবাদ হয়েছে
- উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪, ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান৬১, ব্রি ধান৬৫, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৭৩, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৩, বিনা ধান৮ ও বিনা ধান১০ সম্প্রসারণ, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২ ও খরা এলাকায় বিনা ধান৭ ও ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭ কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ ও সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে
- গমের তাপসহিষ্ণু জাত বারি গম২৬, বারি গম২৭, বারি গম২৮, বারি গম৩০ এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত বারি গম২৫ সম্প্রসারণের ফলে গমের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে
- দুর্যোগ, ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপখাওয়ানোর নিমিত্ত আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে
- ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করে সবজি ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে যা World Heritage হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ঢাকা ও অন্যান্য শহরে ছাদ বাগান স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।



২৪.০ উপসংহার

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলে রয়েছে কৃষি। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১৩.৪৭ শতাংশ। জাতিসংঘ প্রণীত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা অন্যতম। দেশে প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি জমি হ্রাস পেলেও গত তিন দশকে ধান, আলু, ফল, সবজি ও ভূট্টার উৎপাদন বহুলাংশে বেড়েছে। কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বানিজ্যিকীকরণ, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও এলাকা বিশেষ আবহাওয়ার প্রতিকূলতা মোকবিলায় লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০ এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা যাতে অব্যাহত থাকে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।





বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষিভবন, দিলকুশা, ঢাকা

www.badc.gov.bd





বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

www.badc.gov.bd

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাধর্মী সংস্থা। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষি অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১.১ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৫৯ সনের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর ৩৭নং অধ্যাদেশবলে ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে 'বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)' নামে পরিচিত ।

১.২ রূপকল্প (Vision)

মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

১. উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি
২. সেচ প্রযুক্তির উন্নয়ন, ভূউপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি
৩. কৃষকপর্যায়ে মানসম্পন্ন নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ

১.৪ প্রধান কার্যাবলী (Functions)

১. মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ
২. প্রতিকূলতা সহিষ্ণু তথা লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ
৩. উদ্যান ফসল, চারা-কলম, শাকসবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ
৪. গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ
৫. সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান
৬. সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্যতা বৃদ্ধি
৭. খালনালা পুনঃখনন করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি
৮. ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ
৯. নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি, এমওপি, ডিএপি) সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সময়মত নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ
১০. নন-নাইট্রোজেনাস সারের বাফার স্টক সৃজনের মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে সার সহজলভ্যকরণ ও সারের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ
১১. কৃষির উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণা (Adaptive Research) কার্যক্রম পরিচালনা



১.৬ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বিএডিসির কার্যক্রম ৫টি উইং যথা: প্রশাসন উইং, অর্থ উইং, বীজ ও উদ্যান উইং, ক্ষুদ্রসেচ উইং এবং সার ব্যবস্থাপনা উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার কর্তৃক ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিএডিসিকে পুনর্গঠনপূর্বক জনবল ৬৮০০ জনে নির্ধারণ করা হয়। পুনর্গঠিত জনবল কাঠামোতে ১৭০০ পদ ১-১০ গ্রেডভুক্ত এবং ৫১০০ পদ ১১-২০ গ্রেডভুক্ত। বিএডিসিতে ৬৮০০ জনবলের মধ্যে বর্তমানে ২৯৯০ জন কর্মরত রয়েছে এবং ৩৮১০টি পদ শূন্য রয়েছে।

২.০ প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৬
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৬৮০০	২৯৯০	৩৮১০	-
মোট				

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

সংস্থা	প্রকল্পে পদ (প্রেষণ)	আউটসোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
বিএডিসি	-	২৭৪	২৭৪

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
৯৬	১৩	৩৮	৩৭	১৮৪

২.৪ নিয়োগ প্রদান

নতুন নিয়োগ প্রদান				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
২৫	৮৪	১২৩	০	২৩২

৩.০ অডিট আপত্তি (২০২২-২৩ অর্থবছরে অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণ)

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০(৫-৮)	১১
১	বিএডিসি	৫০৩২	২৩১	৫২৬৩	১৪৬৪০৭৮	৪৯১৯	১৮১	৫৩৫৩৮	৫০৮২	১৪১০৫৪০



৪.০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৬৪	০৪	১২	০৯	২৫	৩৯

৫.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্র. নং	সংস্থার নাম	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বিএডিসি	৭৫০	১৬	৪৪	৩৩	৭৭৭

৬.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৬.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউস	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	গ্রেড ১-৯	৪৯	২১	৩২৫	-	৩৯৫
২.	গ্রেড ১০	-	-	৪৭৪	-	৪৭৪
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	৬৬৮	-	৬৬৮
মোট		৪৯	২১	১৪৬৭	-	১৫৩৭

৬.২ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
	সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	২	৩	৪	৫
	-	-	২১	২১
মোট		-	২১	২১



৬.৩ উচ্চশিক্ষা

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
		এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	গ্রেড ১-৯	-	-	-	০২ জন	০৪ জন	০৬ জন
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	-	-
মোট		-	-	-	০২ জন	০৪ জন	০৬ জন

৭.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কিনা	মন্ত্রণালয় / সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কিনা	মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কিনা	মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৪৭৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৭১১

৮.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

দেশের কৃষি উন্নয়নের পথিকৃত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কৃষির তিনটি মুখ্য উপকরণ মানসম্পন্ন বীজ ও সার এবং আধুনিক সেচ সুবিধা সঠিক সময়ে সুলভমূল্যে কৃষকের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলছে। বিএডিসি কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২০টি প্রকল্প ও ১৫টি কার্যক্রম/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ১০৫৫.৭৪ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ৯২৪.৮২ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৯২৩.৫১ কোটি টাকা। ফলে বিএডিসির অনুকূলে বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৪৮% এবং অর্থছাড়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৬%। এছাড়া ভৌত অগ্রগতি প্রায় ১০০%। কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১৫৫.৪১ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৫৫.৩৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৯৫% এক্ষেত্রেও ভৌত অগ্রগতি প্রায় ১০০%। বিএডিসি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল ও তেলবীজ, পাটবীজ ও সবজিবীজসহ বিভিন্ন ফসলের প্রায় ১.৬৫ লক্ষ মে. টন বীজ উৎপাদন এবং প্রায় ১.৫২ লক্ষ মে. টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। একই সময়ে উদ্যান জাতীয় ফসলের ৪১৬.৭১ লক্ষ চারা ও গুঁটি/কলম, ৪.০৮ লক্ষ মে. টন শাকসবজি ও ফল উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে বিএডিসি কর্তৃক ৪০,০০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, ৮৬০ কিমি. খাল পুনঃখনন/সংস্কার, ১০৬১.৪ কি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন, ১২৫টি সৌরশক্তিচালিত সেচপাম্প স্থাপন, ৯৫টি শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, ৪৫৫টি সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন, ১,২৮৪টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ১৪২টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ৫৪টি ড্রিপ ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ০৬টি স্প্রিংকলার ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৪২ কিমি. ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ এবং ১৩টি অফিস অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ১৯.০৩ লক্ষ মে. টন নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি, এমওপি, ডিএপি) সার আমদানি এবং ১৬.০২ লক্ষ মে. টন সার কৃষকপর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে বিএডিসির ১,৫৩৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ, ১২,৩৫৩ জন কৃষক/স্কিম ম্যানেজার/ফিল্ডম্যানকে প্রশিক্ষণ, ২৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ এবং ১৮৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে মোট ২,৯০৮ মে. টন আলু রপ্তানি করা হয়েছে। এছাড়া বিএডিসিতে গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিএডিসির নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানিযোগ্য ও উচ্চফলনশীল আলুর ০৪টি জাত (বিএডিসি আলু ১১-১৪) অবমুক্ত করা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক উদ্ভাবিত এসব উচ্চফলনশীল আলুর জাত কৃষকপর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে আলু উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়। বিএডিসি বাংলাদেশ সিড কংগ্রেস, ২০২৩-এ প্রথম স্থান এবং জাতীয় বৃক্ষমেলা, ২০২৩-এ ২য় স্থান অর্জন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।



৮.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বীজ সংক্রান্ত কার্যক্রম

- বীজ উৎপাদন : ১.৬৫ লক্ষ মে. টন (সংগ্রহ চলমান)
- বীজ সরবরাহ : ১.৫২ লক্ষ মে. টন (প্রায়)
- শাকসবজি ও মসলা চারা উৎপাদন ও বিতরণ : ৩০২.৬০ লক্ষ টি
- ফুল ও ফলের চারা/গুঁটি/কলম উৎপাদন ও বিতরণ : ১০১.৩৯ লক্ষ টি
- নারিকেল ও সুপারির চারা উৎপাদন ও বিতরণ : ৮.০৫ লক্ষ টি
- ওষধি গাছের চারা উৎপাদন ও বিতরণ : ৪.৬৭ লক্ষ টি
- শাকসবজি ও ফল উৎপাদন ও বিতরণ : ৪.০৮ লক্ষ মে. টন
- আলুর প্ল্যান্টলেট উৎপাদন : ৭.৭৫ লক্ষ টি
- খাবার আলু রপ্তানি : ২,৯০৮ মে.টন

৮.২ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেচ সংক্রান্ত তথ্য

- মোট সেচকৃত এলাকা : ৬.৮৩ লক্ষ হেক্টর
- সেচ এলাকা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ : ৪০,০০০ হেক্টর
- খাল/নালা খনন/ পুনঃখনন : ৮৬০ কিমি.
- ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ : ১,০৬১ কিমি.
- ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা : ২৪ কিমি.
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণ : ১৯,০০০ হেক্টর
- সেচ অবকাঠামো নির্মাণ : ১,২৮৪ টি
- শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন : ৯৫টি
- গভীর নলকূপ পুনর্বাসন : ১৭টি
- আর্টেশিয়ান নলকূপ স্থাপন : ১৪টি
- ভূগর্ভস্থ পানিতল পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন : ০৪টি
- সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্পের সংখ্যা : ১২৫টি
- সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েলের সংখ্যা : ১৪২টি
- সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন : ৪৫৫টি
- ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ : ৪২ কিমি.
- ড্রিপ ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট : ৫৪টি
- স্প্রিংকলার ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট : ০৬টি
- অফিস অবকাঠামো নির্মাণ : ১৩টি
- ফিতা পাইপ সংগ্রহ এবং বিতরণ : ১,০০,১০০ মিটার
- স্মার্টকার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন : ৮৭টি
- নিরাপদ ফুল ও সবজি উৎপাদনে পলিশেড নির্মাণ : ০৩টি
- ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা : ৬৪৯টি নমুনা।

৮.৩ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সার সংক্রান্ত অর্জন

- নন ইউরিয়া সার আমদানি : ১৯.০৩ লক্ষ মে. টন
- নন ইউরিয়া সার সরবরাহ : ১৬.০২ লক্ষ মে. টন।



৮.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়ন

- বিএডিসির ১,৫৩৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- ১২,৩৫৩ জন কৃষক/স্কিম ম্যানেজার/ফিল্ডম্যানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৯.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে বিএডিসির এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
২০	১০৫৫.৭৪	৯২৩.৫১ (৮৭.৪৮%)	১২

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প (এপ্রিল ২০-ডিসে. ২৪)	৪০.১৪	৭.০৪	৫.৯৮ (৮৪.৯৪%)	১০০%	২৭.২১ (৬৭.৭৯%)	৭৯%
০২.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষকপর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (সেপ্টে. ১৯-জুন ২৪)	৬৮৮.২১	১৫৭.৭৯	১৩২.৬৯ (৮৪.০৯%)	১০০%	৪৮৭.১৭ (৭০.৭৯%)	৭৫%
০৩.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২২ - জুন ২৫)	২৭.০৬	৭.০০	৫.৯৪ (৮৪.৮৬%)	৯৯%	৫.৯৪ (২১.৯৫%)	২৫%
০৪.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প (জুলাই ২০-জুন, ২৪)	৬০.৫০	১৪.২৬	১১.৯৮ (৮৪.০১%)	১০০%	৪৫.৮২ (৭৫.৭৪%)	৭৭%



ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৫.	বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প জুলাই ১৮-জুন ২৪)	৪১.২১	৪.৬৫	৩.৯৪ (৮৪.৭৩%)	১০০%	৩২.৭৩ (৭৯.৪২%)	৮৮%
০৬.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ) (জুলাই ২০-জুন ২৫)	২০.৪৪	৬.৪৯	৫.৫০ (৮৪.৭৫%)	১০০%	১২.৫১ (৬১.২০%)	৬৩%
০৭.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (জুলাই ২১-জুন ২৫)	৭২.৩৫	১২.৬২	১০.৭২ (৮৪.৯৪%)	১০০%	২০.৬৯ (২৮.৬০%)	৪৫%
০৮.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২২-সেপ্টে.২৬)	৪৩৮.৯৪	১৬.২৫	১৩.৮০ (৮৪.৯২%)	১০০%	১৩.৮০ (৩.১৪%)	৭%
০৯.	বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই ১৯-জুন ২৫)	৩৫০.৮৮	৫৯.১৬	৫০.২৯ (৮৫.০১%)	৯৯%	১৮১.১৬ (৫১.৬৩%)	৬২%
১০.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো.১৮-জুন ২৩)	১৪৫.৪৮	৫৯.৪৩	৫৯.৪১ (৯৯.৯৭%)	১০০%	১৪৩.৮৬ (৯৮.৮৯%)	১০০%
১১.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসে. ১৭-জুন ২৩)	১৬৪.৫১	১১.০০	১১.০০ (১০০%)	১০০%	১৬৩.৬৯ (৯৯.৫০%)	১০০%
১২.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প (জুলাই ২১-জুন ২৬)	৭৩.২৪	১১.৭৪	১০.২৪ (৮৭.২২%)	১০০%	১০.২৪ (১৩.৯৮%)	২০%



ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ১৯-জুন ২৪)	৩৬৫.৪৬	১৯০.০০	১৬১.২৫ (৮৪.৮৭%)	১০০%	৩২২.৩৭ (৮৮.২১%)	৯৪%
১৪.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো ১৮-জুন ২৩)	৮৪.৯৮	২২.৯২	২২.৭৭ (৯৯.৩৫%)	১০০%	৮৩.৫৩ (৯৮.২৯%)	১০০%
১৫.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ) (জুলাই.১৮- জুন ২৪)	৩৩০.১৬	৬৩.৭১	৬২.০২ (৯৭.৩৫%)	১০০%	১৯২.৭৪ (৫৮.৩৮%)	৬৫%
১৬.	পাবনা-নাটোর- সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ১৯-জুন ২৫)	৬০০.৫৩	১৯৭.১৪	১৬৭.৫৪ (৮৪.৯৯%)	১০০%	৩৬১.০২ (৬০.১২%)	৬১%
১৭.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০-জুন ২৫)	২৪৮.৪৩	৭২.২৫	৬০.৯৩ (৮৪.৩৩%)	১০০%	১৪৭.৮৪ (৫৯.৫১%)	৬১%
১৮.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ১৯-জুন ২৪)	২০৬.৪৯	৯২.২৫	৭৮.৪০ (৮৪.৯৯%)	১০০%	১৫৬.২৫ (৭৫.৬৭%)	৭৬%
১৯.	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ) (জুলাই ২০-ডিসে. ২৩)	০.৪৪	০.০৪	০.০৩ (৭৫%)	১০০%	০.৪১ (৯৩.১৮%)	৯৫%
২০.	বিএডিসির অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই-১৮-জুন ২৪)	২৪৩.৩৭	৫০.০০	৪৯.০৮ (৯৮.১৬%)	১০০%	২০৭.৬২ (৮৫.৩১%)	৮৭%
মোট (২০টি প্রকল্প) =			**১০৫৫.৭৪**	**৯২৩.৫১ (৮৭.৪৮%)**			



৯.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	২	৩
১	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসে. ১৭- জুন, ২৩)	বিএডিসি
২	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো. ১৮- জুন, ২৩)	বিএডিসি
৩	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো. ১৮- জুন,২৩)	বিএডিসি

৯.৪ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প (জুলাই ২১-জুন ২৬)	বিএডিসি	৭৩.২৪	৬১.৩৫	১১.৮৯	Colonge University of Applied Sciences, Germany
২	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্পতাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২২ - জুন ২৫)	বিএডিসি	২৭.০৬	২৭.০৬	-	
৩	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২২-সেপ্টে.২৬)	বিএডিসি	৪৩৮.৯৪	৪৩৮.৯৪	-	



৯.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিএডিসির কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্ম-সূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরদ্দ	মোট ছাড়-কৃত অর্থ	জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	মধুপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই ২০-জুন ২৩	২২৯.৩০	৮০.৪০	৮০.৪০	৮০.৪০	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	২২৯.৩০	১০০%	১০০%
২	টাঙ্গাইল জেলার জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্চমূল্য ফসলের অনুচারা উৎপাদন ও উন্নয়নে টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন কর্মসূচি	জুলাই ২২-জুন ২৪	৩৫০.০০	৩৩.৭৫	৩৩.৭৫	৩৩.৭৫	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	৩৩.৭৫	৯.৬৪%	১৫%
৩	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০-জুন ২৩	৭৫৩.০০	২৮০.২০	২৮০.২০	২৭২.৩৮	৯৭.২১%	৯৭.২১%	১০০%	৭৪২.০১	৯৮.৫৪%	১০০%
৪	টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ধনবাড়ি উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই ২২-জুন ২৪	৪২৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	৪৯.৯৬	৯৯.৯৩%	৯৯.৯৩%	১০০%	৪৯.৯৬	১১.৭৬%	১৫%



ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্ম-সূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরদ্দ	মোট ছাড়-কৃত অর্থ	জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই ২২-জুন ২৫	৩৭৫.০০	১০.২৫	১০.২৫	১০.২৫	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০%	১০.২৫	৩.০০%	৫%
৬	ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	জুলাই ২২-জুন ২৪	৪০০.০০	৬৯.৭৫	৬৯.৭৫	৬৯.৭৫	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১০০%	৬৯.৭৫	১৭.৪৪%	২০%
৭	রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী, লংগদু, কাপ্তাই ও সদর উপজেলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই ২২-জুন ২৫	৪৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০ %	০%	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
৮	বাগেরহাট জেলায় মোল্লাহাট উপজেলায় আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কর্মসূচি	জুলাই ২২-জুন ২৫	৪৫০.০০	১৭.০০	১৭.০০	১৬.৯৯	৯৯.৯৪ %	৯৯.৯৪ %	১০০ %	১৬.৯৯	৩.৭৭ %	৫%
মোট (০৮টি কর্মসূচি) =			**৩৪৩২.৩০**	**৫৪১.৩৫**	**৫৪১.৩৫**	**৫৩৩.৪৮**	**৯৮.৫৫ %**	**৯৮.৫৫ %**		**১১৫২.০১**	**৩৩.৫৬ %**	



৯.৬ সাব কার্যক্রমের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	সাব-কার্যক্রমের নাম	মেয়াদ-কাল	সাব-কার্যক্রমের মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সাব-কার্যক্রমসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	জুলাই ২২-জুন ২৩	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১৬৫০	১০০%	১০০%	১০০ %	১৬৫০	১০০%	১০০%
২	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	জুলাই ২২-জুন ২৩	৪৫০	৪৫০	৪৫০	৪৫০	১০০%	১০০%	১০০ %	৪৫০	১০০%	১০০%
৩	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	জুলাই ২২-জুন ২৩	৯৬০০	৯৬০০	৯৬০০	৯৬০০	১০০%	১০০%	১০০ %	৯৬০০	১০০%	১০০%
৪	পাটবীজ কার্যক্রম	জুলাই ২২-জুন ২৩	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০%	১০০%	১০০ %	১০০০	১০০%	১০০%
৫	বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	জুলাই ২২-জুন ২৩	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০	১০০%	১০০%	১০০ %	৯০০	১০০%	১০০%
৬	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম	জুলাই ২২-জুন ২৩	৬৫০	৬৫০	৬৫০	৬৫০	১০০%	১০০%	১০০ %	৬৫০	১০০%	১০০%
৭	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	জুলাই ২২-জুন ২৩	৭৫০	৭৫০	৭৫০	৭৫০	১০০%	১০০%	১০০ %	৭৫০	১০০%	১০০%
মোট (০৭টি কার্যক্রম) =			**১৫০০০**	**১৫০০০**	**১৫০০০**	**১৫০০০**	**১০০%**	**১০০%**		**১৫০০০**		



১০.০ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তেলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প (এপ্রিল ২০-ডিসে. ২৪)	৭.০৪	৫.৯৮ (৮৪.৯৪%)	১০০%	১. লেক ও খাল খনন- ১৬,০০০/১৬,০০০ ঘন মি. ২. এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ-১.৫/১.৫ কিমি. ৩. কাঁচা রাস্তা নির্মাণ- ১.৮/১.৮ কিমি. ৪. ভূমি উন্নয়ন- ২৬,২৪৮/২৬,২৪৮ ঘন মি. ৫. বেরিড পাইপ স্থাপন- ১.৫/১.৫ কিমি.
০২.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষকপর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (সেপ্টে. ১৯-জুন ২৪)	১৫৭.৭৯	১৩২.৬৯ (৮৪.০৯%)	১০০%	১. সটিংশেড নির্মাণ-৬,৪৯২/৬,৪৯২ বমি. ২. ইম্প্লিমেন্ট শেড নির্মাণ- ০১/০১টি ৩. ভূমি উন্নয়ন- ২০.২৭/২০.২৭ হেক্টর ৪. ইনসুলেশন প্রতিস্থাপন নির্মাণ-১৬/১৬ চেম্বার ৫. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৩৬৫/৩৬৫ রামি.
০৩.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২২ - জুন ২৫)	৭.০০	৫.৯৪ (৮৪.৮৬%)	৯৯%	১. ভূমি উন্নয়ন-১/১ একর ২. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ২৫০/২৫০ রামি. ৩. পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ- ১/১টি
০৪.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প (জুলাই ২০-জুন, ২৪)	১৪.২৬	১১.৯৮ (৮৪.০১%)	১০০%	১. ভূমি উন্নয়ন-১৭,৬২১/৬,২৪৫ ঘমি. ২. জার্মিনেটর স্থাপন-২/২টি ৩. বীজ সংগ্রহ কন্টেইনার-১০০/১০০টি ৪. ড্রাইং বক্স-১০০/১০০টি ৫. সিড ড্রাম-১০০/১০০টি
০৫.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ) (জুলাই ২০-জুন ২৫)	৬.৪৯	৫.৫০ (৮৪.৭৫%)	১০০%	১. ময়েশ্চার মিটার- ২/২টি ২. জার্মিনেটর- ২/২টি
০৬.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প (জুলাই ২১-জুন ২৫)	১২.৬২	১০.৭২ (৮৪.৯৪%)	১০০%	১. ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট গ্লাসওয়ার সংগ্রহ-১০/১০টি ২. ভূমি উন্নয়ন-৩২,০০৪/৩২,০০৪ ঘমি. ৩. অস্থায়ী নেট হাউজ নির্মাণ-১/১টি ৪. কালচার র‍্যাক নির্মাণ-১০/১০টি
০৭.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২২-সেপ্টে.২৬)	১৬.২৫	১৩.৮০ (৮৪.৯২%)	১০০%	পাকা রাস্তা নির্মাণ-২৯,০০০/২৯,০০০ বমি.



ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬
০৮.	বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ১৯-জুন ২৫)	৫৯.১৬	৫০.২৯ (৮৫.০১%)	৯৯%	১. প্রিফেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ- ২০,০০০/২০,০০০ বমি. ২. গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ- ১৫/১৫টি ৩. আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ-৬৬৪/৬৬৪ বমি. ৪. আরসিসি সড়ক নির্মাণ- ১,৫০০/১,৫০০ বমি. ৫. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১,১৫০/১,১৫০ রামি. ৪. ভূমি উন্নয়ন- ৩০,০০০/৩০,০০০ ঘমি. ৫. ডানেজ- ১,৯৪৮/১,৯৪৮টি
০৯.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো.১৮-জুন ২৩)	৫৯.৪৩	৫৯.৪১ (৯৯.৯৭%)	১০০%	১. পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ- ৮৫/৮৫টি ২. খাল পুনঃখনন- ১৫৫.২০/১৫৫.২০ কিমি. ৩. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ- ৫৯/৫৯টি ৪. ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ- ৬০/৬০টি ৫. ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী স্থাপন- ২/২টি ৬. স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী স্থাপন- ১/১টি ৭. বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ- ৪৪/৪৪টি
১০.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসেম্বর ১৭-জুন ২৩)	১১.০০	১১.০০ (১০০%)	১০০%	১. হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৫/১৫টি ২. খাল-নালা পুনঃখনন- ১৫/১৫ কিমি. ৩. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ- ০৩/০৩টি ৪. বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ- ১২/১২টি ৫. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ৫৩৫/৫৩৫ রামি. ৬. পাম্পহাউজ নির্মাণ- ৬০/৬০টি



ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬
১১.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ১৯-জুন ২৪)	১৯০.০০	১৬১.২৫ (৮৪.৮৭%)	১০০%	১. খাল খনন/পুনঃখনন- ২২২/২২২ কিমি. ২. ১,২,৫ কিউসেক এলএলপি স্কিমে বেরিড পাইপ লাইন নির্মাণ- ৬৩/৬৩ সেট ৩. ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ- ৩১.০৩/৩১.০৩ কিমি. ৪. সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল নির্মাণ- ১৫/১৫টি। ৫. বিভিন্ন ধরণের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ৫০৫/৫০৫টি ৬. ২,৫ কিউসেক এলএলপি স্কিমের বেরিড পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ- ১৮৬/১৮৬টি ৭. ১,২,৫ কিউসেক এলএলপি স্কিমের পাম্প হাউস নির্মাণ- ৭০/৭০টি
১২.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টো ১৮-জুন ২৩)	২২.৯২	২২.৭৭ (৯৯.৩৫%)	১০০%	১. ১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ-২৪/২৪টি ২. ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ-১৯/১৯টি ৩. ১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ-২৭/২৭টি ৪. ০.৫-কি. সে. সৌরশক্তি চালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ- ২৩/২৩টি ৫. সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল নির্মাণ- ৩০/৩০টি
১৩.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ) (জুলাই.১৮- জুন ২৪)	৬৩.৭১	৬২.০২ (৯৭.৩৫%)	১০০%	১. ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ-১১/১১ কিমি. ২. খাল/ নালা পুনঃখনন-৯৭/৯৭ কিমি. ৩. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ-৭৩/৭৩ কিমি. ৪. ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৪৮/৪৮টি ৫. রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ- ৫৯২/৫৯২টি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬
১৪.	পাবনা-নাটোর- সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ১৯-জুন ২৫)	১৯৭.১৪	১৬৭.৫৪ (৮৪.৯৯%)	১০০%	১. খাল পুনঃখনন- ৮৫/৮৫ কিমি. ২. ১,২,৫ কিউসেক এলএলপি স্কীমে বেরিড পাইপ লাইন নির্মাণ- ১৪৬/১৪৬ কিমি. ৩. ২ কিউসেক পুরাতন গনকূর বেরিড পাইপলাইন বর্ধিতকরণ- ১৪৮/১৪৮টি ৪. সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল নির্মাণ- ৬৩/৬৩টি ৫. সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (মাঝারি ও ছোট)- ৭৮/৭৮টি। ৬. সেচ যন্ত্রে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ- ১৪৫/১৪৫টি
১৫.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০-জুন ২৫)	৭২.২৫	৬০.৯৩ (৮৪.৩৩%)	১০০%	১. ১-কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ-০৫/০৫টি ২. ২-কিউসেক এলএলপির স্কিমে বেরিড পাইপ লাইন নির্মাণ-১২/১২টি ৩. খাল/নালা পুনঃখনন-৭০/৭০ কিমি. ৪. সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ- ৩০/৩০টি ৫. সেচ অবকাঠামো নির্মাণ-৬৮/৬৮টি
১৬.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ১৯-জুন ২৪)	৯২.২৫	৭৮.৪০ (৮৪.৯৯%)	১০০%	১. ২ কিউসেক এলএলপির স্কিমে বেরিড পাইপ লাইন নির্মাণ-৩২/৩২টি ২. খাল/নালা পুনঃখনন-১৭২/১৭২ কিমি. ৩. ১ কিউসেক গভীর নলকূপ স্কিমে বেরিড পাইপ লাইন নির্মাণ-০৪/০৪টি ৪. সৌরশক্তিচালিত এলএলপি স্কিম স্থাপন- ২০/২০টি ৫. সেচ অবকাঠামো নির্মাণ-২৩০/২৩০টি



ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬
১৭.	বিএডিসির অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই-১৮-জুন ২৪)	৫০.০০	৪৯.০৮ (৯৮.১৬%)	১০০%	১. অফিস ভবন সংস্কার-১০/১০টি (আংশিক) ২. মিরপুর স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার-০১/০১টি (আংশিক) ৩. প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ -০১/০১টি (আংশিক) ৪. অফিস ভবন কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ-২৪/২৪টি (আংশিক) ৫. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরি নির্মাণ-০৬/০৬টি (আংশিক) ৬. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৪,৪৩৫/৪,৪৩৫ রামি.

১১.০ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও ব্যবহারের তথ্য

ক্র. নং	সারের নাম	উৎপাদন (লক্ষ মে: টন)	আমদানি (লক্ষ মে: টন)	মোট প্রাপ্যতা (লক্ষ মে: টন)	বিক্রয়/ব্যবহার (লক্ষ মে: টন)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	টিএসপি	-	৩.৯১	৩.৯১	৩.২৩
২	ডিএপি	-	৬.৭৯	৬.৭৯	৬.৬৭
৩	এমওপি	-	৮.৩৩	৮.৩৩	৬.১২
সর্বমোট=			**১৯.০৩**	**১৯.০৩**	**১৬.০২**

১১.১ বীজ উৎপাদন

(লক্ষ মে. টন)

ক্র: নং	বীজ ফসলের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জন	২০২২-২৩ অর্থবছরের বিতরণ	২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন
১	আউশ	০.০৬৬০০	০.০৬৬৩৯	০.০৬৬৩৯	০.০৪৮২৩
২	আমন	০.২৮০৪০	০.২৭৮৯২	০.২৪৯৬৫	০.২৪৯৪৫
৩	বোরো (ইনব্রিড)	০.৬৫৮৭৫	০.৬৬২০৩	০.৬৫১৮৮	০.৬৪১২০
৪	বোরো (হাইব্রিড)	০.০১১০০	০.০০৬৫০	০.০০৮৮৯	০.০০৮৮৪
মোট ধানবীজ		১.০১৬১৫	১.০১৩৮৪	০.৯৭৬৮১	০.৯৪৭৭১
৫	গমবীজ	০.২০০০০	০.১৯৮৮০	০.১৫৮০১	০.১৫৮০১
৬	ভুট্টাবীজ	০.০০০৬৭	০.০০০৫১	০.০০২৯০	০.০০০১৯
মোট দানাশস্য বীজ		১.২১৬৮২	১.২১৩১৫	১.১৩৭৭২	১.১০৫৯১
৭	বীজআলু	০.৩৯০৮৪	০.৩৭৫০১	০.৩২২৩৫	০.৩৩৩৩১



ক্র: নং	বীজ ফসলের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জন	২০২২-২৩ অর্থবছরের বিতরণ	২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন
৮	ডালবীজ	০.০১৯৩৪	০.০১৯২৮	০.০১৬১৯	০.০১৯৭৬
৯	তেলবীজ	০.০২৯৯৯	০.০২৯৬৮	০.০২৩৯৬	০.০১৬৬১
১০	সবজিবীজ	০.০০১০৩	০.০০১০৩	০.০০০৬৮	০.০০০৮১
১১	পেঁয়াজ ও মসলাবীজ	০.০০৪৩৪	০.০০৩৭৫	০.০০৩১৮	০.০০৩৩৪
১২	পাটবীজ	০.০০৯০৪	০.০০৮৯২	০.০১১৯৯	০.০১৩০১
সর্বমোট		**১.৬৭১৩৯**	**১.৬৫০৮২**	**১.৫১৬০৮**	**১.৪৯২৭৫**

১১.২ ফল উৎপাদনের তথ্য

বিএডিসি কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৩,৮৮২ মে.টন বিভিন্ন ধরনের ফল উৎপাদন করা হয়।

১২.০ নিবন্ধিত জাতের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য	ছবি
১	২	৩	৪	৫
বিএডিসি	৪	বিএডিসি আলু- ১১ (ডেলিয়া রেড)	১। জাতটি অতি আগাম ২। ত্বকের রং লাল ৩। আলুর আকৃতি ডিম্বাকার ৪। সুপ্তিকাল বেশি ৫। Y ভাইরাস, ফাইটোফথোরা এবং স্ক্যাব রোগ প্রতিরোধী ৬। জাতটি রপ্তানি উপযোগী ৭। ৯০ দিনে ফলন ৪১.২০ টন/হেক্টর ৮। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৭.১০%	
বিএডিসি		বিএডিসি আলু-১২ (রশিদা)	১। জাতটি অতি আগাম ২। ত্বকের রং হলুদাভ ৩। আলুর আকৃতি গোলাকার ও বড় ৪। কমন স্ক্যাব ও পাউডারী স্ক্যাব রোগ প্রতিরোধী ৫। জাতটি রপ্তানি উপযোগী ৬। ৯০ দিনে ফলন ৪০.১৩ টন/হেক্টর ৭। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.১০%।	
বিএডিসি		বিএডিসি আলু-১৩ (জিনারেড)	১। জাতটি অতি আগাম ২। ত্বকের রং লাল ৩। আলুর আকৃতি গোলাকৃতি, লম্বাটে ৪। কমনস্ক্যাব ও পাউডারী স্ক্যাব রোগ প্রতিরোধী ৫। জাতটি রপ্তানি উপযোগী ৬। ৯০ দিনে ফলন ৩২.৯৭ টন/হেক্টর ৭। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.৩০%।	

প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য	ছবি
১	২	৩	৪	৫
বিএডিসি		বিএডিসি আলু-১৪ (SHC-১০১০)	১। ত্বকের রং গাঢ় হলুদ, ২। আলুর আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকৃতি ৩। কমন স্ক্যাব ও পাউডারী স্ক্যাব প্রতিরোধী ৪। শিল্পে ব্যবহার উপযোগী জাত (চিপ্স) ৫। জাতটি রপ্তানি উপযোগী ৬। ৯০ দিনে ফলন ৩১.৩৯ টন/হেক্টর ৭। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৪.৩০%।	

১৩.০ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ক্র. নং	সমঝোতা স্মারকের নাম/বিষয়	স্বাক্ষরের তারিখ
১	২	৩
১	মরক্কোর সাথে ৩.৬০ লক্ষ মে. টন টিএসপি ও ৫.২০ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার আমদানির সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়	২৩.১০.২০২২
২	সৌদি আরবের সাথে ৬.০০ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়	০৬.১১.২০২২
৩	কানাডার সাথে ৮.০০ লক্ষ মে. টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়	১৩.০২.২০২৩
৪	তিউনিশিয়ার সাথে ১.৫০ লক্ষ মে. টন টিএসপি সার আমদানির সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়	১৪.০২.২০২৩
৫	Memorandum of Understanding (MoU) for Faciliting Export of Agricultural Commodities from Bangladesh to Russia	০৪.০৪.২০২৩

১৪.০ কৃষিপণ্য রপ্তানি তথ্য

বিএডিসি কর্তৃক কৃষি পণ্য বিশেষত খাবার আলু রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৫৪২ মে.টন খাবার আলু রপ্তানি করা হয়। যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯০৮ মে.টনে পৌছেছে। এছাড়া খাবার আলু রপ্তানির লক্ষ্যে গত ০৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে রাশিয়ার সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৫.০ বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

বিএডিসি বাংলাদেশ সিড কংগ্রেস, ২০২৩-এ প্রথম স্থান এবং জাতীয় বৃক্ষমেলা, ২০২৩-এ ২য় স্থান অর্জন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

১৬.০ কৃষিখাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে কার্যক্রম

এসডিজি-২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের Action Plan অনুযায়ী বিএডিসির ৪০টি প্রকল্পের মধ্যে ০৬টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, ১৩টি প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ২১টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৭.০ বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০টি প্রকল্প বিএডিসি কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া ০৩টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৮.০ ভিশন ২০৪১ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০৪১ সাল নাগাদ ৩ লক্ষ মে.টন বীজ উৎপাদন করা
- ২০৩০ সাল নাগাদ ৭.৬০ লক্ষ হেক্টর সেচ এলাকা টেকসইকরণ
- ২০৩০ সালের মধ্যে সেচ দক্ষতা ৩৮% হতে ৫০% এ উন্নীতকরণ
- ২০৩০ সালের মধ্যে সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার ৭০%-এ হ্রাসকরণ এবং ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার ৩০%-এ উন্নীতকরণ
- ২০৩০ সালের মধ্যে ০৫ লক্ষ মে. টন সার মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ বাস্তবায়নের বিষয়ে বিএডিসির নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২০.০ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু দানাশস্য ও তেলবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ (৫ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের আমন ধানবীজ ৬০০ মে. টন, বোরো ধানবীজ ১২০ মে. টন, গমবীজ ২৫০ মে. টন, তেলবীজ ২০ মে. টনসহ সর্বমোট ৯৯০ মে. টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। এর ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকার কৃষকদের অধিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করেছে।

২১.০ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বিএডিসির বীজের আপদকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে আপৎকালীন মজুদ হিসাবে ১০,৫৩৩ মে.টন ধান/গমবীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ক্ষরা, অনাবৃষ্টি) ইত্যাদির কারণে আমন মৌসুমে ফসল উৎপাদন যেন ব্যাহত না হয়, সে লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সেচযন্ত্র প্রয়োজন অনুযায়ী চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা) মোকাবিলায় ৪২ কি.মি. ফসলরক্ষা বাঁধ এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ১০ কি.মি. ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা নির্মাণ করা হয়েছে। বন্যার সময় অতিরিক্ত পানি ধারণ, মাঠের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য ৮৬০ কি.মি. খাল/নালা পুনঃখনন করা হয়েছে।

২২.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

কৃষকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য নতুন খামার ও কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন স্থাপন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধিকরণ, জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিস্যুকালচার ল্যাবের মাধ্যমে আলুবীজের মৌল শ্রেণির রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন ও বিতরণের মাধ্যমে বিদেশ হতে প্রজনন শ্রেণির আলুবীজ আমদানি নির্ভরতা কমানো, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ২০৪১ সাল নাগাদ ৩ লক্ষ মে.টন বীজ উৎপাদন করা।

সার আমদানি ও সরবরাহ কার্যক্রম সুসংহত করা ইত্যাদি কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে আরও ৫ লক্ষ মে. টন সার মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

২৩.০ উপসংহার

কৃষি উন্নয়নে ও কৃষকের আস্থার প্রতিদান দিতে সদা তৎপর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের এই যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নিত্যনতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা। এই নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যেও কাজ করছে বিএডিসি। দেশের জনগণ ও কৃষকের কাছে একটি আদর্শ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন সার আমদানি ও সরবরাহ এবং আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রায়োগিক গবেষণা (Adaptive Research) কৃষিপণ্য রপ্তানি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল প্রভাব মোকাবিলার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।





বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.barc.gov.bd





বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

www.barc.gov.bd

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল' একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কর্মকান্ড-পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, কর্মসূচি সমন্বয় এবং কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। কৃষি গবেষণাকে গতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রাধিকারের আলোকে এ প্রতিষ্ঠান সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। বর্তমান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) প্রস্তুতে সহায়তা করা এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫), রূপকল্প ২০২১-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর গোল-২ অর্জনে, কোভিড-১৯ পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কর্মপরিকল্পনা এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে।

১.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম গড়ে তোলা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

কৃষির উন্নয়নকল্পে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

কৃষি গবেষণা সিস্টেমের পুনর্গঠন ও মান উন্নয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। ১৯৯৬ সালে এক আইনের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে কাউন্সিলের কার্যপরিধি আরো সুসংহত করে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১২' প্রণীত হয়। এ আইন প্রণীত হওয়ায় কৃষি গবেষণার সমন্বয়সহ গবেষণা ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার ও কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রণয়নে প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

পরিকল্পনা ও সম্পদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে দেশের সমগ্র কৃষি গবেষণা সমন্বিতকরণ এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন- কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সমন্বিত কার্যক্রমও যুক্ত করা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো (গভনিং বডি)

'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ২০১২' আইনের আওতায় একটি শক্তিশালী গভর্নিং বডির নির্দেশনায় জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (National Agricultural Research System-NARS)-এর নীতিনির্ধারণী কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উক্ত গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া, মাননীয় সংসদ সদস্য (২জন), কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষিবিষয়ক সদস্য, বাংলাদেশ কৃষি



বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিএডিসির চেয়ারম্যান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, ৩ জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং ১ জন কৃষক প্রতিনিধি গভর্নিং বডিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছেন।

২.০ প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থা স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	২০৪	১২৯	৭৫		
মোট	২০৪	১২৯	৭৫	-	-

২.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	২৭	১	৩০	১৭	৭৫

২.৩ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২	-	২	১০	১০	২০	-

৩.০ অডিট আপত্তি

ক্রমিক	সংস্থা	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	২১	১৬.৯৪২	০৪	০৫	০.১৫২৮	১৬	১৬.৭৮৯২

৪.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৪.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৩৫	১,৩৮২ জন



৪.২ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন

২০২২-২৩ অর্থবছরে কাউন্সিলের সকল বিভাগ/ইউনিট/কেন্দ্র কর্তৃক বাস্তবায়িত মোট ৩৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে ১৩টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিএআরসির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), ২০২২-২৩ অন্তর্ভুক্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত ১৩টি ব্যাচে মোট ৭০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী (একই কর্মকর্তা/কর্মচারী একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

৪.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা

১৪ জন

৫.০ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৭৪টি	৬,৫৫৪ জন

৬.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
১১২	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৬২	৭১

৭.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৭.১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র ও ৫টি বইয়ের প্রকাশনা উদ্বোধন

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী সেখানে পৌঁছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গৌরব ও সাফল্যের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র উদ্বোধন করেন এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে ব্রির ইনোভেশনস পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ২টি ও **বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের** ৩টি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত বই দুটি হলো *A Development Trajectory of Bangladesh Agriculture From Food Deficit to Surplus, AGRICULTURAL DEVELOPMENT FOR FRAGILE ECOSYSTEM IN BANGLADESH* এবং *RESEARCH PRIORITIES VISION 2041* । প্রথম বই দুটির প্রধান লেখক হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সুযোগ্য নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, সংসদ সদস্য সিমিন হোসেন রিমি, মেহের আফরোজ চুমকি, ইকবাল হোসেন সবুজ, কানাডার গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ফুড সিকিউরিটির সিইইউ এবং নির্বাহী পরিচালক ড. স্টেভিন ওয়েব, ফিলিপাইনের ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিচার্স ইনস্টিটিউটের (ইরি) ডাইরেক্টর জেনারেল ড. জেইন বালিই, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।





চিত্র: বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রির গৌরব ও সাফল্যের ৫০ বছর পূর্তি এবং বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে উদ্বোধন করেন



চিত্র: অতিথিদের নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ৫টি বইয়ের প্রকাশনা উদ্বোধন

৭.২ ব্রয়লার মুরগির মাংস মানুষের খাওয়ার জন্য নিরাপদ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জানুয়ারি থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত 'ব্রয়লার মুরগিতে এন্টিবায়োটিক এবং ভারী ধাতুর উপস্থিতির গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ' বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দশটি অ্যান্টিবায়োটিক এবং তিনটি ভারী ধাতু ব্রয়লারের মাংস, হাড় এবং যৌগিক নমুনা (লিভার, কিডনি এবং গিজার্ড) থেকে ISO স্বীকৃত পরীক্ষাগার যেমন- SGS ল্যাবরেটরি, চেন্নাই, ভারত, এবং মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার, DLS, ঢাকা তে পরীক্ষা করা হয়েছিল। প্রকল্পের ফলাফল ঘোষণা করার জন্য, ১২ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ সচিবালয়ের কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট (পিআইডি) একটি প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, ব্রয়লারের মাংসের নিরাপত্তা নিয়ে তার বক্তৃতা দেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এই প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে আশ্বস্ত করেন যে ব্রয়লারের মাংস

মানুষের খাওয়ার জন্য নিরাপদ। ব্রয়লারের মাংস নিয়ে মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ এ ফলাফলের মাধ্যমে দূর হয়, যা পোলট্রি শিল্পের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব এস এম রেজাউল করিম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ড. নাহিদ রশিদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, এবং ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি। প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রায় শতাধিক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।



চিত্রঃবিএআরসি কর্তৃক পরিচালিত ব্রয়লার মুরগির মাংসে ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি বিষয়ক গবেষণা ফলাফল বিষয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর প্রেস ব্রিফিং

৭.৩ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP)

অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তম কৃষি চর্চা প্রবর্তন ও জনপ্রিয়করণ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের স্কিমওনার (বিএআরসি) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে

- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) এর মানদন্ডের মডিউলের চর্চাসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন
- স্কিমওনার কর্তৃক বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP) এর অনুমোদিত মানদন্ড অবহিতকরণ
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP) স্কিমওনারের সার্টিফিকেশন মার্ক/লোগো অনুমোদন (ব্যবহারের নীতিমালাসহ)
- স্কিমওনার কর্তৃক বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP) এর সার্টিফিকেশন মার্ক/লোগো সংরক্ষিত প্রতীক হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে পরিপত্র জারি
- 'GAP' কার্যক্রম বাস্তবায়নে 'এক্সটার্নাল অডিটর' অফিস আদেশ জারি

বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP) স্কিমওনার এর সার্টিফিকেশন মার্ক/ লোগো

৭.৪ মতামত প্রদান

- জাতীয় বীজনীতি ২০২২ প্রণয়নে লিখিত মতামত প্রদান
- বালাইনাশক বিধিমালা ২০২২ চূড়ান্তকরণে বিএআরসির মতামত প্রেরণ
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে ইনপুটস প্রেরণ
- বাংলাদেশ ও কেনিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত টকিং পয়েন্টস প্রেরণ
- ২০ জুলাই ২০২২ মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E.Ms. Nathalie Chuard এর সৌজন্য সাক্ষাতের নিমিত্ত টকিং পয়েন্টস প্রেরণ
- বাংলাদেশ হতে সুইডেনে রপ্তানিকৃত খাদ্যপণ্য-চিনিগুঁড়া চাল এবং মুড়িতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- OIC-2025 Program of Action (POA) এর Agriculture & Food Security অংশের ওপর বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- FAO এর আওতায় International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture এর আওতায় Global Plan of Action এর হালনাগাদ তথ্য (ডিসেম্বর ২২ পর্যন্ত) প্রেরণ
- গবেষণার উদ্দেশ্যে খরা ও লবণাক্ত সহিষ্ণু ট্রান্সজেনিক ধানের নেট হাউজ কনটেইন্ড ট্রায়াল পরিচালনায় এনসিবির অনুমোদন
- Plant Genetic Resources Collection, Conservation and Sustainable Utilization বিষয়ে তথ্য প্রেরণ
- BD eggplant contains cancer causing lead এর ওপর মতামত প্রেরণ
- ১৮-২১ জানুয়ারি ২০২৩ সময়ে জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠেয় '15th Global Forum for Food and Agriculture (GFFA)' সম্মেলনে উপস্থাপনের নিমিত্ত টকিং পয়েন্টেস প্রেরণ
- 'ডিম সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ' এর ওপর প্রাণিসম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মতামত প্রদান করেছে
- খরা ও লবণাক্তসহিষ্ণু ট্রান্সজেনিক ধানের নেট হাউজ কনটেইন্ড ট্রায়াল পরিচালনায় এনসিবির অনুমোদনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রস্তাবনা মূল্যায়নে এনটিসিসিবি কোর কমিটির সভায় অংশগ্রহণ প্রসংগে পত্র তৈরি করে প্রেরণ
- আগামী ১৮-২১ জানুয়ারি ২০২৩ সময়ে জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠেয় '15th Global Forum for Food and Agriculture (GFFA)' সম্মেলনে Zero draft Communique এর উপর মতামত প্রস্তুতপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান মান্যবর হাইকমিশনারের বাসভবনে ACIAR এর কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে উচ্চপর্যায়ের স্টেকহোল্ডার সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে কৃষি সচিব মহোদয়ের উপস্থিত থাকার নিমিত্ত টকিং পয়েন্টস তৈরি করে
- নন-নটিফাইড ফসল হিসাবে আলুর ৬৮টি জাতের সংগ্রহত্তোর তথ্য ও নমুনা প্রেরণ প্রসঙ্গে পত্র তৈরি করে কমিটির সদস্যদের নিকট প্রেরণ
- বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নিমিত্ত স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (MoU) আওতায় গঠিত Joint Follow-up Committee এর ১ম ভার্চুয়াল সভার সিদ্ধান্তের আলোকে Work Plan তৈরি করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য Bangladesh Business Summit 2023-এ অংশগ্রহণের নিমিত্ত সৌদি আরবের বাণিজ্য মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ২৮/০২/২০২৩ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত ইনপুটস/টকিং পয়েন্টেস তৈরি করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- ০৬ মার্চ ২০২৩ তারিখ সকাল ১১:০০টায় লন্ডনে অবস্থিত Bionema Limited এর ০৪ (চার) সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সাথে কৃষি সচিব মহোদয়সহ দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের সৌজন্য সাক্ষাতে উপস্থাপনের নিমিত্ত টকিং পয়েন্টস প্রেরণ
- ১৩-১৫ মার্চ ২০২৩ সময়ে বাংলাদেশ-রাশিয়া আন্তঃসরকার কমিশনের ৪র্থ সভা (4th BR-IGC) উপলক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক আয়োজিতব্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত এজেন্ডা প্রেরণ



- FAO এর The Fourth Country Report on The State of the Plant Genetic Resources for Food and Agriculture Bangladesh প্রনয়ণের জন্য GAP এর ১৮টি priority activity এর হালনাগাদ তথ্য (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত) প্রেরণ
- জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০২২ এর আলোকে উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রেরণ
- বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স কর্তৃক প্রণীত Standard Operating Procedures (SOP) for Genome Edited Plants in Bangladesh বিষয়ক ডকুমেন্ট পর্যালোচনা কর্মশালার কার্যবিবরণী প্রেরণ
- মৎস্য বিভাগ কর্তৃক 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৩' এর প্রস্তুতকৃত খসড়া বিধিমালার ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে
- বাংলাদেশ ও আলজেরিয়ার মধ্যে মৎস্য খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত Draft Agreement - এর বিষয়ে মতামত/ইনপুট প্রদান করা হয়েছে
- বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ সংক্রান্ত গেজেট সংশোধনের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে
- খসড়া 'Policy Draft for ADB's Climate Change Budget Support Program of MoA' এর উপর ইনপুট ও মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- 'Draft First Biennial Update Report of Bangladesh to the UNFCCC (BUR1)' এর উপর ইনপুট ও মতামত প্রদানপূর্বক বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- 'Rules of Business 1996 of Schedule-1 (Allocation of business among the different Ministries and Divisions)' এর খসড়া বাংলা অনুবাদ উপর মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- ফসলে DAP এবং ইউরিয়া সারের পরিমিত ব্যবহারে কৃষকদের অব ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ TVC তৈরীকরণ বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- সারবিষয়ক কারিগরি উপকমিটির ৫৬তম সভা ৩০-০১-২০২৩ সম্পন্ন হয় এবং ০৮ (আট)টি সারের মাননির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর ভবিষ্যৎ গবেষণা কর্মসূচি হিসাবে ৭০টি গবেষণা প্রোগ্রাম পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিএফআরআই কর্তৃক পরিচালিত ২০২২-২৩ সালের গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ২০২৩-২৪ সালের গবেষণা পরিকল্পনা কার্যক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনার জন্য কিছু পরামর্শ প্রদান
- পরিবেশ, বন, জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তনজনীত অভিযোজন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খসড়া নীতিমালা, বিধিমালা ও প্রকল্প প্রস্তাব সংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের চাহিত বিষয়ে BARC-এর পক্ষে মতামত প্রদান
- খসড়া 'National Adaptation Plan of Bangladesh 2023-2050' এর উপর ইনপুট ও মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- MoA এবং ADB হাইব্রিড কনসালটেশন মিশনের মধ্যে 'Proposed Support for Green Growth and Disaster Resilience Program.' সংক্রান্ত বৈঠকের জন্য আলোচনার পয়েন্ট প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- 'The 27th Session of the Conference of the Parties (Cop-27)' এর জন্য ইনপুট প্রদান করে কৃষি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ
- 'Forecast of Aman rice production based on overall situation of Crop, Weather, Late sowing, Sunshine' বিষয়ে MoA-তে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জমা প্রদান
- বাংলাদেশ এবং ডেনমার্কের মধ্যে 'Sustainable and Green Framework Engagement' শিরোনামের চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য 'Joint Action Plan' এর খসড়া সংস্করণে ইনপুট এবং মন্তব্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- FAO প্রস্তুতকৃত 'Public-Private Blended Finance Facility for Climate-Resilient Rice Landscapes' শিরোনামের প্রকল্প নথিতে ERD-কে মন্তব্য প্রদান



- ‘প্রশাসনিক জরিমানা বিধিমালা, ২০২৩’ এর খসড়ার উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ
- ‘শেখ জহরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর আইন, ২০২২’ এর খসড়ার উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ
- ‘পাট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা ২০২৩’ এর খসড়ার উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ
- ‘কর্মমূল্যায়ন বিধিমালা, ২০২৩’ এর খসড়ার উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ
- ‘এআইপি নীতিমালা ২০২৩’ এর খসড়ার উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ
- ‘Inception report ‘Consultancy Services to Revise Renewable Energy Policy, 2008’ proposed by DTCL এর উপর মতামত
- বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২১ (খসড়া), প্রণয়ন সংক্রান্ত মতামত প্রদান করা
- DTCL প্রস্তাবিত Consultancy Services to Revise Renewable Energy Policy, 2008 শীর্ষক অন্তর্বর্তীকালীন (Interim) প্রতিবেদনের উপর বিএআরসি এর মতামত
- জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ কর্মপরিকল্পনা (খসড়া) এর উপর মতামত প্রদান প্রদান করা হয়েছে
- বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত TA UIP Dhaka Rivers- 'Beautification of Dhaka' শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া Report 1: Factual basis for the design of the UIP Dhaka rivers এর ওপর মতামত
- Draft Policy Report of Consultancy Services to Revise Renewable Energy Policy, 2008 submitted by DTCL এর উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে
- সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য ভূমি বরাদ্দ ও ক্রয় নীতিমালা প্রণয়নের উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে
- ADB কর্তৃক দাখিলকৃত Draft Road Map to Scale-up Solar PV Irrigation Pumps in Bangladesh (2023-2030) এর উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে
- Post Disaster Needs Assessment (PDNA) Bangladesh Flash Floods 2022 এর উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে
- তিন-ফসলি জমিতে সোলার প্যানেলসহ অন্যান্য উন্নয়ন অবকাঠামো স্থাপন/নির্মাণ এর ওপর মতামত প্রদান
- জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিতব্য ‘UN 2023 Water Conference’ এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বক্তব্য সংক্রান্ত বিএআরসির ইনপুটস প্রদান করা হয়েছে
- Master Plan on Meghna River Pollution Control, Navigation increases and Ensuring River Bank Stability শীর্ষক পরামর্শক কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে Draft Final Report এর ওপর বিএআরসির মতামত প্রদান করা হয়েছে
- Import drone for conducting field research on convenient application of pesticide to enhance mechanization এর ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে
- Bangladesh-Netherlands Water Sector Networking বিষয়ক পজিশন পেপার প্রদান করা হয়েছে
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়, দক্ষিণাঞ্চলে পোল্ডার ম্যানেজমেন্ট ও অন্যান্য বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সভার কার্যপত্র প্রদান করা হয়েছে
- ‘Feasibility Study for Implementing Renewable Energy based various sub projects (solar irrigation pumps, street lighting, hybrid system and Water desalination) in Fakirhat Upazilla. Bagerhat’ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ নিমিত্ত দৈততা নিরসন সংক্রান্ত বিষয়ে বিএআরসির মতামত প্রদান করা হয়েছে
- ‘মোটরযান স্ক্র্যাপ নীতিমালা, ২০২৩’ এর খসড়ার ওপর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর মতামত প্রদান করা হয়েছে
- হাওর ও জলাভূমি সুরক্ষা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন এর খসড়ার ওপর বিএআরসির মতামত প্রদান করা হয়েছে



- বাণিজ্যিক সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের জন্য খাসজমি ইজারা প্রদান ও ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ক্রয় ও উর্ধ্বসীমা অর্জন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৩ এর বিষয়ে বিএআরসির মতামত প্রদান করা হয়েছে
- বাংলাদেশের সাথে নেদারল্যান্ডস্থ Wageningen University & Research (WUR), Netherlands এর খসড়া Strategic Partnership Agreement কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- বাংলাদেশ হতে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে কৃষিপণ্য রপ্তানির নিমিত্ত জার্মানির Kottermann GmbH প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে কৃষিবিষয়ক আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে Letter of Interest (LOI)- এর বিষয়ে মতামত প্রদান
- দেশে জাতীয় রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তাবিষয়ক নীতিমালা ও অবকাঠামো প্রণয়ন বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের মতামত প্রদান
- বিএডিসি কর্তৃক আমদানিকৃত নন-ইউরিয়া (DAP) সার আমদানির বিষয়ে মতামত প্রদান
- বাংলাদেশ হতে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে কৃষিপণ্য রপ্তানির নিমিত্ত জার্মানির Kottermann GmbH প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে কৃষি বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে Letter of Interest (LOI)- এর বিষয়ে মতামত প্রেরণ
- দেশে জাতীয় রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা ও অবকাঠামো প্রণয়ন বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর মতামত প্রদান
- মোবাইল ল্যাবরেটরিতে খাদ্যদ্রব্যের বিভিন্ন প্যারামিটার টেস্ট সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন বিষয়ে মতামত প্রদান
- গত ২১ মার্চ ২০২৩ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত 'Nutrient Management for Diversified Cropping in Bangladesh (NUMAN)' Project এর findings ওপর 'Fertilizer Policy Dialogue Symposium' সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত ব্রীফের বিষয়ে মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০২২ এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান
- 'জাতীয় শুল্ক নীতি ২০২৩' এর প্রাথমিক খসড়ার ওপর মতামত প্রদান
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন প্রবিধানমালা, ১৯৮৯' এর সংশোধনীর ওপর মতামত প্রদান
- বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতার জন্য প্রস্তাবিত রোডম্যাপ (২০২২-২০২৫) সম্পর্কে মতামত প্রদান
- Bangladesh Microinsurance Market Development Programme (BMMDP) Phase-11 শীর্ষক প্রকল্পের ওপর মতামত
- অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও কসোভো সরকারের মধ্যে প্রস্তাবিত চুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদান
- বাংলাদেশ ও গ্রিনউইচ ইউনির্ভাসিটি যুক্তরাজ্যের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে মতামত প্রদান
- স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) শীর্ষক প্রকল্পের ম্যাচিং গ্রান্ট নীতিমালার ওপর মতামত
- Accelerating Economic and Social Inclusion of Smallholder Farmers through Strong Producers' Organizations (ACCESS) শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া প্রজেক্ট ডকুমেন্ট এর ওপর মতামত প্রদান
- Bangladesh Action Plan on Intellectual Property Rights (IPRs) এর ওপর মতামত প্রদান।

৭.৫ প্রকল্প প্রণয়ন

- Competitive Grants Program (CGP) এর আওতায় KGF এর ৫ম আহ্বানের প্রেক্ষিতে 'Development of pineapple-based agroforestry models for mitigating climate change impact' শিরোনামের একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত যা বাস্তবায়নের জন্য তহবিল মঞ্জুর হয়েছে



- PARTNER প্রকল্প এর অধীন 'Upscaling of climate resilient agroforestry practices as CSA technologies for fragile agro-ecological areas' শিরোনামের একটি উপপ্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত, যা বাস্তবায়নের জন্য তহবিল মঞ্জুর হয়েছে
- নেদারল্যান্ডস সরকারের অরেঞ্জ নলেজ প্রোগ্রাম (OKP), নেদারল্যান্ডস ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (Nuffic)-এর টেইলর-মেড ট্রেনিং প্লাস (TMT+) এর আওতায় 'Multimodal Remote Sensing for Climate Smart Agriculture Applications' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ প্রস্তাব প্রস্তুত ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য জমা প্রদান
- বোরলাগ ইনস্টিটিউট ফর সাউথ এশিয়া (BISA) এর উদ্যোগে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন (বিএমজিএফ) এর অর্থায়নে 'Atlas of Climate Adaptation in South Asian Agriculture (ACASA)' শিরোনামের একটি প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু
- কেজিএফ অর্থায়নে ও বিএআরসি এর কোঅর্ডিনেশনে 'Feasibility study of the IoT-based Precision Agriculture for sustainable crop production in Bangladesh (ID: TF86-C/21)' শীর্ষক প্রকল্পটি বিএআরআই ও নোডস ডিজিটাল লিঃ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
- ACAIR এর অর্থায়নে ও বিএআরসি এর কোঅর্ডিনেশনে 'Mitigating risk and scaling-out profitable cropping system intensification practices in the salt-affected coastal zones of the Ganges Delta (CSI4CZ Phase II)' শীর্ষক প্রকল্পটি বিএআরআই, বিআরআরআই ও সুশীলন বাংলাদেশ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
- কেজিএফ অর্থায়নে পরিচালিত 'Assessment of Cropping Patterns for Sustainable Intensification in Drought Prone Ecosystem using Remote Sensing and Geospatial Modeling (TF51/SBR-17)' শীর্ষক প্রকল্পটি বিএআরসি ও বিএআরআই এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে
- বাংলাদেশে কৃষকপর্যায় ধান/গম চাষের আয়-ব্যয় সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি
- Borlaug Institute for South Asia (BISA) এর অর্থায়নে 'Atlas of Climate Adaptation in South Asian Agriculture (ACASA)' শীর্ষক একটি প্রকল্প মার্চ ২০২৩ হতে আগস্ট ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন। উক্ত প্রকল্পের ইন্সেপশন কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিতে জলবায়ু অভিযোজন অ্যাটলাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে
- Light Detection and Ranging (LiDAR) প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাইলট ভিত্তিতে একটি এলাকার উচ্চ রেজুলেশনের ডিজিটাল এলিভেশন ম্যাপ (DEM) প্রস্তুতকরণের নিমিত্ত FAO এর অর্থায়নে এক বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।

৭.৬ ওয়ার্কশপ

- Annual Review Workshop on Forestry and Agroforestry Programmes of NARS Institutes: Research Progress 2021-22 & and Research Programme 2022-23 শীর্ষক কর্মশালা গত ১৯-২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সম্পন্ন করা
- Research Review 2021-22 and Research Program 2022-23 on Agricultural Engineering of NARS Institutes শীর্ষক কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন NARS প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ৮০ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছে; এর মধ্যে ১১ জন ছিল নারী অংশগ্রহণকারী
- Concluding workshop on PCR (Project Completion Report) workshop on "Microbial characterization of Bangladesh soil and development of climate smart biofertilizers for crop production and soil fertility (ID: 043 Project) শীর্ষক কর্মশালা 12 December 2022 তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে
- Concluding Workshop on Nutrient Management for Diversified Cropping in Bangladesh (NUMAN) Project শীর্ষক কর্মশালা 20 December 2022 তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে
- Training on Use of Fertilizer Recommendation Guide-2018 শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা 15-17 May 2023 তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে



- Training Programme on Climate Change, Carbon Sequestration and Adaptation Strategies শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা 18-20 June 2023 তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে
- একটি Research Review 2021-22 and Program Planning Workshop 2022-23 ওয়ার্কশপ প্রসিডিংস ও ২ (দুই)টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশ
- এনএটিপি-২ এর আওতায় মৃত্তিকা ইউনিটের তত্ত্বাবধানে একটি উপ-প্রকল্পের (আই ডি-০৪৩) Project completion কর্মশালা করা হয়েছে এবং উপ-প্রকল্পটির Project Completion Report (PCR) মুদ্রণ ও Project সংশ্লিষ্ট গবেষক (পিআই), এনএটিপি ফেজ-২সহ অন্যান্য শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে
- একটি Annual Research Review Workshop এবং একটি Good Animal Husbandry Practices: Present Status and Way Forward কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালার প্রসিডিং সংশ্লিষ্ট NARS প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে
- নিত্যপ্রয়োজনীয় ফসলের (খাদ্যশস্য) চাহিদা ও জোগান নিরূপণ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা আয়োজন
- নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থসামাজিক সম্পাদিত গবেষণা প্রোগ্রাম (২০২২-২৩) এবং ভবিষ্যত গবেষণা প্রোগ্রাম (২৩-২৪) সম্পর্কিত বার্ষিক পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন
- জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ এর কৃষিবিষয়ক অংশের বিশ্লেষণ এর ওপর কর্মশালা আয়োজন
- কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের ডাটা প্রমিতকরণ ও ইন্টারঅপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এস্পায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এর সহযোগিতায় সকল অংশীজনের সমন্বয়ে দুইটি কর্মশালা সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে।

৭.৭ পাবলিকেশন

- একটি ওয়ার্কশপ প্রসিডিংস ও 'Contemporary issues and Technologies in Forestry and Agroforestry for Professionals' ও 'Climate Smart Agriculture for Adaptation' শীর্ষক দুইটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশনা
- আন্তর্জাতিক পিয়ার-রিভিউড জার্নালে ২টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ
- BARC Annual Report 2021-22 ও BARC Newsletters প্রকাশ
- দুইটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও একটি ওয়ার্কশপ প্রসিডিংস প্রকাশিত হয়েছে
- জাতীয়/আন্তর্জাতিক জার্নালে কৃষি প্রকৌশল বিষয়ক ৪ (চার)টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে
- Nutrient Management for Diversified Cropping Systems (ID: LWR/2016/136 for ACIAR and ICP – II for KGF) প্রকল্পটি Project completion কর্মশালা করা হয়েছে এবং প্রকল্পটির Project Completion Report (PCR) মুদ্রণ পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটির মাধ্যমে ৬ জন PhD ২০ জন MS ডিগ্রি লাভ করছে। এছাড়া, প্রকল্পটির গবেষণা কার্যক্রমের ওপর আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রবন্ধ ও আর্টিক্যাল বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে
- আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ৪টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে
- বিভিন্ন proceedings-এ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ৪টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে
- 'The fourth Industrial Revolution and Potential Application in Livestock Sector' বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রকাশিত হয়েছে
- 'ব্রয়লার মুরগিতে এন্টিবায়োটিক এবং ভারী ধাতুর উপস্থিতির গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ' বিষয়ক বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে।

৭.৮ প্রশিক্ষণ

- 'IoT Based Precision Agriculture for Sustainable Production' এবং 'Use of Modern Farm Machinery for Ensuring Food Security' শীর্ষক ০২ (দুই)টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে NARS ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন করে মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষিত হয়েছে, এর মধ্যে ১৬ জন ছিল নারী প্রশিক্ষণার্থী



- প্রাণিসম্পদ বিভাগ হতে দুইটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন NARS প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মোট ৫০জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষিত হয়েছে, তার মধ্যে ১১ জন ছিল নারী প্রশিক্ষণার্থী
- বিএআরসিসহ নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিআইএস প্রযুক্তি বিষয়ে পাঁচ দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে
- FAO এর অর্থায়নে খামারি মোবাইল অ্যাপের ওপর ৫০টি উপজেলার কৃষকসহ তৃণমূলের ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.৯ PGR অনুমোদন

- Flora (Nitrobenzene) নামীয় PGRটি ধান উৎপাদনে Level Extension অনুমোদন সংক্রান্ত পুনঃপ্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- Flora (Nitrobenzene) নামীয় PGR টি চা উৎপাদনে Level Extension অনুমোদন সংক্রান্ত পুনঃপ্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- Clybio নামীয় পিজিআর (PGR) এর মাননির্ধারণ সংক্রান্ত পুনঃপ্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- East Gold নামীয় পিজিআর (PGR) এর মাননির্ধারণ সংক্রান্ত পুনঃপ্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- Sea Lion নামীয় পিজিআর (PGR) এর মাননির্ধারণ সংক্রান্ত পুনঃপ্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- Padma Humic (Humic Acid) নামীয় পিজিআর এর মান নির্ধারণ সংক্রান্ত পুনঃপ্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- Combo NPK নামীয় রাসায়নিক সারের মাননির্ধারণ সংক্রান্ত পুনঃপ্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
- ATONIC নামীয় (PGR) এর মাননির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৮.০ পরিকল্পনা প্রণয়ন

- এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষির টেকসই রূপান্তরে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতি ।

৯.০ শুদ্ধাচার

- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গণশুনানি আয়োজন করা হয়েছে
- কর্মশালার মাধ্যমে দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিত ও দুর্নীতি প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন

National Agricultural Technology Program: Phase-II Project (NATP-2)

- ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে Competitive Research Grant (CRG) প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১৯০টি উপপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। প্রাথমিকভাবে ৬৯টি হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি (শস্য-৫১টি, প্রাণিসম্পদ-১০টি এবং মৎস্য-৮টি) নির্বাচন করা হয়েছে। ৬৯টি হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি হতে মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ উপযোগী প্রযুক্তি ০৬টি ডিএই, ০৩টি ডিএলএস এবং ০২টি ডিওএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে। ১৩টি প্রযুক্তি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় মাঠপর্যায়ে যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে
- বিশ্বব্যাংক ও ইফাদের অর্থায়নে Program Based Research Grant (PBRG) এর মাধ্যমে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক মৌলিক ও কৌশলগত ৩-৪ বছর মেয়াদি ৫১টি গবেষণা কার্যক্রম ১৯০টি কম্পোনেন্টের মাধম্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৬২টি হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি (শস্য-৪৯টি, প্রাণিসম্পদ-০৩টি, এবং মৎস্য-১০টি) নির্বাচন করা হয়েছে। ২৭টি প্রযুক্তি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় মাঠপর্যায়ে যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে
- শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য বিষয়ে নার্সভুক্ত বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ৮০টি ও বিদেশে ৬০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয়েছে



- এনএটিপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মহিলা কৃষকের বাজার ব্যবস্থা ও খামারের আয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া কৃষি গবেষণা শক্তিশালীকরণ, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বৃদ্ধি করা ও খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১১.০ ক্রপ জোনিং

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮৪টি উপজেলাসহ মোট ৩৫৫টি উপজেলার ৭৬টি ফসলের জন্য ক্রপ জোনিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ক্রপজোনিং প্রকল্পের আওতায় FAO এর সহযোগিতায় কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন ভিডিও ডকুমেন্টারি এবং ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি করা হয়েছে।

১২.০ উপসংহার

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর রূপকল্প দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি উন্নত ও স্বনির্ভর কৃষি সেক্টর গড়ে তোলা, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। বিএআরসির অভিলক্ষ্য হলো কৃষির উন্নয়নকল্পে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরার মাধ্যমে কৃষি সেক্টরে গবেষণার উন্নতি এবং উন্নত প্রযুক্তি গড়ে তোলা, যেন দেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ও জীবনমানের উন্নয়ন হয়। বিএআরসি জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা অগ্রাধিকার, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এর কাজ করছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক গবেষণায় বিজ্ঞানীদের নিয়োজিত করতে সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, রূপকল্প-২০২১-২০৪১, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ এবং আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।





বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১





বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bari.gov.bd

১.০ ভূমিকা

১.১ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বর্ণিল ঐতিহ্যের অধিকারী একটি অনন্য সাধারণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর XXXII জারি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর LXII এর মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিউটউট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সংক্রান্ত অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৮৮০ সালের ফ্যামিন কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৬ সালে ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকডর্স-এর অধীনে 'ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে কৃষি গবেষণার শুভ সূচনা হয়। এরপর সদাশয় ভাইসরয় লড কার্জন একে 'নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারাল রিচার্স' নামে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় সমুন্নত করেন। ১৯০৮ সালে ১৬১.২০ হেক্টর জমির ওপর ঢাকা ফার্ম নামে একটি গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয় যা বাংলাদশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সকল গবেষণা ইনস্টিটিউটের এবং ৪টি শীর্ষ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। ঢাকা ফার্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে গবেষণার প্রাথমিক সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর 'বেঙ্গল ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' এর নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' রাখা হয়। এই ডিপার্টমেন্টের অধীন 'গবেষণা' ও 'সম্প্রসারণ' নামে দুটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকা ফার্মকে কেন্দ্র করে সেকেন্ড ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে গবেষণায় দারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। যাহোক, ১৯৬৮ সালে দুটি আলাদা ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের একটির নাম ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (এক্সটেনশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট) এবং অন্যটির নাম ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (রিসার্চ এন্ড এডুকেশন) রাখা হয়।

১. ২ ভিশন (Vision)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ

১.৩ মিশন (Mision)

১. ফসলের উচ্চ ফলনশীল, পুষ্টিমান সম্পন্ন ও প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন
২. ফসলভিত্তিক উন্নত, আধুনিক ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসলবিন্যাস নির্ধারণ
৩. পরিবেশবান্ধব শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন
৪. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
৫. লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ তরান্বিত করা
৬. শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন
৭. উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন
৮. ফসলের বাজার ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা করা

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি (Functions)

১. কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
২. ইনস্টিটিউটের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন
৩. বিভিন্ন দানাদার ফসল, কন্দাল ফসল, তেলবীজ ফসল, ফুল, ফল, ডাল, সবজি, মসলা ইত্যাদি ফসলসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা, নতুন জাত উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থিতিশীল ও উৎপাদনশীল কৃষি গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ
৪. গবেষণার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গবেষণাগার, খামার এবং অবকাঠামো স্থাপন
৫. জার্মপ্লাজম (germplasm) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি
৬. ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষক ও সম্প্রসারণকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান



৭. কৃষি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার নিমিত্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও তথ্যাবলী সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান

৮. কৃষি উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

৯. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পুষ্টি, সরবরাহ এবং ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপর গবেষণা পরিচালনা

১০. কৃষিতে জীব প্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি) প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধী এবং খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন

১১. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উদ্ভিদ জাতের মেধাস্বত্ব নিশ্চিতকরণ

১২. স্থানীয়ভাবে কৃষক কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন

১৩. প্রজনন ও মানসম্মত উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ

১৪. কৃষি সংক্রান্ত পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন, শস্য পঞ্জিকা ও গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ

১৫. স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান

১৬. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ

১৭. কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা এবং সাম্প্রতিক উন্নয়নের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করবার ও উক্তবিষয়ক সমস্যার উপর দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন

১৮. সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন

২.০ প্রশাসনিক

২.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৭৪৪	২৪০৭	৩৩৭	-
মোট	**২৭৪৪**	**২৪০৭**	**৩৩৭**	**-**

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউট সোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫২	১০০	১৫২

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	**১০ম গ্রেড**	**১১শ'-১৬শ' গ্রেড**	**১৭শ'-২০তম গ্রেড**	**মোট**
১	২	৩	৪	৫
৩৯	-	-	-	-

২.৪ নিয়োগ প্রদান

নতুন নিয়োগ প্রদান				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	**১০ম গ্রেড**	**১১শ'-১৬শ' গ্রেড**	**১৭শ'-২০তম গ্রেড**	**মোট**
১	২	৩	৪	৫
৮১	৬	৮৯	৬৮	২৪৪



৩.০ অডিট আপত্তি (২০২২-২৩ অর্থবছরে অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণ)

ক্রমিক	দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০ (৫-৮)	১১
১	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৯	৪৭	১৫৬	১২৮০৮.৮৫	১৫৬	৪৯	১১১৭.৭৫	১০৭	১১৬৯১.১০
মোট		১০৯	৪৭	১৫৬	১২৮০৮.৮৫	১৫৬	৪৯	১১১৭.৭৫	১০৭	১১৬৯১.১০

৪.০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুত/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
	-	-	-	-	-

৫.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থা	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫৮ টি	৫ টি	৬ টি	৩ টি	৫৫ টি

৬.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৬.১ প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	গ্রেড	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউস	অন্যান্য	মোট
১	১-৯	১০০০	৩৬	-	১৮৬	১২২২
২	১০	১০০	-	-	-	১০০
৩	১১-২০	৭৫	-	-	-	৭৫
মোট		১১৭৫	৩৬	-	১৮৬	১৩৯৭



৬.২ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	১-৯	৪	১৭	৪	২৫
মোট		৪	১৭	৪	২৫

৬.৩ উচ্চশিক্ষা

প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
০	৬+১৮=২৪	২৪	০	৪৩+২৬=৬৯	৬৯

৭.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না?	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না?	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না?	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
২৬০	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নাই	৫০০	৫৫০

৮.০ সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)	২০২১-২২ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)
১	২	৩	৪
	নন ট্যাক্স রেভিনিউ	৬৯৩.৫২	৪৯৫.৩২

৯.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৯.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১০টি	২৩৩.৬৯ (দুইশত তেতত্রিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকা মাত্র)	২১১.০৫ (দুইশত এগারো কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) (আর্থিক-৯০%, ভৌত-১০০%)	১২টি



৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র ম	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ (বারি অংগ) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২৩)	৩৯.১৩০৩	৫.৬৬	৪.৭৯ (৮৪.৭৩%)	১০০%	৩৭.০০ (৯৫%)	৯৫%
২	বাংলাদেশে মসলাজাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ - মার্চ, ২০২৩)	১০০.৪০	১৫.৩০	১৫.৩০ (৯৯.৯৭%)	১০০%	১০০.৩৯ (৯৯.৯৯%)	১০০%
৩	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)	১৪৬.৫৭	৩৬.৪৪	৩৫.৯৪ (১০০%)	১০০%	১৪৪.৯৩ (৯৯%)	১০০%
৪	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বারি অংগ) (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৪)	১৪.৫৭৯৭	১.৫৮	১.৪৭ (৯৩.০৭%)	১০০%	৯.৫৪ (৬৫%)	৭০%
৫	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩)	৩৭.২৭৫২	১৭.৬৮	১৭.৬৮ (১০০%)	১০০%	৩৫.১৪ (৯৪%)	১০০%
৬	কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫)	৫৬.০০	১৮.৬০	১৫.৬৮ (৯৯.০২%)	১০০%	২৮.৮২ (৫১%)	৫২%
৭	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২৫)	২০.৪৪১৭	৪.০২	৩.৪২ (৮৫%)	১০০%	৯.৩৭ (৪৬%)	৬০%
৮	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২৩)	২.০৬৮০	০.৮৪	০.৭১ (৮৫%)	১০০%	১.৮৮ (৯১%)	৯৩%
৯	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (বারি অংগ) (জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫)	৫৩.৩০৭৫	১৭.২৭	১৪.৫৩ (৮৫%)	১০০%	২১.৯৬ (৪১%)	৪৩%



ক্র ম	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (জুলাই ২০২১- জুন ২০২৬)	১৬৮.০০	১৩৪.০১	১০১.৫৩ (৮৫%)	১০০%	১০৩.৮১ (৬২%)	৬৪%

৯.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বাংলাদেশে মসলাজাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ - মার্চ, ২০২৩)	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)	
২	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)	
৩	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩)	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)	

৯.৪ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র ম.	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি %	ভৌত অগ্রগতি %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর অভিযোজন পরীক্ষা, উৎপাদন প্রযুক্তি	জুলাই /২০ জুন/২৩	৫০০.৫৫	২৭১.১৩	২৬০.৫৬	২৬০.৫৬	১০০.০০	৯৬.১০	১০০.০০	৪৯০.৪৮	৯৭.৯৯	১০০.০০



ক্র ম.	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি %	ভৌত অগ্রগতি %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	উদ্ভাবন ও কমিউনিটি বেসড পাইলট প্রোডাকশান প্রোগ্রাম											
২	কচু ফসলের জিনপুল সমৃদ্ধ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত জাত বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরন কর্মসূচি	জুলাই/২০২১ - জুন/২০২৪	৬৫২.৩৫	৩৭২.৭৪	৩৫৯.৯২	৩৫৯.৯২	১০০.০০	৯৬.৫৬	১০০.০০	৩৯২.৩৭	৬০.১৫	৬২.০০
৩	রোপা আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে চাষ যোগ্য কেনোলা জাতীয় সরিষার জাত উদ্ভাবন কর্মসূচি	জুলাই/২০২১ - জুন/২০২৪	৭৫০.০০	৪৯৭.৫৮	৪৬৬.৪৪	৪৬৬.৪৪	১০০.০০	৯৩.৭৪	১০০.০০	৫১৫.৩৮	৬৮.৭২	৭০.০০
৪	গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বছরব্যাপি কন্দ উৎপাদন, সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই/২০২২ - জুন/২০২৫	২৫০.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.৫০	০.২০	২.০০



ক্র ম.	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি %	ভৌত অগ্রগতি %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫	টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বারি কলা ১ ও বারি কলা ৫, জি ৯ কলার অনুচারা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই /২০২২ - জুন /২০২৫	১৭৫.০০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	২.৫০	১.৪৩	২.০০
	মোট		**১৯০২.৯০**	**১১৪১.৪৫**	**১০৮৬.৯২**	**১০৮৬.৯২**	**১০০.০০**	**৯৫.২২**		**১৩৯৮.২৩**	**৭৩.৪৮**	

৯.৫ সাব-কার্যক্রমের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	সাব-কার্যক্রমের নাম	মেয়াদকাল	সাব-কার্যক্রমের মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সাব-কার্যক্রমসমূহের বরাদ্দ, ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি %	ভৌত অগ্রগতি %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
প্রযোজ্য নয়												



১০. অবকাঠামো উন্নয়ন

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল (যে সকল প্রকল্পে অবকাঠামো উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত আছে)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	বাংলাদেশে মসলাজাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ - মার্চ, ২০২৩)	১৫.৩০	১৫.৩০ (৯৯.৯৭%)	১০০%	• ৫০০ বর্গমি. ক্যারিং এবং স্টোর হাউজ নির্মাণ। • ১০০০ বর্গমি. লেবার শেড নির্মাণ। • ৭০০০ বর্গমি. আরসিসি সড়ক নির্মাণ। • ৭২৩০ রা.মি. ড্রেনেজ নির্মাণ। • ২০০ বর্গমি. ১টি বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ। • ১টি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ। • ৪০০ বর্গমি. ১টি গ্রীন হাউজ নির্মাণ।
২	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩)	৩৬.৪৪	৩৫.৯৪ (১০০%)	১০০%	• ২৮০০ বর্গমি. অফিস কাম ল্যাব ভবন নির্মাণ। • ৪ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ • ১টি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ। • শ্রমিক শেড নির্মাণ।
৩	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩)	১৭.৬৮	১৭.৬৮ (১০০%)	১০০%	৪৫০ বর্গমিটার ল্যাব কাম ফাংশনাল বিল্ডিং (দৈর্ঘ্য ৪৪ ফুট × প্রস্থ ৩৬ ফুট) এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৫০ রা.মি. বাউন্ডারি ওয়াল (উচ্চতা ৭.৫ ফুট) নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৮০০ বর্গ মিটার ইন্টারনাল রোড (রাস্তার প্রস্থ ১০ ফুট) এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৬০ বর্গমিটার মসজিদ নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪৫০ রা.মি. সীমানা প্রচীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও স্পাইরাল কাটাতার স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট কর্মকর্তাদের একক আবাসন ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৬ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ল্যাব কাম অফিস ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৪	কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫)	১৮.৬০	১৫.৬৮ (৯৯.০২%)	১০০%	১৫৭৫ বর্গমি. বিশিষ্ট ল্যাবরেটরি বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ ৭০% সম্পন্ন।



ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল (যে সকল প্রকল্পে অবকাঠামো উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত আছে)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
৫	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (বারি অংগ) (জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫)	১৭.২৭	১৪.৫৩ (৮৫%)	১০০%	• ৭৫০ বর্গমি. বিশিষ্ট গোডাউন, ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট সেড ও কুলরুম এর নির্মাণ কাজ ৭০% সম্পন্ন। • ৬০০ বর্গমি. বিশিষ্ট প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র এর নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন।

১১.০ জাত ও প্রযুক্তি তথ্য

১১.১ নিবন্ধিত জাতের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
বারি	২৭	বারি মেটে আলু ৩	• কন্দের শাঁস হলুদ থেকে হালকা হলুদ • বাল্বের ত্বক গাঢ় বাদামি বর্ণের পুরু এবং কুঁচকানো • প্রতি গোছায় কন্দের সংখ্যা ৩-৫ টি • শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৮.৫৬% • জীবনকাল ৮-১১ মাস
		বারি মেটে আলু ৪	• কন্দের শাঁস ক্রিম বর্ণের, কন্দের আকৃতি নলাকার • কর্মের উপস্থিতি কন্দের আকারের তুলনায় বড় • প্রতি গোছায় কন্দের সংখ্যা ৩-৫ • শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৯.৯৪% • জীবনকাল ৮-১১ মাস
		বারি সুপারি ১	• ফলের আকৃতি লম্বাটে , ফল দেরিতে পরিপক্ক হয়; • উচ্চফলনশীল এবং গাছ লম্বা, প্রতি গাছে সুপারির গড় সংখ্যা ৩.৭৭টি • কাঁচা সুপারির গড় দৈর্ঘ্য ৫৪.৬৯ সেমি. এবং ব্যাস ৩৭.৫১টি
		বারি সুপারি ২	• ফলের আকৃতি ডিম্বাকার, ফল আগাম পরিপক্ক হয়; • উচ্চফলনশীল এবং গাছ লম্বা, প্রতি গাছে সুপারির গড় সংখ্যা ৩.৮৩টি; • কাঁচা সুপারির গড় দৈর্ঘ্য ৪৮.৫৮ সেমি এবং ব্যাস ৪৪.৯৯ সেমি.;
		বারি কাসাভা ১	• শিকড়ের আকৃতি গাঢ় বাদামি বর্ণের শঙ্কু-নলাকার • পাতলা কর্টেক্স খোসা ছাড়ানো সহজ • হালকা বাদামি রঙের কান্ড ব্রাঞ্চিং • শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ৪০-৪১% • জীবনকাল ৮-১১ মাস



প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
		বারি কাসাভা ২	• শিকড়ের আকৃতি অনিয়মিত এবং গাঢ় বাদামি বর্ণের • পাতলা কর্টেক্স খোসা ছাড়ানো কষ্টসাধ্য • শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ৩৯.৩৪(১) • জীবনকাল ৮-১১ মাস
		বারি ডাঁটা ৪	• সারা বছর চাষ উপযোগী • কান্ড খাড়া, নরম ও বেগুনী বর্ণের • পাতার নীচের পৃষ্ঠ লাল, কান্ডের উপরের দিকের কচি পাতার ওপর ও নিচের পৃষ্ঠ লাল • গাছ প্রতি কান্ডের গড় ওজন ২৬-৩৭ গ্রাম • ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৫% • জীবনকাল ৪২-৮০ দিন
		বারি পানিকচু ৮	• সারা বছর চাষ উপযোগী • লতি তুলনামূলক মোটা ও খাট, সহজেই চামড়া ছাড়ানো যায় • প্রতি লতির গড় ওজন ৭০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য ৫১.৩৩ সেমি, ব্যাস ২ সেমি. • গাছ প্রতি লতির গড় সংখ্যা ২৪টি এবং গড় ওজন ৭৯৫ গ্রাম • ক্যালসিয়াম অক্সালেটের পরিমান কম থাকায় গলা চুলকায় না • জীবনকাল ১৮০দিন
		বারি পানিকচু ৯	• সারা বছর চাষ উপযোগী • লতি তুলনামূলক চিকন ও লম্বা, গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী • প্রতি লতির গড় ওজন ৩৩.২৪ গ্রাম • দৈর্ঘ্য ৬৩.৯১ সেমি. ব্যাস ০.৯৪ সেমি. • গাছ প্রতি লতির গড় সংখ্যা ৩০.৫৪টি এবং গড় ওজন ৮০৯.৮০ গ্রাম • রান্না করলে লতি সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু • জীবনকাল ১৮০দিন
		বারি আলু ১০১ (ব্ল্যাকবেরী)	• আলু মাঝারি থেকে বড় আকারের গোলাকৃতির • ত্বক মসৃণ ও বেগুনি রংয়ের এবং শাঁসের রং গাঢ় বেগুনি • প্রচুর পরিমাণে এ্যান্থোসায়ানিনসমৃদ্ধ (৯১.৮৪ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম) • ড্রাই মেটার ১৯.৩৮% • জীবনকাল ৯৫ দিন
		বারি আলু ১০২ (স্পাটার্ণ রেড)	• আলু মাঝারি থেকে বড় আকারের গোলাকৃতির • ত্বক মসৃণ ও লাল রংয়ের এবং শাঁসের রং সাদা • উচ্চফলনশীল কিন্তু দেশী আলুর ন্যায় সুস্বাদু • ড্রাই মেটার ১৯.৩৮%



প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
			• জীবনকাল ৯৫ দিন
		বারি আলু ১০৩	• আলু মাঝারি থেকে বড় আকারের • ডিম্বাকৃতির থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির • আলুর চামড়া মসৃণ ও রং হলুদ, শাঁসের রং ক্রিম • চোখ অগভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত • জাতটির সুপ্তাবস্তা ৭০-৭২ দিন, শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.৮৩% • জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন
		বারি আলু ১০৪ (হিল্ড)	• আলু বড় আকারের, ডিম্বাকৃতির থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির • আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং ক্রিম • চোখ অগভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত • জাতটির সুপ্তাবস্তা ৭০-৭২ দিন, শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৮.৭৯% • জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন
		বারি ঝাড়শিম ৪	• গাছ লতানো প্রকৃতির, দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬০ সেমি. • পড লম্বা, কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা, মাংসল ও লালচে বেগুনী • প্রতি গাছে পডের সংখ্যা প্রায় ১৮টি, ১০০টি বীজের ওজন ৯৭.২৭ গ্রাম • রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলক কম • জীবনকাল ৫০-৮০ দিন
		বারি মুখীকচু ৩	• মুখী মসৃণ ও ডিম্বাকার, খুবই সুস্বাদু, গলা চুলকায় না • মুখী গাছে মুখীর সংখ্যা ২৫-২৩টি, ওজন প্রায় ৮০০ গ্রাম • রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলক কম • জীবনকাল ২৭০-৩০০ দিন
		বারি কাঁঠাল ৫	• গাছের উচ্চতা প্রায় ১০.৫ মি. • ফল সংগ্রহের সময় (জানুয়ারি-এপ্রিল) • সবুজাভ হলুদ বর্ণের ফলের ওজন ৪ কেজি • মজ্জা দৃঢ়, শাঁস গাঢ় হলুদ বর্ণের, রসালো, খুব মিস্টি (টিএসএস-২৭.৪%) • খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৩.৪%
		বারি কাঁঠাল ৬	• ৪ বছর বয়সী কলমযুক্ত গাছের উচ্চতা ৪.১৯ মি • ফল সংগ্রহের সময় (সেপ্টেম্বর-জুন) • ফলের ওজন ৪.৪০ কেজি • মজ্জা দৃঢ়, শাঁস উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের, সামান্য রসালো, খুব মিস্টি (টিএসএস-২৪.৮%) • খাদ্যোপযোগী অংশ অংশ ৬৯.৮৪%
		বারি চীনাবাদাম ১২	• পাতার রং গাঢ় সবুজ, গাছের উচ্চতা ৩০-৪৫ সেমি. • প্রতি গাছে ২৫-৩৫টি ফল ধরে, শেলিং হার ৭০-৭৫



প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
			• বীজ ডিম্বাকৃতির, মসৃণ এবং সামান্য লম্বা • ১০০ বাদামের (খোসা ছাড়া) ওজন ৫০-৬০ গ্রাম • জীবনকাল ১৪০-১৫৫ দিন
		বারি মরিচ ৬	• মরিচ গাঢ় সবুজ, ফলের গায়ের পার্শ্বে আংশিক কালচে বর্ণের • গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সেমি.সোজা ও হালকা ঝোপালো • মরিচের দৈর্ঘ্য ৪-৫ সেমি. • প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা ২৩০-২৫০টি • কান্ড এ পাতার অক্ষ কালচে রং দ্বারা আবৃত থাকে • জীবনকাল ২৫০-২৮০ দিন
		বারি চিয়া ১	• গাছের গড় উচ্চতা ৯৬-১০০ সেমি. • বীজ ছোট ডিম্বাকৃতি এবং প্রায় ১ মিমি ব্যাস • হাজার দানার ওজন ১.২ গ্রাম • বীজে উচ্চমাত্রায় ওমেগা-৩, ফ্যাটি এসিড-৫৬.৮% এবং ক্যালসিয়াম-৫.২% বিদ্যমান • জীবনকাল ৯৬-১০৪ দিন
		বারি চিনা ২	• খড়াসহিষ্ণু জাত • গাছের গড় উচ্চতা ৮২-৮৪ সেমি. • গড় কুশির সংখ্যা ৪-৫ টি এবং শীষের গড় দৈর্ঘ্য ১৮-২১ সেমি. • বীজ ছোট ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল বাদামি কালচে এবং বীজ থেকে ছাড়ানো চাল হলুদ বর্ণের • হাজার দানার ওজন ৫-৫.৫ গ্রাম, খরা এলাকায় চাষোপযোগী • জীবনকাল ৯৬-১০৫ দিন
		বারি বার্লি ১০	• গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেমি. • লবণাক্ত সহিষ্ণু জাত (১০ ডিএস/মি) • শীষ ৬ সারি বিশিষ্ট ও দানাগুলো খোসামুক্ত • হাজার দানার ওজন ৩৬-৪০ গ্রাম • জীবনকাল ৯৫-১০৫ দিন
		বারি জোয়ান ১	• বীজ গোলাকার, ছোট, শুকানোর পূর্বে বাদামি ও শুকানোর পর পর ধূসর বর্ণের • গাছ লম্বা, সোজা, গড় উচ্চতা ৮০-১০৩ সেমি. • সব বীজ একসাথে পরিপক্ক হয় • ১০০০টি বীজের ওজন ০.৯-১.১০ গ্রাম • জীবনকাল ১০০-১১৫ দিন
		বারি চুইঝাল ১	• গাছের উচ্চতা ১০-১২ মিটার



প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
			• গাছ প্রতি শাখার সংখ্যা ৭৫-৮০টি • পর্বসন্ধীর দৈর্ঘ্য ১৪-১৬ সেমি. • ৩ বছর বয়সী গাছের কান্ডের ব্যাস ৬-৮ সেমি. • বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, ১.৫-২ বছরের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয়
		বারি কফি ১	• ফল গোলাকার এবং পরিপক্ক ফল লাল বর্ণের • ফলের গড় দৈর্ঘ্য ১.৩১ সেমি. প্রস্থ ১.১৯ সেমি. • বীজ/বিন গোলাকৃতির সবুজাভ বাদামি রং ধারণ করে • হাজার দানার ওজন ১.১.৮০ গ্রাম, খরাসহিষ্ণু ও আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে চাষ উপযোগী • চারা রোপণের ২ বছর থেকে ফল পাওয়া যায়
		বারি লটকন ২	• নাবী জাত, আগস্ট মাসে ফল পাকে • মধ্যম থেকে বড় আকারের ফল, গড় ওজন ২১.৫৭ গ্রাম • বহিরাবরণ মসৃণ, খেতে খুবই সুস্বাদু • ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৫৭.০৭%, টিএসএস ২০.৪৭% • বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, প্রতি বছর ফল দেয়
		বারি অড়হর ১	• ফল নলাকার ও মাঝারি আকারের এবং রক্তবেগুনী বর্ণের • বীজের রং লালচে বাদামি, গাছ খাড়া ও শক্ত, গাছের উচ্চতা ২-৩ মিটার, শাখার সংখ্যা ৭-৮টি • গাছের পাতা গাঢ় সবুজ এবং ফুলের রং গাঢ় হলুদ • জীবনকাল ২৫০-২৬০ দিন

১১.২ উদ্ভাবিত প্রযুক্তির তথ্য

প্রতিষ্ঠান	প্রযুক্তির নাম (২০২২-২৩ অর্থবছরে)	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
বারি	চার ফসল ভিত্তিক ফসলধারা আলু-মুগডাল-রোপা আউশ-রোপা আমন ধান জামালপুর ও শেরপুর অঞ্চলের একটি লাভজনক ফসলধারা	নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আলু রোপন করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসের ৩য় সপ্তাহে আলু উত্তোলন করা হয়। পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে মুগডাল বপন করে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত উত্তোলন করা হয়। মে মাসের ২য় সপ্তাহে রোপা আউশ ধান রোপণ করে আগস্টের ২য় সপ্তাহে কর্তন করা হয়। রোপা আমন আগস্ট মাসের ৩য় সপ্তাহে রোপণের পর নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে কর্তন করা হয়। এভাবে চার ফসল বিন্যাস আলু-মুগডাল-রোপা আউশ-রোপা আমন আবাদ করে ধানের সমতুল্য ফলন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। ফলে জমির ফসল নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। তবে চার ফসলভিত্তিক শস্যবিন্যাস বাস্তবায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি উচ্চফলনশীল জাত ব্যবহার করা প্রয়োজন।



প্রতিষ্ঠান	প্রযুক্তির নাম (২০২২-২৩ অর্থবছরে)	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
	আলু-ভুট্টা+ধনিয়া-রোপা আমন কুমিল্লা অঞ্চলের একটি লাভজনক ফসলবিন্যাস	কুমিল্লা অঞ্চলে আলু-ভুট্টা+ধনিয়া-রোপা আমন একটি প্রচলিত ফসলবিন্যাস। এ ফসল বিন্যাসে ভুট্টা ও রোপা আমনের মধ্যবর্তী স্থানে মসলাজাতীয় ফসল ধনিয়ার আবাদ করা সম্ভব। উন্নত চার ফসলভিত্তিক ফসলবিন্যাস আলু-ভুট্টা+ধনিয়া-রোপা আমন চাষ করাতে ধানের সমতুল্য ফলন ৫১.০১ টন/হেক্টর/বছর পাওয়া গেছে যা প্রচলিত ফসলবিন্যাসের চেয়ে ৬৩% গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচলিত ফসল ধারায় একটি মসলা ফসল (বারি ধনিয়া ২) অন্তর্ভুক্ত করায় এবং আলুর উন্নত জাত (বারি আলু-৪৬) ব্যবহার করায় এই উন্নত ফসল বিন্যাসে নিট মুনাফা প্রায় শতকরা ৮৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
	সেচের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরএআরএস, মৌলভীবাজারে দুটি সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন	সেচের সুবিধা বৃদ্ধিকরণ
	টমেটো চাষে সমন্বিত আগাছা ব্যবস্থাপনা	সমন্বিত আগাছা ব্যবস্থাপনা হলো কার্যকরী, পরিবেশবান্ধব ও আগাছার দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রাখা। টমেটো চাষে সমন্বিত আগাছা ব্যবস্থাপনা শুধু আগাছানাশকের ব্যবহার অপেক্ষা অধিক লাভজনক হওয়ায় ফসলের উৎপাদন খরচ কমবে এবং আমাদের দেশের কৃষকগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারবেন।
	ছাদ বাগানের সার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	ছাদ বাগানে ফুল, ফল ও শাকসবজির চাষে ৩:১ অনুপাতে মাটি ও জৈবসার (ভার্মিকম্পোস্ট/কম্পোস্ট) ব্যবহার করলে, ফসলের পুষ্টির চাহিদার সময় অধিক পুষ্টি সহজলভ্য হয় ফলে শুধু মাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে যে ফলন পাওয়া যায় তার চেয়ে বিভিন্ন ফল, ফুল ও শাক সবজি চাষে ২০-১১৫% ফলন বেশি পাওয়া যায়। এ ছাড়া ভার্মিকম্পোস্ট/কম্পোস্ট ব্যবহার করলে মাটিতে তুলনামূলক রাসায়নিক সার ও পানি কম প্রয়োজন হয়।
	গোল মরিচের দ্রুত বংশ বিস্তারে দ্বি-নোড কাটিং প্রযুক্তি	এ পদ্ধতিতে উচ্চফলনশীল, সুস্থ-সবল, রোগমুক্ত ও নিয়মিত ফলদানকারী, মাতৃগাছ থেকে কাটিং সংগ্রহ করা হয়। দুটি নোড ও গিট বিশিষ্ট কাটিং এর নিচের নোডের পাতাটি ফেলে দিলে শুধুমাত্র উপরের নোডের পাতাটি রাখা হয়। কাটিংগুলো ছাত্রাকনাশক মিশ্রিত পানিতে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর একটি পাতা ও দুটি নোড বিশিষ্ট এ কাটিংগুলো ৫-৬ সেমি. দূরত্বে ঘন করে বেডে রোপণ করা হয়। রোপণের সময় দুটি নোডই মাটিতে ঢুকিয়ে দিতে হবে; কেবলমাত্র পাতাটি মাটির উপর দৃশ্যমান থাকবে। কাটিং লাগানোর পর সেডনেট দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কাটিং রোপণের ২০-২৫ দিনের মধ্যেই নতুন কুঁড়ি আসতে শুরু করে এবং ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে চারা পলিটবে প্রতিস্থাপনের জন্য উপযুক্ত হয়। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রায় সারা বছরই গোল মরিচের চারা উৎপাদন করা সম্ভব। এভাবে স্বল্পসময়ে অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন করে কৃষকের চাহিদা মেটানো সহজতর হচ্ছে।
	মসুরের পাতা ঝলসানো রোগ দমনে অন্তর্বাহী ছত্রাকনাশকের ব্যবহার	টেবুকোনাজল ছত্রাকনাশকে ট্রায়াজল উপাদান রয়েছে যা একইসাথে উদ্ভিদের রোগদমন ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। ট্রায়াজল উদ্ভিদের জিবেরেলিন সংশ্লেষণকে বাঁধা দেয়। ফলে ইথিলিনের উৎপাদন কমে যায় এবং সাইটোকাইনিন বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও ট্রায়াজল ব্যবহারের ফলে আন্তঃনোডাল প্রসারণ হ্রাস পায়, ক্লোরোফিল বৃদ্ধি পায়, যার ফলে গাছ অধিকতর সবুজাভ রং ধারণ করে এবং পরিপক্কতা বিলম্বিত হয়। মসুরের পাতা ঝলসানো রোগ খুব দ্রুত মাঠে বিস্তার লাভ করে, তাই সময়মত স্প্রে না করলে এ রোগ দমন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই মসুরের ফুল আসা শুরু হলে অথবা কুয়াশাচ্ছন্ন



প্রতিষ্ঠান	প্রযুক্তির নাম (২০২২-২৩ অর্থবছরে)	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
		আবহাওয়ায় ও শৈত্য প্রবাহের সময় প্রতিরোধক হিসেবে নাটিভো ০.৫ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়ায় ভালোভাবে পাতায় স্প্রে করলে একই সাথে রোগ দমন ও ভালো ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।
	রাইজোবিয়াম ইনোকুলেন্ট ব্যবহারে মসুরের ফলন বৃদ্ধি করা	রাইজোবিয়াম ইনোকুলেন্ট ব্যবহারে জমির স্বাস্থ্য ঠিক রেখে কম খরচে অধিক ফলন পাওয়া যায়। এটি তরলজাতীয় বিধায় নিদিষ্ট পরিমাণ বীজের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। এটি মাটিতে ক্ষতিকর রোগজীবাণু ধ্বংস করে গাছের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। প্রয়োগ করা সহজ বিধায় সময় ও অর্থ উভয় কম লাগে।
	বেগুনের সাথে আন্তঃফসল হিসাবে পেঁয়াজ ও রসুনের চাষ	বেগুনের সাথে আন্তঃফসল হিসাবে পেঁয়াজ ও রসুনের চাষ করলে বিদেশ থেকে পেঁয়াজ ও রসুন আমদানি কমবে। ফলশ্রুতিতে ঘাটতিও কিছুটা কমবে এবং আমাদের দেশের কৃষকগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। বেগুনের সারি থেকে সারির দুরত্ব বেশি হওয়ায় অতি সহজেই পেঁয়াজ ও রসুন আবাদ করা যায়। প্রতিকূল পরিবেশ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কমপক্ষে একটি ফসল সংগ্রহ করা যায়।
	আন্তঃফসল হিসেবে মরিচের সাথে পাতাজাতীয় সবজির চাষ	মরিচ একটি দীর্ঘমেয়াদি ফসল এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব বেশি হওয়ায় স্বল্প জীবনকালীন পাতাজাতীয় সবজি যেমন-লালশাক, পালংশাক, মুলাশাক ও ধনিয়া (৩০-৩৫ দিন) অতি সহজেই আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা যায়। একাকী চাষের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ফসলের সাথে স্বল্পমেয়াদি ফসলের আন্তঃফসল চাষ অধিক লাভজনক প্রযুক্তি বিধায় মরিচের সাথে পাতাজাতীয় সবজি (আন্তঃফসল) চাষও অবশ্যই লাভজনক প্রযুক্তি এবং কৃষক একই জমি থেকে একই সাথে একাধিক ফসল ও অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে।
	পালংশাক উৎপাদনে পঁয়তাল্লিশ (৪৫) দিনের পচা কম্পোস্টের ব্যবহার	পালংশাক চাষে ৪৫ দিনের পচা কম্পোস্ট ব্যবহার করলে, ফসলের পুষ্টির চাহিদার সময় অধিক পুষ্টি সহজলভ্য হয় ফলে শুধুমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে যে ফলন পাওয়া যায় তার চেয়ে ১১৪% ফলন বেশি পাওয়া যায়। এ ছাড়া ৪৫ দিনের পচা কম্পোস্ট ব্যবহার করলে মাটিতে তুলনামূলক কম পানি, কম রাসায়নিক সার প্রয়োজন হয় এবং কম্পোস্টিং সময়ও কম লাগে।
	ছাদ বাগানে স্মার্ট সেচ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ও নকশা	ছাদ বাগানে স্মার্ট সেচ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ও নকশা মোতাবেক সহজেই ছাদ বাগান করা সম্ভব এবং জুডিশিয়াল সেচ প্রদান করে লাভবান হওয়া যায়।
	ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং পুষ্টিনিশ্চিত করার জন্য সবজিভিত্তিক শস্যবিন্যাসের উন্নয়ন	রোপা আমন-বাঁধাকপি-পালংশাক-বরবটি-রোপা আউশ পাঁচ ফসল ধারা বিন্যাসের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা হলে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।
	মিষ্টি মরিচ উৎপাদনে পাতায় জিংক এবং বোরন সারের ব্যবহার	মিষ্টি মরিচ উৎপাদনে ০.০৫% জিংক ও ০.০৩% বোরন একত্রে অনুপুষ্টি হিসেবে পাতায় প্রয়োগে এবং মাটিতে মুখ্য পুষ্টি উপাদান প্রয়োগের মাধ্যমে মিষ্টি মরিচের উৎপাদন কার্যকরভাবে বাড়ানো সম্ভব। পাতায় সার সিঞ্চনের দরুন কম সার লাগে। ফলে উৎপাদন খরচ কমে যায়। পাশাপাশি সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
	চর এলাকায় বিনা চাষে পেঁয়াজ উৎপাদন প্রযুক্তি	চর এলাকাগুলো বর্ষায় ডুবে যায় আবার পানি নেমে যাওয়ায় সাথে সাথে জেগে উঠতে শুরু করে। সাধারণত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নদীর পানি কমে যেতে শুরু করলে চরগুলো জেগে ওঠে এবং কৃষকেরা জমি প্রস্তুত শুরু করেন। অনেক সময় আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি হলে কিছু বীজ নষ্ট



প্রতিষ্ঠান	প্রযুক্তির নাম (২০২২-২৩ অর্থবছরে)	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
		হয়ে যায় অথবা চারা গজানোর পর চারার গোড়া পচে হলুদ হয়ে মারা যায় যা ফিউজেরিয়াম ছত্রাকের কারণে হয়ে থাকে। একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে এ অসুবিধা দূর করা যায়। এ পদ্ধতিতে ভেজা বা আর্দ্র মাটিতে লোহার তৈরি নিড়ানি দিয়ে আচড়া দেওয়া হয়। অতঃপর সার ও বীজ বোনার পর মই দিয়ে প্রথমে বীজগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। শুকনো বালু ব্যবহারের সুবিধা হলো এটি দ্রুত পেঁয়াজের বীজ এর আশে পাশের মাটির অতিরিক্ত আর্দ্রতা শোষণ করে নেয় যার ফলে ছত্রাকের আক্রমন কমে যায় এবং মাঠে কাঙ্ক্ষিত চারা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এই বালুর আস্তরণ মাটিতে প্রয়োজনীয় রস ধারণ বা মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়তা করে। এ পদ্ধতিতে পেঁয়াজের গোড়া শক্ত হয় ও কন্দের আকার বড় হয়। শুধুমাত্র চর এলাকাতেই পেঁয়াজের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য।
	সয়াবিন-রোপা আউশ-রোপা আমন নোয়াখালী অঞ্চলের একটি লাভজনক ফসল বিন্যাস	নোয়াখালী অঞ্চলে সয়াবিন-রোপা আমন একটি প্রচলিত ফসলবিন্যাস। এ ফসল বিন্যাসে সয়াবিন ও রোপা আমনের মধ্যবর্তী সময়ে রোপা আউশ আবাদ করা সম্ভব। উন্নত তিন ফসলভিত্তিক ফসলবিন্যাস সয়াবিন-রোপা আমন চাষ করাতে ধানের সমতুল্য ফলন ১২.১৪ টন/ হেক্টর/বছর পাওয়া গেছে যা প্রচলিত ফসল বিন্যাসের চেয়ে ৬৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচলিত ফসল ধারায় একটি ধান ফসল (ব্রি ধান ৪৮) অন্তর্ভুক্ত করায় এবং রোপা আমন এর উন্নত জাত (ব্রি ধান ৫২) ব্যবহার করায় এই উন্নত ফসলবিন্যাসের নীট মুনাফা প্রায় শতকরা ৬৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
	আগাম আলু হিসেবে বারি আলু ৪১ ও বারি আলু ৯০ প্রচলিত জাতের চেয়ে বেশি ফলনশীল ও লাভজনক	উচ্চমূল্যের আগাম জাতের আলু হিসেবে বারি আলু ৪১ ও বারি আলু ৯০ প্রচলিত জাত সেভেন আলু (সাদা) এর চাইতে স্বল্প সময়ে (৬০ দিন) বেশি ফলন দেয়। জাত দুটি লাল রং এর হওয়ায় বাজারে চাহিদা বেশি ও অধিক বাজার মূল্যের জন্য একক জমিতে চাষ করে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। এ জাতের আলু চাষ করলে ফসল নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।
	ভুট্টা-পতিত-রোপা আমন ফসল ধারাকে ভুট্টা-রোপা আউশ- রোপা আমন ফসল ধারার মাধ্যমে উন্নয়ন	বগুড়া জেলার শেরপুর অঞ্চলে কৃষকের প্রচলিত ফসলবিন্যাস ভুট্টা-পতিত-রোপা আমন ধান ফসল সমূহের উচ্চফলনশীল ও স্বল্পমেয়াদি রোপা আউশ (ব্রি ধান ৪৮) ৮৫ দিন এবং স্বল্পমেয়াদি (ব্রি ধান ৬২) ৭৭ দিন ব্যবহারের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। একটি নতুন শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। উন্নত এই ফসলের বিন্যাসের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি মোট মুনাফা ১৯৯৮৬০/- টাকা যেখানে কৃষকের প্রচলিত ফসলবিন্যাসে এই মুনাফা মাত্র ১৭১৩১০/- টাকা।
	গোপালগঞ্জ এলাকার জন্য গম-পাট-রোপা আমন একটি লাভজনক ফসলবিন্যাস	গোপালগঞ্জ এলাকার জন্য গম-পাট-রোপা আমন একটি প্রচলিত ফসলবিন্যাস। এর ফলে জমি অনেকদিন পতিত থাকার জন্য কৃষক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রচলিত ফসল বিন্যাসে ১টি ফসল অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে। প্রচলিত ফসল বিন্যাসে পতিত-পাট-রোপা আমন ধানের পরিবর্তে গম-পাট-রোপা আমন ধান চাষ করাতে ধান সমতুল্য ফলন ২২.০১ টন/ হেক্টর/ বছর পাওয়া গেছে তথা প্রচলিত ফসলবিন্যাসের চেয়ে সমতুল্য ফলন ১.৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষক ১টি ফসল বেশি করার ফলে এই উন্নত ফসলবিন্যাসে নিট মুনাফা প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।



প্রতিষ্ঠান	প্রযুক্তির নাম (২০২২-২৩ অর্থবছরে)	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
	মটরশুঁটির ফলন ও বীজের মান বৃদ্ধির জন্য পটাশিয়াম সার ব্যবস্থাপনা	মটরশুঁটি বিশ্বের একটি জনপ্রিয় সবজি ফসল যার শুঁটি এবং বীজ উভয়ই খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মটরশুঁটি বাংলাদেশে সবজি হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটি মানব শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। মটরশুঁটিতে প্রয়োজনীয় মিনারেল যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং আয়রন পাওয়া যায়। এটিতে ১৫-৩৫% প্রোটিন, ২০-২৫% স্টার্চ, ৪-১০% সুগার, ০.৬-১.৫% ফ্যাট এবং ২-৪% মিনারেল থাকে। মটরশুঁটি ডালজাতীয় ফসল হওয়াতে ইহা মাটির গুণাগুণ ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে। স্বল্পমেয়াদি ফসল হওয়াতে বিভিন্ন ফসল ধারায় এবং আন্তঃফসল হিসেবে যুক্ত করা যায়। বাংলাদেশে মটরশুঁটির শুকনা বীজের গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭৫০-৮০০ কেজি যা অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম। তিন বছরের গবেষণায় দেখা যায় যে পটাশিয়াম সার (এমওপি) হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি অন্যান্য সারের সাথে প্রয়োগ করলে মটরশুঁটির ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন সারের পরেই গাছের বৃদ্ধি এবং ফলন বাড়ানোর জন্য পটাশিয়াম সারের ব্যাপক চাহিদা। মটরশুঁটির শিকড়ে নড্যুল তৈরিতে, বীজের গুণাগুণ এবং প্রোটিনের পরিমাণ পটাশিয়ামের সাথে সম্পর্কিত। মাটিতে অন্যান্য সারের সাথে পটাশিয়াম সার উল্লেখিত মাত্রায় প্রয়োগ করে সবুজ শুঁটি এবং বীজের ফলন ২০-৪০% এবং বীজের পুষ্টিমান অর্থাৎ বীজ প্রোটিন প্রায় ৮-১১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে পটাশিয়াম সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবে।
	মেথির মরিচা পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণ	এই পরীক্ষাটি মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়াতে টানা তিন বছর চালানো হয়েছিল। রোগ শুরু হওয়ার ১০ দিনের ব্যবধানে সাতটি ছত্রাকনাশক চারবার স্প্রে করা হয়েছিল। ছত্রাকনাশকগুলোর মধ্যে, টিল্ট ২৫০ ইসি (০.০৫%) বা ফোলিকুর (০.০১%) বা কনটাফ ৫ ইসি (০.১%) উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথকভাবে মরিচা হ্রাস করে এবং মেথির বীজের ফলন বাড়ায়। Tilt 250 EC @ 0.05% অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভজনক।
	কেরোসিন মিশ্রিত গোবরের বল দিয়ে মাঠের ইঁদুর তাড়ানো	এই পদ্ধতিতে মানুষ বা অন্য কোন উপকারী প্রাণীর ক্ষতি হয় না অর্থাৎ এটি একটি নিরপেক্ষ পদ্ধতি। এটি অত্যন্ত সহজ এবং সহজলভ্য পদ্ধতি। যে কোন ফসলের জমিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে গর্তের ইঁদুর তাড়ানো যায়। ইহা একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি।
	গুদামজাতকরণ অবস্থায় গাছের নির্যাস ব্যবহারে আলুর সুতলি পোকা দমন পদ্ধতি	ক্ষতিকারক কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে এই প্রযুক্তিটি প্রয়োগযোগ্য বিধায় মানব স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব।
	জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক পদ্ধতিতে ঢেঁড়সের জ্যাসিড পোকা ব্যবস্থাপনা	এ প্রযুক্তিটি সহজ, কার্যকর ও পরিবেশসম্মত। প্রযুক্তিটি ব্যবহারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক কীটনাশকের প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।
	জৈববালাইনাশক ভিত্তিক পদ্ধতিতে সরিষার জাবপোকা ব্যবস্থাপনা	এ প্রযুক্তিটি সহজ, কার্যকর ও পরিবেশসম্মত। প্রযুক্তিটি ব্যবহারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক কীটনাশকের প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।
	মুড়িকাটা পেঁয়াজের সেট (গুটি) উৎপাদনে বীজ হার নির্ণয়	মুড়িকাটা পেঁয়াজের সেট উৎপাদনে বীজ বপনের জন্য সর্বোত্তম বীজ হার জানা জরুরি। বীজ হার কম হলে অধিকাংশ সেটের আকার বড় হয়ে যায়। আবার বীজ হার বেশি হলে একদিকে বীজের অপচয় হয়, অন্যদিকে অধিকাংশ সেট খুবই ছোট হয়ে যায়। অর্থাৎ পেঁয়াজের বীজ হার খুব কম বা খুব বেশি হলে আদর্শ মানের সেট উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। পেঁয়াজের সেটের আদর্শ আকার গড়ে ৪ ± ০.৫ হতে ৬± ০.৫ গ্রাম। মসলা গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বিএআরআই, ফরিদপুরের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এ আদর্শ

প্রতিষ্ঠান	প্রযুক্তির নাম (২০২২-২৩ অর্থবছরে)	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
		মানের সেট তৈরির জন্য বীজ হার প্রয়োজন ৪-৬ গ্রাম বীজ/বর্গ মিটার। এখানে উল্লেখ্য যে, পেঁয়াজের চারা রোপণের (Transplanting of seedlings) চেয়ে সরাসরি ছিটানো (Broadcasting of seeds) পদ্ধতিতে পেঁয়াজ বীজ বপন করলেই আদর্শ মানের সেট উৎপাদন করা যায়। অন্যদিকে চারা রোপণ পদ্ধতিতে বীজতলায় চারা তৈরি ও উত্তোলন অনেক ব্যয়বহুল। গবেষণা প্রতিবেদন মতে, প্রতি বর্গমিটারে ২ গ্রাম, ৪ গ্রাম, ৬ গ্রাম, ৮ গ্রাম, ১০ গ্রাম বীজ এবং রোপণ পদ্ধতিতে থেকে প্রাপ্ত আদর্শমানের সেটের পরিমাণ যথাক্রমে ৪২.০২%, ৬১.১৫%, ৬৫.৭৪%, ৫৮.৫৫%, ৫২.০৬% ও ৬০.৫৯%।



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর





বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.brri.gov.bd

১.০ ভূমিকা

১৯৭০ সালের ০১ অক্টোবর ঢাকার অদূরে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ১১টি গবেষণা বিভাগ ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৩০৮ জন বিজ্ঞানীসহ মোট ৬০৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উচ্চফলনশীল ধানের জাত এবং চাষাবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয় ।

১.১ রূপকল্প

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা

১.২ অভিলক্ষ্য

ধান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা, ক্রমহ্রাসমান সম্পদ সাপেক্ষ জলবায়ুবান্ধব ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

২. ধানের ব্রিডার বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ

৩. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন

১.৪ প্রধান কার্যাবলি

উনিশটি বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়কে ৮টি প্রোগ্রাম এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে ব্রি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই আটটি গবেষণা প্রোগ্রাম এরিয়া হলো-

১. জাত উন্নয়ন (Varietal Development)

২. শস্য-মাটি-পানি ব্যবস্থাপনা (Crop-Soil-Water Management)

৩. বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management)

৪. রাইস ফার্মিং সিস্টেমস (Rice Farming Systems)

৫. আর্থসামাজিক ও নীতি প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy)

৬. খামার যান্ত্রিকীকরণ (Farm Mechanization)

৭. প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer)

৮. আঞ্চলিক কার্যালয় (Regional Stations)

১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো

	গ্রেড		মোট পদের সংখ্যা	প্রধান কার্যালয়ে মোট পদের সংখ্যা	আঞ্চলিক কার্যালয়ে মোট পদের সংখ্যা
১.	বিজ্ঞানী	১ম-৯ম	৩০৮	২৩২	৭৬
২.	কর্মকর্তা	১ম-৯ম	৩৮	৩৩	৫
৩.	কর্মকর্তা	১০ম-১১তম	১৩৭	৭৯	৫৮
৪.	কর্মচারী	১২তম-১৬তম	১৫৯	১০৯	৫০
৫.	কর্মচারী	১৭তম-২০তম	১৪৪	৯৫	৪৯
	মোট		**৭৮৬**	**৫৪৮**	**২৩৮**



ব্রি এর পরিচালক (গবেষণা) প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি এবং গবেষণা বিভাগের প্রধানগণ প্রোগ্রাম কমিটির সদস্য। প্রোগ্রাম কমিটির সভায় বার্ষিক গবেষণা প্রস্তাবের মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রদান করা হয়। গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর একটি গবেষণা কর্মশালার আয়োজন করা হয় যাতে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরবর্তী বছরের গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত এবং সরকারের প্রাধিকার কৃষি নীতিমালা, SDG, Southern master plan অনুসরণ করা হয়।

এছাড়াও ব্রি দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এজেন্সির সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ব্রি IRRI, BMGF, AFACI, JIRCAS, CSIRO, AUSAID, ACIAR, Murdoch University, Cornell University, USDA, USAID, KOICA, Norway সহ আরও অন্যান্য দেশ/সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২: প্রশাসনিক

২.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

(৩০-০৬-২০২৩ তারিখে)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	৭৮৬	৬১৩	১৭৩	
মোট	**৭৮৬**	**৬১৩**	**১৭৩**	-

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউটসোর্সিং জনবল (প্রকল্প)	মোট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	২৪	২৪	২৪

২.৩ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	**১০ম গ্রেড**	**১১শ-১৬শ গ্রেড**	**১৭শ-২০তম**	**মোট**
১	২	৩	৪	৫
৪৯	০২	১২	০	৬৩

২.৪ নিয়োগ প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	**১০ম গ্রেড**	**১১শ-১৬শ গ্রেড**	**১৭শ-২০তম**	**মোট**
১	২	৩	৪	৫
৪	৩	৩২	১০	৪৯



৩.০ অডিট আপত্তির তথ্য

ক্র: নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বিএস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
০১	০২	০৩	০৪	০৫ (৩+৪)	০৬	০৭	০৮	০৯	১০ (৫-৮)	১১
০১	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩১	৫৩	৮৪	৫৬২০.৭০	৫৭	২৭	৩৪১৯.৮৭	৫৭	২২০০.৮৩

৪.০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	-	-	-	-	০১

৫.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
-	-	-	-	-

(৬) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৬.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
	৩৪৩	০৮	৪৭০		৮২১
মোট	**৩৪৩**	**০৮**	**৪৭০**		**৮২১**

৬.২ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
	সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
	০৮	১৭	২	২৭
মোট	**০৮**	**১৭**	**২**	**২৭**

৬.৩ উচ্চশিক্ষা

ক্র: নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
	০১	০৭	০৮	০১	০৭	০৮
মোট	**০১**	**০৭**	**০৮**	**০১**	**০৭**	**০৮**



৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
২৪৫	হ্যাঁ, আছে	হ্যাঁ, আছে	না	২৫০	১৮৫

৯.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ব্রি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বোরো মওসুমের উপযোগী ২টি (ব্রি ধান১০৩, ব্রি ধান১০৪, ব্রিধান১০৫) ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় ৪টি প্রস্তাবিত জাতের পরীক্ষা এবং ১৩টি অগ্রগামী সারির উপযোগিতা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্রি উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবহিত করার জন্য ৫৬৮২টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, ধানের ফলন সর্বাধিকরণে জৈব পদার্থ ও গৌণ উপাদানের প্রভাব নির্ণয় সংক্রান্ত দুটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ৪০৩৭ জন কৃষক ও ৩৭০ জন সম্প্রসারণ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ব্রি ইতোমধ্যে Rice Vision ২০৫০ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে Doubling Rice Productivity in Bangladesh নামে কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে।

- জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত দুইটি নতুন উচ্চফলনশীল ধানের জাত সারা দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। নতুন জাত হচ্ছে ব্রি ধান১০৩, ব্রি ধান১০৪, ব্রি ধান১০৫ ও ব্রি ধান১০৬।
- ব্রি ধান১০১ বোরো মৌসুমের ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী জাত। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। এর গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৭.৭২ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৮.৯৯ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ জাতের দানা লম্বা ও চিকন এবং সোনালী বর্ণের। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪২ দিন, যা বোরো মওসুমের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান৫৮ এর চেয়ে ৪ (চার) দিন আগাম। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৩.১ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫.০ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৯.৮ ভাগ। ভাত ঝরঝরে। জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী। এ জাতটিতে ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী প্রকট জিন Xa21, Xa4 I Xa7 বিদ্যমান এবং আর্টিফিসিয়াল ইনোকুলেশনে উচ্চমাত্রার রোগ প্রতিরোধী (স্কোর-১) ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের যেসব এলাকায় ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগের আক্রমণ বেশি সেসব এলাকায় এ জাতটি চাষাবাদে কৃষকেরা লাভবান হবে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক ধান উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা রাখবে।
- ব্রি ধান১০২ এর পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৩ সেমি.। এর জীবনকাল ব্রি ধান২৯-এর ন্যায় (১৫০ দিন)। এর ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং সবুজ। ব্রি ধান১০২ এর ফলন প্রতি হেক্টরে গড়ে ৮.১ টন। তবে এটি উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৯.৬ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় ব্রি ধান১০২ জাতের ফলন ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে সামান্য বেশি (৩.৮২%) এবং ছয় অঞ্চলে ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে প্রায় ৮.৪২% বেশি ফলন দেয়। এ ধানের গুণগতমান ভাল। এ ধানের জিংকের পরিমাণ ২৫.৫ মি.গ্রাম/কেজি থাকায় এটি বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন জিংকের চাহিদার প্রায় ৫০-৭০% পূরণ করতে সক্ষম হবে। এ ধানের চালে অ্যামাইলোজ এবং প্রোটিন এর পরিমাণ যথাক্রমে ২৮.০% এবং ৭.৫। ব্রি ধান১০২ এর ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৭ গ্রাম। এ ধানের দানার রং খড়ের মতো এবং চাল লম্বা চিকন ও সাদা। বাংলাদেশের যেসব এলাকায় ব্রি ধান২৯ চাষাবাদ করা হয় সেসব এলাকায় এ জাতটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা যায় এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক ধান উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা রাখবে।
- প্রসিদ্ধ স্থানীয় জাতগুলো সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যমান গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রেখে উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের স্থানীয় জাত ব্রি জীন ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে। ঐতিহ্যবাহী বালাম ধানের গুণাগুণ উচ্চফলনশীল ধানে স্থানান্তরের জন্য ব্রিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৌলিক সারি উদ্ভাবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা



চলছে। এ লক্ষ্যে ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান৫০ জাতের সাথে বালাম ধানের ক্রসিং করা হয়েছে। বোরো ২০২২-২৩ মৌসুমের ব্রি ধান২৮/বালাম এর ক্রস থেকে মোট ৫৬ কৌলিকসারি এবং ব্রি ধান৫০/বালাম এর ক্রস থেকে মোট ৪ কৌলিকসারি OYT তে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ব্রি ধান৫০ ও হাতিশাইল (বালাম টাইপ) এর সংকরায়ণ হতে প্রাপ্ত ব্রিডিং পপুলেশন F5 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে।

- লতাবালাম ধানের জাতটি বোরো ২০২১-২২ মৌসুমের পিউর লাইন সিলেকশন করা হয়েছে, যা জাত অবমুক্তকরণের জন্য উপযোগী। বোরো ২০২১-২২ মৌসুমের লতাবালাম ধানের জাতটি লাফা, BR8526-38-2-1-HR1, IR64-pi9 NILS, BR10322-23-1-2-4 এর সাথে সংকরায়ণ থেকে উদ্ভূত F1-mg,n Confirmation করা হয়েছে। এছাড়া হাবু বালাম ধানের জাতটি BR9713-63-5-2-2, BR8590-5-2-5-2 এবং DR-6 এর সাথে সংকরায়ণ করে প্রাপ্ত ব্রিডিং পপুলেশন F2 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে।
- লক্ষ্মীদীঘার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় ভাঙ্গাতে লক্ষ্মীদীঘা, লালদীঘা, খৈয়ামটর জাতের উন্নয়নের জন্য আমন ২০২২ মৌসুমে সাদাপাজাম, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৭৯, ও ব্রি ধান৮৭ এর সাথে সংকরায়ণ হতে প্রাপ্ত সেগ্রিগেটিং প্রজেনিগুলো F2 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হবে। ব্রি গাজীপুরে রোপা আমন ২০২২-২৩ মৌসুমে লক্ষ্মীদীঘার সাথে BR11186-5R-377, BR11186-5R-672, ব্রি ধান৭৬, ব্রি ধান৭৭, ব্রি ধান৮৭, ব্রি ধান৯৪ এর সংকরায়ণ থেকে উদ্ভূত F1-সমূহ Confirmation করা হয়েছে। এছাড়া লক্ষ্মীদীঘার সাথে BR7932-17-2, BR9175-9-3-20-3, BR9175-2-1-12-5 কৌলিক সারিসমূহের F2 জেনারেশনে ছিল। লক্ষ্মীদীঘার সাথে BR8157-1-6-2-1-27 সংকরায়ণ হতে প্রাপ্ত সেগ্রিগেটিং প্রজেনি F3 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে।
- রাধুনী পাগল-এর সাথে BR8535-2-1-2 এবং NMKP102-3-2-1-এর সংকরায়ণ থেকে উদ্ভূত পপুলেশন F5 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে।
- আমন ২০২১-২২ মৌসুমে ১টি সুগন্ধযুক্ত পোলাও ধানের ও ১টি সুগন্ধবিহীন (টেবিল রাইস) এর ALART করার জন্য seed purification করা হয়েছে।
- TRB (Transforming Rice Breeding) প্রকল্পের অর্থায়নে চলতি বোরো ২০২১-২২ মৌসুমের RGA গ্রীনহাউজে প্রায় ৩৪৮৩০টি এবং Field RGA- এর মাধ্যমে প্রায় ৩,৯৩৯৮৬টি কৌলিক সারি অগ্রগামী করা হচ্ছে। চলতি বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে ২৫৫৫০টি কৌলিক সারি Line Stage Testing ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে ৩৬৯২টি প্রজনন সারি OYT-তে এবং ৬৬৫টি প্রজনন সারি PYT I AYT- তে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। Avanced Line Adaptive Research Trial (ALART) এ সর্বমোট ৭টি কৌলিক সারি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, ২৮০৬৭ টি F1 Plants- এর Qualitz Checking মলিকুলার মার্কার-এর সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫৭২৭৫টি Line Selection Trial জেনোটাইপ-এর QTL fingerprinting করা হয়েছে। 1k-RiCA v.2 প্যানেলের সাহায্যে ৬৯১১টি Genotzpes এর Mid Densitz Genotzping সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি রোপা আউশ ২০২২-২৩ মৌসুমে ২৪টি সংকরায়ণ, ১৯টি F1 Confirmation, RGA কার্যক্রমে ২৫৮০০টি সেগ্রিগেটিং প্রোজেনি অগ্রগামীকরণ এবং ৮৮০০টি কৌলিকসারি LST ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ৬৮৮টি জেনোটাইপ OYT-এ, টি ২৮৮ কৌলিক সারি ৩টি AYTতে এবং ২১টি কৌলিক সারি Regional Yield Trial (RYT)-এ মূল্যায়ন করা হচ্ছে।
- অধিক তাপসহনশীল জাত উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় রোপা আউশ ২০২০-২১ মৌসুমে সবচেয়ে ভাল (৫.৩-৫.৯ ট./হে.) ও অধিক তাপসহনশীল এবং উচ্চ এ্যামাইলোজ সম্পন্ন ৫টি অগ্রগামী কৌলিক সারি ব্যবহার করে AYT ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আইআর৯৯৮৫৩-বি-বি-৩১০ কৌলিক সারিটি ১১৪ দিনে ৫.৭ ট.হে. ফলন প্রদর্শন করেছে। কৌলিক সারিটির এ্যামাইলোজ ২৭% এবং উচ্চ তাপে (রাতের বেলায় সর্বোচ্চ ৩৭ ডিগ্রি সে.) ১০% স্পাইলেট স্টেরিলিটি প্রদর্শন করেছে। এছাড়াও AGGRi Alliance প্রকল্পের মাধ্যমে IRRI থেকে প্রাপ্ত ৩০০টি কৌলিক সারি রাজশাহী অঞ্চলের উচ্চ তাপমাত্রা সম্পন্ন এলাকায় নাবি বোরো ২০২০ মৌসুমে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ২০টি কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়েছে। চলতি রোপা আউশ ২০২২-২৩ মৌসুমে OYT তে ১২৪টি এবং AYT তে ৪৮ টি অগ্রগামী কৌলিক সারি ব্রি গাজীপুর, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী এবং রংপুর এ মূল্যায়ন করা হচ্ছে।



- হাওর অঞ্চলের জন্য ঠাণ্ডা সহনশীল বোরো ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। IR83222-F11-173, পশুশাইল (Hbj.B.VI), Mineasahi এবং Bhutan নামক ধানের Germplasm/Landrace জাতকে চারা ও প্রজনন পর্যায়ে ঠাণ্ডা সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে; কিন্তু এদের ফলন ও অন্যান্য গুণাবলী কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না হওয়ায় pre-breeding materials হিসাবে ক্রসিং কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ঠাণ্ডা সহনশীল বৈশিষ্ট্যের সংশ্লিষ্ট QTL বা জিন শনাক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে ২১টি প্যারেন্ট ব্যবহার করে ২০টি ক্রস, ১১টি ক্রসের F1 Confirmation করা হয়েছে। ৩৩,৫০৩টি প্রোজেনিসমূহ RGA-এর মাধ্যমে অগ্রগামীকরণ, ৬,৩১৭টি অগ্রগামী কৌলিক সারি Line Stage Testing-এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২১৮টি জেনোটাইপ OYT-এ, ৮২টি কৌলিক সারি AYT এবং ২১টি কৌলিক সারি Regional Yield Trial (RYT)-এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, হাওর এলাকায় ১০টি স্থানে তিনটি কৌলিক সারি Regional Yield Trial (RYT-Haor)-তে মূল্যায়ন করা হয়েছে। AYT (হাওর এলাকার ৩টি এলাকায় বাস্তবায়িত) থেকে ১৪টি লাইন নির্বাচন করা হয়েছে যেগুলো ১৫১ -১৫৭ দিনে ৭.১৯-৭.৯০ টন/হে. ফলন দিয়েছে। এ পরীক্ষায় BR11894-R-R-R-R-270 লাইনটি ১৫৩ দিনে সর্বোচ্চ ৭.৯০ টন/হে. গড় ফলন প্রদান করেছে। নির্বাচিত লাইনসমূহ ২০২১-২২ বোরো মৌসুমে RYT-তে মূল্যায়ন করা হয়েছে। RYT-Haor trial থেকে নির্বাচিত ৩টি ঠাণ্ডা সহিষ্ণু কৌলিক সারি IR100722-B-B-B-B-11, IR100723-B-B-B-B-61, TP16199 (ফলন ৬.১-৬.৭, জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন) ২০২১-২২ বোরো মৌসুমে ALART-এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯ এবং ব্রি ধান৮১ এর সাথে Hbj.B.VI, Bhutan এবং Mineashahi এর ক্রস থেকে উদ্ভূত ১২২৪ টি কৌলিক সারির প্রাথমিক ফলন পরীক্ষা থেকে প্রজনন পর্যায়ে ঠাণ্ডা সহিষ্ণু ৪৩টি কৌলিক সারি হাওর এলাকায় ঠাণ্ডা সহনশীলতা ও ফলন যাচাই করার জন্য বাছাই করা হয়েছে। এছাড়াও, বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে IRRI থেকে প্রাপ্ত ২৬০টি কৌলিক সারির প্রাথমিক ফলন পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে সারিসমূহ ১৩৯-১৬১ দিনে ৩.৯৬ -৯.৯৮ টন ফলন দিয়েছে। এগুলো থেকে ৮টি স্বল্পজীবন কালীন এবং ৯টি নাবী লাইন হাওরে পুনঃপরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
- ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে, ২৮টি F1 confirmation, FRGA কার্যক্রমে ৬৮৩০০টি সেগ্রিগেটিং প্রোজেনি অগ্রগামীকরণ এবং মোট ২১টি ক্রসের ৬৭০২টি কৌলিক সারি LST ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন স্টেজের (OYT থেকে RYT) ফলন পরীক্ষায় ৯৬৬টি কৌলিক সারি মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী ধানের জাত উদ্ভাবনের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে forward breeding Ges line augmentation এর মাধ্যমে blast resistance সংশ্লিষ্ট Pi-9, Pi-ta, Pb1 এবং Pi-33 জিন mainstreaming এর কাজ এগিয়ে চলছে।
- জুম চাষের উপযোগী স্থানীয় জাত সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বোনা আউশ ২০২২ মৌসুমে ৭টি ক্রস confirm করা হবে। একটি OYT- ট্রায়ালে মোট ২০৭টি জেনোটাইপ মূল্যায়ন করা হচ্ছে। Generation advancement এর জন্য ৮টি ক্রস F2 এবং ১৪টি F3 ক্রসের population মাঠে grow করা হয়েছে যা RGA পদ্ধতিতে ক্রমঃঅগ্রসরমান হবে। চারটি চেকসহ PYT-1 এ ১৫টি এবং PYT-2 তে ১৪টি জেনোটাইপ মূল্যায়ন করা হচ্ছে । মোট ৭টি জেনোটাইপ SYT তে মূল্যায়ন করা হচ্ছে । আউশ ২০২২-২৩ মৌসুমে জুম ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য ১৯টি প্যারেন্ট ক্রসের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং ৭টি F1 confirm করা হবে। Generation advancement এর জন্য ৬টি F2 এবং ১৭টি F3 ক্রসের population মাঠে grow করা হয়েছে যা RGA পদ্ধতিতে ক্রম:অগ্রসরমান হবে। দুইটি চেক জাতের সাথে ৪৮টি জেনোটাইপ OYT তে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পাচঁটি চেক জাতের সাথে PYT-1 এ ১৪টি PYT-২ তে ৮টি, PYT-3 ১৮টি এবং PYT4 এ ৮টি জেনোটাইপ মূল্যায়ন করা হচ্ছে। মোট ১৬টি জেনোটাইপ SYT তে মূল্যায়ন করা হচ্ছে ।
- জুম ধান চাষের আওতায় বান্দরবনের ২টি স্থানে (বান্দরবন সদর ও রোয়াংছড়ি) এবং খাগড়াছড়ির ২টি স্থানে (খাগড়াছড়ি সদর ও মাটিরাঙা) এবং রাঙ্গামাটির ২টি স্থানে (রাঙ্গামাটি সদর এবং কাপ্তাই) AYT (Advanced Yield Trial) স্থাপন করা হয়েছে। এই ট্রায়ালে ৬টি জেনোটাইপ (Mongthongno, Japanese Black Rice, Chinese Rice, IR1-



DQ157-R6-D1, GSR IR 1-DQ121-Y6-D2, BR(Bio)10376-AC4-1-3), চেক জাত হিসেবে ব্রি ধান৮৩ এবং ১টি স্থানীয় চেক জাত মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

- স্থানীয় জাতের সাথে ক্রসিং এর মাধ্যমে Rapid Elongating উন্নত জলি আমনের জাত উদ্ভাবনের কাজ করা হচ্ছে। ব্রি গাজীপুরে স্থানীয় জলী আমন যেমন লাল মোহন, লক্ষ্মীদীঘা, জলকুমারী, দুধলাকি ইত্যাদির সাথে Elite Line-Gi µmmn বিভিন্ন Elite/Eilte কম্বিনেশনের সর্বমোট ২৮টি ক্রস গত আমন ২০২১-২২ মৌসুমে Confirm করা হয়েছে; এছাড়া ৫৮টি ক্রস পপুলেশন F2 থেকে F4 জেনারেশনে RGA-এর মাধ্যমে অগ্রগামী করা হয়েছে। ব্রি হবিগঞ্জে গভীর পানির ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য সেগ্রিগেটিং পপুলেশন F2 থেকে F6 জেনারেশনে বিদ্যমান রয়েছে। Medium Stagnant এলাকার উপযোগী RYT2 এর ফলাফলের ভিত্তিতে ৪টি জাত/লাইন (BR10247-14-18-7-3-3B, BR10238-5-1-9-3B, BR9377-21-7-3B, BR9392-6-2-3B) চূড়ান্তকরণের জন্য ALART trial-এ আমন ২০২১-২২ মৌসুমে মূল্যায়ণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই লাইনগুলো Medium Stagnant এলাকায় চাষ করা যাবে। Semi Deep Medium Stagnant এলাকার উপযোগী RYT2 এর ফলাফলের ভিত্তিতে ২টি জাত/লাইন চূড়ান্তকরণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই লাইন দুইটি ব্রি ধান৯১ এর চেয়ে বেশি ফলন দিবে এবং Medium Stagnant এলাকায় চাষ করা যাবে। ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জ থেকে আমন ২০২১-২২ মৌসুমে Deep water Rice এর জন্য ব্রির আঞ্চলিক কার্যালয়ে (গাজীপুর, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা এবং ভাংগা) আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষা (RYT) মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষার কৌলিক সারি ৩টি হলো BR7730-1-1-2B, BR7918-1-2-3B, BR7919-1-1-3B । এছাড়া ধান৯১ এর ২২৫টি প্রদর্শনী প্লট দেশের বিভিন্ন Semi-deep water কবলিত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। বোনা আমন ২০২২ মৌসুমে (অগভীর, ৫০-১০০সেমি. পানি) জাত উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় ২টি জেনোটাইপ যথা BR9390-6-2-1B Ges BR10260-5-15-216B) ও চেক জাত হিসাবে ব্রি ধান৯১ PVT তে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। অপর দিকে, বোনা আমনের (গভীর পানি ১০০-১৫০ সেমি.) জাত উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় ১০টি এলাকায় ALART ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হচ্ছে যেখানে ৬টি জেনোটাইপ ও ১টি চেক জাত ব্যবহার করা হয়েছে। কৌলিক সারি ৬টি হলো যথাক্রমে BR10230-7-19-2B, BR10260-9-5-2-5B, BR9376-6-2-2B,BR9392-6-2-1B, BR-KM(Mun)-PL-5-7-3-B, BR-DL(Hbj)-PL-12-4-7-B এবং চেক জাত ফুলকড়ি (Fulkori)।
- Porteresia coarctata থেকে প্রাপ্ত লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিন Vascular H+-ATPase (PVA1) এর Construct তৈরী করা হয়েছে। Agrobacterium-mediated genetic transformation এর মাধ্যমে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য তিনটি ধানের জাত ব্রি ধান৮৬, ৮৭ ও ৮৯ এর রিজেনারেশন Optimization সম্পন্ন করা হয়েছে। PVA1 containing Agrobacterium দ্বারা ধান৮৬ এর ক্যালাস transformation করা হয়েছে সেগুলি এখন সিলেকশন পর্যায়ে রয়েছে।
- প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় ধানের সুগন্ধির জন্য দায়ী BADH2 জিনের একটি ফাংশনাল মার্কার ভালিডেশন করা হয়েছে যা সুগন্ধযুক্ত এবং সুগন্ধবিহীন ধানের সারিকে সহজেই শনাক্ত করতে পারে। এই মার্কার ব্যাবহার করে মার্কার এসিস্টেড সিলেকশনের মাধ্যমে ব্রি ধান ২৮ ও কালিজিরা এবং ব্রি ধান৮৭ ও কালিজিরা-এর সঙ্করায়ণের মাধ্যমে প্রাপ্ত যথাক্রমে F6 এবং F3 পপুলেশনের মধ্যে সুগন্ধযুক্ত সারি নির্বাচনের কাজ চলছে। এছাড়াও এন্থার কালচারের মাধ্যমে চারটি ক্রস (ব্রি ধান৯০/ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৯০/কাটারিভোগ, ব্রি ধান৯০/কালিজিরা এবং ব্রি ধান৯০/তুলসীমালা) হতে ২২টি সবুজ গাছ পাওয়া গিয়েছে। ব্রি ধান৩৮/ বাঁশফুল এবং ব্রি ধান৫০/বাঁশফুল এই দুটি ক্রস হতে প্রাপ্ত ১৭টি ডাবল্ড হ্যাপয়েড লাইন হতে ১১টি গাছ সিলেকশন করা হয়েছে।
- ব্যাক্টেরিয়াল ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী ধানের জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম এর আওতায় মলিকুলার মার্কার ব্যবহার করে জিন পিরামিডিং এর মাধ্যমে৩টি ব্যাক্টেরিয়াল ব্লাইট রোগ সহিষ্ণু জিন (Xa4, xa13 and Xa21) সমৃদ্ধ ২টি অগ্রগামী কৌলিক সারি বর্তমান বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে কৃষকের মাঠে মূল্যায়নের কাজ চলছে।
- বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে৩টি নিম্ন জিআই ভ্যালুসম্পন্ন অগ্রগামী কৌলিক সারি মাঠে SYT ট্রায়ালে মূল্যায়ন করার কাজ চলছে। অপর পক্ষে ১৭টি এন্টি অক্সিডেন্ট সম্পন্ন অগ্রগামী কৌলিক সারির মাঠে OT ট্রায়ালে মূল্যায়ন করার কাজ চলছে।



- ২০২২ সালের মধ্যে ব্রি হাইব্রিড ধান৮ নামে বোরো মওসুমের একটি নতুন জাত অবমুক্ত হবে যার দানা চিকন, ফলন ১০-১০.৫ টন/হে, জীবনকাল ১৪৫-১৪৮ দিন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৩.৫ ভাগ। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে জাতটির মূল্যায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০২১-২২ সালে আমন ও বোরো মৌসুম মিলে নতুন ৬টি মাতৃসারি উদ্ভাবন করা হয়েছে যাদের মৌসুমভেদে পুংবন্ধ্যা বৈশিষ্ট্য স্থায়ী, দানা চিকন এবং বীজধারণ সক্ষমতা (Out cross potential rate) সন্তোষজনক।
- ২০২১-২২ সালে আমন ও বোরো মৌসুম মিলে নতুন ৫টি পিতৃসারি উদ্ভাবন করা হয়েছে যাদের পরাগরেণু সরবরাহের সক্ষমতা সন্তোষজনক এবং অধিক সংকর সাবল্য (Heteosis) প্রকাশে সক্ষম।
- ক্ষুদ্র, মাঝারি, বড় বীজ উদ্যোগতা ও বিএডিসিকে প্রায় ৪ টন প্যারেন্টাল লাইনের বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে যা দিয়ে ৩২৪ একরে ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।
- আউশ ২০২২ মৌসুমে ব্রি হাইব্রিড ধান৭ এর ৪৩৫৭ কেজি বীজ বিনামূল্যে ব্রির বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- আমন ২০২২ মৌসুমে ব্রি উদ্ভাবিত আমন মওসুমের হাইব্রিড ব্রি হাইব্রিড ধান৪ ও ব্রি হাইব্রিড ধান৬ এর ৮ টন বীজ ব্রির বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- এমএলটি (Multi-location Yield Trial) এর মাধ্যমে আমন মৌসুমের ২টি ও বোরো মওসুমের ৩টি প্রতিশ্রুতিশীল জাত চেক জাতের সাথে ফলন তুলনায় চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে। আমন মওসুমের জাত দুটির গড় ফলন ৭-৭.৫ টন/হে. এবং বোরো মৌসুমের জাতগুলোর গড় ফলন ১০-১০.৫ টন/হে, দানা চিকন ও বাণিজ্যিকভাবে বীজ উৎপাদন ২-২.৫ টন/হে.।
- ১২৬টি নতুন জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে
- ৪১টি নতুন জার্মপ্লাজম ব্রি জিন ব্যাংকে নিবন্ধন করা হয়েছে BRRI accession number ৮৬৯৫ পর্যন্ত
- বোরো ২০২১-২২ মৌসুমের ১৪৩.৫৫ টন এবং আউশ ২০২২ মৌসুমে১৬.৩৬ টন ব্রি ডার বীজ উৎপাদন করা হয়েছে
- বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে জন্য ১৩৩ টন, আউশ ২০২২ মওসুমের জন্য ১৫.৭১৫ টন এবং রোপা আমন ২০২২-২৩ মৌসুমে জন্য অদ্যাবধি ৫১.৪৪ টন ব্রিডার বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রধানত উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং ব্রি এর অন্যান্য বিভাগ হতে আগত ৬৬৩টি কৌলিক সারির মধ্যে ৭৫টি কৌলিক সারির মিলিং আউটটার্ন ৭০% এর অধিক এবং ৯২টি কৌলিক সারির হেড রাইস আউটটার্ন ৬০% এর অধিক ছিল। ২২টির মত স্বচ্ছদানা, ২৫৭টি লম্বা এবং ১৭২ সরু চাল ছিল। যে বৈশিষ্ট্যের (২৫% এর অধিক এ্যামাইলোজ) জন্য ভাত ঝরঝরে হয়ে থাকে সেই বৈশিষ্ট্য যুক্ত ৩৭১ টি কৌলিক সারি পাওয়া গেছে। ৫৫ টি কৌলিক সারির উচ্চমাত্রার প্রোটিন পাওয়া গেছে। যা নিম্নআয়ের মানুষের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। ১৯০টি কৌলিক সারির ভাতের আয়তন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ২৭টি কৌলিক সারির ভাত শুধুমাত্র লম্বায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
- দুই হাজার পাঁচশত বত্রিশ (২৫৩২) Breeding line এর Phzsicochemical and Cooking Properties এনালাইসিস করা হয়েছে যার মধ্যে ০৮টি FBR (PYT #1), 04 wU FBR (BZT) (PYT#2), 10 wU CTR (PYT#4), ০৭টি FBR (AYT#1,2), ০২টি CTR, Haor (AYT# 3.4), ০৩ টি (SYT #1,2.3) বোরো, ১৩ (তের)টি FBR and CTR wU IR (AYT) বোরো লাইন পরবর্তী ধাপে অগ্রসর করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
- BR23, BRRI dhan48, BRRI dhan49, BRRI dhan62, ও BRRI dhan67 জাতগুলোর কুঁড়া থেকে তেল এক্সট্রাক্ট করা হয়েছে। জাতগুলোর কুড়াঁর মধ্যে তেলের পরিমাণ ১৬.৮ থেকে ২০.৯% পর্যন্ত বিদ্যমান।
- BRRI dhan96, BRRI dhan97, BRRI dhan99, BRRI dhan100, BRRI hzbrid dhan3, BRRI hzbrid5 এবং হাইব্রিড হীরা জাতগুলোর মধ্যে মুড়ি ও খই এর জন্য BRRI dhan99 I BRRI dhan100 এবং চিড়ার জন্য BRRI dhan96 কে উপযোগী জাত হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।



- প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ধানের সুগন্ধির জন্য প্রধানত উদ্বায়ী এরোমাটিক গ্যাসীয় কম্পোউন্ড (Volatile Aromatic Gaseous Compound) হিসেবে 2AP(2-Acetzl-1Pzrroline) কে বিবেচনা করা হয়। সুগন্ধি ধানের এরোমাটিক কম্পাউন্ড 2APএর ডিটেকশনসহ কোয়ান্টিফিকেশন ইতঃপূর্বে বাংলাদেশের কেনো গবেষণা করার কারিগরী সুবিধা ছিল না। ব্রির কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে অতি সাম্প্রতিক এবং Chromatographz–Mass Spectrometrz (GC-MS) Optic4 মেশিন সংযুক্তির মাধ্যমে এরোমাটিক উদ্বায়ী গ্যাসীয় কম্পাউন্ড বিশ্লেষণের মেথড ডেভেলপমেন্ট করে ৫০টি সুগন্ধি ধানের এরোমাটিক কম্পাউন্ডের 2AP (2-Acetzl-1Pzrroline) ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে। রানিসেলুট, ব্রির ধান৮০, তুলসী মালতি, চিনিগুঁড়া জাতের সুগন্ধি ধানে অধিক মাত্রায় এরোমাটিক উদ্বায়ী গ্যাসীয় কম্পাউন্ড 2AP এর উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। এই ডাটাবেস ব্রির প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস গবেষণা কার্যক্রমকে গতিশীল করবে।
- ব্রি হাইব্রিড ধান৭ এর সর্বোচ্চ ফলন (৭.১.৩ টন/হেঃ) পাওয়ার জন্য ধানের চারার বয়স হবে ১৭ দিন। ব্রি হাইব্রিড ধান৭ এর ইকোনমিক নাইট্রোজেন রেট ৯৫ কেজি/হেক্টর যা বেসাল হিসাবে ১/৩ ভাগ, ৪-৫টি টিলার হলে ১/৩ ভাগ এবং পি. আই আসার আগে ১/৩ ভাগ দিতে হবে।
- ধানের জমিতে হার্বিসাইড দেয়ার পর ছত্রাক ৭ দিন পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া এবং ফসফরাস সলিউবিলাইজিং ব্যাকটেরিয়া আগের অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগে ২০ দিন। আবার কোন কোন হার্বিসাইড জমিতে দেয়ার পর মোট ব্যাকটেরিয়া ১০ দিন পর আগের অবস্থায় ফিরে আসে।
- নিউ মলিকুল হার্বিসাইড ইথক্সিসালফিউরান ১০% +ফেনক্সলাম ২০%, ইথক্সিসালফিউরান ১০% + ট্রাইকিসনি ২০% এবং মেটাজোসালফিউরান পোস্ট- ইমারজেল আগাছানাশক এর আগাছা দমন করার ক্ষমতা ৮০ ভাগের উপর পাওয়া গেছে।
- হাওর অঞ্চলে ১ম ডিসেম্বর রোপণ ও ১০ জানুয়ারি রোপণে ব্রি ধান৮৯ সর্বোচ্চ ফলন দেয়।
- হাওর অঞ্চলে বৈশাখী ঢল এড়োনোর জন্য ব্রি ধান২৯ এবং ব্রি ধান৮৯, ২০ ডিসেম্বর এর আগে রোপণ করতে হবে। চারার বয়স হবে ৩০ দিন। অপর পক্ষে ব্রিধান২৮ এবং ব্রি ধান৮৮ অবশ্যই ৩০ ডিসেম্বর এর আগে রোপণ করতে হবে।
- ব্রি রিকমোন্ডেট ফার্টিলাইজার ডোজ এর সাথে গোবর সার বা ভার্মিকম্পোস্ট মিশ্রণে সবচেয়ে বেশি ফলন পাওয়া যায় ব্রি ধান ৮৯ (৮.২৩ টন/ হেক্টর) জাতে।
- উত্তম কৃষি চর্চা ব্যবহার করে ধানের অধিক ফলন পাওয়া যায়, খরচ কমে সার কম লাগে যা পরিবেশবান্ধব।
- ব্রি ধান৯৩ এবং ব্রি ধান৯৫ এ অন্যান্য জাতের তুলনায় ১৭% কম নাইট্রোজেন সার দিয়ে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়।
- জোয়ার-ভাটাপ্রবণ বরিশাল অঞ্চলের চারটি বড় নদীপ্রবাহ যথাক্রমে: বলেশ্বর, বিষখালী, বুড়িশ্বর এবং তেতুলিয়া-এর নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত পানির লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক মওসুমের মার্চ-জুন মাসের মধ্যবর্তী সময়ে ১ ডিএস/মি-এর কম থাকে যা স্বাদু পানির সমমান এবং নদীর এই স্বাদু পানি কৃষি জমিতে সেচের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। গত বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে জিওবির অর্থায়নে প্রায় ১১০ হেক্টর জমিতে ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে বোরো ধানের আবাদ করা হয়েছিল এবং এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়ার অর্থায়নের আমতলী ও কলাপাড়া এলাকায় আরও প্রায় ২৭ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা হয়েছিল। এছাড়া এনএটিপি-২ প্রকল্পের অর্থায়নে বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে বরিশাল, ঝালকাঠি এবং পিরোজপুর জেলার ৬টি উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ সোলার প্যানেলভিত্তিক সেচপাম্পের মাধ্যমে ১২ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছিল। প্রতিটি উপজেলায় গড় ফলন ৬.০ টনের উপরে হয়েছিল। বোরো ধানে সেচের ব্যবহার ছাড়াও সৌরশক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকগণ উপকৃত হয়েছেন। এছাড়া গত বছরের বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষকগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেরাই প্রায় ৯৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের করেছিল। বোরো ধান কর্তন করে ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান ৭৪ এবং ব্রি ধান৮৯ হেক্টর প্রতি ৫.৯-৮.২ টন ফলন পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া গত আউশ ২০২১ মৌসুমে অত্র এলাকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচী ও এসিআইএআর প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪০ হেক্টর জমিতে ব্রি ধান৪৮ এর চাষ করা হয়েছিল এবং হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫.৪ টন ফলন পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া জমির উৎপাদনশীলতা ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য আমন ২০২১ মৌসুমে প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল ব্রি ধান৭৬ ও ব্রি ধান৮৭ জাতের ধানের চাষাবাদ করা হয়েছে। আমন ২০২১ মৌসুমে প্রদর্শনীকৃত জাতগুলোর ফসল কর্তন সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্রি ধান৭৬ এবং ব্রি ধান৮৭ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০-৫.৫ টন পাওয়া গিয়েছে। বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির অর্থায়নে প্রায় ২০০ হেক্টর, এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়ার অর্থায়নে আমতলী ও কলাপাড়া এলাকায় আরও প্রায় ৫০ হেক্টর এবং কৃষি গবেষণা



ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রায় ৬৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে এ জাতগুলোর ফসল কর্তন সম্পন্ন হয়েছে।

- উপকূলীয় এলাকায় বর্ষা মৌসুমে স্থানীয় জাতের ধানের চাষাবাদের ফলে জমির উৎপাদনশীলতা অনেক কম। উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলের পোল্ডার এলাকার শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য স্বাদু পানির অভাব এবং পানি ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি অন্যতম সমস্যা। এর প্রধান কারণ, ডিসেম্বর মাসের পর থেকে নদীর পানির লবণাক্ততা ১ ডিএস/মি. থেকে বেড়ে এপ্রিল-মে মাসে প্রায় ২০-২৪ ডিএস/মি. হয়ে যায় এবং সেইসাথে মাটির লবণাক্ততাও বেড়ে স্থানভেদে প্রায় ১০-১৬ ডিএস/মি. হয়ে যায়। ফলে স্বাদু পানির অভাবে বিপুল এলাকা পতিত থাকে। উপকূলীয় পোল্ডার এলাকার ভেতরে অসংখ্য নদী-নালা রয়েছে এবং এসব নদী-নালায় ডিসেম্বরের মধ্যে স্বাদু পানি ধরে রেখে উক্ত পানি ব্যবহার করে শুষ্ক মৌসুমে বিভিন্ন পোল্ডারে পানি ও ফসল ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা এবং জমি ও পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। গত বোরো মৌসুম ২০২০-২১-এ খুলনা অঞ্চলে ব্রির (জিওবির) অর্থায়নের প্রায় ২০ হেক্টর এবং এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়ার অর্থায়নের প্রায় ২৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধান ও প্রায় ১০ হেক্টর জমিতে রবি ফসলের আবাদ করা হয়েছিল। গত আউশ ২০২১ মৌসুমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির ও এসিআইএআর প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০ হেক্টর জমিতে আউশ ধানের আবাদ করা হয়েছিল। বোরো ধান কর্তন করে ব্রি ধান৬৭ হেক্টর প্রতি ৬.০-৬.৫ টন এবং আউশ ধান কর্তন করে ব্রি ধান৪৮ হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫.৫ টন ফলন পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া জমির উৎপাদনশীলতা ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য আমন ২০২১ মৌসুমে প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল ব্রি ধান৭৬ ও ব্রি ধান৮৭ জাতের ধানের চাষাবাদ করা হয়েছিল। আমন ২০২১ মৌসুম প্রদর্শনীকৃত জাতগুলোর ফসল কর্তন সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্রি ধান৭৬ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০-৫.৫ টন এবং ব্রি ধান৮৭ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৫-৬.০ টন পাওয়া গিয়েছে। বোরো মৌসুম ২০২১-২২-এ খুলনা অঞ্চলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির অর্থায়নের প্রায় ৬৫ হেক্টর এবং এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়ার অর্থায়নের প্রায় ৫০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান ও প্রায় ২০ হেক্টর জমিতে রবি ফসলের আবাদ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে এ জাতগুলোর ফসল কর্তন সম্পন্ন হয়েছে। উপকূলীয় খুলনা অঞ্চলে জমির উৎপাদনশীলতা ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিওবির অর্থায়নের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে যাতে বিএডিসি, ডিএই ও এসআরডিআই যুক্ত আছে। বর্তমানে বিএডিসির নিকট প্রকল্প প্রস্তাবনা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।
- ধানের ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া ও ব্লাস্ট রোগের অগ্রগামী সারি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- ধানের ব্লাস্ট ও ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী উৎস শনাক্তকরণ করা হয়েছে
- ধানের ব্লাস্ট রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা এবং জীন শনাক্তকরণ করা হয়েছে
- ধানের ব্লাস্ট রোগ দমনের নিমিত্তে ২ (দুই) টি কার্যকরী ছত্রাকনাশক শনাক্তকরণ করা হয়েছে
- ধানের খোলপোড়া রোগ দমনের নিমিত্তে ৩ (তিন)টি কার্যকরী ছত্রাকনাশক শনাক্তকরণ করা হয়েছে
- খোলপচা রোগের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে
- নেটিভ জার্মপ্লাজম থেকে ধানের টুংরো রোগ প্রতিরোধী কিউটিএল/জিন শনাক্তকরণ করা হয়েছে
- ধানের চারা ধসা রোগ প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে
- বায়োফানজিসাইড ব্যবহার করে বাঁকানি রোগ দমন করা হয়েছে।
- ব্রির কীটতত্ত্ব বিভাগ ধানের প্রধান দুইটি পোকা বাদামি গাছফড়িং ও মাজরা পোকা প্রতিরোধী ধানের জাত উন্নয়নের জন্য জিন পরিবর্তনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি CRISPR Cas9 Genome editing tool ব্যবহার করে ব্রি ধান৯২ এর জিন পরিবর্তনের কাজ চলমান আছে।
- বাদামি গাছফড়িং পোকা দমনের জন্য দুইটি বায়োপেস্টিসাইড Celastrus angulatus (dose: 1.5L/ha and Neemazal 1.2EC (dose: 2L/ha) শনাক্ত করা হয়েছে যা ধান ক্ষেতে বাদামি গাছফড়িং দমনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।
- বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী জাত তৈরির কাজ চলমান, বর্তমানে মাঠে F2 পপুলেশন আছে। যা সংগ্রহ করা হয়েছে।
- মলিকুলার ব্রিডিং এর মাধ্যমে বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী ইন্ট্রোগেশন লাইন তৈরির কাজ চলমান। মাঠে F3 পপুলেশন পরীক্ষাধীন। যা সংগ্রহ করা হয়েছে।



- সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং এবং পামরী পোকাসহ অন্যান্য পোকা দমনের জন্য প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের কীটতত্ত্ববিদগণ, আলোক ফাঁদ, সৌর আলোক ফাঁদ এবং সুইপ নেটের সাহায্যে সর্বদা পোকামাকড় মনিটরিং এর কাজ চলমান রেখেছেন।
- ধানের চারা রোপণের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত ধানক্ষেত রাসায়নিক কীটনাশক মুক্ত রেখে উপকারী পোকামাকড় বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান আছে। গত ২০২১-২২ মৌসুমে ২০ জন কৃষকের জমিতে প্রদর্শনী স্থাপিত হয়েছে এবং দুইটি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে আইপিএম বিষয়ক প্রশিক্ষণে ১২০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- গত বছর বাদামি গাছফড়িং এর বিপরীতে ১৩৩৫টি অগ্রগামী সারির স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৭টি লাইন মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছে।
- পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষে স্থানীয় নিম্ন ফলনশীল জাতের পরিবর্তে ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বোনা আউশের জাত ব্রিধান ৮৩ প্রবর্তনের মাধ্যমে অধিক ফলন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত সার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- কৃষকের বহুল প্রচলিত শস্যবিন্যাস বোরো-পতিত রোপা আমন শস্যবিন্যাস এলাকায় (ধনবাড়ি, টাংগাইল; কালীগঞ্জ, গাজীপুর; ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; সদর, রংপুর; কটিয়াদি ও পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ) পাইলট প্রোডাকশন প্রোগ্রামের আওতায় কৃষকের মাঠে উন্নত শস্যবিন্যাস হিসাবে সরিষা-বোরো-রোপা আমন, আলু-বোরো-রোপা আমন, আলু-পাট-রোপা আমন, সরিষা-ভুট্টা+মাষকলাই-রোপা আমন শস্যবিন্যাস মূল্যায়ন করা হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার প্রচলিত শস্যবিন্যাস তরমুজ-রোপা আমন এর স্থলে উন্নত শস্যবিন্যাস তরমুজ-আউশ-রোপা আমন শস্যবিন্যাসের প্রোডাকশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়। উল্লেখিত উন্নত শস্যবিন্যাসগুলো প্রতিটি মূল্যায়ন এলাকায় প্রচলিত শস্য বিন্যাসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি ধান সমতুল্য ফলন দিয়েছে যা মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ সাথে ফসলের বহুমুখীকরণ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধির সাথে ফসল উৎপাদনের ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়েছে।
- গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় ফার্মিং সিস্টেম গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উল্লেখিত কার্যক্রমের আওতায় ধান ফসলের সাথে লাভজনক অন্য ফসলের চাষাবাদ করা হয়েছে। কৃষকের বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বছরব্যাপী বিভিন্ন সবজি চাষের মাধ্যেমে সবজি খাওয়ার পরিবারিক কন্‌জাম্পশন ও দৈনন্দিন খাদ্যের পুষ্টিমান বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ফসল চাষ বহির্ভূত নন ক্রপ (non crop) কমোডিটি যেমন বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন, মাছ চাষ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করা হয়েছে। সর্বোপরি উক্ত প্রোগ্রাম এলাকায় হলিস্টিক এপ্রোচ (holistic approach) এর মাধ্যমে কৃষকের মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে।
- ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্স উন্নত প্রজাতির খেজুর (Phoenix dactylifera) এর একটি জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ১০টি জাতের ১১০০টি গাছ রয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯টি গাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের খেজুর ফল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও খেজুর গাছের সাথে বিভিন্ন রকম সবজি, মসলা ফসল ও গোখাদ্য ফসলের সমন্বয়ে অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি গবেষণা কার্যক্রম চলছে।
- ব্রি উদ্ভাবিত আউশ, আমন এবং বোরো ধানের জাতের স্থায়িত্ব, অভিযোজ্যতা (Adaptabilty) ও জেনেটিক গেইন (Genetic Gain) নির্ণয় করা হয়েছে।
- আর্দ্রতার পরিমাণ সমন্বয় করে ধানের ফলন প্রাক্কলনের জন্য সামঞ্জস্য উৎপাদক (Adjustment Factor) নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ধান ও ধান সম্পর্কিত ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।
- কৃষি বিষয়ে ই-তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মৌসুমে ব্রির সদর দফতর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের জন্য অবস্থান নির্দিষ্ট সাপ্তাহিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস (কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বার্তা) এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক ধান উৎপাদনের পরামর্শমূলক পরিষেবা (কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা) প্রদান করা হচ্ছে।
- ইন্টিগ্রেটেড রাইস অ্যাডভাইজরি সিস্টেমের (আইআরএএস) উপর ওয়েবভিত্তিক সিদ্ধান্ত সমর্থন পদ্ধতি (ডিএসএস) তৈরি করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কৃষকদের আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক ধান উৎপাদনের পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ধান গবেষণায় বায়ো-ইনফরমেটিক্স এর ক্ষেত্র তৈরীকরণ করা হয়েছে।



- সফটওয়্যারের মাধ্যমে ধানের স্থায়িত্ব নির্ণয়ের প্রোগ্রাম প্রস্তুতকরণ করা হয়েছে।
- ব্রি বাজেট ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ করা হয়েছে।
- ব্রি সদর দপ্তরের কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সফটওয়্যার ও ব্রির শ্রমিকদের হাজিরা ও মজুরি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।
- স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন ধানের জাতের উপযোগিতা, জলবায়ু নিয়ামক সংক্রান্ত, ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড কাভার ও বন্যায় ক্ষতগ্রস্ত এলাকার এবং বাংলাদেশে ধান চাষাবাদের উপযোগী ও অনুপযোগী এলাকার মানচিত্র তৈরীকরণ করা হয়েছে।
- ল্যান নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা ও ইন্টারনেট স্পিড ১৫৭ এমবিপিএস থেকে ১৭৭ এমবিপিএস এ উন্নীতকরণ করা হয়েছে।
- আরকেবি এবং ব্রি রাইস ডক্টর মোবাইল অ্যাপস, ব্রি ওয়েবসাইট (www.brri.gov.bd) এবং বিআরকেবি ওয়েবসাইট (www.knowledgebank-brri.org) নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।
- নতুন উদ্ভাবিত জাতসহ সকল প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চল ও মৌসুমভিত্তিক ফ্যাক্টশিট তৈরি করা হয়েছে।
- ৪র্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ করণীয় শীর্ষক অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ কর্মশালা এবং এমআইএস, আইটি, ই-নথি ও ই-লার্নিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। সেন্সরভিত্তিক ধানের রোগবালাই ব্যবস্থাপনা মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপস তৈরীকরণ করা হয়েছে।
- ধান কাটার সময় শ্রমিকের অতিরিক্ত মজুরি, ডিজেলের দাম বৃদ্ধি এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে এমওপি সার না পাওয়ায় এ বছর ধানের উৎপাদন খরচ গত বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে ।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ বছর ধানের ফলন গত বছরের তুলনায় কম হয়েছে।
- Advance statistical method ব্যবহার করে ধান উৎপাদনের জন্য বন্যার threshold level ২২% estimate করা হয়েছে। দেশের ভৌগোলিক এলাকার ২২% পর্যন্ত বন্যায় প্লাবিত হলে তা ধান উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী। কিন্তু তার (২২%) চেয়ে বেশি প্লাবিত হলে সামগ্রিক ধান উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।
- Climate Risk Index (CRI) ব্যবহার করে জেলাভিত্তিক Climate vulnerability estimate করা হয়েছে। এই গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশে অঞ্চল-নির্দিষ্ট climate mitigation and adaptation actions গ্রহণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।
- দেশের আটটি বিভাগীয় বাজারসহ মোট ১২টি গুরুত্বপূর্ণ পাইকারি চালের বাজারের মূল্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাজারগুলোর মধ্যে ইন্টিগ্রেশন থাকলেও খুব ধীরগতির মূল্য সংক্রমণ (transmission) লক্ষ করা গেছে। উপরন্তু, ২০১২-২৩ সময় দেশের অভ্যন্তরীণ ১২টি পাইকারি চালের বাজারে উচ্চহারে মূল্য অস্থিরতা (volatility) পরিলক্ষিত হয়েছে যা আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি অন্য অনেক দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের তুলনায় বেশি বলে পরিগণিত হয়েছে।
- ব্রিতে নবনিযুক্ত ৩৪ জন বিজ্ঞানীকে আধুনিক ধান উৎপাদন প্রযুক্তি ও রিসার্চ মেথোডোলজি বিষয়ে দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ব্রি উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ দ্রুত মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ডিএইতে কর্মরত ৭০০ জন এসএএও এবং ৩০০ জন কৃষককে আনিক ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ব্রি ম্যানুয়াল সিড সোয়ার যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপণ হলো প্লাস্টিক ট্রে অথবা পলিথিন সিটের উপর বিশেষ ব্যবস্থায় উৎপাদিত মাটিযুক্ত চারা রোপণ। রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে চারা রোপণের জন্য সম-ঘনত্বের চারা অত্যন্ত জরুরি যা হাতের সাহায্যে বীজ বপন করলে চারার সম-ঘনত্ব যেমন বজায় রাখা সম্ভব হয় না এবং তা সময় ও শ্রম সাপেক্ষও বটে। এ অবস্থা বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফার্ম মেশিনারি এবং পোস্টহার্ভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ একটি ম্যানুয়াল সিড সোয়ার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে, যার সাহায্যে খুব অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক ট্রে বা পলিথিনের উপর সম-ঘনত্বের বীজ বপন করা যায়। যন্ত্রটি দ্বারা প্লাস্টিকের ট্রেতে বা পলিথিন শিটে মাটির পাতলা স্তরের উপর (২০-২৫ মিমি) সম-ঘনত্বে বীজ বপন করা যায়। বীজের সাইজের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন অনুসারে বীজ বপনের ঘনত্ব সমন্বয় করা যায়। এই যন্ত্রের বীজ বপনের কার্যকারিতা হাতে বপনের তুলনায় প্রায় ৪০০ গুণ বেশি। যন্ত্রটি চালনা খুব সহজ ও এটি স্থানীয় কারখানায় তৈরি ও মেরামত করা যায়।



- অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি: প্রতিবেদনাধীন সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ব্রির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ব্রি পরিদর্শন করেন।

১০.০ আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতি ও কর্মপরিকল্পনার প্রণয়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রকাশিত আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতি ও কর্মপরিকল্পনার তালিকা	প্রকাশের তারিখ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্মচারী (অবসর ভাতা, অবসরজনিত সুবিধা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২২ প্রণয়ন (এসআরও নং ৩৪৯-আইন/২০২২)।	১৯-১২-২০২২

১১.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

১১.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
২টি	২৫.১৩ (পঁচিশ কোটি তেরো লক্ষ টাকা মাত্র)	১৮.১০৬ (আঠারো কোটি দশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) বরাদ্দের ৮১.৮২% (অর্থ ছাড়ের ১০০.০০%)	১২টি

১১.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত

অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর জুন, ২০২৩ পর্যন্ত		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)	৪৪.০০	১১.৪৭	৯.২২ (বরাদ্দের আলোকে অগ্রগতি ৮০.৩৮% অর্থ ছাড়ের আলোকে অগ্রগতি ১০০.০০%)	৯৫.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ২৫.০৩% এর মধ্যে ২৩.৭৮% অর্জিত)	২৮.৭১ (৬৫.২৫%)	৭৫.৯৪%



২	অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জুলাই/২০২১ থেকে জুন/২০২৬ পর্যন্ত)	৪৭.৮০৬৬	১০.৬৬	৮.৮৯ (বরাদ্দের আলোকে অগ্রগতি ৮৩.৪০% অর্থ ছাড়ের আলোকে অগ্রগতি ১০০.০০%)	৯৫.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ২২.৭৫% এর মধ্যে ২১.৬১% অর্জিত)	১১.৮৯ (২৪.৮৭%)	২৭.৮৮%

১১.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের দপ্তর প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

ক্রঃ নিঃ	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	১৮১.৩০	৭৪.৪০	৭২.৪০	৭২.৪০	১০০.০০%	৯৭.৩১%	৯৮.০০%	১৭৯.৩০	৯৮.৯০%	৯৯.০০%
২	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	৫৪৬.৯০	২২৭.০০	২২৬.০০	২২৬.০০	১০০.০০%	৯৯.৫৬%	৯৯.৮০%	৫৪৫.৯০	৯৯.৮২%	৯৯.৯০%
৩	উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	৪২২.০০	১৯৪.৫০	১৯৩.২৪	১৯৩.২৪	১০০.০০%	৯৯.৩৫%	৯৯.৫০%	৪২০.৭৪	৯৯.৭০%	৯৯.৯০%
৪	নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৮০৮.০৫	৫৪২.০০	৫৪১.০০	৫৪১.০০	১০০.০০%	৯৯.৮২%	৯৯.৮২%	৫৫২.০০	৬৮.৩১%	৭০.০০%
৫	ব্রির আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৬৮৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	৪৬০.০০	৬৭.১৫%	৭০.০০%



ক্রঃ মিঃ	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ											
৬	ব্রির আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/ উন্নয়ন	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৪৮৪.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	৩৭৪.০০	৭৭.২৭%	৮০.০০%
			৩১২৭.২৫	১৬৬২.৯০	১৬৫৭.৬৪	১৬৫৭.৬৪	১০০.০০%	৯৯.৬৮%	-	২৫৩১.৯৪	৮০.৯৬%	-

১২.০ অবকাঠামো উন্নয়ন

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল (যে সকল প্রকল্পে অবকাঠামো উন্নয়ন অর্ন্তভুক্ত আছে)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) জুন, ২০২৩ পর্যন্ত		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬
১	যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)	১১.৪৭	৯.২২ (বরাদ্দের আলোকে অগ্রগতি ৮০.৩৮% অর্থ ছাড়ের আলোকে অগ্রগতি ১০০.০০%)	৯৫.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ২৫.০৩% এর মধ্যে ২৩.৭৮% অর্জিত)	মেশিন ডিসপ্লে-কাম- স্টোর রুম নির্মাণ ৭৫০ বর্গ মি./ ১০০%
২	অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জুলাই/২০২১ থেকে জুন/২০২৬ পর্যন্ত)	১০.৬৬	৮.৮৯ (বরাদ্দের আলোকে অগ্রগতি ৮৩.৪০% অর্থ ছাড়ের আলোকে অগ্রগতি ১০০.০০%)	৯৫.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ২২.৭৫% এর মধ্যে ২১.৬১% অর্জিত)	হাইব্রিড রাইস ল্যাব কাম অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৬৫০ বর্গমিটার) ১০০%



১৩.০ জাত ও প্রযুক্তি তথ্য

১৩.১ উদ্ভাবিত ও অবমুক্তকৃত জাতের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত ও অবমুক্তকৃত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	০৫টি	ব্রি ধান১০৩, ব্রি ধান ১০৪, ব্রি ধান১০৫, ব্রি ধান১০৬, ব্রি হাইব্রিড ধান৮	ব্রি ধান১০৩ জাতটি আমন মৌসুমের একটি জাত। চাল লম্বা ও চিকন। গড় জীবনকাল ১২৮-১৩৩ দিন। হেক্টর প্রতি ফলন ৬.২ টন। ব্রি ধান১০৪ জাতটি বোরো মৌসুমের একটি জাত। বাসমতি টাইপের সুগন্ধী ধানের জাত। গড় জীবনকাল ১৪৭ দিন। হেক্টর প্রতি ফলন ৭.৩-৮.৭ টন। ব্রি ধান১০৫ জাতটি বোরো মৌসুমের একটি জাত। এ ধানের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) মান ৫৫ হওয়ায় এ জাতকে লো জিআই রাইস বা ডায়াবেটিস রাইস বলা যায়। গড় জীবনকাল ১৪৮ দিন। হেক্টর প্রতি ফলন ফলন ৭.৬-৮.৫ টন। ব্রি ধান১০৬ রোপা আউশ মৌসুমের একটি জাত। অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা এলাকার আউশ ধানের জাত। গড় জীবনকাল ১১৭ দিন। হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৮-৫.৫ টন। ব্রি হাইব্রিড ধান৮ জাতটি বোরো মৌসুমের জাত হিসেবে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে।

১৩.২ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি তথ্য

প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	চার ফসলি উন্নত শস্য বিন্যাস: মটর-মুগডাল- রোপা আউশ-রোপা আমন	১. কৃষকের প্রচলিত তিন ফসলী রবি শস্য- রোপা আউশ- রোপা আমন শস্যবিন্যাসে ফসলের উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদী জাতের ব্যবহার ও পতিত সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মটর-মুগডাল-রোপা আউশ-রোপা আমন শস্যবিন্যাসটি উদ্ভাবন করা হয়। এ শস্যবিন্যাসে চারটি ফসল আবাদে মূল মাঠে প্রায় ৩২৫ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। উন্নত এ শস্যবিন্যাসে দুইটি ডাল ফসল এবং বৃষ্টিনির্ভর ধানের আবাদের ফলে সেচের পানির প্রয়োজনীয়তা অনেক কম। অধিকন্তু ডাল ফসল আবাদের ফলে মটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।
	ধানের টুংরো রোগ দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি	২. কুমিল্লা অঞ্চলে ধানের টুংরো রোগ প্রধানত আউশ, আমন এবং বোরো এই তিন মৌসুমেই দেখা যায়। প্রতি বছর শত শত হেক্টর জমির ধান টুংরো রোগের কারণে নষ্ট হয়ে থাকে। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। সবুজ পাতাফড়িং নামক এক ধরনের পোকা এ রোগটির বাহক। ধান গাছ প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে হলদে অথবা কমলা হলুদ রং এর হবে এবং সুস্থ্য গাছের তুলনায় গাছ খাট হয়ে যাবে। বীজতলায় চারা অবস্থা থেকে থোড় আসা পর্যায় পযর্ন্ত যে কোন সময় এ রোগটি দেখা দিতে পারে। বীজতলায় ধানের চারা গাছ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে লাগানোর পর লক্ষণ প্রকাশ পেলে এবং রোগের মাত্রা বেশি হলে ধানের ফলন ১০০ % পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। ধানের বীজতলা হতে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই হল টুংরো রোগ দমনের একমাত্র উপায়। টুংরো রোগ দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিটি হলো টুংরো প্রবণ এলাকায় বীজতলা ও এর আশপাশ হতে বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং দমন (হাত জাল/ আলোক ফাঁদ/ কীটনাশক)। ১। বীজতলা হতে সবুজ পাতাফড়িং দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক যেমন- এমআইপিসি ২.৬ গ্রাম / কার্টাপ ২.৪ গ্রাম / কার্বারিল ৩.৪ গ্রাম / কার্বোসালফান ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে)



		সঠিক মাত্রায় ২ বার স্প্রে করা। মৌসুমভেদে কীটনাশক স্প্রে করার সময়ঃ • আউশ মৌসুমে বীজ বপনের ১০ দিন পর একবার ও ধান লাগানোর ৩-৫ দিন পূর্বে আরেকবার • আমন মৌসুমে বীজ বপনের ১০-১৫ দিন পর একবার ও ধান লাগানোর ৫ দিন পূর্বে আরেকবার • বোরো মৌসুমে বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর একবার ও ধান লাগানোর ৫ দিন পূর্বে আরেকবার অথবা, ২। বীজতলায় ৫ দিন অন্তর অন্তর হাতজাল ও আলোক ফাঁদের মাধ্যমে সবুজ পাতাফড়িং দমন করা।

১৪.০ সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ক তথ্য

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	একক	অর্জন (২০২২-২৩)
১	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কর্মসূচি "উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানিসম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ"	বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে ২৫ টি এলএলপি ও দুটি সোলার পাম্প বিতরণ করা হয়েছে।	বরিশাল অঞ্চলে ৩৫০০ বিঘা ও খুলনা অঞ্চলে ৫০০ বিঘা পতিত জমিতে প্রথমবার বোরো ধানের আবাদ করা হয়েছে।
২	কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে "Intervention in surface water utilization through integrated minor irrigation schemes for escalating water and land productivity in coastal region." প্রকল্প।	বরিশাল অঞ্চলে ২৫ টি এলএলপি ও দুটি সোলার পাম্প বিতরণ করা হয়েছে।	বরিশাল অঞ্চলে ৫০০ বিঘা পতিত জমিতে প্রথমবার বোরো ধানের আবাদ করা হয়েছে।
৩	কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে "Upscaling of Improved WaterManagement Practices for Sustainable Productivity in the Haor areas."	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে ৩টি অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।	হাওরের পানি নেমে গেলে ধানের প্রজননপর্যায়ে পানির অভাবে ফলন কম হয়। এক্ষেত্রে অগভীর নলকূপের সাহায্যে ধানের প্রজনন পর্যায়ে জমিতে পানি দিলে ফলন কমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাহিরপুরে ৭৫ বিঘা জমিতে বোরো ধানের আবাদ নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৫.০ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন

১৫.১ আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জনঃ **GIFS & IOFS** এর সাথে গবেষণা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কার্যক্রম গৃহীত হয়।

১৫.২ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সমঝোতা স্মারকের নাম/বিষয়	স্বাক্ষরের তারিখ
ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ও ইনব্রিড ধানের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	৩১-০৫-২০২৩

(১৬) কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে কার্যক্রম

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.১: বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খনিজ ও ভিটামিন (প্রোটিন, জিংক, আয়রন, ভিটামিন এ ইত্যাদি) সমৃদ্ধ নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম ব্রিতে চলমান রয়েছে। এছাড়া এ সকল গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।



এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.৩: কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে নতুন নতুন অধিক ফলনশীল ধানের জাত, প্রযুক্তি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া এ সকল গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.৪ : উৎপাদনশীল ও টেকসই কৃষির আওতায় আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ প্রদর্শনী, বীজ বিতরণ এবং সেচের প্রদর্শনী গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু ব্রিতে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। এছাড়া এ সকল গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.৫: ধানের কৌলিকসম্পদ সমৃদ্ধ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও বৈশিষ্ট্যায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.ক বাস্তবায়নে গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণাকে অধিক জোর দিয়ে স্থানভিত্তিক জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নতুন নতুন আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বিজ্ঞানীদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এ সকল গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

১৭.০ উপসংহার

জুন' ২০২৩ পর্যন্ত ব্রি ০৮টি হাইব্রিড ও ১০৫টি ইনব্রিডসহ মোট ১১৩টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। বিগত ৫০ বছরে ব্রি মোট ১১৩টি উচ্চফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে, যার ১০৫টি ইনব্রিড ও ৮টি হাইব্রিড জাত; এর মধ্যে লবণাক্ততা সহনশীল ১০টি জাত, রোপা আমন মৌসুমে খরা সহনশীল ৪টি জাত, জলামগ্নতা সহনশীল ৫টি জাত, পুষ্টিসমৃদ্ধ ৬টি জাত এবং রপ্তানীযোগ্য ৪টি জাত অন্তর্ভুক্ত। ব্রি জাতসমূহ মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয় করা ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ, অনুকূল পরিবেশের জন্য সেচ-সাশ্রয়ী এবং বৃষ্টি নির্ভর পরিবেশের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ জীবনকালসম্পন্ন ধানের জাত, দিনপ্রতি অধিকতর ফলনে সক্ষম জলবায়ুদক্ষ (Climate smart), সুস্বাদু, পুষ্টি সমৃদ্ধ এবং কম খরচে চাষ যোগ্য ধানের জাত উদ্ভাবন, রোগ, পোকা ও আগাছা দমনের খরচ সাশ্রয়ী প্যাকেজ এবং প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, স্থানবিশেষ বা কৃষি পরিবেশ-অঞ্চলভিত্তিক লাভজনক শস্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন, টেকসই ধান উৎপাদনের জন্য খামার যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন, উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ এবং ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানের ব্যবধান কমিয়ে আনতে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণে ব্রি বহুমুখী কার্যক্রম যেমন ওয়েব বেজ BRKB, Mobile Apps, Rice Crop Manager (RCM), ইজিপি, ই-ফাইলিং, ব্রি রাইস ডক্টর চলমান রয়েছে।





বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর

ময়মনসিংহ-২২০২





বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bina.gov.bd

১.০ ভূমিকা

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে ১৯৬১ সালে প্রথম কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১লা জুলাই ১৯৭২ সালে আণবিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর এ গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সনে আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) নামে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮২ সনে কেন্দ্রটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করে। Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) Ordinance, ১৯৮৪ অধ্যাদেশটি মহান জাতীয় সংসদে আইন হিসেবে পাশ হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ২০১৭ সনের ১১ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের ১১টি স্বতন্ত্র বিভাগ এবং ১৩টি উপকেন্দ্র ও ১টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

১. ১ রূপকল্প (Vision)

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎকর্ষতা সাধন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

পরমাণু ও জীবপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ
- সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন
- কৃষি ভূসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।

১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- কৃষিতাত্ত্বিক, ফসল শারীরতাত্ত্বিক এবং মৃত্তিকা-উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা
- শস্যের নতুন জাতের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অথবা পরীক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর পর্যবেক্ষণ এবং আর্থসামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা
- প্রজনন ও মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং জাতসমূহ সম্প্রসারণের জন্য বীজ বিতরণ করা
- কৃষি পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন ও কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা
- শস্য উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির উপর গবেষণা, সম্প্রসারণ, বেসরকারি সংস্থার জনবল ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান করা
- কৃষি, কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সমস্যার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা



- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা/সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা
- দেশে বিদেশে শিক্ষামূলক ডিগ্রি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং
- গবেষণা, প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/বিদেশি সংস্থার সাথে MoU করা।

১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	অনুমোদিত জনবল
১	গ্রেড-১	১
২	গ্রেড-২	৩
৩	গ্রেড-৩	১৬
৪	গ্রেড-৪	২১
৫	গ্রেড-৫	২
৬	গ্রেড-৬	৫২
৭	গ্রেড-৭	-
৮	গ্রেড-৮	-
৯	গ্রেড-৯	১১৭
১০	গ্রেড-১০	৩৬
১১	গ্রেড-১১	২
১২	গ্রেড-১২	১৩
১৩	গ্রেড-১৩	৭১
১৪	গ্রেড-১৪	৪২
১৫	গ্রেড-১৫	১১
১৬	গ্রেড-১৬	৭০
১৭	গ্রেড-১৭	-
১৮	গ্রেড-১৮	৫
১৯	গ্রেড-১৯	২১
২০	গ্রেড-২০	৯৫
	মোট=	**৫৭৮**

২.০ প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৬
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।	৫৭৮	৪৪০	১৩৮	-
মোট	**৫৭৮**	**৪৪০**	**১৩৮**	-



২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউটসোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩২ (প্রকল্প)	৩২ (রাজস্ব)	৬৪

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
০৪	-	০৪	-	০৮

২.৪ নিয়োগ প্রদান

নতুন নিয়োগ প্রদান				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
১৩	-	৩৬	০৩	৫২

৩.০ অডিট আপত্তি (২০২২-২৩ অর্থবছরে অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণ)

ক্র: নং	দপ্তর/ সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০(৫-৮)	১১
১	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	২২	১৫	৩৭	১১৫৮.৯০	৩৭	১৭	১৩৯.০৯	২০	১০১৯.৮১
মোট		২২	১৫	৩৭	১১৫৮.৯০	৩৭	১৭	১৩৯.০৯	২০	১০১৯.৮১

৪.০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
০৩	-	-	-	-	০৩



৫.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরূদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০	-	০১	-	১০
	সর্বমোট	**১০**	**-**	**০১**	**-**	**১০**

৬.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৬.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউস	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	৬৬টি	০	২১টি	০	৮৭
মোট	**৬৬টি**	**০**	**২১টি**	**০**	**৮৭**

৬.২ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
	সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	২	৩	৪	৫
১	-	০২	০১	০৩
	মোট	**০২**	**০১**	**০৩**

৬.৩ উচ্চশিক্ষা

ক্র: নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	০	দেশে-০১ জন বিদেশে-০৪ জন	০৫	০	১০ জন	১০ জন
	মোট	**০৫**	**০৫**	**০**	**১০ জন**	**১০ জন**



৭.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১৯৫	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১০০ এমবিপিএস ডেডিকেটেড ব্যান্ডউইথ সম্পন্ন LAN সুবিধা চালু আছে	২৩৫

৮.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিনা ৬টি ফসলের ৬টি নতুন জাত (বিনা ধান২৬, বিনা মুগ১২, বিনা মাষ৩, বিনা চিনাবাদাম১১, বিনা সরিষা১২ ও বিনা সফেদা১) এবং ৬টি ননকমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এছাড়াও বিনা কর্তৃক ফসলের বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ৩৬০.৪০ মে. টন বীজ উৎপাদন ও ৩০৭ মে.টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ৩১০০টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। চার হাজার একশত আশি (৪১৮০) জন কৃষক এবং কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বায়ান্নটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৬৫০টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক ধানের ১টি, চীনাবাদামের ১টি, সফেদার ১টি, সরিষার-১টি, মাষের-১টি ও মুগের-১টি মোট ৬টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে
- ননকমোডিটি ৬টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের প্রজনন ও মানসম্মত বীজ ৩৬০.৪০ মে.টন উৎপাদন ও ৩০৭ মে.টন বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের ৬৭ মে.টন বীজ উৎপাদন ও ৫০.৬০ মে.টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে
- দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের তিন হাজার একশতটি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। চার হাজার একশত জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বত্রিশটি সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও তিরাশিটি মাঠ দিবস সম্পন্ন করা হয়েছে
- বায়ান্ন (৫২)টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে
- পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৬৫০টি মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সর্ম্পকে তথ্য প্রদান করা হয়েছে
- মসুর, মুগকালাই, সয়াবিন, মাসকালাই, চীনাবাদাম, বরবটি, ছোলা ও ধৈঞ্চা ফসলের জন্য মোট ৯০৫ কেজি জীবাণুসার উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

৯.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৯.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থবরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
২টি	১৯.৬৯ ১৬.৭৩ (১৫ শতাংশ সংরক্ষণ)	১৬.৬৪৩৫ (বরাদ্দের৮৪.৫৩% এবং ১৫ শতাংশ সংরক্ষণসহ বরাদ্দের ৯৯.৪৮%)	১২টি

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫)	১৫.২১৮৪	৪.৬৯ (১৫% সংরক্ষণসহ ৩.৯৮৬৫)	৩.৯৩ (বরাদ্দের ৮৩.৮৭% এবং ১৫ শতাংশ সংরক্ষণসহ বরাদ্দের ৯৮.৬৬%)	১০০	৮.৩৭৩৫ (বরাদ্দের ৫৫.০২% এবং ১৫ শতাংশ সংরক্ষণসহ বরাদ্দের ৫৭.৬৯%)	৬০
২.	বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭)	১৬৪.০০৯৯	১৫.০০ (১৫% সংরক্ষণসহ ১২.৭৫)	১২.৭১ (বরাদ্দের ৮৪.৭৩% এবং ১৫ শতাংশ সংরক্ষণসহ বরাদ্দের ৯৯.৬৯%)	১০০	১২.৭১ (বরাদ্দের ৭.৭৫% এবং ১৫ শতাংশ সংরক্ষণসহ বরাদ্দের ৭.৮৬%)	২০



৯.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭)	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৬৪.০০৯৯	১৬৪.০০৯৯	-	

৯.৪ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন /২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	বিনার জীব প্রযুক্তি (টিস্যু কালচার ও অ্যান্থার কালচার) গবেষণা উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার আধুনিকীকরণ কর্মসূচি	জুলাই/ ২০২১ থেকে জুন/ ২০২৩	৩৩২.৬০	১৬৩.০০	১৪৭.০০ (৪র্থ কিস্তিসহ) কৃচ্ছতা সাধনের জন্য ৪১১২৩১৪ কোডে আসবাবপত্র বাবদ অর্থছাড় ৫০%।	১৪৬.৯৮	৯৯.৯৯	৯০.১৭	১০০	৩১৬.৫৭	৯৫.১৮ কৃচ্ছতা সাধনের জন্য ৪১১২৩১৪ কোডে আসবাবপত্র বাবদ অর্থছাড় ৫০%।	১০০
২	মিউটেশন ব্রিডিং ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ব্লাস্ট প্রতিরোধী মিউট্যান্ট/লাইন শনাক্তকরণ গবেষণা কর্মসূচি	জুলাই/ ২০২১ থেকে জুন/ ২০২৩	১৪০.০০	৬০.০০	৬০.০০ (৪র্থ কিস্তিসহ)	৫৯.৯৮	৯৯.৯৭	৯৯.৯৭	১০০	১৩৩.৭৭	৯৫.৫৫	১০০
৩	জৈব-ছত্রাকনাশকের গবেষণাগার উন্নয়ন, ফরমুলেশন এবং কৃষকপর্যায়ে	জুলাই/ ২০২১খ্রি. থেকে জুন/ ২০২৪	১৭৫.০০	৯৮.০০	৯৩.০০ (৪র্থ কিস্তিসহ) কৃচ্ছতা সাধনের জন্য ৩২৩১৩০১ কোডে প্রশিক্ষণ বাবদ অর্থছাড়	৯২.৭৮	৯৯.৭৬	৯৪.৬৭	১০০	১০৭.৫১	৬১.৪৩ কৃচ্ছতা সাধনের জন্য ৩২৩১৩০১ কোডে	৮০



	সম্প্রসারণ কর্মসূচি।				৫০%।						প্রশিক্ষণ বাবদ অর্থছাড় ৫০%।	
৪	পরমাণু শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর বাদামি পচা (*Ralstonia solanacearum*) রোগমুক্ত রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন গবেষণা কর্মসূচি।	জুলাই/ ২০২১খ্রি. থেকে জুন/ ২০২৪	১৯০.০০	১১০.৮৬	১১০.৮৫ (৪র্থ কিস্তিসহ)	১১০.৮৫	১০০	৯৯.৯৯	১০০	১৪০.৯২	৭৪.১৬	৮০

১০.০ অবকাঠামো উন্নয়ন

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬
১	বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	০.৪৫		১০০%	বিনা উপকেন্দ্র, মাগুরা এর কভার থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ।

১১.০ জাত ও প্রযুক্তি তথ্য

১১.১ উদ্ভাবিত ও অবমুক্তকৃত জাতের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত ও অবমুক্ত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১টি	বিনা ধান২৬	(ক) জীবনকাল ১২২-১২৭ দিন, আলোক অসংবেদনশীল জাত (খ) গাছের উচ্চতা-১১০ সেমি. (গ) ধানের দানা লম্বা চিকন, ১০০০ ধানের ওজন ২২.৭১ গ্রাম (ঘ) চালে প্রোটিন ও অ্যামাইলজের পরিমাণ যথাক্রমে ৯.৪% এবং ২৬.৪% (ঙ) ফলন হেক্টরে ৫.৮৩ টন



১১.২ নিবন্ধিত জাতের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত ও অবমুক্ত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫টি	বিনা মুগ১২	(ক) খরিপ-১ মৌসুমে চাষ উপযোগী (খ) গাছের উচ্চতা ৪৬-৪৮ সেমি, ১০০০ বীজের ওজন ৩৯.৩৭ (গ) বীজ সবুজ, পাতা গাঢ় সবুজ, আগাম জাত (ঘ) জীবনকাল ৭০-৭৪ দিন (ঙ) গড় ফলন ২.০ টন/হে.
		বিনা মাষ৩	(ক) গাছ খাড়া এবং ডিটারমিনেন্ট টাইপ (খ) গাছের উচ্চতা ৪১.৬ সেমি এবং প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৪১.৬ টি (গ) পরিপক্ক বীজের রং কালো (ঘ) ১০০০ বীজের ওজন ৬৪.৪২ গ্রাম (ঙ) জীবনকাল ৭০-৭৪ দিন, গড় ফলন ১.৬০ টন/হে.
		বিনা সরিষা১২	(ক) গাছের উচ্চতা ৯০-৯৮ সেমি. (খ) পুষ্পমঞ্জুরির শীর্ষে সিলিকুয়াগুলো ঝুটির মত থাকে (গ) বীজ কালো রঙের এবং বীজে তেলের পরিমাণ ৩৭-৩৯% (ঘ) জীবনকাল ৮২-৮৬ দিন (ঙ) গড় ফলন ২.০ টন/হে.
		বিনা সফেদা১	(ক) নাবীজাত, শাঁস তামাটে বাদামি বর্ণের, মোলায়েম, রসালো ও মিষ্টি (খ) ফলের আকার বেশ বড় ও গোলাকার থেকে ডিম্বাকৃতির, সুগন্ধিযুক্ত ও সুস্বাদু (গ) প্রতিটি ফলের ওজন ২৫০-৪৫০ গ্রাম, ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮০-৯০% এবং টিএসএস ২৪-২৮% (ঘ) ফলন : ২৫-৪০ টন হেক্টরে
		বিনা চীনাবাদাম১১	(ক) জাতটি ৭-৮ ডিএস/মি মাত্রার লবণ সহ্য করতে পারে (খ) গাছের উচ্চতা ৬৫-৮৫ সেমি. পাতা ফ্যাকাশে সবুজ বর্ণের, দানা গোলাপী রঙের (গ) ১০০ বাদামের ওজন ৭৫-৭৯ গ্রাম, ১০০ দানার ওজন ৩৪-৩৬ গ্রাম (ঘ) বাদামে আমিষ ও তেলের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২৮.৬৪ ও শতকরা ৫১.৬ ভাগ (ঙ) ফলন : রবি মৌসুমে ২.৭১ টন/হেক্টর ও খরিপ মৌসুমে ২.০২ টন/হেক্টর।

১১.৩ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি তথ্য

প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	(১) রোপা আমন ধান-সরিষা-পাটশাক-আউশ ধান শস্য বিন্যাস	ময়মনসিংহ জেলায় শতকরা ৬৬ ভাগ জমিতে বছরে দু'টি ফসল আবাদ হয়। এ জেলার প্রধান শস্য বিন্যাস রোপা আমন ধান-পতিত-বোরো ধান। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসের নিমিত্তে দুই ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাসে আরো দু'টি ফসল সংযোজন করে রোপা আমন ধান-সরিষা-পাটশাক-আউশ ধান শস্য বিন্যাসটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ শস্য বিন্যাসটি বিদ্যমান শস্যনিবিড়তাকে



প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
		৪০০% ও প্রকৃত মুনাফা ৩৬৯% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম
	(২) খরচ সাশ্রয়ী সৌরশক্তি চালিত (লন মোয়ার) ঘাস কাটার যন্ত্র	লন মোয়ার হলো একটি ঘাস কাটার যন্ত্র। যন্ত্রটি রোটর, মোটর এবং ব্লেডের সমন্বয়ে গঠিত। ব্লেডের উচ্চতা নির্ধারণের মাধ্যমে মোয়ার দ্বারা বিভিন্ন উচ্চতার ঘাস কাটা যায়। এটি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন : হস্তচালিত মোয়ার, রাইডিং টাইপ, ওয়াকিং টাইপ, স্বয়ংচালিত এবং সৌরচালিত মোয়ার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটির অপারেশন, দক্ষতা, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রস্তুতির খরচ ইত্যাদির বিষয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট রয়েছে। সৌরশক্তি চালিত লন মোয়ার ইঞ্জিন চালিত মোয়ারের চেয়ে উত্তম, কারণ এটি দূষণমুক্ত। এটির ব্যবহার সহজ, কম শব্দ সৃষ্টিকারী এবং ফুয়েল ফিলিং স্টেশনে যাতায়াত থেকে মুক্ত। সৌরশক্তি চালিত লন মোয়ারের প্রদান সুবিধা হলো এটি পুণঃনবায়নযোগ্য সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে
	(৩) কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আগাছানাশক ব্যবহার করে আউশ ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয়	আউশ মৌসুমের আবহাওয়া আর্দ্র ও তাপমাত্রা আগাছা জন্মানোর অনুকূলে থাকায় এ মৌসুমে আগাছার উপদ্রব থাকে বেশ। প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক চারা রোপণের ৩-৫ দিনের মধ্যে জমিতে পানি থাকা অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে। পোস্ট ইমারজেন্স আগাছানাশক চারা রোপণের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। আগাছার উপদ্রব যদি বেশি থাকে তবে আগাছানাশক প্রয়োগের ৪০-৪৫ দিন পর হাত দিয়ে নিড়ানি দিতে হবে। সার্বিক ফলাফলে দেখা গেছে পি ও আর্লি পোস্ট ইমারজেন্স আগাছানাশক ব্যবহার রোপণ পদ্ধতিতে বিনাধান১৯ বৃষ্টিনির্ভর অবস্থায় সর্বোচ্চ ফলন দেয়
	(৪) সরিষা চাষাবাদে ম্যাগনেসিয়ামের ক্রান্তিমান নির্ণয়	উচ্চফলনশীল জাতের সরিষার কাঙ্ক্ষিত ফলনোর জন্য মাটিতে ০.৫৯ এমইকিউ % মাত্রার ম্যাগনেসিয়াম থাকা প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ০.৫৯ এমইকিউ % মাত্রার ম্যাগনেসিয়াম সার প্রয়োগে উচ্চফলনশীল সরিষা আবাদে অধিক ফলন নিশ্চিতকরণে নির্ণিত ক্রান্তিমান (০.৫৯ এমইকিউ %) ব্যবহার করে কৃষি বিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণবিদগণ জমিতে সঠিকভাবে ম্যাগনেসিয়াম সারের সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারবে। সর্বোপরি ম্যাগনেসিয়াম সারের সুপারিশ থেকে সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষক উপকৃত হবেন। এতে সরিষা চাষাবাদে ম্যাগনেসিয়াম সারের সঠিক মাত্রা প্রয়োগে কাঙ্ক্ষিত ফলন নিশ্চিত হবে
	(৫) সয়াবিনের প্রধান প্রধান পোকা দমন ব্যবস্থাপনা	সয়াবিনের জেসিড পোকা দমনে অজৈব বালাইনাশক কোরাজেন সবচেয়ে বেশি কার্যকর হলেও বায়োট্রিন ও বায়োম্যাক্স কার্যকরী। ফেরোমন ট্র্যাপ (স্পোডো লিউর) স্থাপনের পাশাপাশি জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রয়োগের স্পেডোপটেরার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সয়াবিনের প্রধান পোকাগুলো সমন্বিত দমনের জন্য কোরাজেন ব্যবহার ১০ দিন পর জৈব বালাইনাশক বায়োট্রিন বা বায়োম্যাক্স ও এসএনপিভি



প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
		এবং প্রয়োজনে পুনরায় কোরাজেন প্রয়োগ করে সয়াবিনের পাতা মোড়ানো, জেসিড ও স্পেডোপটেরা পোকা দমনের ব্যবস্থা নিলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে
	(৬) গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে কক্ষ তাপমাত্রায় পেঁয়াজের গুণগতমান বজায় রেখে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি	সাধারণ কক্ষ তাপমাত্রায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করলে ৩০-৪০% পোস্ট হারভেস্ট ক্ষতি (ওজন হ্রাস, পচন, স্পাউটিং) হয়। গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে পেঁয়াজের ওজন হ্রাস, পচন, স্পাউটিং কমিয়ে আনা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং উক্ত প্রযুক্তির উদ্দেশ্য হলো পেঁয়াজের গুণগতমান বজায় রেখে সাধারণত কক্ষ তাপমাত্রায় পেঁয়াজের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি যা পেঁয়াজের সংরক্ষণোত্তর ক্ষতি কমাবে, বাজারে পেঁয়াজের যোগান দিবে এবং দাম স্থিতিশীল থাকবে

১২.০ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ক্রমিক নং	সমঝোতা স্মারকের নাম/বিষয়	স্বাক্ষরের তারিখ
১	২	৩
১	বিনা এবং প্রজ্ঞা এগ্রো এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড	২২/০৮/২০২২
২	বিনা এবং ব্র্যাক সিড এবংএগ্রো এন্টারপ্রাইজ (এসএই)	০৭/০৯/২০২২
৩	বিনা এবং অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই)	২৭/১০/২০২২
৪	বিনা এবং গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)	০৫/০৪/২০২৩
৫	বিনা এবং সিনজেনটা	০৬/০৬/২০২৩
৬	বিনা এবং কেমিকন বায়ো-প্রোডাক্ট	১২/০৬/২০২৩

১৩.০ বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

- মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে ফসলের জাত উদ্ভাবনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিনা ২০২১ সালে 'Outstanding Achievement Award অর্জন করে
- মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শামছুন্নাহার বেগম কর্তৃক কৃষি গবেষণায় মিউটেশন ব্রিডিং এর স্বীকৃতিসরূপ ২০২১ সালে 'Women in Plant Breeding Award" of FAO-IAEA of the United Nations' পুরস্কার লাভ
- ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দ্বিতীয় স্থান অর্জন
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচক [৫.১.১] অনুসারে 'কৃষকের মাঝে উদ্ভাবনী কাজে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায়' ড. শামছুন্নাহার বেগম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে সম্মাননা প্রাপ্তি



১৪.০ পুরস্কার/স্বীকৃতি/বিশেষ অর্জন

- মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে ফসলের জাত উদ্ভাবনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিনা ২০২১ সালে "Outstanding Achievement Award" অর্জন করে
- মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শামছুন্নাহার বেগম কর্তৃক কৃষি গবেষণায় মিউটেশন ব্রিডিং এর স্বীকৃতিসরূপ ২০২১ সালে "Women in Plant Breeding Award" of FAO-IAEA of the United Nations পুরস্কার লাভ
- ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দ্বিতীয় স্থান অর্জন
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচক [৫.১.১] অনুসারে 'কৃষকের মাঝে উদ্ভাবনী কাজে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায়' ড. শামছুন্নাহার বেগম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে সম্মাননা প্রাপ্তি



বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭





বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bjri.gov.bd

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে মানিক মিয়া এভিনিউতে অবস্থিত। স্যার আর.এস.ফিনলোর নেতৃত্বে ১৯০৪ সালে ঢাকায় প্রথম পাটের গবেষণা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয় এবং বর্তমান স্থানে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। পাটের অঞ্চলভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও চান্দিনায় পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং নশিপুর, দিনাজপুর-এ পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা খামার রয়েছে। পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশি/বিদেশি বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য তৎকালীন ইন্টারন্যাশনাল জুট অর্গানাইজেশন (IJO) এর আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের ৬০০০-এর অধিক জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে।

বিজেআরআই বর্তমানে তিনটি ধারায় তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে

(১) পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, এর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা

(২) পাটের শিল্প গবেষণা তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা এবং

(৩) পাটের টেক্সটাইল তথা পাট এবং তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রণে পাট জাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা

১.১ রূপকল্প (Vision)

পাটের গবেষণা ও উন্নয়নে উৎকর্ষ অর্জন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

পাটের কৃষি ও কারিগরি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক ও পাট সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের উপার্জন বৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা করা।

১.৩ কার্যাবলি

- পাটের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত উচ্চফলনশীল পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাত উদ্ভাবন, লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল ও আলোক অসংবেদনশীল এবং রোগ ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত সার ব্যবস্থাপনা এবং পাট পচনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা
- পাটের শিল্প (মৌলিক ও প্রায়োগিক) গবেষণার মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন পণ্য তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট জাত দ্রব্যসামগ্রীর মানোন্নয়নপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পাট পণ্য উৎপাদনে পাট শিল্পকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা
- পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় পাটের ভূমিকা নিরুপণ, নব উদ্ভাবিত পাট ও পাটজাত পণ্যের অর্থনীতি ও বিপণন গবেষণার মাধ্যমে উহার গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং পাটের বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার উপায় নির্ধারণ



- কৃষক, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদগণের পাট সংক্রান্ত জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার বিনিময় এবং বিকাশের লক্ষ্যে নিয়মিত সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা
- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরি ও অর্থনৈতিক গবেষণা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণ
- উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ প্রজনন পাট বীজ উৎপাদন, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে মান ঘোষিত (টিএলএস) উন্নত মানের পাট বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ; নির্বাচিত চাষি, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সির নিকট বিতরণ
- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন
- ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাতের পাটের প্রদর্শন এবং এই সকল জাতের পাট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, মনোগ্রাম, বুলেটিন এবং পাট গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসল চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারী এবং চাষিদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরি গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পাট পণ্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন

২.০ প্রশাসনিক তথ্য

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫৭৬	৪৪৬	১৩০	-
মোট	**৫৭৬**	**৪৪৬**	**১৩০**	-

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

প্রকল্প	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতীত)	আউটসোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (৩য় সংশোধিত)	৪৫	-	৪৫
জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম মেয়াদ বৃদ্ধি ও ১ম আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বিত) প্রকল্প।	৭	-	৭

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ-১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
১৩	৯	২৪	৯	৫৫



২.৪ নিয়োগ প্রদান

নতুন নিয়োগ প্রদান				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ-১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
৪৩	১	১২	৩	৫৯

৩.০ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরের উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বিএস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
						সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৭টি	১২টি	৫৯টি	২৬৮৫.৭৬	৫৯টি	১৪টি	৩৪৪.৪১	৪৫টি	২৩৪১.৩৫

৪.০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৪	১	-	১	২	২

৫.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

ক্র: নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫	-	২	১	৬
	সর্বমোট	৫	-	২	১	৬



৬ মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৬.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ							
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউস		অন্যান্য		মোট	
			সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	-	-	৩০ টি	১১৫১ জন	১৩ টি	৪৯ জন	৪৩ টি	১২০০ জন
মোট	-	-	**৩০ টি**	**১১৫১ জন**	**১৩ টি**	**৪৯ জন**	**৪৩ টি**	**১২০০ জন**

৬.২ উচ্চশিক্ষা

ক্র: নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	-	১ জন	১ জন	-	৫ জন	৫ জন
	মোট	**১ জন**	**১ জন**	-	**৫ জন**	**৫ জন**

৭.০ তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কিনা	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কিনা	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কিনা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১২০	আছে	আছে	নাই	২৫০ জন

৮.০ কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০২২ -২০২৩)

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২২-২৩ অর্থবছরে আঁশ ও বীজ ফসলের মোট ১১৩টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে পাট কর্তনের নিমিত্তে জুট হার্ভেস্টার উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এর আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ও সারা দেশে চাষাবাদ উপযোগী তোষা পাটের একটি জাত বিজেআরআই তোষা পাট ৯ এবং কেনাফের একটি উচ্চফলনশীল জাত বিজেআরআই কেনাফ ৫ উদ্ভাবন করা হয়েছে। নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে ৪৭টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। পাট থেকে উৎপাদিত মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজের গুণগত মান উন্নয়ন করা হয়েছে যা ওষুধ শিল্পে বাইন্ডার হিসেবে ও খাদ্য শিল্পে এডিটিভ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। পাট কাঠি থেকে উৎপাদিত চারকোল ও সক্রিয় কার্বন ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সুক্ষ্ম পর্যায়ে গবেষণা করা হয়েছে যা পানি ফিলট্রেশন ও প্রসাধনী তৈরির কাজে ব্যবহার করা যাবে। পাট থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানের মন্ড তৈরি করা হয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের কাগজ তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে। প্রকল্পের আওতায় জিনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দ্রুতবর্ধনশীল, বিছাজাতীয় পোকা প্রতিরোধী, কান্ড পচা রোগ সহনশীল, পাটের ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ত সহনশীল এবং কম লিগনিন যুক্ত চাহিদা ভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাট ও পাটজাত পণ্যকে ২০২৩ সালের বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অধিকন্তু সোনালি আঁশ পাট কৃষিপণ্য হিসেবেও ঘোষিত হয়েছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের এই ইতিবাচক ঘোষণা বাণিজ্যিকভাবে পাট উৎপাদনে এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পাট ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।



কৃষি গবেষণার বিভিন্ন বিভাগে পাটের জার্মপ্লাজম ক্যারেক্টারাইজেশন, জাত উন্নয়ন, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শস্য পর্যায়ে (Cropping pattern) উদ্ভাবন, উন্নত পাট পচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১১৩টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- তোষা পাটের একটি অগ্রবর্তী সারি ও-০৪৩-৭-৯ এবং কেনাফের একটি অগ্রবর্তী সারি কেবিএল ১৫৫ (১) থেকে যথাক্রমে বিজেআরআই তোষা পাট ৯ ও বিজেআরআই কেনাফ ৫ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়েছে
- প্রজনন বিভাগের ক্যাপসুলারিস শাখার ৯টি পরীক্ষণ, অলিটরিয়াস শাখার ১৯টি পরীক্ষণ এবং কেনাফ ও মেস্তা শাখার ১০টি পরীক্ষণসহ সর্বমোট ৩৮টি পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে
- তোষা পাটের আর একটি সারি ও-০৪৯-১-৩ অগ্রবর্তী ফলন পরীক্ষায় (Advanced zield trial) তুল্য জাতের চেয়ে ২.৯০% বেশি ফলন পাওয়া গিয়েছে
- কম আলোকে সংবেদনশীল, স্বল্প দিবস দৈর্ঘ্য গুণসম্পন্ন দেশি পাটের একটি লাইন বিজেসি ৮৭০ আগাম বপন উপযোগী সারি হিসাবে উদ্ভাবন/শনাক্ত করা হয়েছে
- মেস্তার একটি অগ্রবর্তী লাইন এসএম-২ মাঠ মূল্যায়ন পর্যায়ে আছে
- দেশী পাটের দুইটি অগ্রবর্তী সারি (BJC-870, BJC-2262) এবং তোষা পাটের দুইটি অগ্রবর্তী সারি (O-043-7-9, O-0512-6-2) হলুদ মাকড় এবং চেলে পোকা সহনশীল হিসেবে পাওয়া গেছে। কেনাফের দুইটি অগ্রবর্তী সারি (KBL-155-1, KBL-73) তে মধ্যম মাত্রার ছাতরা পোকা সহনশীল এবং স্পাইরাল বোরার প্রতিরোধী পাওয়া দেখা গেছে । মেস্তার দুইটি অগ্রবর্তী সারি (SM-2, SM-5) তে মধ্যম মাত্রার ছাতরা পোকা এবং স্পাইরাল বোরার সহনশীল হিসেবে পাওয়া দেখা গেছে যা পরবর্তীতে পোকামাকড় আক্রমণ সহনশীল/প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে সহায়তা করবে
- চারটি নতুন মাকড়নাশক Abcon 1.8EC, Buletproof 70WP, Mardani 50.5SP & Zarib 30SC) এবং পনেরটি নতুন কীটনাশক (Sabder 5EC, Talus 95SP, Minaar 60EC, Tearon Plus 20EC, Fuel Core 18SC, Hil Top Plus 3WG, Nistril 55EC, Sultan 35WP, Land Star 10WDG, Skipper 20SC, Tzcon 15WP, Intrepid 9SC, Runzoate 5SG, Haz-BT & Fatek 5EC) যথাক্রমে পাটের হলুদ মাকড় ও বিছা পোকা দমনের জন্য পিটাক কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। হলুদ মাকড় দমন ব্যবস্থাপনায় তোষা পাটে হলুদ মাকড়ের আক্রমণ কমানোর লক্ষ্যে আগাম বীজ বপন পরিহার করতে সুপারিশ করা যেতে পারে
- কেনাফের ১০টি এক্সেশন (১৫৭১, ১৫৭৩, ১৫৮৮, ১৬০৯, ১৬২১, ১৬৩২, ১৬৩৯, ১৬৪২, ১৬৪৪, ও ১৬৫৭), মেস্তার ১০টি এক্সেশন (১৭৪১, ১৭৮৫, ২৮০৩, ২৯৫২, ৩৩৯৯, ৩৫৭১, ৩৫৭২, ৩৫৭৮, ৩৫৮৫ ও ৩৬৫৬), তোষার ১০টি এক্সেশন (১০৩৮, ১১১০, ১১১৮, ১২৩৪, ১২৪৭, ১২৬১, ১৩৯৪, ১৪৬৭, ৩৭২৪ ও ৩৭৬০) এবং দেশির ৯টি এক্সেশন (৩০, ৫৪, ৬৫, ৭০, ১১২, ৬২০, ৬২৮, ৬৩৮ ও ৬৪৫) কান্ডপচা রোগের ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী হিসেবে পাওয়া গেছে যা পরবর্তীতে রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে সহায়তা করবে
- দেশী পাটের ২টি অগ্রবর্তী সারি (সি ২২৬২ ও সি ৮৭০), তোষার ২টি অগ্রবর্তী সারি (ও ০৫১২-৬-২, ও ০৪৩-৭-৯), কেনাফের ২টি অগ্রবর্তী সারি (কেবিএল ১ ও কেবিএল ৭৩) এবং মেস্তার ২টি অগ্রবর্তী সারি (এসএম ২ ও এসএম ৫) কান্ডপচা রোগের ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী হিসেবে পাওয়া গেছে যা পরবর্তীতে রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে সহায়তা করবে
- কান্ডপচা রোগ দমনে মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে নতুন ৪টি (Vanish 69% WP, Pearlz M-45, Si-licar 50 WP, Czmox super 72% WP) ছত্রাকনাশকের ভালো ফল পাওয়া গেছে এবং শিকড় পচা রোগ দমনে ১টি ছত্রাকনাশকের (Amotop 325 SC) ভালো ফল পাওয়া গেছে, আগা মড়া রোগ দমনে মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে নতুন ৩টি ছত্রাকনাশক (Unijoz 75% WDG, Fiona 80 WDG, Dithane M-45) এ ভালো ফল পাওয়া গেছে, শুকনা ক্ষত রোগ দমনে মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে নতুন ২টি ছত্রাকনাশক Dithane M-45, Victor plus 60 WDG এ ভালো ফল পাওয়া গেছে এবং এই ছত্রাকনাশকগুলো পিটাক কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে



- জুট ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পাট ভিত্তিক তিন ফসলি ও চার ফসলি ৪টি উন্নত শস্য বিন্যাস, ১। বোরো/পাট-রোপা আমন/সরিষা; রোপা পাট-রোপা আমন/সরিষা; ২। আলু-মুগ/কেনাফ-রোপা আমন; ৩। ভূট্টা-পাটশাক-পাট-ঢেঁড়শ এবং ৪। গম-পাট-রোপা আমন (দক্ষিণাঞ্চলের জন্য) উদ্ভাবন করা হয়েছে
- বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট ও সমজাতীয় আঁশ ফসলের নতুন জাত সমূহকে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিজেআরআই এর আঞ্চলিক ও উপ-কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৫০টি আঁশ ও ২৪১টি বীজ ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে
- সারাদেশে ১৩৩টি আঁশ ফসল ও ৭৯টি বীজ ফসলের ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত জাতসমুহের মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা এবং কৃষক পর্যায়ে পরিচিত এবং সম্প্রসারণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে
- বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট ও কেনাফের বিভিন্ন জাতের ৮৫টি জুট ভিলেজ স্থাপনের মাধ্যমে আঁশ ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়
- এছাড়াও ১৬টি আঁশ মাঠ দিবসের মাধ্যমে পাট ও সমজাতীয় আঁশ ও ১৪টি বীজ ফসলের উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়
- ও-০৪৩-৭-৯ এর আঁশ উৎপাদনের জন্য বপন পরবর্তী ৬০-৭৫ ও ৯০-১০৫ দিন বেশী গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। ১২০ দিন বয়সে ও-০৪৩-৭-৯ কর্তণে আঁশর সর্ব্বোচ্চ ফলন পরিলক্ষিত হয় যা গাছ প্রতি ১৫ গ্রাম
- দেশী পাটের (সিভিএল-১) বীজ উৎপাদনের জন্য যশোর অঞ্চলে ১৫ আগস্ট এবং রংপুর অঞ্চলে ১ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে বীজ বপন করলে সর্ব্বোচ্চ ফলন ও উৎকৃষ্ট মানের বীজ পাওয়া যাবে
- সর্ব্বোচ্চ ফলন ও উৎকৃষ্ট মানের তোষা পাটের (ও-৯৮৯৭) বীজ পাওয়ার জন্য যশোর ও ফরিদপুর অঞ্চলে ১৫ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এবং রংপুর অঞ্চলে ১৫ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বীজ বপন সম্পন্ন করতে হবে
- সর্ব্বোচ্চ ফলন ও উৎকৃষ্ট মানের কেনাফের (এইচসি-৯৫) বীজ উৎপাদনের জন্য কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে ১৫ আগস্ট, যশোর অঞ্চলে ১৫ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এবং রংপুর অঞ্চলে ১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে বীজ বপন করলে ফলন ও বীজের মান সর্বোচ্চ পরিলক্ষিত হয়
- লবণাক্ত অবস্থায় পাট বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ৪ ধরনের রাসায়নিক পদার্থসহ মোট ৫ ধরনের দ্রব্য দিয়ে বীজ ভিজালে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়। জেআরও -৫২৪ এর চাইতে বিজেআরআই তোষা পাট-৮ -এ জলাবদ্ধ অবস্থায় ভাল বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়
- ১০ - ২০ এপ্রিলের মধ্যে বিজেআরআই তোষা পাট ৮ বপন করা হলে সর্বোচ্চ আঁশের ফলন (৩.০৩-৩.৩০ টন/হেক্টর) পাওয়া যায় যা তুল্য জাতের চেয়ে ১৬.৫% বেশি
- তোষা পাটের অগ্রবর্তী সারি ও-০৪১২-৯-৪ এবং ও-০৪৩-৭-৯ মাঠ ফলন পরীক্ষায় (Advanced yield triall) তুল্য জাতের (রবি-১) চেয়ে ৫.৯২% বেশি ফলন পাওয়া যায়
- দেশি পাটের আগাছা দমনের ক্ষেত্রে বীজ বপনের ১০-১৫দিনের মধ্যে Fenoxaprop-p-ethzl Ges Ethoxz sulfuron একই দিনে ১০০% RD দিয়ে স্প্রে করার ২০ দিন পর একটি নিড়ানি দিলে কম খরচে সবচাইতে ভালো (৩.০১-৩.১৬ টন/হেক্টর) ফলন পাওয়া যায়
- দেশি, তোষা এবং কেনাফের ৪টি অগ্রবর্তী সারি (C-870, O-043-7-9, KBL-73, KBL-155(১) এবং ৩টি তুল্য জাতের (CVL-1, BJRI Tossa Pat-8, BJRI Kanaf-4) পচন সময়কাল এবং আঁশের গুণাগুণ নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। অগ্রবর্তী সারি ও তুল্য জাত সমূহের পচন সময়কাল ছিল ১৮ দিন
- পাট পচন পানি এবং পাট ফসলের ও পুকুরের মাটি থেকে ১২টি পাট পচনধর্মী ব্যাকটেরিয়াল আইসোলেট পৃথক করা হয়েছে
- ও-৯৮৯৭, বিজেআরআই তোষা পাট-৮, সিভিএল-১ এবং বিজেআরআই দেশি পাট-৯ এর ৯০, ১০৫ ও ১২০ দিনের পাট গাছের প্রচলিত এবং রিবন রেটিং পদ্ধতিতে আঁশের গুণাগুণ (Fibre strength, brightness, fineness) নির্ধারণ করা হয়েছে। রিবন রেটিং পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পাট আঁশের strength ও brightness ভালো মানের ছিল



- কেনাফের ৩টি জাত যেমন: এইচসি-৯৫, বিজেআরআই কেনাফ-৩ ও বিজেআরআই কেনাফ-৪ এবং মেস্তার ১টি জাত সামু'৯৩ ও ১টি অগ্রবর্তী সারি এসএম-৫ এর ১০০, ১২০, ১৪০ এবং ১৬০ দিন বয়সের গাছের আঁশের তুলনামূলক গুণাগুণ (Fibre strength, brightness, fineness & color) নির্ধারণ করা হয়েছে
- জীন ব্যাংক শাখা কর্তৃক ২০২২-২০২৩ সালে সর্বমোট ২০টি জার্মপ্লাজম (দেশি পাটের ৮টি, তোষা পাটের ১০টি ও কেনাফের ২টি) সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২২ সালে মোট ১৩৭টি (দেশি পাটের ৪৫টি, তোষা পাটের ৩৫টি, কেনাফের ২৭টি ও মেস্তার ৩০টি) জার্মপ্লাজমের অঙ্গসংস্থানিক ও কৃষিতাত্ত্বিক চরিত্রায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া কেনাফের ২৬টি ও মেস্তার ২৫টি জার্মপ্লাজমের মূল্যায়ণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও মোট ৫৩০টি জার্মপ্লাজমের বীজ বর্ধন এবং গবেষণা কাজে ৮৪১ টি জার্মপ্লাজমের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে
- জেনেটিক রিসোর্সেস এন্ড সিড বিভাগের প্রজনন বীজ শাখা বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫১০ কেজি প্রজনন বীজ (২৫০ কেজি দেশি, ৬৭৫ কেজি তোষা এবং ৫৭৫ কেজি কেনাফ) উৎপাদন করে বিএডিসি ও ৫টি বেসরকারি পাট বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে
- বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬.৪৯ টন মান ঘোষিত বীজ (টিএলএস) উৎপাদন করা হয়েছে

৯.০ কারিগরি গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০২২-২০২৩)

- কারিগরি গবেষণা উইং এর বিদ্যমান বিভাগ গুলোর মাধ্যমে নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে গত ০১ বছরে ৪৭টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে
- পাট আঁশ রেইনফোর্সিং মেটেরিয়াল এবং পলিয়েস্টার রেজিন ও এলোভেরা জেল (AVG) ম্যাট্রিক্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে জুট কম্পোজিট তৈরি করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত কম্পোজিটের তাপ পরিবাহিতা, Thermogravimetric Analysis (TGA), এবং Fourier Transform Infrared Spectroscopz (FTIR) টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে
- ন্যানো ক্লে দিয়ে পলিয়েস্টার মডিফিকেশন করে কম্পোজিট তৈরির পূর্বে পাট আঁশ তোষা এবং দেশি জাতের উপর অ্যালকালি ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে এবং বিভিন্ন গুণাগুণ নির্নয় করা হয়েছে
- কম্পোজিট তৈরির পর কম্পোজিটের বিভিন্ন প্যারামিটার/ গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে
- বিজেআরআই উদ্ভাবিত কেনাফ ফাইবারের বিভিন্ন variety এর গুণাগুণ নির্নয় করা হয়েছে যা দেখে ভবিষ্যতে কোন variety পাট কোন পণ্যের জন্য উপযোগী তা নির্ধারণ করতে সহজ হবে
- পাট, কেনাফ, আনারসের আঁশ দিয়ে থার্মোপ্লাস্টিক কম্পোজিট তৈরি করে তাদের গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে
- প্রাকৃতিক আঁশের ডাটা ব্যাংক তৈরির লক্ষ্যে পাট, নারিকেল এবং বাঁশ আঁশের এর ৩টি গুণাগুণ নির্ণয় করা হয় এবং তা দিয়ে ডাটাবেস তৈরি করা হয়। ডাটাবেস থেকে প্রোডাক্ট তৈরির পূর্বে ডিজাইন পেরামিটার নির্ণয় এবং পলিসি মেকাররা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবে তা দেখানো হয়েছে
- আখের ছোবড়াকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে পাটের সাথে মিক্স করে পিপি প্লাস্টিক দিয়ে হাইব্রিড কম্পোজিট তৈরি করে গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে, যা পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে
- পাট থেকে অগ্নিরোধী ও পানিরোধী ফেব্রিক্স তৈরি করা হয়েছে যা টেকনিক্যাল টেক্সটাইল কাজে ব্যবহার করা যাবে
- পাট থেকে উৎপাদিত মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজের গুণগত মান উন্নয়ন করা হয়েছে যা ওষুধ শিল্পে বাইন্ডার হিসেবে ও খাদ্য শিল্পে এডিটিভ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে
- পাট কাঠি থেকে উৎপাদিত চারকোল ও সক্রিয় কার্বন ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সুক্ষ পর্যায়ে গবেষণা করা হয়েছে যা পানি ফিলট্রেশন ও প্রসাধনী তৈরির কাজে ব্যবহার করা যাবে
- পাট থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানের মন্ড তৈরি করা হয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের কাগজ তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে
- পাট থেকে অক্সালিক এসিড তৈরি করা হয়েছে যা টেক্সটাইল শিল্পে ব্লিচিং কাজে ও স্টেইন রিমুভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে
- পাটের আঁশ এবং পাটের ক্যাডিস থেকে হ্যান্ডমেইড কাগজ তৈরি করা হয়েছে



- পাটের টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহারের জন্য বায়োকেমিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করে পাট আঁশের মান উন্নয়ন করা হয়েছে
- পলিথিনের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করার জন্য পাট থেকে বায়োডিগ্রাডেবল পলিমার জুট পলি তৈরি করা হয়েছে
- পাট শিল্প কারখানার কাটিংস থেকে পৃথকীকৃত অনুজীব (ফাংগাস এবং ব্যাকটেরিয়া) এবং অনুজীব থেকে তৈরি এনজাইম কাটিংস বা পাটের গোড়া নরমকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে
- পাটের ফেব্রিক্স এর উপর এনজাইম প্রয়োগ করে ফেব্রিক্স এর গুণগত মান উন্নয়ন করা হয়েছে
- এনজাইম প্রয়োগ করে পাটের শুকানো ছাল থেকে আঁশ উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- পাটের পাতার ফ্যাট/তৈল এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে
- পাট পাতার চায়ের বায়োকেমিক্যাল এনালাইসিস ও এন্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি নির্ণয় করা হয়েছে
- পাটের কাপড় থেকে oil stain এবং অন্যান্য দাগ দুরীকরন এর ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- কাঁঠাল পাতা থেকে প্রাকৃতিক রং আহরণ করে পাটের ফেব্রিক্স রঞ্জিত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার ও রপ্তানীযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে পাট ও কলা আঁশের বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণ করে উন্নত মানের সুতা উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- ওয়ার্প হিসাবে কটন সুতা এবং ওয়েফট হিসাবে পাটের সুতা ব্যবহার করে irregular satin ডিজাইনের কাপড় উৎপাদন করা হয়েছে
- পাটের বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে জুট কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক্স দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইন এর পাটের ব্যাগ উৎপাদন করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- জুট এবং জুটকটন ব্লেন্ডেড ফেব্রিক্সের ওপর পিগমেন্ট প্রিন্টিং প্রয়োগ এবং প্রয়োগকৃত ডাইড ফেব্রিকের ভৌত গুণাবলী নির্ণয় করা হয়েছে
- উন্নত ডাইং (ব্লিচিং) পদ্ধতির মাধ্যমে অফহোয়াইট টেক্সারযুক্ত জুট-কটন ব্লেন্ডেড ফেব্রিক প্রস্তুত করা হয়েছে
- পাটের শিল্প প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ০১টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলমান আছে

১০.০ জুট-টেক্সটাইল উইং এর গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০২২-২০২৩)

- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে পাট, তুলা ও ভিসকস আঁশ মিশ্রিত সুতা তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ০১টি লিফলেট (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিঃ) প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শিল্পপতি, স্থানীয় তাঁত শিল্প এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মালিকগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে
- বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, গবেষণা হাইলাইটস এবং গবেষণা কর্মসূচি প্রকাশ করা হয়েছে
- পাট ও তুলা মিশ্রিত সুতা দ্বারা ১০ মিটার পাট ও তুলা মিশ্রিত গ্রে ফেব্রিক রঞ্জিতকরণ করা হয়েছে
- ৩০ মিটার পাট ও তুলা মিশ্রিত কাপড়ের নমনীয়তা (Softness) গুণাগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) এবং বিজেআরআই এর কারিগরি উইং এর বিজ্ঞানীদের চাহিদা মোতাবেক ১০টি সেবা প্রদান করা হয়েছে
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের (এসএমই) ০৫টি সেবা প্রদান করা হয়েছে



১১.০ উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি টাকা)	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের সাফল্য
১	২	৩	৪	৫
পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (৩য় সংশোধিত)	০১-০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০২৩	১৩৫.৪৬	৩.৮৪	১। পাটের বিছা পোকা প্রতিরোধী জাত বিটি পাট, কম লিগনিন সম্পন্ন পাট জাত, দ্রুতবর্ধনশীল পাট জাত এবং রোগ প্রতিরোধী পাট জাত উদ্ভাবনের লক্ষে ট্রান্সজেনিক পাটের লাইন বিভিন্ন জেনারেশন মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে। ২। আগাম কর্তন উপযোগী, রোগ প্রতিরোধী, উচ্চফলনশীল ও উন্নত মানের আঁশ বিশিষ্ট পাটের চারটি (তোষা পাটের ২টি এবং দেশি পাটের ২টি) নতুন লাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে। সাদা পাটের ১টি অগ্রবর্তি সারি শশি-১ কে জাত হিসেবে অবমুক্তির লক্ষ্যে DUS টেস্ট এবং আঞ্চলিক ফলন মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে। ৩। নতুন উদ্ভাবিত ধইঞ্চার জিনোম সিকোয়েন্সিং বিশ্লেষণ করে এর বায়ুমণ্ডল হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জিনসমুহ সনাক্ত করে পাটসহ অন্যান্য ফসলে প্রয়োগের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৪। পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন করা হয়েছে, যার বেশিরভাগ বিভিন্ন
'জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ' (২য় সংশোধিত)	০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২২ (আরও ১ বছর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে)	৪২.৪০	১৭.০৯	১। প্রকল্পের আওতায় ৪টি লটে ভুমি উন্নয়নের কাজ, লাইন ও তার (বিদ্যুৎ সরবরাহ) নির্মাণ কাজ, সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন, আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, কর্ভাড থ্রেসিং ফ্লোর, ওপেন থ্রেসিং ফ্লোর, মূল গেট নির্মাণ, স্টুডিও টাইপ অফিসার্স ভবন (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ এবং স্টাফদের সিঙ্গেল কোয়ার্টার (২ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২। অফিস এবং প্রশিক্ষণ কাম ডরমিটরি ভবন (৪ তল ফাউন্ডেশন বিশষ্ট ৪ তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ, রেটিং ট্যাংক খনন, এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ, পানি সরবরাহ লাইন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৩। জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু দেশি পাটের জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাছাইকৃত ৪টি অগ্রবর্তী লাইনের (WLT_1, WLT_3, WLT_4 এবং WLT_5) মাঠ মূল্যায়নের ২য় বছরের পরীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪। শীতকালীন সবজি (টমেটো, বেগুন, মূলা), মরিচ ও ফল

১২.০ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- বিজেআরআই প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট ৫৬টি পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত (বিজেআরআই দেশি পাট শাক-২, বিজেআরআই দেশি পাট শাক-৩ এবং বিজেআরআই মেস্তা-৪ সহ যা সবজি মেস্তা-২ নামে পরিচিত) উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৮টি (১১টি দেশি পাট, ৮টি তোষা পাট, ৫টি কেনাফ ও ৪টি মেস্তা) উন্নত জাত বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। সুপারিশকৃত এই ২৮টি উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়কালে ১৭টি জাত (দেশি পাটের-৭টি, তোষা পাটের-৪টি, কেনাফের-৩টি এবং মেস্তার-৩টি) উদ্ভাবিত হয়েছে
- লবণাক্ত এলাকায় পাট চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদ উপযোগী লবণাক্ত সহিষ্ণু দেশি পাটের দুইটি জাত বিজেআরআই দেশি পাট-৮ (লবণাক্ত সহিষ্ণুতা ৮ ডিএস/মি) এবং বিজেআরআই দেশি পাট-১০ (লবণাক্ত সহিষ্ণুতা ১২ ডিএস/মি) উদ্ভাবন করা হয়েছে
- পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, রোগ-বালাই ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শষ্য পর্যায় এবং পাট পচন প্রক্রিয়ার উপর ৭৩টি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- পাটের কারিগরি গবেষণায় ৩৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে
- নদীর বাঁধ নির্মাণ, রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নবউদ্ভাবিত 'জুট জিও-টেক্সটাইল' প্রযুক্তিটি মূলত পাট দিয়ে তৈরি একটি প্রোডাক্ট। আধুনিক সিভিল/কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রযুক্তিটি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে
- পাট থেকে অগ্নিরোধী ও পানিরোধী ফেব্রিক্স তৈরি করা হয়েছে যা টেকনিক্যাল টেক্সটাইল কাজে ব্যবহার করা যাবে
- পাট থেকে উৎপাদিত মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজের গুণগত মান উন্নয়ন করা হয়েছে যা ওষুধ শিল্পে বাইন্ডার হিসেবে ও খাদ্য শিল্পে এডিটিভ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে
- পাট কাঠি থেকে উৎপাদিত চারকোল ও সক্রিয় কার্বন ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সুক্ষ্ম পর্যায়ে গবেষণা করা হয়েছে যা পানি ফিলট্রেশন ও প্রসাধনী তৈরির কাজে ব্যবহার করা যাবে
- পাট থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানের মন্ড তৈরি করা হয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের কাগজ তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে
- পাট থেকে অক্সালিক এসিড তৈরি করা হয়েছে যা টেক্সটাইল শিল্পে ব্লিচিং কাজে ও স্টেইন রিমুভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে
- পাটের আঁশ এবং পাটের ক্যাডিস থেকে হ্যান্ডমেইড কাগজ তৈরি করা হয়েছে
- পাটের টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহারের জন্য বায়োকেমিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করে পাট আঁশের মান উন্নয়ন করা হয়েছে
- পলিথিনের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করার জন্য পাট থেকে বায়োডিগ্রাডেবল পলিমার জুট পলি তৈরি করা হয়েছে
- পাট, কেনাফ, আনারসের আশঁ দিয়ে থার্মোপ্লাস্টিক কম্পোজিট তৈরী করে তাদের গুণাগুন নির্ণয় করা হয়েছে
- প্রাকৃতিক আঁশের ডাটা ব্যাংক তৈরীর লক্ষ্যে পাট, নারিকেল এবং বাঁশ আঁশের এর ৩টি গুণাগুণ নির্ণয় করা হয় এবং তা দিয়ে ডাটা বেস তৈরি করা হয়। ডাটা বেস থেকে প্রোডাক্ট তৈরির পূর্বে ডিজাইন প্যারামিটার নির্ণয় এবং নীতি-নির্ধারকগণ কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন তা দেখানো হয়েছে
- পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানীযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সাড়ে সাত (৭.৫) কাউন্টের পাটের সুতায় তৈরি ফার্নিশিং ফেব্রিক উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা শিল্পে ব্যবহারযোগ্য
- জুট নিটেড ফেব্রিক্স তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- শার্টিং ফেব্রিক্স এর নমনীয়তা বৃদ্ধি করে মানোন্নয়ন করা হয়েছে
- জুট-কটন ব্লেন্ডেড গ্রে ফেব্রিক্স এর বিদ্যমান Picks/inch বৃদ্ধি করে মানোন্নয়ন করা হয়েছে
- পাট ও তুলা মিশ্রিত সুতা দ্বারা ১০ মিটার পাট ও তুলা মিশ্রিত গ্রে ফেব্রিক রঞ্জিতকরণ করা হয়েছে
- ৩০ মিটার পাট ও তুলা মিশ্রিত কাপড়ের নমনীয়তা (Softness) গুণাগুন বৃদ্ধি করা হয়েছে
- পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণার সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানীরা ২০১০ সালে তোষা পাটের, ২০১২ সালে পাটসহ পাঁচ শতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক *Macrophomina phaseolina* এবং ২০১৩ সালে দেশি পাটের জিনোমসিকুয়েন্স উন্মোচন করেছেন। এছাড়া জিনোম গবেষণায় জড়িত বিজ্ঞানীরা ২০১৮ সালে ধইঞ্চার *(Sesbania bispinosa)* জীবননকশা উন্মোচন



অর্থাৎ জিনোম সিক্যুয়েন্সিং সম্পন্ন করিয়া ইহার জিনসমূহ শনাক্ত করিতে সক্ষম হয়েছেন। ধইঞ্চার জিনোম গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো। বায়ুমন্ডলে থাকা ৭৬ ভাগ নাইট্রোজেন প্রচলিত ফসল সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু দেশে প্রাচীনকাল হতে সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত ধইঞ্চার শিকড় ও কান্ডে এক ধরণের নডিউল বা গুটি তৈরি হয় যাতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন সঞ্চয়পূর্বক গাছকে সরবরাহ করে। ধইঞ্চার এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ফসলে প্রয়োগের লক্ষ্যে ধইঞ্চার জিনোম সিক্যুয়েন্স গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের কৃষি উৎপাদনশীলতা দ্বিগুন করার লক্ষ্য পূরণে এবং রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ, জীববৈচিত্র এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এই গবেষণা অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়

- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে সফল করার জন্য বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ ১০০ (একশত) এমবিপিএস ব্রডবেন্ড ইন্টারনেট লাইন স্থাপন এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ১২০ (একশত বিশ) টি কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ০২ (দুই)টি সার্ভার, ০১ (এক)টি রাউটার, ৫ (পাঁচ)টি সুইচ সমন্বয়ে একটি সার্ভার রুম ও ১০ (দশ)টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব চালু করা হয়েছে। বিজেআরআই-এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে ৬৪টি (চৌষট্টি) ক্যামেরা সমৃদ্ধ সিসিটিভি ব্যবস্থা স্থাপনকরতঃ ৪৮ (আটচল্লিশ)টি ক্যামেরা চালু করা হয়েছে। অফিসের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য Digital Attendance Szstem চালু করা হয়েছে। জনসাধারণের কাছে বিজেআরআই সংক্রান্ত তথ্যসেবা সহজীকরণের জন্য জুট নলেজ ব্যাংক শীর্ষক একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এছাড়া বিজেআরআই-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে অনলাইনে চাকুরির আবেদনপত্র জমা দেয়ার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকরভাবে ই-ফাইলিং ও পরবর্তীতে ডি-ফাইলিং চালু করা হয়েছে এবং ই-জিপি এর মাধ্যমে দরপত্র আহবান ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৯৫% ফাইলের কার্যক্রম ডি-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে

১৩.০ উপসংহার

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিবেশবান্ধব আঁশ ফসল পাটকে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরা পাটের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। ফলে পাট চাষে কৃষকের আগ্রহ বাড়ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ ও ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭.৪২ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে এবং উৎপাদিত হয়েছে ১৪.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন কাঁচা পাট। প্রতি বছরই পাটের নতুন নতুন উচ্চফলনশীল জাত, পরিবেশবান্ধব বহুমুখী পাটজাত পণ্য এবং নতুন নতুন বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে পাটের উন্নয়ন কেবলমাত্র উন্নত মানের অধিক পরিমাণ আঁশ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। কারণ, পাট একটি শিল্পজাত পণ্য এবং সেইসাথে বর্তমানে এটি কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষিত। তাই পাটের উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানী ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয়ের একাধিক কার্যক্রম জড়িত। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের সামগ্রিক উন্নয়ন ও পাট ফসলের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী সমন্বয় একান্ত অপরিহার্য বলে পাট সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করেন।

বিজেআরআই কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষা পাট ৯, বিজেআরআই কেনাফ ৫ এবং পাট-তুলা মিশ্রিত কাপড়ের ওপর পিগমেন্ট প্রিন্টিং-এর প্রয়োগ প্রযুক্তি



বিজেআরই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির চিত্র



বিজেআরআই-১: বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষা পাট ৯



বিজেআরআই-২: বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিজেআরআই কেনাফ ৫

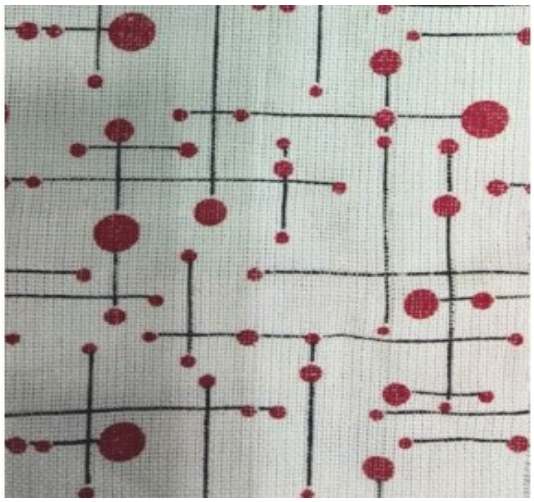



বিজেআরআই-৩: বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট-তুলা মিশ্রিত কাপড়ের ওপর পিগমেন্ট প্রিন্টিং-এর প্রয়োগ প্রযুক্তি



বিজেআরআই-৪: মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-এর সাথে বিজেআরআই-এর বিজ্ঞানীদের মতবিনিময়



বিজেআরআই-৫: মাননীয় কৃষি সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার-এর বিজেআরআই-এ আগমন উপলক্ষে ফুলেল শুভেচ্ছা



বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০





বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bwmri.gov.bd

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে ত্বরান্বিত গম গবেষণা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে গম গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে দিনাজপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে গম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ খ্রি. তারিখে তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুরে এক জনসভায় গম গবেষণা কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট এ উন্নীতকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৭ খ্রি. মেয়াদে "গম গবেষণা কেন্দ্রকে গম গবেষণা ইনস্টিটিউট এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ব্রিজিং প্রকল্প" বাস্তবায়িত হয়। ২০০৬ সালে গম ফসলের সাথে ভুট্টাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিগত ৩১ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিসভায় "বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৬ চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। গত ১৩ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. তারিখে "বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭" মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ২২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে উক্ত আইন বলবৎ হয়েছে। এর প্রধান কার্যালয় দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার নশিপুরে অবস্থিত। একজন মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২২ সালের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভুষিত হয়েছে।

১.১ রূপকল্প (Vision)

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

- গম ও ভুট্টার উচ্চফলনশীল জাত ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন
- পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, ভুট্টা ও ভুট্টাজাত দ্রব্যের শিল্পভিত্তিক বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর করা

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সংকরায়ন, মূল্যায়ন এবং জাত অবমুক্তকরণ
- সাধারণ পরিবেশসহ তাপ, লবণাক্ততা, জলবদ্ধতা ও খরা সহনশীল গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন
- উন্নত ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- কৃষি যন্ত্রপাতি ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- উদ্ভাবিত জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি ইত্যাদির আর্থসামাজিক বিশ্লেষণ
- উদ্ভাবিত জাতসমূহের প্রজনন বীজ ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ, উপযোগিতা পরীক্ষণ, কর্মশালা, মাঠ দিবস ইত্যাদির আয়োজনসহ বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রকাশ
- মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- কৃষি বিষয়ক ই-তথ্য সেবা প্রণয়ন
- আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা সংযোগ স্থাপন

১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- গম ও ভুট্টার উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; ইনস্টিটিউটের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন
- গম ও ভুট্টার উন্নয়ন ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৌলিক, ফলিত ও সরেজমিন গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- গবেষণার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গবেষণাগার, খামার ও অবকাঠামো স্থাপন
- জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি
- গম ও ভুট্টা উৎপাদন দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার নিমিত্তে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান



- গম ও ভুট্টা উৎপাদনের উপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব নিরুপণ এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- প্রজনন ও মানঘোষিত উচ্চফলনশীল গম ও ভুট্টা বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ
- গম ও ভুট্টা সংক্রান্ত পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন এবং গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ

১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো (বর্ণনা)

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করেন। প্রশাসন ও অর্থ উইং এবং পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং নামে ২টি উইং রয়েছে। দুটি উইং এর দায়িত্বে ২জন পরিচালক রয়েছেন। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও গাজীপুর, জামালপুর, যশোর, রাজশাহী ও হাটহাজারী জেলায় ১টি করে মোট ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, পঞ্চগড়ে ১টি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র ও ঠাকুরগাঁও জেলায় ১টি বীজ উৎপাদন উপকেন্দ্র রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে ১৪টি বিভাগ (গম প্রজনন, ভুট্টা প্রজনন, কৌলিসম্পদ ও বীজ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, খামার, জীবপ্রযুক্তি, কীটতত্ত্ব, সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ও পুষ্টি, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল, সরেজমিন গবেষণা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর), ৭টি শাখা (প্রশাসন, হিসাব, সাধারণ সেবা, সংগ্রহ ও ভাণ্ডার, ভূমি ও ইমারত, অডিট, আইসিটি), ১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ১টি গ্রন্থাগার রয়েছে। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্বখাতে মোট ২৩৬টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে গ্রেড ২ থেকে গ্রেড ৯ এর মোট ১১২টি পদ রয়েছে। এছাড়া গ্রেড ১০ এর ৫টি, গ্রেড ১১ থেকে গ্রেড ১৮ এর ৯৯টি এবং গ্রেড ১৯ থেকে গ্রেড ২০ এর ২০টি পদ রয়েছে।

২.০ প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
১	২	৩	৪
বিডাব্লিউএমআরআই	২৩৬	১২৩	১১৩
মোট	২৩৬	১২৩	১১৩

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউটসোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
বিডব্লিউএমআরআই	-	৩৪	৩৪

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
৩	-	২	৭	১২

৩.০ অডিট আপত্তি

ক্রঃ নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	বিডব্লিউএমআরআই	১২	৭	১৯	৩৪৩৬.৭৬	১৯	৮	৩৭.৫১	১১	৩৩৯৯.২৫



৪.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

ক্র. নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বিডব্লিউএমআরআই	২	-	২	-	২

৫.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
	২১	৭	১০	১১	২৮
মোট	২১	৭	১০	১১	২৮

৫.২ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
	সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	২	৩	৪	৫
		৯		৯
	মোট	৯		৯

৫.৩ উচ্চশিক্ষা

ক্র: নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	-	১	১	-	২	২
	মোট	১	১		২	২

৬.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৬৮	আছে	আছে	আছে	৬৪

৭.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রধান কার্যালয়, ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র (গাজীপুর, জামালপুর, যশোর, রাজশাহী ও হাটহাজারী) এবং একটি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র ও একটি বীজ উৎপাদন উপকেন্দ্রর মাধ্যমে গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচলনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত গমের ৩৭ টি উচ্চফলনশীল জাত, ভুট্টার ২০টি হাইব্রিড জাত ও ৯টি ওপেন পলিনেটেড কম্পোজিট জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যার মধ্যে ১টি সুইট কর্ন, ২টি বেবি কর্ন ও একটি ১টি পপ কর্ন এর জাত রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- জাতসহ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা স্থাপন
- গম ও ভুট্টার প্রজনন বীজ উৎপাদন



- জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী স্থাপন
- কর্মশালা, সভা, মাঠ দিবস আয়োজন
- প্রশিক্ষণ

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিডব্লিউএমআরআই গম ৪ নামে গমের ১টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে এছাড়া জাত বহির্ভুত ২টি প্রযুক্তি (ভুট্টা ফসলে ফল আর্মিওয়ার্ম দমন ব্যবস্থাপনা, বিডব্লিউএমআরআই গম ৪ এর আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল) উদ্ভাবন করা হয়েছে । রবি (২০২২-২৩) মৌসুমে গমের বিভিন্ন জাতের ৫৬.৮ মে. টন প্রজনন বীজ, ৫২.৮ টন মানঘোষিত বীজ (টিএলএস) এবং ৫.৭ মে. টন নিউক্লিয়াস বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। একই সময় ৫৭.০ মে টন প্রজনন বীজ, ৫৬.০ মে.টন মানঘোষিত বীজ বিক্রয় এবং বিএডিসিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে। গমের জাত প্রদর্শনীর জন্য কৃষকদেরকে গম উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। খরিফ ১(২০২২) ও রবি (২০২২-২৩) মৌসুমে উৎপাদিত বিভিন্ন হাইব্রিড ও ইনব্রিড জাতের ভুট্টার ১.৬৮মে. টন প্রজনন বীজ, ২.৭ মে.টন মানঘোষিত বীজ (টিএলএস) উৎপাদন করা হয়েছে। চলতি মৌসুমে ভুট্টার ০.৫১ মে.টন প্রজনন বীজ, ৪.৭১ মে.টন মানঘোষিত বীজ প্রদর্শনীর জন্য কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভুট্টার হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য বিএডিসিকে প্যারেন্ট লাইনের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। ২৩৯০ জন কৃষক/কৃষাণী ও সম্প্রসারণ কর্মীদেরকে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৯টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে ৫১৮ জনকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া ২৪টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে ১৯৯০ জন কৃষককে গম ও ভুট্টার আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে গমের ১৭৫৬টি ও ভুট্টার ১৬টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) এর সাথে গবেষণা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রচার কাজে সহায়তার জন্য মোট ১৮৫০০ কপি পোস্টার/বুকলেট/ফ্যাক্টশিট/লিফলেট/বিজ্ঞপ্তি মুদ্রণ করা হয়েছে। এ সময়ে ৮২৭৯৬ জন কৃষি বিষয়ে ই-তথ্য সেবা গ্রহণ করেছেন ।

৮.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৮.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুর থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	গমের ব্লাস্ট রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা এবং গমের নতুন জাতের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। জানুয়ারি ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২৩	২.৩৯	০.৫০	০.৫০	১০০	২.৩৪	১০০

৮.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:ম:	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	অপ্রচলিত প্রতিকূল এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে নতুন জাতের গম উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।	জুলাই/২০-জুন/২৩	১০৯.৮০	৩৭.২০	৩৬.৩৫	৩৬.৩৫	১০০	৯৭.৭১	১০০	১০৭.৯৫	৯৯.২২	১০০



২	ফল আর্মিওয়ার্ম পোকা দ্বারা ভুট্টা ফসলের ক্ষতি নিরূপণ এবং এর পরিবেশবান্ধব দমন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	জুলাই/২১-জুন/২৪	৩৬২.৬০	১৫৯.২০	১৪২.৬৯	১৪২.৬৯	১০০	৮৯.৬২	১০০	২১০.১৪	৫৮	৫৮
৩	রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে নতুন জাতের গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও সম্প্রসারণ	জুলাই/২১-জুন/২৪	৪৫০.০০	২৫৫.৩৮	২৩৫.২৪	২৩৫.২৪	১০০	৯২.১১	১০০	২৫২.৪৫	৫৬.২০	৭৫
৪	লবণাক্তসহিষ্ণু গম ও ভুট্টার জাত উন্নয়ন এবং লবণাক্ত এলাকায় গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	জুলাই/ ২০২২ - জুন/২০২৫	১৫০.০০	২.০০	১.৫০	১.৫০	১০০	৭৫	৭৫	১.৫০	১	১
৫	বাংলাদেশে স্পিড ব্রিডিং পদ্ধতির মাধ্যমে অতিদ্রুত গমের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই/ ২০২২ - জুন/২০২৫	৩৫০.০০	২.০০	১.৫০	১.৫০	১০০	৭৫	৭৫	১.৫০	০.৪০	০.৪০

৯.০ জাত ও প্রযুক্তি তথ্য

৯.১ উদ্ভাবিত ও অবমুক্তকৃত জাতের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত ও অবমুক্ত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	১	বিডাব্লিউএমআরআই গম ৪	● জাতটি আগাম, তাপসহিষ্ণু ও লবণাক্তত সহিষ্ণু (১০ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে); ● গাছের উচ্চতা ৯০-১০০ সেন্টিমিটার; কুশি সংখ্যা ৪-৬টি; ● শীষ বের হতে ৫৩-৫৭ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১০৭ দিন সময় লাগে; ● শীষ খাটো এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৩৮-৪৪টি; ● দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫৩ গ্রাম); ● গমের পাতার দাগ রোগ এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী; ● উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০০০-৫৫০০ কেজি।



৯.২ উদ্ভাবিত প্রযুক্তির তথ্য

প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	ভুট্টা ফসলে ফল আর্মিওয়ার্ম দমন ব্যবস্থাপনা	ফল আর্মিওয়ার্ম ভুট্টার অত্যন্ত ক্ষতিকর পোকা যা গাছের কচি পাতা ও কচি মোচার ভিতরের ভুট্টার দানা খেয়ে ২৫-৩০% ফলন হ্রাস করতে পারে। এ পোকা দমনের জন্য প্রথমে সায়ান্ট্রনিলিপ্রোল গ্রুপের কীটনাশক দিয়ে (২.৫মিলি/কেজি বীজ হিসেবে) বীজ শোধন করে ভুট্টা বীজ বপন করতে হবে। ৩০ দিন পর যদি এ পোকার আক্রমণ শতকরা ২০টি গাছের অধিক হয় তবে এসএফএনপিভি নামক জৈব বালাইনাশক (০.৩৩মিলি/১লি পানি হিসেবে) দিনের শেষভাগে রবি মৌসুমে ৭-১০দিন পর পর ২-৩ বার এবং খরিফ মৌসুমে ৪-৫ দিন পর পর ৩-৪ বার প্রয়োগ করতে হবে। আক্রমণের মাত্রা অধিক হলে ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল/স্পিনোসাড/বেল্ট/এমামেকটিন বেনজোয়েট ইত্যাদি গ্রুপের কীটনাশক বোতলের গায়ে লেবেল অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে।
	বিডব্লিউএমআরআই গম ৪ এর আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল	জাতটি বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত)। তবে জাতটি আগাম ও তাপসহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও ভাল ফলন দেয়। **বীজের পরিমাণ :** গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশি হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে। **বীজ শোধন :** প্রোভ্যাক্স-২০০ নামক ছত্রাকনাশক (প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে ফলন শতকরা ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। **বপন পদ্ধতি:** সারিতে অথবা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরির পর ছোট লাঙ্গল বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে ২০ সেমি. বা ৮ ইঞ্চি দুরে দুরে সারিতে এবং ৪-৫ সেমি. গভীরে বীজ বুনতে হবে **সার প্রয়োগ:** জমি চাষের শুরুতে হেক্টরপ্রতি ৫-১০ টন গোবর/কম্পোষ্ট জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম। শেষ চাষের পূর্বে জমিতে হেক্টরপ্রতি ১৫০-১৭৫ কেজি ইউরিয়া, ১৩৫-১৫০ কেজি টিএসপি, ১০০-১১০ কেজি পটাশ ও ১১০-১২৫ কেজি জিপসাম সার সমান ভাবে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারার তিন পাতা বয়সে প্রথম সেচের পর দুপুর বেলা মাটি ভেজা থাকা অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ৭৫-৯০ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। প্রতি হেক্টরে ৬.৫ কেজি হারে বরিক এসিড শেষ চাষের সময় অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে অম্লীয় মাত্রা ৫.৫ এর নিচে হলে হেক্টরপতি ১০০০ কেজি হারে ডলোচুন গম বপনের কমপক্ষে দু'সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ৩ বছরে একবার ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। **সেচ প্রয়োগ:** মাটির প্রকার ভেদে গম আবাদে ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর) দ্বিতীয় সেচ শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) দিতে হবে। **অন্যান্য পরিচর্যা :** বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে বীজ বা চারার সংখ্যা সঠিক থাকে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে জমিতে 'জো' অবস্থায় আগাছা দমনের জন্য নিড়ানী দিতে হবে। চওড়া পাতাজাতীয় আগাছা (বথুয়া ও কাকরি) দমনের জন্য হ্যামারজাতীয় আগাছা নাশক প্রতি ১৫ লিটার পানিতে ৫মিলি ভালোভাবে মিশিয়ে মেঘমুক্ত দিনে ১২ শতাংশ জমিতে একবার প্রয়োগ করতে হবে। সময় মত আগাছা দমন করলে ফলন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ শুরু হলে ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড বা ল্যানিরেট) দিয়ে দমন করতে হবে। গমের ব্লাস্ট ও অন্যান্য রোগ দমনের জন্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং তার ১২-১৫ দিন পর আরেকবার ফলিকুর, নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ জি ইত্যাদি ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।।



১০.০ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন

১০.১ আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন

বিডব্লিউএমআরআই CIMMYT ও ACIAR এর সহযোগিতায় বাংলাদেশে গমের ব্লাস্টরোগ মোকাবিলায় কাজ করছে। ইতোমধ্যে বারি গম ৩৩ ও বিডব্লিউএমআরআই গম ৪ নামে ২টি ব্লাস্ট প্রতিরোধী গমের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। CIMMYT মেক্সিকোতে Wheat Improvement বিষয়ে বিডাব্লিউএমআরআই এর ১জন বিজ্ঞানী ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। CIMMYT এর সহযোগিতায় ভুট্টার অগ্রবর্তি সারি সংগ্রহ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষকের পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধির জন্য CIMMYT এর সহযোগিতায় গম ও ভুট্টাভিত্তিক ফসল বিন্যাস (TAFSSA) বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। CIMMYT ও FAO এর সহযোগিতায় ভুট্টার ফল আর্মিওয়ার্ম পোকা দমন ও ফল আর্মিওয়ার্ম প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০.২ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ক্রমিক নং	সমঝোতা স্মারকের নাম/বিষয়	স্বাক্ষরের তারিখ
১	২	৩
১.	Memorandum of Understanding between Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) and Bangladesh Wheat and Maize Research Institute (BWMRI)	২৬/০৬/২০২৩

১১.০ বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্য থেকে বিডব্লিউএমআরআই এর মহাপরিচালক ড. গোলাম ফারুক শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিসরূপ 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩' অর্জন করেন।

১২.০ স্মার্ট কৃষি

১২.১ স্মার্ট কৃষি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

- পরীক্ষণের উপাত্ত সংগ্রহে জিজিটাল ডিভাইস যেমন: Green seeker, SPAD meter ইত্যাদির ব্যবহার
- ফল আর্মি ওয়ার্ম পোকা মনিটর করার জন্য Trap view (a digital device) ব্যবহার
- সম্পদ সাশ্রয়ী কৃষির জন্য বেড প্লান্টিং পদ্ধতিতে গমের আবাদ
- UAV ডিভাইস ব্যবহার করে গমের হাইথ্রোপুট ফেনোটাইপিং

১২.২ ক্লাইমেট স্মার্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম

- পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে উপযোগী গম ও ভুট্টার বপন সময় নির্ধারণ
- হেলে পড়া রোধে তাপ সহিষ্ণু ও খাটো গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন
- মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় মাটি পরীক্ষা ভিত্তিক সার সুপারিশ
- লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবনে হাইড্রোপোনিক পদ্ধতিতে জাত বাছাই
- গ্রিণহাউজ এ গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত মূল্যায়ন
- নাইট্রোজেন আত্তীকরণে দক্ষ ভুট্টার জাত উদ্ভাবন

১৩.০ কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অগ্রগতি

- গম এবং ভুট্টার বীজ বপন কাজকে সহজ করার জন্য ফোর হুইল ট্র্যাক্টর চালিত সীডার যন্ত্রকে আপগ্রেড করা হয়েছে
- পাওয়ার টিলারের রোটাভেটরের সাথে স্ট্রিপ-টিল সিডার এর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যা স্বল্প চাষ ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করবে
- ভুট্টাক্ষেতের আগাছা ব্যবস্থাপনার জন্য হস্তচালিত আগাছা দমনযন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে যা কায়িক শ্রম, সময়, আর্থিক অপচয় রোধে সহায়তা করবে



- গম, ভুট্টা এবং চালের আটা মিশ্রিত করে পুষ্টিকর ভাপা পিঠা তৈরির রেসিপি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা ঐতিহ্যকে রক্ষা করার পাশাপাশি স্বাদের বৈচিত্র্যতা আনয়ন করেছে

১৪.০ বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর হটস্পট নির্দিষ্ট কৌশলসমূহের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য বিডব্লিউএমআরআই কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ :

- Improvement and Expansion of Salt Tolerance Wheat Genotypes in Saline Prone Zones of Bangladesh (July'23-June'26)
- Development of Salt Tolerant Wheat and Maize Varieties and Increase the Wheat and Maize Production in Saline Areas (July'22 to June'25)

বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর হটস্পট নির্দিষ্ট কৌশলসমূহের আওতায় বরেন্দ্র এবং খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য বিডব্লিউএমআরআই কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ:

- Increasing Crops and Soil Productivity through Climate Smart Conservation Technologies in Drought Prone Barind Tract (July'22-June'25)

বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর হটস্পট নির্দিষ্ট কৌশলসমূহের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চল, হাওড় এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ও বরেন্দ্র এবং খরাপ্রবণ অঞ্চলে গম চাষের অপ্রচলিত অঞ্চলের জন্য বিডব্লিউএমআরআই কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ:

- Production Enhancement of Newly Developed Wheat Variety through Modern Technology in Non-Traditional Adverse Areas of Bangladesh (July'20-June'23)

বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের কৌশলসমূহের আওতায় কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং জীবিকা কৌশলকে নিশ্চিতকরণের জন্য বিডব্লিউএমআরআই কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ:

- Heat Tolerant Maize for Asia (HTMA-II) (August'18-July'23)
- Combat Wheat Blast Disease and Multiplication of New Variety Seeds in Bangladesh (January'21-October'23)
- Accelerating the Mainstreaming of Elevated Zinc in Wheat Breeding (October'19 –September'24)
- Determination of Maize Crop Damage by Fall Armyworm Insect and Development of Its Environment Friendly Management (July'21-June'24
- Production Enhancement and Extension Programme of Newly Developed Wheat and Maize Varieties using Modern and Improved Technology in Rajshahi, Rangpur and Dinajpur Regions of Extension (July'22-June'25)
- Quick Release of Wheat Variety in Bangladesh through Speed Breeding (July'22-June'25)

১৫.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দেশীয় গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমানো। আধুনিক ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত ও অপ্রচলিত এলাকায় আবাদ সমম্প্রসারণ। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

১৬.০ উপসংহার

২০১৭ সালের ২২ নভেম্বর আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে সামনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত ৩৭টি গমের উচ্চফলনশীল জাত, ২টি ট্রিটিক্যালির জাত, ২০টি হাইব্রিড ভুট্টার জাত, ও ৯টি কম্পোজিট ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করেছে। পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় তাপসহিষ্ণু ও রোগ প্রতিরোধী গমের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ফলে চলতি ২০২২-২৩ মৌসুমে বাংলাদেশের ইতিহাসে গমের সর্বোচ্চ ফলন হেক্টরপ্রতি ৩.৭৮ টনে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে ভুট্টার ফলন হেক্টরপ্রতি ১১.০৮ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। আধুনিক ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত ও অপ্রচলিত এলাকায় আবাদ সমম্প্রসারণের মাধ্যমে গম ও ভুট্টার দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিডব্লিউএমআরআই গম ও ভুট্টা উৎপাদন ও রোগ বালাই ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী ও অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।





চিত্র: বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. গোলাম ফারুক মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নিকট থেকে শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩' গ্রহণ করছেন



চিত্র: গমের নতুন জাত বিডব্লিউএমআরআই গম ৪



চিত্র: গমের প্রজনন বীজ উৎপাদন মাঠ (বারি গম ৩২)



চিত্র: বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে গম/ভুট্টার বীজ বিতরণ



চিত্র: গমের নতুন জাতসমূহের প্রদর্শনীর উপর কৃষক ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ ও কিট বিতরণ



চিত্র: বাংলাদেশে গম ও ভুট্টার বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক কর্মশালা ২০২৩



চিত্র: গমের নতুন জাত ও উৎপাদন কলাকৌশল প্রদর্শনের উপর মাঠ দিবস ২০২৩


চিত্র: বিডব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টার জাত প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত মাঠ দিবস



চিত্র: প্রদর্শনীর মাধ্যমে গমের নতুন জাতসমূহের সম্প্রসারণ



চিত্র: প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভুট্টার নতুন জাতসমূহের সম্প্রসারণ



চিত্র: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এ আগমন



চিত্র: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



চিত্র: বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক মুদ্রিত লিফলেট ও বুকলেট



বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঈশ্বরদী-৬৬২০, পাবনা





বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bsri.gov.bd

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ দেশের একটি অগ্রজ ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ইক্ষুসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। আখের পাশাপাশি সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, মধু, যষ্টিমধু প্রভৃতি চিনিফসলের গবেষণা ত্বরান্বিত করতে বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৯ অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টিভিয়া, যষ্টিমধু প্রভৃতি মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিএসআরআই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

১.১ রূপকল্প (Vision)

অধিক মিষ্টিসমৃদ্ধ স্বল্পমেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

বিভিন্ন চিনিফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনি ফসলের চাহিদাপ্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া প্রভৃতির উপর গবেষণা সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমতল, চরাঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন: লবণাক্ত ও পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন চিনিফসল চাষ সম্প্রসারণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

(ক) বিভিন্ন সুগারক্রপের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
(খ) বিভিন্ন সুগারক্রপের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
(গ) বীজ ও ইক্ষু ও অন্যান্য ফসলের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ
(ঘ) কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন

১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

১. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচি প্রণয়ন করা
২. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা
৩. ইক্ষুভিত্তিক খামার তৈরির ওপর গবেষণা করা এবং এর অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা
৪. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা/অবহিত করা
৫. বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা
৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিষ্টিজাতীয় ফসল বিষয়ক যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা
৭. মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা
৮. ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা
৯. সরকারের ইক্ষুনীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা
১০. ইক্ষু চাষিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
১১. উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা



১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো (বর্ণনা)

এগারটি গবেষণা বিভাগ, একটি সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দু'টি প্রধান বিভাগ, নয়টি উপকেন্দ্র এবং দু'টি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং ইক্ষু চাষি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তির বিস্তার, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই এবং এর ফিড-ব্যাক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

২.০ প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৬
বিএসআরআই	৩৯৩	২৬৩	১৩০	
মোট	৩৯৩	২৬৩	১৩০	

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউটসোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
বিএসআরআই	১৭	১৭	১৭ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী আউটসোর্সিং জনবল)

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
২	০	১৯	৫	২৬

৩.০ অডিট আপত্তি

ক্র: নং	সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০(৫-৮)	১১
	বিএসআর আই	৪৫	১৯	৬৪	১৮৯৩.০০	২৪	১১	৫.২৫	৫৩	১৩.৬৮
মোট		৪৫	১৯	৬৪	১৮৯৩.০০	২৪	১১	৫.২৫	৫৩	১৩.৬৮

৪.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

ক্র: নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	বিএসআরআই	৩	০	০	০	৩
	সর্বমোট :	৩	০	০	০	৩



৫.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
	৬	-	৮	-	১৪
মোট	৬	-	৮	-	১৪

৫.২ উচ্চশিক্ষা

ক্র: নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	০	০	০	০	৪	৪
	মোট	০	০	০	৪	৪

৬ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

ক্র: নং	কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
	১	২	৩	৪	৫
	৬৫	ব্রডব্যান্ড	হ্যা	না	১৫৫

৭.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ /উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

জৈব কীটনাশকের সাহায্যে আখের হোয়াইট গ্রাব দমন, সুগারবিটের মাস্কিট উৎপাদন প্রযুক্তি, পাহাড়ি এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া আখের সাথে সাথীফসল চাষ, আখ উৎপাদনে সমন্বিত পদ্ধতিতে জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহার ও বিএসআরআই বেড ফর্মার কাম ট্রেঞ্চার। উন্নত পদ্ধতিতে চিনিফসল চাষাবাদ বিষয়ক ২৫০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ৩,০০০টি তালের চারা, ৫,৫০০টি খেজুর ও ৫,৫০০টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। উপরন্তু মাঠ দিবস, সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কৃষি কর্মকর্তা/কর্মী প্রশিক্ষণ ও চাষি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৮.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
২	১৭.৩০	বরাদ্দ: ১৪.৭০ ব্যয়: ১৪.৭০ শতকরা হার: ১০০%	১২



৮.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	কৃষক পর্যায়ে আখের রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজ উৎপাদন ও বিস্তার; ডিসেম্বর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত	২৫.৬২	১০.৬৬	১০০%	১০০%	৫০.৯৩%	৫৩%
২	আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে ডাল, মসলা ও সবজি জাতীয় ফসল উৎপাদন; ডিসেম্বর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত	১৪.৮৬	৬.৬৪	১০০%	১০০%	৫১.৫৫%	৫৫%

৮.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মধু ও মৌচাষ গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ	সেপ্টেম্বর/ ২০২০- জুন/ ২০২৩	৩৯৪.০০	৫৬.৪৪	৫৩.৫৬৫	৫৩.৫৬৫	১০০.০০%	৯৪.০০%	১০০%	৩৪০.০৮৫	৮৬.৩১%	১০০%
২	উন্নত মানের তাল ও খেজুরের চারা উৎপাদন ও বিতরণ কর্মসূচি	সেপ্টেম্বর/ ২০২০- জুন/২০২৩	২০০.০০	৮১.৩০	৭৭.৪০	৭৭.৪০	১০০.০০%	৯৫.২০%	১০০%	১৯৬.১০	৯৮.০৫%	১০০%
৩	অধিক ফলনশীল নতুন ইক্ষু জাত বিস্তারের মাধ্যমে ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি কর্মসূচি	সেপ্টেম্বর/ ২০২০- জুন/২০২৩	৯২.২৫	৪০.৫৪	৩৮.১৩	৩৫.৫৪	৯৩.২১%	৮৭.৬৭%	৯৪%	৮৭.২৫	৯৪.৫৮%	৯৮%
৪	টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে স্টেভিয়ার চারা উৎপাদন,	জুলাই/ ২০২১- জুন/২০ ২৪	২২৫.০০	১৩৩.৩০	৭৮.৫৫	৬০.২০	৭৬.৬৩%	৪৫.১৬%	৯০%	৭০.২০	৫২.৬৪%	৯১.০০%



ক্র: নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	মাঠ মূল্যায়ন ও স্টেভিওসাইড নিষ্কাশন কর্মসূচি											

৯.০ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি তথ্য

প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩
বিএসআরআই	জৈব কীটনাশকের সাহায্যে আখের হোয়াইট গ্রাব দমন	• Entomopathogenic Fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana এ সব ফানজাই মাঠে প্রয়োগ করতে হয় • জমিতে আখ রোপণের সময়, ফেব্রুয়ারি এবং এপ্রিল মাসে হেক্টরপ্রতি ৫ কেজি হারে পানির সাথে মিশিয়ে আখের সারির দুই পাশে নালা করে স্প্রে করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে
	সুগারবিটের মাস্কিট উৎপাদন প্রযুক্তি	• সুগারবিটের রস জ্বাল দিয়ে ঘনীভূত করে (৮২-৮৫% ব্রিক্স) ঘন রস মাটির/টিনের পাত্রে কয়েকদিন রেখে দিলে মাস্কিট তৈরি হবে • উৎপাদিত মাস্কিট উচ্চ আরপিএম এর সেন্ট্রিফিউজ দ্বারা সেন্ট্রিফিউজ করে লালচে সাদা চিনি তৈরি করা যায় • স্বল্প পরিসরে কৃষক এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুগারবিট থেকে চিনি তৈরি লাভবান হতে পারে
	পাহাড়ি এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া আখের সাথে সাথীফসল চাষ	• একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায় • অন্তর্বর্তীকালীন আয় উপযোগী • প্রান্তিক চাষিরা নিজস্ব ও তাদের পারিবারিক শ্রম বিনিয়োগের সুযোগ পায় • ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় • অধিক মুনাফা অর্জন করা যায় (প্রতি হেক্টরে ৫.৫-৬.৫ লক্ষ টাকা)
	আখ উৎপাদনে সমন্বিত পদ্ধতিতে জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহার	• মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ এবং অনুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফলে মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলী উন্নত হয় • মাটির উর্বরতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় • সমন্বিত সার ব্যবহারের ফলে উৎপাদন খরচ কমে এবং পরিবেশবান্ধব • টেকসই আখ উৎপাদন নিশ্চিত করে • মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সহায়ক
	বিএসআরআই বেড ফর্মার কাম ট্রেঞ্চার	• এই মেশিনটি চাষবিহীন ও চাষকৃত উভয় জমিতে ব্যবহার করা যায় • দুটি নালার মধ্যবর্তী দূরত্ব ৬০ সেমি.



		• নালার গভীরতা প্রায় ১৫ সেমি. হয় • এই মেশিনটি ব্যবহার করে ইন্টারক্রপ সিডিং এবং ট্রেঞ্চিং উভয় এক সাথে করা যায় • জমি প্রস্তুতির ব্যয় প্রচলিত পদ্ধতির প্রায় ৩০% কম • মাটির কম ব্যাঘাতের কারণে মাটির গুণাগুণ ভাল থাকে • জমি প্রস্তুতির জন্য কম জ্বালানির প্রয়োজন হয় এবং কম ধোয়া নির্গমন হয় • বেড ফর্মারের পেছনে ট্রেঞ্চার সংযুক্ত করার জন্য একটি ফ্রেম ব্যবহার করা হয় • ট্রেঞ্চার দ্বারা সহজেই নালার গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়

১০.০ স্মার্ট কৃষি

4IR প্রযুক্তির আওতায় স্মার্ট আইওটি ডিভাইস সমৃদ্ধ সেচ যন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসআরআই উদ্ভাবিত ৯টি ইক্ষু জাত ক্লাইমেট স্মার্ট। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী ২১টি ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি বিএসআরআই উদ্ভাবন করেছে। পরিবর্তিত জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী আরও ক্লাইমেট স্মার্ট জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রচলিত (**Traditional**), টিস্যু কালচার ও যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে ১টি কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। বিএসআরআই সম্প্রতি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে গবেষণা জোরদার করেছে যার ফলস্বরূপ নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে এবং আরও কয়েকটি যন্ত্র উদ্ভাবনের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।

১১.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বায়োটেকনোলজিসহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুগারক্রপের উচ্চফলনশীল, অধিক চিনিযুক্ত আধুনিক অন্তত ৬টি জাত উদ্ভাবন/নিবন্ধন করা হবে এবং এ সংক্রান্ত ৩৫টি ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হবে। এছাড়া প্রতিকূল এলাকা যেমন: লবণাক্ত, চরাঞ্চল, হাওর, বরেন্দ্র, পাহাড়ি এবং উপকূলীয় এলাকায় আখ ও অন্যান্য চিনিফসলের চাষাবাদ সম্প্রসারণ করা হবে। আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর ও গোলপাতার গুড় তৈরী প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় এনে কুটিরশিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। মধুর চাহিদা পূরণে সুগারক্রপের সাথে সাথীফসলের মাঠে বক্স স্থাপনের মাধ্যমে মৌমাছি পালন প্রযুক্তি প্রবর্তন করা হবে।

১২.০ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ

বৈরী পরিবেশ যথা: লবণাক্ততা, খরা, বন্যা এবং জলাবদ্ধতা মোকাবেলায় সক্ষম আখের মানঘোষিত বীজ বিএসআরআই উৎপাদন করে এবং কৃষকের মাঝে বিতরণ করে। এ বছর উৎপাদিত ৩০০ টন আখ বীজ দেশের বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিতরণ করা হবে। এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশে এ জাতের আখ বীজ টিকে থাকা ও ভাল ফলন দানে সক্ষম। যার ফলে প্রান্তিক ও দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা কৃষকের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরি হবে। এছাড়া দেশের বজ্রপাতপ্রবণ এলাকায় বিতরণ ও রোপণের জন্য ৮০,০০০ তালের চারা উৎপাদন ও রোপণ করা হয়েছে।

১৩.০ উপসংহার

বিবেচ্য সময়ে অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরে হাওর, চরাঞ্চল, পাহাড় ও লবণাক্ত এলাকাসমূহে বিভিন্ন সুগারক্রপের উন্নত ও সম্ভাবনাময় জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নানামুখী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষিরা আখসহ অন্যান্য চিনিফসল যেমন: তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়া চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা বিএসআরআই এর কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনার আওতায় বিএসআরআই যষ্টিমধু ও প্রাকৃতিক মধুর উপর বিশেষ গবেষণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।





মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা





মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

www.srdi.gov.bd

১.০ ভূমিকা

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে 'সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট অব পাকিস্তান' নামে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর গোড়াপত্তন হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (Reconnaissance Soil Survey) সম্পন্ন করা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি 'মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ' রূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৩ সালে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটি পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ এবং নতুন নামকরণ করে মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে 'মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূমি ও মাটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে মাটির শ্রেণিবিন্যাস এবং এ সমস্ত উপাত্ত সম্বলিত মানচিত্র প্রণয়ন ও সরবরাহ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর অন্যতম প্রধান কাজ। গবেষণা ও সম্প্রসারণধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমি, মৃত্তিকা, সার ও সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠকর্মীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি মাটির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় যথা- জৈব পদার্থ ও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, মৃত্তিকা অম্লত্ব, লবণাক্ততা ও ভূমি ক্ষয়, উপকূলীয় এলাকার ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির সেচ উপযোগিতা, কৃষি জমি অকৃষি জমিতে রূপান্তর, ভূমির নিষ্কাশন জটিলতা বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং এ সংক্রান্ত সমস্যাদি সমাধানকল্পে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ছাড়াও ০৭টি বিভাগীয় কার্যালয়, ০৭টি বিভাগীয় গবেষণাগার, ০১টি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ১৬টি আঞ্চলিক গবেষণাগার ও ২টি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১.১ রূপকল্প (Vision)

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

(১) মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের ইনভেন্টরি তৈরি
(২) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস
(৩) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণকারীর উপযোগী নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও সহায়িকা প্রণয়ন
(৪) সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা
(৫) শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

যথাযথ টেকসই ভূমি ও মৃত্তিকা (বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ) ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বৈশিষ্ট্যায়ন

- আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি, মৃত্তিকা এবং সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন
- সরকারি ও বেসরকারি কৃষি খামারের বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ করে মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন



কৃষক সেবা

- স্থায়ী মৃত্তিকা গবেষণাগারে মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের ফলাফল ও ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশ
- ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (এমএসটিএল) মাধ্যমে সরেজমিনে কৃষকের মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার সুপারিশ
- টেকসই মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি শ্রেণির গড় উর্বরতা মানের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ফসলের জন্য সার সুপারিশ সম্বলিত ফেস্টুন বিতরণ

আইসিটি সেবা

- মোবাইল ফোন এবং ইউডিসির মাধ্যমে ইনস্টিটিউট কর্তৃক সৃজিত মৃত্তিকা উর্বরতা বিষয়ক বিশাল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেশের যে কোন অঞ্চলের কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী ফসলের ডিজিটাল (অনলাইন) সার সুপারিশ
- অনলাইনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততার তথ্য জেনে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ
- উপজেলাভিত্তিক মৃত্তিকা উর্বরতার তথ্যের ভিত্তিতে অফলাইনে কৃষকের জমিতে ফসল উৎপাদনে সুষম মাত্রার সার সুপারিশের সুবিধা

সার নমুনা বিশ্লেষণ

- সারের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাসায়নিক ও জৈবসারের নমুনা বিশ্লেষণ
- সরেজমিন ভেজাল সার শনাক্তকরণের জন্য সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন

মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা এবং উর্বরতা পরিবীক্ষণ

- উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততার দীর্ঘমেয়াদি পরিবীক্ষণ
- মৃত্তিকা উর্বরতার দীর্ঘমেয়াদি পরিবীক্ষণ

সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা

- মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা আক্রান্ত জমি চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন
- উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত মাটির ব্যবস্থাপনার কৌশল উদ্ভাবন
- পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- পিট এবং অম্লীয় মৃত্তিকার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন

প্রযুক্তি হস্তান্তর

- মৃত্তিকা পরীক্ষাভিত্তিক সুষম সার ব্যবহার প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এডাপ্টিভ ট্রায়াল
- কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে ভূমি ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
- মাটির নমুনা সংগ্রহ ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ
- সরেজমিন ভেজাল সার শনাক্তকরণ বিষয়ে জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা, সার ডিলার ও কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রযুক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে ডকুমেন্টরি ফিল্ম, লিফলেট, পুস্তিকা, পোস্টার প্রকাশ

মানচিত্র প্রণয়ন

- মৃত্তিকা মানচিত্র
- মৃত্তিকা উর্বরতা মানচিত্র
- মৃত্তিকা লবণাক্ততা মানচিত্র



- শস্য উপযোগিতা মানচিত্র
- ভূমি ব্যবহার মানচিত্র
- ভূ-প্রকৃতি মানচিত্র
- বন্যার আশংকাযুক্ত এলাকার মানচিত্র
- খরাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র
- সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা মানচিত্র
- ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র

১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো (বর্ণনা)

মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) হচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান-এর প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন মহাপরিচালক। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাঁকে সহায়তা করছেন প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন উইং, বিভাগ ও শাখা এবং বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/গবেষণাগারের প্রধান হিসেবে নিয়োজিত যথাক্রমে পরিচালক, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রশাসন শাখার সহকারী পরিচালক। এ প্রতিষ্ঠানে ২টি উইং, ২টি বিভাগ, প্রশাসন, কার্টোগ্রাফি, ডাটা প্রসেসিং অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল এন্ড আইসিটি এবং পাবলিকেশন অ্যান্ড রেকর্ড শাখাসহ ৯টি শাখা, ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ৭টি বিভাগীয় গবেষণাগার, ১৬টি আঞ্চলিক গবেষণাগার এবং ২টি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

২.০ প্রশাসনিক

২.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৬
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	১০০৫	৫৭৮	৪২৭	অনুমোদিত ১০০৫টি পদের মধ্যে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ৫টি লিভ রিজার্ভ পদ রয়েছে।
মোট	**১০০৫**	**৫৭৮**	**৪২৭**	

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউটসোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৩	৬৩	৬৬

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
১৫	০	৬	০	২১



২.৪ নিয়োগ প্রদান

নতুন নিয়োগ প্রদান				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
২২ জন	-	-	-	২২ জন

৩.০ অডিট আপত্তি

ক্র: নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৭৬	২১	৯৭	৩২৪৮.৩	৯৭	১৫	৩২৪.৪৫	৮২	২৯২৩.৮৫
মোট		৭৬	২১	৯৭	৩২৪৮.৩	৯৭	১৫	৩২৪.৪৫	৮২	২৯২৩.৮৫

৪.০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১	১	-	-	১	১

৫.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	৪৬	০	৩	০	৪৯
মোট	৪৬	০	৩	০	৪৯

৫.২ উচ্চশিক্ষা

ক্র: নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএস সি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	৫	১১	১৬	৫	৫	১০
মোট	৫	১১	১৬	৫	৫	১০



৬.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	
৯৩টি	আছে	মোট কম্পিউটারের সংখ্যা=৯৩টি LAN এর সুবিধা-১০টি	আছে	২০৯ জন	৩০ জন

৭.০ সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	আয়ের উৎস	২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)	২০২১-২২ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)
১	২	৩	৪
১	মাটি পরীক্ষার ফি বাবদ/টেস্টিং ফি বাবদ প্রাপ্ত আয়	-	৫৪.৪৩
২	মাটি পরীক্ষার ফি বাবদ/টেস্টিং ফি বাবদ প্রাপ্ত আয় এবং নিয়োগ পরীক্ষা ফি বাবদ প্রাপ্ত আয়	১৪৩.০৫	-

৮.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দেশের সীমিত ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপসম্পন্ন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৬০টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম (OFRS) এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩১,৬১৫ জন কৃষককে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৬,৭০১টি মাটি, ১৮১টি পানি ও ২২৮টি উদ্ভিদের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণপূর্বক চাহিদা মোতাবেক ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। মৃত্তিকা পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এসআরডিআই-এর ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ২০২২ এবং খরিফ ২০২৩ মৌসুমে ৭৩টি উপজেলায় সরেজমিনে মাটি পরীক্ষা করে মোট ৩,৭৪৯ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনার আওতায় উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মৃত্তিকায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৫০টি প্রায়োগিক গবেষণা ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরে পাহাড়ে মাটি ক্ষয়, মাটি ব্যবস্থাপনা ও পানি বিভাজিকা নিয়ে মোট ১২টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর আওতাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, আঞ্চলিক গবেষণাগার, জেলা কার্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো-

৮.১ ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা) হালনাগাদকরণের জন্য মাঠ জরিপ

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫০ (পঞ্চাশ) টি উপজেলার মাঠ জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার বর্তমান ফসল বিন্যাস, ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ প্রণয়ন, ভূমি ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা এবং ফসল উপযোগিতা ও সম্ভাব্য ফসল বিন্যাস পদ্ধতি নিরূপণের উপায় সঠিকভাবে জানা যায়। এটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতবই হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।



৮.২ ভূমি মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা (ইউনিয়ন সহায়িকা) প্রণয়ন

ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৬০টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইউনিয়ন সহায়িকা ব্যবহার করে কৃষকেরা তাঁদের নির্দিষ্ট ইউনিয়নের ভূমি ও আবাদকৃত ফসলের স্থানভিত্তিক সার সুপারিশ এর তথ্য পেয়ে থাকেন। এটিও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতবই হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮.৩ মানচিত্র প্রণয়ন

মাঠে জরিপকৃত তথ্য এবং পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিভিন্ন উপজেলার খসড়া মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র প্রণয়ন করে থাকে।

৮.৪ উপজেলা মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে উপজেলা মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন করে থাকে। এতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পর্কিত তথ্য, ফসল উপযোগিতা, মাটির পুষ্টিগুণ অনুসারে ফসলের জন্য সার সুপারিশ ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫০টি উপজেলার ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.৫ অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম

'রূপকল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' এর আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এসআরডিআই সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণের কাজ করে যাচ্ছে। 'অনলাইন সার সুপারিশ পদ্ধতি (OFRS)' তারই একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত, যার মাধ্যমে কৃষক ও উপকারভোগীদের অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম (OFRS) এর মাধ্যমে ইন্টারনেট থাকা সাপেক্ষে যেকোনো স্থান থেকে ফসল উৎপাদনে দেশব্যাপী সুষম সারের মাত্রা বিষয়ক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। 'অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম' (OFRS)- এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩১, ৬১৫ জন কৃষককে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

৮.৬ স্থায়ী গবেষণাগারে মাটি, পানি ও উদ্ভিদের নমুনা বিশ্লেষণ এবং ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান

এসআরডিআই- এর কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৬,৭০১টি মাটি, ১৮১টি পানি ও ২২৮টি উদ্ভিদের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণপূর্বক চাহিদা মোতাবেক ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

৮.৭ ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কর্মসূচি

মৃত্তিকা পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এসআরডিআই-এর ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ২০২২ এবং খরিফ ২০২৩ মৌসুমে ৭৩টি উপজেলায় সরেজমিনে মাটি পরীক্ষা করে মোট ৩,৭৪৯ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

৮.৮ মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, ভেজাল সার শনাক্তকরণ, অনলাইন সার সুপারিশ, সমস্যাক্লিষ্ট মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৭,০৪৮ জন কৃষক, কৃষি কর্মী ও ইউনিয়ন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৮.৯ সারের গুণগত মান নির্ণয়

এসআরডিআই- এর সার পরীক্ষাগার এবং সার পরীক্ষা সুবিধাসম্বলিত মৃত্তিকা পরীক্ষাগারসমূহে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০,৮৭২টি সার নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।



৮.১০ মাটি ও পানির লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ

লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা, চট্টগ্রাম এবং বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ সাইটসমূহ থেকে নিয়মিত মাটির নমুনা এবং নদ-নদী, অগভীর নলকূপ এবং অগার গভীরতায় নিয়মিত পানির নমুনা সংগ্রহ ও ইসি নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসে লবণাক্ততা প্রতিবেদন তৈরিপূর্বক সেচ উপযোগিতার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

৮.১১ লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা

উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মৃত্তিকায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৫০টি প্রায়োগিক গবেষণা ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।

৮.১২ মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র- এর কার্যক্রম

মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা কেন্দ্রের মাধ্যমে পাহাড়ে মাটি ক্ষয়, মাটি ব্যবস্থাপনা ও পানি বিভাজিকা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম করা হয়। এই কেন্দ্রটিতে ৮টি মাঠ গবেষণা এবং ৬টি হস্তান্তর যোগ্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাসমূহ হলো-

১. ***Up scaling of Quesungual Slash and Mulch agro-forestry system (QSMAS) for enhancing crop yields and soil quality in Chittagong Hill Tracts.***

উদ্দেশ্য: জুম চাষের আওতায় ৩ বছর ধরে পরিত্যক্ত জমির মাটিক্ষয়ের ঝুঁকি, উৎপাদনশীলতা, অর্থনৈতিক প্রত্যাবর্তন এবং উর্বরতার অবস্থা মূল্যায়ন করা।

২. ***Study on Management and economic value of SCHUMANNIANTHUS DICHOTOMA (MURTA/ PATIBET) in hilly jhiri land at CHT.***

উদ্দেশ্য: পাহাড়ি ঝিরির পতিত জমিগুলোকে উৎপাদনশীল করা এবং মৃত্তিকা ক্ষয়ের ঝুঁকি কমানো নিশ্চিত করা।

৩. ***Effect of Indigenous and Zero Tillage cultivation methods of pineapple on soil erosion, runoff, nutrient mining in hilly areas.***

উদ্দেশ্যঃ পাহাড়ি এলাকাতে আনারসের স্থানীয় চাষাবাদ ও শূন্য চাষাবাদ পদ্ধতির অধীনে মাটির ক্ষয় এবং পুষ্টির ঘাটতি অনুমান ও তুলনা করা।

৪. ***Effect of plantation of bamboo for erosion control and its economical purposes. MULI/PAIYA: GIGANTOCHLOA ROBUSTA AND ORA: FARGESIA ROBUSTA.***

উদ্দেশ্য: পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ক্ষয়জনিত ঝুঁকি হ্রাস করে জমি পুনরুদ্ধার করা।

৫. ***Studying Broom Grass for Controlling Soil Erosion and its Econmic Value at Chittagong Hill Tracts.***

উদ্দেশ্য: ভূমিধস রোধ, মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা।

৯.০ মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তির এডাপ্টিভ ট্রায়াল স্থাপন

রবি ও খরিফ মৌসুমে মাটির উর্বরতা মানের ভিত্তিতে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োগ বিষয়ে মোট ৪২টি এডাপ্টিভ ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।

১০.০ মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ

৪২টি এডাপ্টিভ ট্রায়াল এলাকায় কৃষক সমাবেশ/মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। এছাড়া মাটি পরীক্ষা ও সুষম সার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচারণামূলক পোস্টার, লিফলেট, সাইনবোর্ড, বিভিন্ন পত্রিকা সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।



১১.০ প্রকাশনা

- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ২০২১-২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন
- ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা (ইউনিয়ন সহায়িকা) প্রকাশ
- ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা) প্রণয়ন

১২.০ বিবিধ

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কারিগরি কর্মশালা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) review Workshop আয়োজিত হয়েছে
- ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষা করে চাহিদামাফিক ফসল অনুযায়ী সার সুপারিশ কার্ড প্রণয়ন করে বিতরণ করা হয়েছে
- কৃষকদের মাঝে উপজেলা নির্দেশিকা, ইউনিয়ন সহয়িকা ও মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ, ভেজাল সার শনাক্তকরণ সংক্রান্ত লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার বিতরণ চলমান রয়েছে
- অনলাইনভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে
- স্থানীয় কৃষকদেরকে মাটির নমুনা সংগ্রহ ও মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেয়া হয়েছে
- উচ্চতর গবেষণা বিষয়ক ছাত্র, শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে



চিত্রঃ হালনাগাদ উপজেলা নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ কার্যক্রম



চিত্রঃভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ কার্যক্রম


চিত্রঃ উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকার উপর
উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (ব্যবহারিক অংশ)



চিত্রঃ ঘেরের পাড়ে মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তরমুজের ফলন নির্ধারণ

১৩.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

১৩.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত	৭৩.৬০৪২	১১.৯৬	১১.৯২ (৯৯.৬৭%)	১০০%	৭১.৮৫ (৯৭.৬২%)	১০০%
২	গোপালগঞ্জ -সাতক্ষীরা-বাগেরহাট-খুলনা-জপুরপিরো কৃষি উন্নয়ন ১ম সংশোধিত প্রকল্প (এসআরডিআই অংগ) শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত	২১.৭৭৭০	৩.৭৫ (বরাদ্দ ছাড় ২.৯৪)	২.৯২ (৭৭.৮৬%)	৭৮%	১৭.০২ (৭৮.১৬%)	৭৯%
৩	এসআরডিআই এর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিসিবিএস) প্রকল্প জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত	১৪৩.২৯৬২	২২.৭৮	১৮.৯০৩৪ (৮২.৯৮%)	১০০%	৩৪.২৩২২ (২৩.৮৯%	৩৮.০%

১৩.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	"মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ ১ম সংশোধিত	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	

১৩.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	বরেন্দ্র অঞ্চলের অম্লীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ফসল উপাদন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাইমেট এগ্রিকালচার প্রযুক্তি ব্যবহার শীর্ষক কর্মসূচি	জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩	৩৫.০০	৬.০	৬.০	৬.০	১০০%	১০০%	১০০%	৩৫	১০০%	১০০%
২	দূর-অনুধাবন পদ্ধতি (Remote sensing) ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ধারণ কর্মসূচি।	জুলাই/২০২০-জুন /২০২৩	৪৫২.২৩	১১৫.৪৬	১১৫.৪৬	৯৯.১৬০	৮৬%	৮৬%	১০০%	৩৫৭.৫৫	৮১%	১০০%
৩	নবসৃষ্ট তিনটি গবেষণাগার জোরদারকরণ কর্মসূচি	জুলাই/২০২১-জুন/২০২৩	৬০৬.১০	৩১০.৫০	৩১০.৫০	৩১০.৪৬	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%	১০০%	৫৯৪.৩৭	৯৮.৬৩	১০০%

১৩.৪ অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০২২-২৩) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল (যে সকল প্রকল্পে অবকাঠামো উন্নয়ন অর্ন্তভুক্ত আছে)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬
১	এসআরডিআই এর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিসিবিএস) প্রকল্প জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	বরাদ্দ ২২.৭৮ ব্যয় ১৮.৮৮৬৬	৮২.৯০%	৯০%	• প্রকল্পটি নির্মাণধর্মী • প্রধান কার্যালয়, ঢাকা: প্রধান কার্যালয়ে নতুন বিল্ডিং নির্মাণের জন্য কৃষিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বেজমেন্টে ১ম ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ২য় বেসমেন্ট ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলছে • রাজশাহী: কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৪র্থ ছাদ ঢালাই শেষ হয়েছে বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল (যে সকল প্রকল্পে অবকাঠামো উন্নয়ন অর্ন্তভুক্ত আছে)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬
					চলমান রয়েছে। • খুলনা: নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১ম ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ২য় ছাদ ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলছে • কুমিল্লা: নির্মাণকাজ চলমান, ৬ষ্ঠ ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে • এসএমআরসি বটিয়াঘাটা, খুলনা: বৈদ্যুতিক কাজ, সীমানা প্রাচীর ও অভ্যন্তরীণ রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে • এসসিডব্লিউএমসি, বান্দরবান: বৈদ্যুতিক কাজ শেষ হয়েছে। গেট, গার্ডরুম, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও সীমানা প্রচীরের কাজ চলমান রয়েছে

১৪.০ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ক্র: নং	সমঝোতা স্মারকের নাম/বিষয়	স্বাক্ষরের তারিখ
১	২	৩
১	ACME Pesticide Doyarampur, Chandupur, Trakanda, Mymensingh-SRDI	২৫/০৮/২০২২

১৫.০ প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- লবণাক্ত এলাকায় শুধুমাত্র ডিবলিং পদ্ধতির মাধ্যমে চাষকৃত ভুট্টা লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার আগেই ফসল পাওয়া সম্ভব
- দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে তুলনামূলক দেরীতে জো আসে, সেইজন্য ডিবলিং পদ্ধতিতে রবি মৌসুমে ভুট্টা চাষ করলে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অধিক ভুট্টার ফলন পাওয়া যায়
- দক্ষিণ অঞ্চলে রবি এর সময় জমি পতিত থাকে এই সময় ভুট্টা চাষ করলে কৃষক অতিরিক্ত একটা ফসল ঘরে তুলতে পারে
- ডিবলিং এর অন্যতম প্রধান সুবিধা এটি মাটির ক্ষয় কমাতে সাহায্য করে
- তুলনামূলক কম বীজ প্রয়োজন এবং দ্রুত অঙ্কুরোদগমে সাহায্য করে
- জো আসার পূর্বেই জমিতে ভুট্টা চাষ করা সম্ভব
- কালবৈশাখী আঘাত হানার আগেই ভুট্টার ফলন ঘরে উঠানো সম্ভব
- অন্যান্য ফসলের তুলনায় ভুট্টা চাষ ব্যবস্থাপনা তুলনামুলক সহজ
- ভুট্টা চাষে তুলনামূলক পানি কম লাগে

প্রযুক্তির উপযোগিতা

অঞ্চল

খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল (গঙ্গা পললভূমি ও গঙ্গা কটাল পললভূমি)।

এলাকা

লবণাক্ততা সমস্যাসংকুল দক্ষিণাঞ্চল।

প্রযুক্তির কার্যপ্রণালী

বপনের সময়

নভেম্বরের মধ্যবর্তী সময় থেকে ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত।

সারের মাত্রা

সংশ্লিষ্ট জমির মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের ব্যবহার পদ্ধতি

চারার বয়স ২০-২৫ দিন হলে চারার গোড়ায় ইউরিয়া সারের এক-তৃতীয়াংশ ও অন্য সকল সার মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে গাছের গোড়া মাটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে, এরপর সামান্য পানি দিয়ে সেচ দিতে হবে। ইউরিয়া সার প্রথমবার দেওয়ার ১৫ দিন পর পর আরও দুই বার সার প্রয়োগ করতে হবে। ডিএপি সার প্রয়োগ করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে টিএসপি ও ইউরিয়া সারের সাথে সারের সমন্বয় করে প্রয়োগ করতে হবে। যদি ডিএপি সার প্রয়োগ করা হয় তাহলে বীজ বপনের ১৫ দিন পর হতে ১৫ দিন পর পর ৬ কিস্তিতে ডিএপি সার গুলিয়ে গোড়ায় প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

আগাছা-রোগ-পোকা দমন

গাছের বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। জমিতে আগাছা দেখা দিলেই তুলে ফেলতে হবে। ভুট্টার গাছে যেন ফল আর্মি ওয়ার্ম লাগতে না পারে সেজন্য ভুট্টার ক্ষেতকে নিবিড় পরিবীক্ষণে রাখতে হবে।

সেচ

উচ্চফলনশীল জাতের ভুট্টার আশানুরূপ ফলন পেতে হলে তিনটি সেচ দিতে হবে। প্রথম সেচ দিতে হবে বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে, দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে এবং তৃতীয় সেচ দিতে হবে মোচা তৈরির সময়।

আন্তঃপরিচর্যা

গাছের গোড়া সময়মতো মাটি দিয়ে বেধে দিতে হবে, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হবে, কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে এবং সময়মতো সেচ দিতে হবে।

ফসল কর্তনের সময়

ভুট্টা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোচা চকচকে খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতা কিছুটা হলদে হলে সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে ভুট্টা গাছের মোচা ৭৫-৮০% পরিপক্ক হলে ভুট্টা সংগ্রহ করা যাবে।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি

ফলন (রবি) - ৯টন/হে. (হাইব্রিড)। এক হেক্টর জমিতে ডিবলিং পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষে ব্যয় ১,৩০,০০০ টাকা। আর আয় ১,৮০,০০০ টাকা। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে মূলত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এপ্রিল মে মাসে সর্বোচ্চ লবণাক্ততা দেখা যায় এছাড়াও এপ্রিল মে মাসে কালবৈশাখীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও কালবৈশাখী থেকে রক্ষা পেয়ে প্রত্যাশিত ফলন প্রাপ্তির জন্য এই প্রযুক্তি অনেক বেশি কার্যকর।







১৬.০ উত্তম চর্চার শিরোনাম

পাহাড়ি ঢালে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে টেকসই ফসল উৎপাদনের জন্য সমউচ্চতায় (contour line) ঝাড়ের বেড়া (Hedge Row) প্রযুক্তির ব্যবহার।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

ক) পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ের ঢালে শস্যের মাঝে, ফলজ এবং সবজি বাগানের ভিতর নির্দিষ্ট দূরত্বে বিভিন্ন প্রজাতির হেজ স্পেসিস দ্বারা হেজ-রো বা হেজ স্ট্রিপ তৈরি করা হয়

খ) পাহাড়ি ঢালের সাথে আড়াআড়ি (across the hill slope) ভাবে কন্টুরে হেজ-রো স্থাপন করা হয় এবং ভ্যাটিভার, ন্যাপিয়ার, আনারস, বগা মেডুলা, ইন্ডিগোফেরা ইত্যাদি হেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়

গ) বৃষ্টির পানিতে ক্ষয়প্রাপ্ত মাটি হেজ-রো-এর ঘন আচ্ছাদনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে মাটির গভীরতা (thickness or depth of soil) বৃদ্ধি পায়

ঘ) এ প্রযুক্তির ব্যবহারে বৃষ্টির পানির গতিবেগ (runoff) বাঁধা গ্রস্থ হয় এবং মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে সহায়তা করে

ঙ) হেজ-রো প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান (Plant nutrient) ধুয়ে যাওয়া রোধ করে। যার ফলে অধিক রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে নিরাপদ ও অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়

প্রযুক্তির উপযোগিতা

ক) পাহাড়ি এলাকার ঢালু ভূমির ভূমিক্ষয় রোধে এ প্রযুক্তি বিশেষভাবে উপযোগী

খ) যে কোন এলাকায় ঢালু জমির ভূমিক্ষয় ও ভূমিধস রোধে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে

প্রযুক্তির ব্যবহারের তথ্য

ক) পাহাড়ি এলাকায় বা ঢালু জমিতে ঢালের আড়াআড়ি ভাবে ৪-৫ মিটার পরপর উপরি লিখিত উল্লেখিত উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহ কৃষকের চাহিদা অনুসারে ঘনভাবে লাগিয়ে হেজ-রো বা হেজ স্ট্রিপ তৈরি করতে হবে

খ) পাহাড়ি ঢালে হেজরো- এর মাঝে ঢালের আড়াআড়িভাবে সবজি/ফসল/জুম চাষ/ফল বাগান ইত্যাদি করা যেতে পারে

প্রযুক্তির হতে ফলন/প্রাপ্তি

- পাহাড়ি ঢালে ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব এবং এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঢালু ভূমির ধস ঠেকানো যায়। এ প্রযুক্তির প্রধান উপকারিতা হচ্ছে মৃত্তিকা ও পানি সংরক্ষণ এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ জৈব পদার্থের প্রাপ্যতা যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, উন্নত গঠন এবং ফসলের নিরাপদ ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক
- এ প্রযুক্তি ব্যবহারে জ্বালানি কাঠের প্রাপ্যতা নিশ্চিত, পশু খাদ্যের যোগান, অবক্ষয় প্রাপ্ত ঢালু জমির পুন: উৎপাদনশীলতা ফিরিয়ে আনা যায়

- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বান্দরবান এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মৃদু পাহাড়ি ঢালে বিভিন্ন হেজ ব্যবহার করে বরবটি চাষে ভূমিক্ষয় নিম্নরুপ- ইন্ডিগোফেরা (১৭.১৩ টন/হে:বছর), নেপিয়ার (১২.৫৭ টন/হে:/বছর), বগামেডোলা (১১.৪৩ টন/হে:/বছর), আনারস (০৯.৮৯ টন/হে:/বছর)। অপরপক্ষে হেজ ব্যবহার না করে একই ঢালে বরবটি চাষাবাদে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ ২৮.৯৬ টন/ হে:/বছর
- গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, পাহাড়ি ঢালে বিভিন্ন হেজ ব্যবহার করে বরবটি চাষে ফলন নিম্নরুপ: ইন্ডিগোফেরা (৮.৫৪ টন/হে:) নিপিয়ার (১০.৩২ টন/হে:), বগমেডোলা (০৯.৩২ টন/হে;) এবং আনারস (১১.৩২ টন/হে:)। অপরপক্ষে হেজ ব্যবহার না করে একই ঢালে বরবটি চাষাবাদে ফলন ৭.৮৫ টন/হে:। এছাড়া এই প্রকার হেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর হেক্টরপ্রতি অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা খরচ হলেও রোধকৃত মাটি পুষ্টি উপাদানের মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা

প্রভাব

এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে মাটি স্বাস্থ্য (Soil Health) বজায় রেখে নিরাপদ ও অধিক ফলন উৎপাদনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পানি দূষণ রোধ, ভূমিধ্বস রোধ, ঝিড়ি ঝর্ণার পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদিতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নতির পাশাপাশি মাটির জৈব পদার্থের যোগান নিরাপদ খাদ্য উপাদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

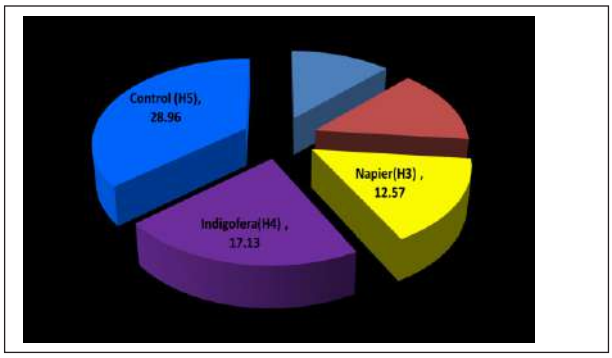

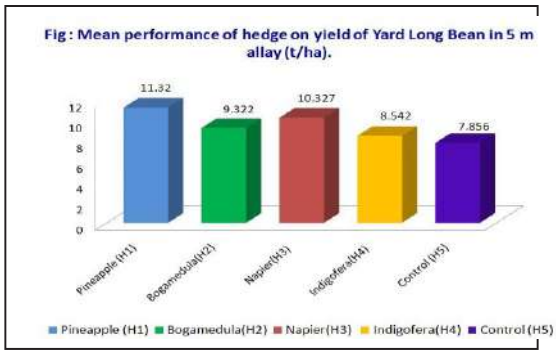





বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালন করে থাকে। বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতি বছর র‍্যালি, সভা, সেমিনার আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মৃত্তিকা সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষে ইত:পূর্বে Soil Olympiad নামক যে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল যেটি প্রশংসার দাবি রাখে। বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস, ৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের একটি বিশ্বব্যাপী উদযাপন যেটি মূলত ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সুস্থ মাটিকে গুরুত্বারোপ করেই উদযাপিত হয়। আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা দিবস উযাপনের লক্ষ্য হলো মানুষের কাছে মাটির গুরুত্ব তুলে ধরা এবং মাটির সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করার একটি সমন্বিত প্লাটফর্ম তৈরি করা।

১৭.০ স্মার্ট কৃষি

১৭.১ স্মার্ট কৃষি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১. দূর অনুধাবন পদ্ধতি (Remote Sensing) ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ধারণ কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ণয় এবং grs.srdi.gov.bd পোর্টালের মাধ্যমে তথ্যনীতি নির্ধারণী পর্যায়ের জন্য উন্মুক্তকরণ

২. Accredited Laboratory স্থাপন এবং accredition প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ ও বিশ্লেষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ

৩. আধুনিক সয়েল ফিজিক্স ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ শুরু

১৭.২ ক্লাইমেট স্মার্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম

১. বরেন্দ্র অঞ্চলের অম্লীয় মাটির ব্যবস্থাপনার জন্য ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলের অম্লীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা

২. আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ শুরু

১৮.০ প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

ক্র: নং	চলমান ও সদ্য সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি	গৃহীত কার্যক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচি এলাকা
১	গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিআই অংগ) ১ম সংশোধিত) জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫	❖মাটির পুষ্টি উপাদানের অবস্থা নির্ণয় এবং প্রকল্পভুক্ত ৫টি জেলায় সমস্যাক্লিষ্ট মাটির (লবণাক্ত, পীট ও জলাবদ্ধ) অবস্থা, বিস্তৃতি ও মাত্রা নির্ণয়। ❖সেচের জন্য নিরাপদ পানির তথ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প এলাকার ৩৭টি উপজেলার জন্য ভূপৃষ্ঠস্থ সেচের পানি ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন। ❖কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ভূমি ও মাটি বিষয়ক ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার তৈরি করা। ❖অবক্ষয়িত মাটি সংশোধনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা। ❖টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০,০২০ জন কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ❖সুষম সার ব্যবহারের হাতিয়ার হিসেবে ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন।	গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর
২	“বরেন্দ্র অঞ্চলে অম্লীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ফসল	এসআরডিআই সৃজিত ভূমি, মৃত্তিকা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘাত সহনশীল কৃষির তথ্য ভান্ডার	গোমস্তাপুর, নাচোল (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা);

	উৎপাদন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক কর্মসূচি জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩	ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতামান সংরক্ষণ করে অধিক ফসল উৎপাদন।	গোদাগাড়ী, তানোর (রাজশাহী জেলা); সাপাহার, পোরশা (নওগাঁ জেলা)
৩	"দূর অনুধাবন (Remote sensing) পদ্ধতি ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ধারণ" শীর্ষক কর্মসূচি জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩	দূর অনুধাবন (Remote sensing) পদ্ধতি ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহারের মাধ্যমে মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির পরিমাণ নির্ধারণ।	সমগ্র দেশ
৪	"নবসৃষ্ট তিনটি গবেষণাগারের কাযক্রম জোরদারকরণ" শীর্ষক কর্মসূচি জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩	কৃষকের দোরগোড়ায় মাটি পরীক্ষা সেবা সম্প্রসারণ করে মাটির উর্বরতামান সংরক্ষণ ও ফসলের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত সুষম সার প্রয়োগ জনপ্রিয় করা, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়ন।	আঞ্চলিক গবেষণাগার টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও পাবনা
৫	"নবসৃষ্ট পটুয়াখালী ও রাংগামাটি গবেষণাগার জোরদারকরণ" শীর্ষক কর্মসূচি জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪	কৃষকের দোরগোড়ায় মাটি পরীক্ষা সেবা সম্প্রসারণ করে মাটির উর্বরতামান সংরক্ষণ ও ফসলের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত সুষম সার প্রয়োগ জনপ্রিয় করা, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কৃষকের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।	আঞ্চলিক গবেষণাগার রাঙ্গামাটি ও পটুয়াখালী
৬	"রাজশাহী ও রংপুর বিভাগসহ মধুপুর গড় অঞ্চলের অম্লীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ফসল উৎপাদন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক কর্মসূচি জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগসহ মধুপুর গড় অঞ্চলের অম্লীয় মাটিতে ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রযুক্তি মাধ্যমে মাটির উর্বরতামান সংরক্ষণ করে টেকসই ও অধিক ফসল উৎপাদন।	ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও রংপুর জেলার ১৬টি জেলার ২০টি উপজেলা

১৯.০ রাজস্ব বাজেটের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

ক্র: নং	কার্যক্রমের নাম	সম্পন্ন ও চলমান কার্যক্রম	সেবার এলাকা
১	গবেষণাগারের সেবা	❖মানসম্পন্ন জৈবসার উৎপাদনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান। ❖জৈবসারের গুণগতমান পরীক্ষা এবং মাটির গুণাগুণ উন্নয়নের লক্ষ্যে জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধি বিষয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ। ❖মাটি, পানি, সারের হেভি মেটাল নির্ণয়।	সমগ্র দেশ
২	ফিল্ড অফিসের সেবা	ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে হাতবই তৈরি করা- ❖উপজেলা নির্দেশিকা প্রণয়ন ❖ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন ❖ব্লক সহায়িকা প্রণয়ন বরেন্দ্র অঞ্চলে মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণাগুণ উন্নয়নের জন্য চুন প্রয়োগের উপর উপর গবেষণা পরিচালনা	সমগ্র দেশ ও বরেন্দ্র এলাকা

		এবং প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসের মাধ্যমে কৃষকদের চুন প্রয়োগের মাধ্যমে মাটি সংশোধন করা ও মাটির অম্লত্ব প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে কৃষকদের উৎসাহিত করা। ❖ফসল উৎপাদনে সারের অপচয় রোধে করণীয় রোধে কৃষকদের সাথে মত বিনিময়।	
৩	গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা	খুলনার বটিয়াঘাটাস্থ লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র (এসএমআরসি) এর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা করে ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের বিস্তারে প্রশিক্ষণ, ফিল্ড ট্রায়াল, মাঠ দিবস ও কর্মশালার আয়োজন।	উপকূলীয় এলাকা
		বান্দরবানস্থ মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও জলবিভাজিকা কেন্দ্র (এসসিডব্লিউএমসি) এর মাধ্যমে পাহাড়ী ঢালু ভূমি সংরক্ষণ করে টেকসই ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের বিস্তারে প্রশিক্ষণ, ফিল্ড ট্রায়াল, মাঠ দিবস ও কর্মশালার আয়োজন।	পাহাড়ি এলাকা

২০.০ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

GCF country program-2023 এ অন্তর্ভুক্তির জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক জলবায়ু সংক্রান্ত খসড়া প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম

Climate Smart Sustainable Soil Carbon Management Initiatives for Enhancing Carbon Sequestration, Soil Health and Food Security in Bangladesh.

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সঠিক মাটি এবং সার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে মাটির কার্বন স্টক বাড়ানোর মাধ্যমে মাটির স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করে টেকসই কৃষি উৎপাদন অর্জন করা যা ধীরে ধীরে মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

জৈব সম্পদ ব্যবহার করে কার্বন (সি) স্টক তৈরি করা, মাটির স্বাস্থ্যের টেকসই উন্নতি, জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতি কমানো এবং এর মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসে সম্ভাব্য অবদান নিশ্চিত করা।

২১.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

স্মার্ট বাংলাদেশ, ভিশন ২০৪১, ডেল্টা প্লান ২১০০, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং দেশের আপামর কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে এবং দেশের মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের নিমিত্ত মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিম্নোক্ত বিভিন্ন মেয়াদি (স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি) কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে।

১। পাহাড়ি এলাকায় সিজিয়াম-১৩৭ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমিক্ষয়ের ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থানায় এর ব্যবহার

২। উপকূলীয় ও লবণাক্ত এলাকায় মাটি ও পানির লবণাক্ততাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ভান্ডার সৃজন ও স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন

৩। উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত সম্ভাব্য প্লাবন ঝুঁকি কবলিত এলাকা নির্ধারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার

৪। বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চলের মাটি অবক্ষয় রোধ করে মাটির অম্লীয় ভাব দূর করা এবং খরা প্রবণতা দূর করা

৫। হাওর, উপকূল ও চর এলাকায় টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন

৬। ভূমি অবক্ষয়ের তথ্য সৃজন ও হালনাগাদকরণ ও AI ভিত্তিক মডেল ব্যবহার করে করণীয় নির্ধারণ

৭। মাটিতে কার্বন ভান্ডার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু (Climate resilient) কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ও সংরক্ষণমূলক কৃষির অনুশীলন



৮। মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম আধুনিকীকরণে সেন্সরভিত্তিক কৃষক সেবা চালু করার লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা
৯। নদী মোহনায় সৃষ্ট নবীন মাটি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি কাজে ব্যবহার উপযোগী করা
১০। টেকসই মাটি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন ও মাঠপর্যায়ে কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার।
১১। মাটির ভৌত ও জৈব গুণাগুণের তথ্য ভান্ডার তৈরি
১২। স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি হিসেবে ন্যানো ফার্টিলাইজার প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও চর্চা

২২.০ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ

বন্যা, খরা, জলচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনে অন্যতম বাধা। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বিরাট একটা অংশের মাটি লবণাক্ততায় আক্রান্ত হবে, যা উপকূলীয় এলাকায় ফসল চাষের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দেশের লবণাক্তপ্রবণ এলাকায় (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনার মাধ্যমে লবণাক্ততা প্রশমন ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার জন্য উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার কৌশল নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম করে যাচ্ছে। এ কেন্দ্র কর্তৃক প্রতি মাসে ১২১টি মনিটরিং সাইটের মাধ্যমে লবণাক্ত মাটি ও পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণপূর্বক লবণাক্ততার মাত্রা নিরূপণ করে উপযুক্ত ফসল চাষ ও ভূগর্ভস্থ পানি ও সেচ উপযোগিতার বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও এর সাফল্যসমূহ-

ক্র: নং	প্রযুক্তির নাম	সাফল্য
১	কলস সেচ পদ্ধতি	• দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় শুকনো মৌসুমে ফসল উৎপাদন করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে • মাদায় লবণাক্ততা ২.০-২.৫ ডিএস/মি পর্যন্ত কমিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে
২	খামার পুকুর প্রযুক্তি	• লবণাক্ত এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে নিরাপদ পানির উৎস হিসেবে কাজ করে • টেকসই ফসল বিন্যাসের মাধ্যমে শস্যনিবিড়তা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে
৩	দুই স্তর মালচিং পদ্ধতি	• মাটির সার্বিক লবণাক্ততা ২-৩ ডিএস/মি পর্যন্ত কমিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভূমির অবক্ষয় সংঘটিত হচ্ছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা কেন্দ্র, বান্দরবানের মাধ্যমে পাহাড়ে ভূমি ক্ষয় ব্যবস্থাপনা ও পানি বিভাজিকা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ভূমি ক্ষয় রোধে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা কেন্দ্র, বান্দরবানের নিম্নোক্ত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করছে-

ক্র: নং	প্রযুক্তির নাম	সাফল্য
১	জুট-জিও (Jute-Geo Texti) টেক্সটাইল পদ্ধতি	ভূমি ক্ষয়রোধ ও ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি পুনর্বাসনে ব্যবহার করা হচ্ছে
২	ব্রাশ উড চেকডেম (Brush Wood Check dam) পদ্ধতি	ভূমি ক্ষয়ের কারণে সৃষ্ট গালী (বড় নালী) পুনর্বাসনে ব্যবহার করা হচ্ছে
৩	গ্যাবিয়ন (Gabion Check dam) চেকডেম পদ্ধতি	ভূমি ক্ষয়ের কারণে সৃষ্ট গালী (বড় নালী) পুনর্বাসনে ব্যবহার করা হচ্ছে
৪	হেজ রো পদ্ধতি	ভূমি ক্ষয়রোধে ব্যবহার করা হচ্ছে



২৩.০ উপসংহার

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নকে টেকসই করার লক্ষ্যে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের মৃত্তিকা সম্পদের উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে অধিকতর ফলনশীল ও ঘাত সহিষ্ণু ফসলের জাতের যেমন বিকল্প নেই, তেমন মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে অবহেলার কোন সুযোগ নেই। মনে রাখা দরকার মাটি একটি অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এ সম্পদের অবক্ষয়ের বিনিময়ে অধিক খাদ্য উৎপাদন আমাদের মতো কৃষি প্রধান দেশে কখনই কাম্য হতে পারে না। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবসহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে টেকসই কৃষি উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত সমৃদ্ধ দেশ গড়তে হলে মাটিবান্ধব কৃষির চর্চা করা আবশ্যক। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটকে প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যভেদী প্রকল্প গ্রহণ করে নিজেদের সেবা ও গবেষণার সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করে টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরও জোড়ালো ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। আগামীর কৃষির কল্যাণে এ প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কার্যক্রমকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী করে তোলা এবং কৃষক সেবার মাধ্যমে দেশের কৃষি খাতকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।





কৃষি তথ্য সার্ভিস

খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫



কৃষি তথ্য সার্ভিস

www.ais.gov.bd

১.০ ভূমিকা

কৃষি তথ্য সার্ভিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সালে আত্মপ্রকাশের পর থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ে দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৮৫ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভক্ত হয়ে এক তৃতীয়াংশ জনবল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে চলে যায়। ২০০৮ সালের আগে সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ ছয়টি আঞ্চলিক অফিস এবং ঠাকুরগাঁও ও কক্সবাজার লিয়াজোঁ অফিস ছিল। বর্তমানে বরিশাল, রংপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও রাঙামাটিতে পাঁচটি আঞ্চলিক অফিসসহ মোট ১১টি আঞ্চলিক অফিস ও ০২টি লিয়াজোঁ অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মিডিয়াভিত্তিক কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

১.১ ভিশন (Vision)

আধুনিক ও সহজলভ্য কৃষি তথ্য সেবা।

১.২ মিশন (Mission)

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে সহজলভ্য করে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

১.৩ উদ্দেশ্যসমূহ

- আধুনিক গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমুল পর্যায়ের কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজলভ্য করা
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত ও সহজে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে দেয়া
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষিবিষয়ক উন্নয়নমূলক/উদ্বুদ্ধকরণ মূলক প্রচার-প্রচারণা করা ও
- কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি মিডিয়াকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা

১.৪ কার্যাবলি

- কৃষি বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক লেখা সংগ্রহ করে মাসিক ম্যাগাজিন ‘কৃষিকথা’য় প্রকাশ ও বিতরণ
- মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করে মাসিক বুলেটিন ‘সম্প্রসারণ বার্তা’য় প্রকাশ ও বিতরণ
- আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ
- কৃষিবিষয়ক ভিডিও, ফিল্ম-ফিলার, টকশো, ডকুমেন্টারি তৈরি ও সম্প্রচার
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিনেমা শো আয়োজনের মাধ্যমে কৃষিবিষয়ক ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শন
- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা বিতরণ ও ই-সেবা প্রদান
- কলসেন্টারের মাধ্যমে (১৬১২৩) তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকদের কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদান
- কৃষি বিষয়ক নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির ওপর মাল্টিমিডিয়া ই-বুক নির্মাণ ও বিতরণ
- কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে ই-তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়া
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওতে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানসহ সরকার গৃহীত কৃষিভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণ



২.০ প্রশাসনিক

২.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
১	২	৩	৪	৫
১.	গ্রেড-১	-	-	-
২.	গ্রেড-২	-	-	-
৩.	গ্রেড-৩	০১	০১	০
৪.	গ্রেড-৪	২	২	০
৫.	গ্রেড-৫	-	-	-
৬.	গ্রেড-৬	৩	৩	০
৭.	গ্রেড-৭	০৭	০৭	০
৮.	গ্রেড-৮	-	-	-
৯.	গ্রেড-৯	১০	১০	০
১০.	গ্রেড-১০	০৭	০৭	০
১১.	গ্রেড-১১	৩৬	৩৬	০
১২.	গ্রেড-১২	১৭	১৩	০৪
১৩.	গ্রেড-১৩	২	২	০
১৪.	গ্রেড-১৪	২৭	২৬	০১
১৫.	গ্রেড-১৫	০১	০১	০
১৬.	গ্রেড-১৬	৬৯	৬২	০৭
১৭.	গ্রেড-১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড-১৮	২	১	০১
১৯.	গ্রেড-১৯	১০	১০	০
২০.	গ্রেড-২০	৪৯	৩৭	১২
মোট		**২৪৩**	**২১৮**	**২৫**

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউট সোর্সিং ইত্যাদি)

দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রষণ ব্যতিত)	আউট সোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
কৃষি তথ্য সার্ভিস	-	৭ জন	৭ জন

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

গ্রেড	পদোন্নতি	মন্তব্য
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব		
১০ গ্রেড		
১১শ-১৬শ গ্রেড	৩ জন	• অফিস সহকারী পদ হতে উচ্চমান সহকারী পদে ১ জন • অফসেট প্রিন্টার পদ হতে সিনিয়র অফসেট মেশিন অপারেটর পদে ১ জন • বুক বাইন্ডার পদ হতে কাটিং মেশিন অপারেটর পদ ১ জন



গ্রেড	পদোন্নতি	মন্তব্য
		• পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক যোগ্য মনে করায় পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। • উচ্চ আদালতে নির্দেশনা মোতাবেক মোঃ জালাল উদ্দিন কে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদায়ন করা হয়েছে।
১৭শ-২০তম গ্রেড	১ জন	• অফিস সহায়ক পদ হতে প্যাকার পদে ১ জন কর্মচারীকে
মোট	৪ জন	

২.৪ নিয়োগ প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	**১০ গ্রেড**	**১১শ-১৬শ গ্রেড**	**১৭শ-২০তম গ্রেড**	**মোট**
-	-	১ জন		১ জন

৩.০ অডিট আপত্তি

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
						সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কৃষি তথ্য সার্ভিস (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	২৫	০৬	৩১	৯৮১.৫৩	২৫	৬	৫৪.১২	২৫	৯২৮.১৬
সর্বমোট	**২৫**	**০৬**	**৩১**	**৯৮১.৫৩**	**২৫**	**৬**	**৫৪.১২**	**২৫**	**৯২৮.১৬**

৩.১ সরকার কর্তৃক/ সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থা	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা
২	৩	৪	৫	৬	৭
কৃষি তথ্য সার্ভিস	৮	-	৮	১	৮

৪.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

৪.১. প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ				
অভ্যন্তরীণ	**বৈদেশিক**	**ইন-হাউস**	**অন্যান্য**	**মোট**
২	৩	৪	৫	৬
৪৮০ জন	**-**	**৫৪০ জন**	**-**	**১০২০ জন**



৫.০ তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মোট কম্পিউটারের সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কিনা	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কিনা	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কিনা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
২৭	আছে	আছে	আছে	১৩৪ জন

৬.০ সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)

আয়ের উৎস	২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)	২০২১-২২ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)
কৃষি কথা গ্রাহক	৩৩.২৯	৩৩.৬১

৭.০ প্রিন্ট মিডিয়ায় অর্জন

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক 'কৃষিকথা' পত্রিকার ৭.৮৩ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার ১৮ হাজার কপি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে
- কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৪.৮৩ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে

৭.১ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অর্জন

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর ২০টি ভিডিও ফিল্ম/ফিলার/ডকুমেন্টারি নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে
- এ সময়ে ৭২০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের কাজ করা হয়েছে
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের ৩৬০টি পর্ব এবং 'বাংলার কৃষি' অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬২টি পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

৭.২ আইসিটিতে অর্জন

- **কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি):** গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক পরিচালিত এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে স্থাপিত ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫-২০ জন কৃষিবিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ২৭ লাখ কৃষক-কৃষাণী এসব কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে তথ্য ও সেবা পেয়েছেন।
- **কৃষি কল সেন্টার** : কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) থেকে প্রতি মিনিটে ২৫ পয়সা ব্যয়ে কৃষিবিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকের উল্লেখিত বিষয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২০০-২২০টি কলের সমাধান এখান থেকে প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৪০৮৫২ জন কে কৃষি তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে
- **কমিউনিটি রেডিও:** বরগুনা জেলার আমতলীতে একটি কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্থাপন করা হয়েছে, বর্তমানে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ রেডিও'র ৫০টি শ্রোতা ক্লাব রয়েছে এবং প্রায় ২ লক্ষ মানুষ অনুষ্ঠানগুলোর নিয়মিত শ্রোতা।



৭.৩ বিবিধ অনুষ্ঠান আয়োজন

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার, মেলা ইত্যাদির আয়োজনে সহযোগিতা করা হয়েছে

৮.০ উপসংহার

কৃষি তথ্য সার্ভিস উন্নয়ন অগ্রযাত্রার গৌরবোজ্জ্বল অংশীদার। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কৃষি তথ্য সার্ভিস এরই মধ্যে অর্জন করেছে বঙ্গবন্ধু কৃষি স্বর্ণপদক, জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী পদক এসব। কৃষির উন্নয়নে কৃষি তথ্য সার্ভিস জন্মলগ্ন থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের প্রায় সব মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য প্রযুক্তি গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বহুবিধ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস নিরলস কাজ করছে। কৃষির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, কৃষিতে সাফল্যের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হোক- এ প্রত্যাশাই সবার। কৃষি সমৃদ্ধিতে আমরা সবাই গর্বিত অংশীদার।



উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ছবি



সিরডাপ মিলনায়তনে কৃষি তথ্য সার্ভিসের আয়োজনে 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট কৃষির ভূমিকা বিষয়ক সেমিনারে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, পরিচালক কৃষি তথ্য সার্ভিস ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ (২২/৬/২০২৩)



কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের সম্মুখে মাননীয় সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস



কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ডিজিটাল বাজার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট

ঢাকা-১২১৫





কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
www.dam.gov.bd

১.০ ভূমিকা
অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

১.১ রূপকল্প (Vision)
উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)
আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৪ প্রধান কার্যাবল (Main Functions)
কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরূপ:-

- কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা
- কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
- কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
- কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা
- কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ
- সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
- কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন
- কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান
- কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
- বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলাপর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠনসমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন
- বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান



- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন

১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো (বর্ণনা)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে পূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্ত সাপেক্ষে নতুনভাবে ৪০৯টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ১৩৪টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত থাকায় শর্তানুযায়ী পদগুলো অদ্যবধি বিলুপ্ত হয়নি। বিধায় তা অনুমোদিত পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া ২৪/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে সংসদীয় কমিটির সভায় আরো ২৩৬টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত পদসহ মোট পদ সংখ্যা ৯৯৪ টি।

জনবলের বিবরণী

ক্রমিক	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১	গ্রেড-০১	০	০	০
২	গ্রেড-০২	১	১	০
৩	গ্রেড-০৩	০	০	০
৪	গ্রেড-০৪	৩	১	২
৫	গ্রেড-০৫	১৫	১০	৫
৬	গ্রেড-০৬	২৫	১২	১৩
৭	গ্রেড-০৭	২	২	০
৮	গ্রেড-০৮	০	০	০
৯	গ্রেড-০৯	১৮৩	১৯	১৬৪
১০	গ্রেড-১০	৫৫	২৯	২৬
১১	গ্রেড-১১	২৬	২০	৬
১২	গ্রেড-১২	৮০	৭৫	৫
১৩	গ্রেড-১৩	১৬	১০	৬
১৪	গ্রেড-১৪	১৩	১০	৩
১৫	গ্রেড-১৫	২৪	২৩	১
১৬	গ্রেড-১৬	২৪৪	১৩০	১১৪
১৭	গ্রেড-১৭	০	০	০
১৮	গ্রেড-১৮	৩৮	৩৮	০
১৯	গ্রেড-১৯	১৩	০৯	৪
২০	গ্রেড-২০	২৪৯	১৬৪	৮৫
	মোট	**৯৮৭**	**৫৫৩**	**৪৩৪**

২.০ প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য*
১	**২**	**৩**	**৪**	**৬**
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	৯৮৭	৫৫৩	৪৩৪	
মোট	**৯৮৭**	**৫৫৩**	**৪৩৪**	



২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউটসোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্প। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	০৩ জন	২৪ জন	২৭ জন
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।	০৩ জন	১৬ জন	১৯ জন
কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	০৩ জন	০৬ জন	০৯ জন
আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	০৪ জন	০৯ জন	১৩ জন
সর্বমোট	১৩ জন	৫৫ জন	৬৮ জন

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
১২ জন	--	০৬জন	--	১৮জন

২.৪ নিয়োগ প্রদান

নতুন নিয়োগ প্রদান				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
০১জন	--	২৫জন	--	২৬জন

৩.০ অডিট আপত্তি

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	২২টি	২৯টি	৫১টি	২,০৯৯.৩৩	৫১টি	২২টি	১,৫৯০.৫৩	২৯টি	৫০৮.৮০
মোট		**২২টি**	**২৯টি**	**৫১টি**	**২,০৯৯.৩৩**	**৫১টি**	**২২টি**	**১,৫৯০.৫৩**	**২৯টি**	**৫০৮.৮০**



৪.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৪.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	--	--	১৪টি	১১টি	২৫টি
মোট	--	--	১৪টি	১১টি	২৫টি

৪.২ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
	সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	২	৩	৪	৫
১	০২টি	--	--	০২টি
	মোট	--	--	০২টি

৪.৩ উচ্চশিক্ষা

ক্র: নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	--	০১	০১	--	০১	০১
	মোট	০১	০১	--	০১	০১

৫.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১৭৬	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৩৩৫

৬.০ সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	আয়ের উৎস	২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)	২০২১-২২ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)
১	২	৩	৪
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৩১৯.০০	২৪৯.০০



৭.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রায় ২১০০০টি বাজারমূল্য, ৪১০০টি বুলেটিন ও ৩৩০টি প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে প্রায় ২০২৪টি বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০টি ফার্মাস মার্কেটিং গ্রুপ গঠন ও ৪০০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ৩২টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় বিদ্যমান ৭৯টি গুদামের মাধ্যমে ৪৫৯৬ জন কৃষকদের ৪৮০৪ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান এবং শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ২৫৬০ জন কৃষককে সুবিধা প্রদান এবং ১০০২ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের খুচরামূল্য সহনীয় রাখতে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৪৮০৪ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান
- শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ২৫৬০ জন কৃষককে সুবিধা প্রদান এবং ১০০২ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান
- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে প্রায় ২০২৪টি বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.dam.gov.bd) নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজারদর স্ক্রল আকারে প্রকাশ
- ওয়েবসাইটে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয়সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বাজারদর, তুলনামূলক বাজারদর, হ্রাস-বৃদ্ধি, মূল্য প্রবণতা ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রকাশ
- ধান, চাউল, পেঁয়াজ, শসা, বেগুন, পেঁপে, টমেটো, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, আলু, ঢ্যাঁড়স, চিচিংগা, করল্লা, চালকুমড়া, ঝিঙা, পটোল, বরবটি, মিষ্টিকুমড়া, গাজর, মুলা, গম, কলা, তরমুজ, পেঁয়ারা, পেঁপে, তামাকসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি প্রতিবেদন
- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতায় পরিবহন সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট ৩.১৯ কোটি টাকার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান
- চাল, গম ও ভুট্টা ফসলের (১২টি) মাসিক বাজারের পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
- সারা দেশের সপ্তাহান্তিক বাজারদর তথ্য সংকলনের মাধ্যমে চাল, গম, আটা ও ভুট্টা ফসল-এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ
- মোটা চাল, লাল গম ও আটা (খোলা) এর জাতীয় গড় বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট-এ প্রেরণ
- মৎস্য ও প্রাণী, তেল ও তেলবীজ, ডাল-কলাই, মসলাজাতীয় ফসল ভেষজ উদ্ভিদ, অপ্রচলিত/অপ্রধান, মৌসুমী শাকসবজি, আলু ও বেগুন-এর মাসিক গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ



৮.০ আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতি, ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

ক্রম.	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রকাশিত আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতি ও কর্মপরিকল্পনার তালিকা	প্রকাশের তারিখ
১	২	৩
১	জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩	
২	কৃষিজপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ নীতিমালা-২০২৩ এর খসড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	

৯.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৯.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	২	৩
০৪টি	৮৪.০৯	৬১.৯৭ (৭৩.৬৯%)

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ শে জুন ২০২৪	২১২.৯১	৩৩.৫০	২০.০০ ৫৯.৭০%	৯৫%	৯৭.২৫৬ ৪৫.৬৮%	৫৫%
২	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত	১৬০.০০	২৯.৫৬	২৫.০০ ৮৪.৫৭%	১০০%	৪৬.০৬ ২৯.০৮%	৪২%
৩	কৃষকপর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প ১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০ শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত	২৫.২৬	৯.৭৫	৭.৯২ ৮১.২৫%	৯৭%	৮.৩৬ ৩৩.১০%	৩৫%
৪	আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০২২ হতে ৩০ শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত	৪২.৭৭	১১.২৮	৯.০৪ ৮০.১৮%	৯০%	৯.০৪ ২১.১৫%	২৪%



৯.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৩) এর হিসাব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: ম:	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	১ লা জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ শে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	২০০.০০	২৫.৫০	২১.৯৯	১৮.৩৫	৮৩.৪৪	৭১.৯৬%	৯০%	১৩৭.৯৫	৬৮.৯৭%	৯০%
২	অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি	১ লা জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ শে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	১৫৪.৪০	৪০.৩০	৪০.৩০	২০.৫৫	৫০.৯৯%	৫০.৯৯%	৯০%	১২৮.৯২	৩.৪৯%	৯৫%
৩	রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি	১ লা জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৫০১.১৪	২৪৭.৬৬	১২৩.৫৮	৭.১৩	৫.৭৭%	২.৮৮%	৩০%	৯.৬২	১.৯২%	৩০%





তুলা উন্নয়ন বোর্ড

খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫





তুলা উন্নয়ন বোর্ড
www.cdb.gov.bd

১.০ ভুমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

তুলা টেক্সটাইল মিলের প্রধান কাঁচামাল এবং কৃষকদের নিকট একটি অর্থকরী ফসল। দেশের বস্ত্র শিল্পের বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। এরপর ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে সমভূমির তুলাচাষ শুরু হওয়ার পর থেকে তুলা চাষ এলাকা ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে হাইব্রিড ও উচ্চফলনশীল জাতের তুলাচাষ প্রবর্তনের ফলে তুলার ফলন হেক্টরপ্রতি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে তুলার গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলার বাজার ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কৃষি পণ্যের চেয়ে ভালো হওয়ায় চাষিদের নিকট তুলা এখন একটি লাভজনক ফসল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও জিনিং এবং ঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

১.২ ভিশন (Vision)

তুলা ও তুলা ফসলের উপজাতের উৎপাদন বৃদ্ধি।

১.৩ মিশন (Mission)

গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তার মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি।

১.৪ উদ্দেশ্য

- তুলা চাষিদের সংগঠিত করে তুলা চাষ বৃদ্ধি এবং তুলা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, সেচ ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদান
- তুলা চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন
- চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা প্রক্রিয়াকরণের জন্য জিনিং ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান
- বীজতুলা বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান এবং
- তুলা উন্নয়ন কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারিত উৎপাদনের নিরবিচ্ছিন্নতার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

১.৫ কার্যাবলি

- বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগ উপযোগী পরিবেশবান্ধব স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা
- প্রশিক্ষণ, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে তুলা চাষের আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা
- তুলাচাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা
- তুলাচাষিদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান
- জিনারদের বেসরকারিভাবে বীজতুলা এবং এর উপজাত প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান এবং
- তুলাচাষিদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান



২.০ প্রশাসনিক

২.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
১	২	৩	৪
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৮৬৪	৪৯২	৩৭২
মোট	**৮৬৪**	**৪৯২**	**৩৭২**

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোসিং ইত্যাদি)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)			আউটসোসিং জনবল	মোট
	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য		
১	২	৩	৪	৫	৬
সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১) (২য় সংশোধিত)	১৮	১০	৮	৬	৪২
তুলার গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	-	-	-	১৩	১৩

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১-১৬তম গ্রেড	১৭-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
৬	-	১	-	৭

৩.০ অডিট আপত্তি

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০ (৫-৮)	১১
১	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১৯	১৪	৩৩	১২০২.৬৩৩	৩৩	৭	৯৩.৪৪০	২৬	১১০৯.১৯৩
মোট		**১৯**	**১৪**	**৩৩**	**১২০২.৬৩৩**	**৩৩**	**৭**	**৯৩.৪৪০**	**২৬**	**১১০৯.১৯৩**



৪.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১২	১	০	০	১২
সর্বমোট		১২	১	০	০	১২

৫.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ প্রশিক্ষণ

ক্র:নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউস	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
	৩৩০ জন	১২ জন	৬৫০ জন		৯৯২ জন

৫.২ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র:নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
১	২	৩	৪	৫
		৪ জন	-	-
	মোট	৪ জন	-	-

৫.৩ উচ্চশিক্ষা

ক্র:নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		-	-	-	২ জন	
	মোট				২ জন	

৬.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৯৯	আছে	নাই	নাই	১০০



৭.০ সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

ক্র: নং	আয়ের উৎস	২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)	২০২১-২২ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)
১	২	৩	৪
১	ফার্মে উৎপাদিত তুলাবীজ ও বিভিন্ন ফল-ফলাদি	২৬৩.৩৪	১৫৫.৪৬

৮.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

তুলার বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে (লবণাক্ত, খরা, চর, বরেন্দ্র ও পাহাড়ি অঞ্চল) তুলা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ মৌসুমে গবেষণার মাধ্যমে 'সিডিবি তুলা-২০' নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত ও ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ মৌসুমে ৪৫০০০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ২.০১ লক্ষ বেল আঁশতুলা উৎপাদিত হয়েছে। উক্ত মৌসুমে মোট ১০৩ মে.টন তুলা বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং ৯০ মে.টন তুলাবীজ কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তুলার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা আমেরিকান বোলওয়ার্ম প্রতিরোধী Bt Cotton অবমুক্ত করা হয়েছে।

- তুলার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা আমেরিকান বোলওয়ার্ম প্রতিরোধী Bt Cotton এর Bangladesh National Committee of Biosafety (BNCB) অনুমোদনক্রমে Bt Cotton অবমুক্ত করা হয়েছে
- সিডিবি তুলা-২০ নামে নতুন ১টি উচ্চফলনশীল জাত অবমুক্ত করেছে
- কৃষি খামার সড়কে 'তুলা ভবন' নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে
- ২৫০৫ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে
- ৬০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- ২৩০ টি পার্টিসিপেটরি রিচার্স ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে
- ২৫০০০টি শিমুল তুলা/ট্রি কটনের চারা কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে
- ৯৯ মে.টন উফশী তুলা বীজ এবং ৩ মে.টন হাইব্রিড তুলাবীজ উৎপাদন করা হয়েছে

৯.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৯.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
৩	৪৩.৩৮	৩৮.৭৭ ৮৯.৩৭%	১২



৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিএপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১) (২য় সংশোধিত) মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০২৩	১৪৩.৫০	২৭.৫০	২৫.৪৫ ৯২.৫৫%	১০০%	১৩৬.০১ (৯৪.৭৮%)	১০০%
২	এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৯ হতে জুলাই ২০২২	৫.১১	০.২১	০.১৫ ৭১.৪৩%	৭৩%	১.১৮ (২৩.১৫%)	২৪%
৩	তুলা গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প মেয়াদকাল: জুলাই ২০২০ হতে জুলাই ২০২৫	৭২.৪৫	১৫.৬৭	১৩.১৭ ৮৪.০৫%	৯৮.৮৭%	২৮.৪৫ (৩৯.২৬%)	৪৩%

৯.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তাবায়নকারী সংস্থা
১	২	৩
	সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১) (২য় সংশোধিত) মেয়াদকাল : জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০২৩	তুলা উন্নয়ন বোর্ড

৯.৪ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২০২৩) এর হিসাব বিবরণী

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	
				অর্থ বরাদ্দ		অর্থ ছাড়		অগ্রগতি			
				জিওবি	আপিএ জিওবি	জিওবি	আপিএ জিওবি	জিওবি	আপি এজিও বি	জিও বি	আপিএ জিওবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	''তুলার সাথে সবজি, মশলা, ডাল ও অন্যান্য ফসলের চাষ'' কর্মসূচি	জুলাই-২০২২ হতে জুন-২০২৫	৩৫০.০০	৮.৫০	০	৪.০০	০	৩.৯০৭	০	৩.৯০৭	০



১০.০ অবকাঠামো উন্নয়ন

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত আছে	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থবছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬
	সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প জুলাই/২০১৪- জুন ২০২৩	২৬.২০	২৪.৪৬ (৯৩.৩৬%)	১০০	তুলা ভবন নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা ২৬.২০ কোটি, অর্জন ২৪.৪৬ কোটি (৯৩.৩৬%) বাস্তব অগ্রগতি ১০০%

১১.০ ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

ক্র: নং	ফসলের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের উৎপাদন লক্ষমাত্রা (লক্ষ মে: টন)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন (লক্ষ মে: টন)	মন্তব্য
১	২	৩	৫	৬
	তুলা	২,১১,৬৪৮ বেল	২,০১,২৭২ বেল	

১২.০ জাত ও প্রযুক্তি তথ্য

১২.১ নিবন্ধিত জাতের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১ টি	সিডিবি তুলা-২০	১. উচ্চ জিওটি সম্পন্ন (৩৯%), পাতা পুরু। ২. একই সাথে বোল ফোটে, আগাম জাত। ৩. রোগ প্রতিরোধী, চর্বনকারী ও শোষক পোকা প্রতিরোধী। ৪. সময়কাল ১৭৫-১৮৫ দিন। ৫. ফলন ৪-৪.৫ মে.টন/হেক্টর

১২.২ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি তথ্য

প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১। তুলার নতুন জাত (সিডিবি তুলা-২০) এর উৎপাদন কলাকৌশল	১. বীজ ১৫ আষাঢ় থেকে ১৫ শ্রাবন পর্যন্ত সারি থেকে সারি ৭০ সেমি: এবং গাছ ৩০ সেমি: দুরত্বে বপন করতে হবে। ২. সার প্রয়োগ মাত্রা হেক্টরপ্রতি ইউরিয়া ৩০০ কেডি, টিএসপি ৩০০ কেজি, এমওপি ১৫০ কেজি, জিপসাম ১০০ কেজি এবং জৈব সার ৫ টন ৩. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ পোকামাকড় দমনের একের অধিক পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের আক্রমণকে প্রতিহত করতে হবে। ৪. ফুটন্ত সাদা ধবধবে বীজতুলা যা সহজে হাতের আঙ্গুল দিয়ে টেনে তোলা যায় এমন তুলা সংগ্রহ করতে হবে। ৫. মাঠ থেকে সংগ্রহের পর আঁশ ও বীজের মান উন্নয়নের জন্য বীজতুলা ভালো করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।
	২। নিমের তৈরি Azadirachtin, অংশিক	১. পরিবেশবান্ধব উপায়ে তুলা ফসলের প্রধান শোষক পোকা দমনে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে।



প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
	জৈব যৌগ Spinosad ও আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করে তুলার জ্যাসিড পোকার পরিবেশ বান্ধব নিয়ন্ত্রণ কৌশল।	২. উৎপাদন খরচ কমে এবং লাভজনক ফলন পাওয়া যায়।

১৩.০ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ক্র: নং	সমঝোতা স্মারকের নাম/বিষয়	স্বাক্ষর
১	২	৩
১	Cotton Research Institute (CRI) Egypt and Cotton Development Board, Bangladesh	০৫/১০/২০২২

১৪.০ বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

- ২০২১-২২ অর্থবছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৭ টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ১ম স্থান অধিকার করেছে
- তুলার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা আমেরিকান বোলওয়ার্ম প্রতিরোধী Bt Cotton এর Bangladesh National Committee of Biosafety (BNCB) অনুমোদনক্রমে Bt Cotton অবমুক্ত করা হয়েছে

১৫.০ স্মার্ট কৃষি

স্মার্ট কৃষির তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো টেকসই কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং আয় বৃদ্ধি করা; জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করা এবং যেখানে সম্ভব গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস অথবা অপসারণ করা। সেক্ষেত্রে তুলা চাষের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১৬.০ স্মার্ট কৃষি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়ন

১. কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
২. প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তুলার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে
৩. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
৪. অনলাইনভিত্তিক আঁশতুলা বিক্রি করা হচ্ছে

১৭.০ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

- ৫০টি জাত ও ১০০ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
- ২.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ২৫ লক্ষ বেল আঁশতুলা উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
- ৫ লক্ষ কৃষককে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে

১৮.০ ভিশন ২০৪১ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

- ১৫টি জাত ও ৩০ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
- ২.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ১৫ লক্ষ বেল আঁশতুলা উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
- ১.৫ লক্ষ কৃষককে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে



- তুলা উৎপাদনে যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
- তুলা উৎপাদনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে

১৯.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ হেক্টরপ্রতি ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে বিটি তুলা কৃষকের মাঝে হস্তান্তর এবং তুলার সাথে পেঁয়াজসহ অন্যান্য ফসলের আন্তঃফসল চাষ এবং তুলাভিত্তিক শস্য বিন্যাস সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চাষীর উৎপাদিত তুলার ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে অংশীজন সভা, দেশের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বের বিভিন্ন তুলা উৎপাদনকারী দেশের সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদি তুলার জার্মপ্লাজম এনে গবেষণার দ্বারা স্বল্পমেয়াদি হাইব্রিড ও অন্যান্য জাত ও প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং এসডিজি এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ২০২৫ সাল নাগাদ ৫৭৫ টি জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত না করে স্বল্প উৎপদনশীল অঞ্চল যেমন-বরেন্দ্র, খরা প্রবণ, লবণাক্ত ও চরাঞ্চল এবং পাহাড়ি এলাকায় তুলা চাষ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০.০ উপসংহার

তুলার বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে (লবণাক্ত, খরা, চর, বরেন্দ্র ও পাহাড়ি অঞ্চল) তুলা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ মৌসুমে গবেষণার মাধ্যমে 'সিডিবি তুলা-২০' নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত ও ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ মৌসুমে ৪৫০০০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ২.০১ লক্ষ বেল আঁশতুলা উৎপাদিত হয়েছে। উক্ত মৌসুমে মোট ১০৩ মে.টন তুলা বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং ৯০ মে.টন তুলাবীজ কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তুলার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা আমেরিকান বোলওয়ার্ম প্রতিরোধী Bt Cotton অবমুক্ত করা হয়েছে।





বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বরেন্দ্র ভবন
সেনানিবাস সড়ক
আমবাগান, রাজশাহী-৬০০০



বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

www.bmda.gov.bd

১.০ ভূমিকা

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে নিয়ে বিএডিসি'র অধীনে "বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)" গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ। ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারি রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মোট ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে "বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)" গঠিত হয় এবং "বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায়" অনুমোদিত হয়। এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ষাটের দশকে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলে ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকূপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএ'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকূপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত হয়। কর্তৃপক্ষের কাজের সফলতার ধারাবাহিকতায় নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায় দীর্ঘদিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

১.১ রূপকল্প (Vision)

বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদি জমি সম্প্রসারণ, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষরোপণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১) ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২) কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ
৩) কৃষি ভূসম্পদ ব্যবস্থপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ
৪) কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন
৫) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ

১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

ক) সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
খ) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ
গ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ
ঘ) কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
ঙ) সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ
চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন
ছ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান



২.০ প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৬
বিএমডিএ	--	৭৯৬	--	কর্তৃপক্ষে বর্তমানে কর্মরত মোট ৭৯৬ জন জনবল রয়েছে। গ্রেড ১- ১ জন, গ্রেড ৩- ৪জন, গ্রেড ৪- ১৪ জন, গ্রেড ৫- ৪১ জন, গ্রেড ৬- ১ জন, গ্রেড ৯- ৬৩, গ্রেড ১০- ১৬১ জন, গ্রেড ১১- ৭১ জন, গ্রেড ১২- ৭২ জন, গ্রেড ১৩- ৩৯ জন, গ্রেড ১৪- ২৪৫ জন, গ্রেড ১৬- ১ জন, গ্রেড ১৯- ৮৩ জন। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে।
মোট	**--**	**৭৯৬**	**--**	

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউটসোর্সিং ইত্যাদি)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউটসোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
--	--	২৭	২৭

৩.০ অডিট আপত্তি (২০২২-২৩ অর্থবছরে অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণ)

ক্র: নং	সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০ (৫-৮)	১১
১	বিএম ডিএ	২৪০	৪১	২৮১	৩৪৭০৩.৪৭	২৮১	৮২	৪৫৬৯.৪৬	১৯৯	৩০১৩২.৪৪
মোট		২৪০	৪১	২৮১	৩৪৭০৩.৪৭	২৮১	৮২	৪৫৬৯.৪৬	১৯৯	৩০১৩২.৪৪

৪.০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
০৮	--	--	--	--	০৮



৫.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

ক্র. নং	দপ্তর/ সংস্থার নাম	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বিএমডিএ	১৫৯	---	০৭	০২	১৬৪
সর্বমোট :		১৫৯	---	০৭	০২	১৬৪

৬.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৬.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	১১৫	---	১৮৭	---	৩০২
মোট	১১৫	---	১৮৭	---	৩০২

৬.২ উচ্চশিক্ষা

ক্র: নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	০৪	০৬	১০	০৪	০৬	১০
মোট	০৪	০৬	১০	০৪	০৬	১০

৭.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কিনা	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কিনা	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কিনা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৩৩১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৩৩১

৮.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়নের উপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল (১৬টি) জেলায় ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনাসহ উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মানউন্নয়নে কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।



৮.১ এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

কার্যাবলি	অগ্রগতি	
	২০২২-২৩ অর্থবছর	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত
খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন (কি.মি.)	১৫৬.০০	২৩০৮.৮২
খাস পুকুর পুনঃখনন (টি)	৪৯৬	৪০৯৬
বিল পুনঃখনন (টি)	৪	৬
পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (টি)	৮	৭৫৬
নদীতে পন্টুন স্থাপন (টি)	--	১১
খননকৃত পাতকুয়া সোলার সিস্টেম স্থাপন (টি) ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন (কিলোওয়াট)	৩২ (১২৮ কিলোওয়াট)	৬১১ (১৪৯০ কিলোওয়াট)
সেচযন্ত্রে (LLP) সোলার সিস্টেম স্থাপন (টি) ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন (কিলোওয়াট)	৬২ (৯৩০ কিলোওয়াট)	২৯৩ (৪৩৯৫ কিলোওয়াট)
নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (সোলার+বিদ্যুৎ) (টি)	১১৩	৭৯৩
অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (টি)	--	৪৩৪০
ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (কি.মি.)	৫৪৬.০০	১৩০২৬.৪০
ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ (কি.মি.)	২৫১.২৫	১৩৯৯.২৫
ফিতাপাইপ সংগ্রহ (মিটার)	৩০০০০	৩১৮৬০০
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (মিটার)		৪০৩৫
ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ (টি)	৯	২৬
লাইট কালভার্ট নির্মাণ (টি)		৮
জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (হেক্টর)	২২৫০	৩৬৫০
বীজ উৎপাদন (প্রতি বছর) (মেট্রিক টন)	৫০০	৭৫০০
পাকা সড়ক নির্মাণ (কি.মি.)	--	১১৪৪
বৃক্ষরোপণ (লক্ষ টি)		০
ফলদ, বনজ ও ঔষধি	২.২৮৫	২৬৩.৪৮৫
তালবীজ	--	৩৭.৫৪
অপ্রচলিত ফলের চারা রোপণ (টি)	১২৫০০০	২৬৩৬২৮
অপ্রচলিত ফসলের বীজ ক্রয় (কেজি)	৪০০	১২০২
প্রদর্শনী প্লট স্থাপন (টি)	১৩	৩৯
কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	৭৬৫	১৫৩১৩৭
গভীর নলকূপ স্থাপন (টি)	--	১১১৮৫
সেচযন্ত্রে প্রি- পেইড মিটার স্থাপন (টি)	৭০	১৬৩৩২



৮.২ খাল, পুকুর ও অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন

সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮টি পানি সংরক্ষণ কাঠামোসহ (ক্রসড্যাম) ১৫৬ কি.মি. খাল, ৪৯৬টি পুকুর, ৩টি দীঘি ও ৪টি বিল পুনঃখনন করে পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৩৫৫০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে প্রায় অতিরিক্ত প্রায় ১৩২০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

৮.৩ এলএলপি স্থাপন

সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃখননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে ৫১টি বিদ্যুৎ চালিত ও ৬২টি সৌরশক্তিচালিত মোট ১১৩টি এলএলপি স্থাপন করে অতিরিক্ত প্রায় ২৯৭০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ৬২টি সৌরশক্তিচালিত এলএলপিতে প্রায় ৯৩০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৮.৪ পাতকুয়া (Dugwell) খনন

৩২টি পাতকুয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির কাঠামো স্থাপন করে সেখানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে এবং সৌরশক্তি দ্বারা সেগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে প্রায় ৪৮ হেক্টর জমিতে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমনঃ আলু, পটোল, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পেঁয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা, মসুর ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালির কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। ৩২টি সৌরশক্তিচালিত পাতকূয়াতে প্রায় ১২৮ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৮.৫ পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন

মাঠ পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করাসহ ফসল উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৪০টি এ ধরনের গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে প্রায় অতিরিক্ত ১৪০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রায় ১১০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

৮.৬ ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ

খননকৃত পাতকুয়ায় ১১.৫২ কি.মি. এবং খাল, বিল, দীঘি, পুকুর ও নদীর পাড়ে স্থাপিত এলএলপিতে ৫৪৬ কি.মি. ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন নির্মাণ ও ২৫১.২৫ কি.মি. ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন সম্প্রসারণ করে সেচের পানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ১০৫০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রায় ৫৫০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

৮.৭ জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশন নালানির্মাণ

১১টি পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ২২৫০ হেক্টর জলাবদ্ধ জমির পানি খালে প্রবেশ করিয়ে তা সেচকাজে ব্যবহারের উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও জলাবদ্ধ জমিতে চাষাবাদ করে ৭৫০০ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৮.৮ ফুটওভার ব্রীজ ও ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ

জমিতে কৃষকের উৎপাদিত ফসল, কৃষি যন্ত্রাংশ, অন্যান্য মালামালসহ হালকা যানবাহন ও গরু-ছাগল সহজে পারাপারের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাল ও পানি নিষ্কাশন নালার উপর ৭টি ফুটওভার ব্রিজ ও ২১টি ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফসল সহজে ঘরে নেয়াসহ বাজারজাত করতে সক্ষম হয়েছে।

৮.৯ অপ্রচলিত ফলের চার ফসলের বীজ সরবরাহ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন

অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ১২৫০০০টি ফলের চারা রোপণ ও ৪০০ কেজি ফসলের বীজ সরবরাহ করে বরেন্দ্র এলাকার কৃষকদেরকে বাণিজ্যিক চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষকের আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে মিষ্টিভুট্টা, জব, চীনাবাদাম ইত্যাদি মাঠ ফসলের ৫টি;



আলুবখারা, তেজপাতা ইত্যাদি মসলাজাতীয় ফসলের ২টি, বেভারেজ জাতীয় ফসল কফি এর ১টি এবং হলুদ বারহী খেজুর, লংগান, পার্সিমন, এভোক্যাডো, তাইওয়ানী আম (গ্রিন ও রেড), ড্রাগন ইত্যাদি ফলের ৫টি মোট ১৩টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে।

৮.১০ সেচযন্ত্রের ব্যবহার

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৬২৩১টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ১৫৪৯০টি ও এলএলপি ৭৪১) সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে ৫.৭৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৪৪.২০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

৮.১১ বীজ উৎপাদন

৫০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতির ধান ও গমবীজ উৎপাদন করে মাঠপর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। যা অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

৮.১২ বনায়ন

খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি, বিল ও রাস্তার ধারসহ বিভিন্ন স্থানে ২.২৮৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, মেহেগনি, সেগুন, নিম, অর্জুনসহ ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে, যা পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৮.১৩ কৃষক প্রশিক্ষণ

ফসলের বহুমুখীকরণ সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসল চাষাবাদ, সেচকাজে পাতকুয়ার পানি ব্যবহার পদ্ধতি, AWD পদ্ধতিতে চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে ৭৬৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯.১৪ অফিস ভবন নির্মাণ

দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নাগরিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় ১টি, কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলায় ১টি ও উলিপুর উপজেলায় ১টি; দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায় ১টি ও ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় ১টি জোনাল অফিস ভবন এবং দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় ১টি গুদামসহ জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সর্বমোট ৬টি জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।



বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রমের চিত্র



চিত্র: দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় খননকৃত দামুয়া খাড়ি



চিত্র: দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় খননকৃত গবিন্দপুর রাজুরিয়া খাল



চিত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয় কর্তৃক নটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলায় পুনঃখননকৃত পচাবড়াল খাল পরিদর্শন।



চিত্র: জলাবদ্ধতা নিরসনে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার আলাইকুমারী খাল পুনখনন।



চিত্র: রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় ফুটওভার ব্রিজসহ সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ।



চিত্র: রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় ধুরইল-৮ মৌজার গভীর নলকূপের পাম্প প্রতিস্থাপন ও মেরামত কাজ



চিত্র: রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন বর্ধিতকরণ কার্যক্রম।



চিত্র: ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় স্থাপিত সৌরশক্তিচালিত এলএলপি



চিত্র: নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার হাজিনগর বেলহট্টি মৌজায় পুনঃখননকৃত পুকুর পাড়ে বৃক্ষরোপণ।



চিত্র: রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় খননকৃত মরাতিস্তা খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ



চিত্র: দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায় নবনির্মিত জোনাল দপ্তর ভবন।



চিত্র: নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় কফির প্রদর্শনী খামার

৯.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৯.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
০৯টি	৪২২.৭৪	৩৫৪.২৭৯২১ বরাদ্দের বিপরীতে (৮৩.৮১%) এবং অর্থ ছাড়ের বিপরীতে (৯৯.৪৮%)	১২ (বারো) টি

উল্লেখ্য যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাজেট-১১ শাখার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'বি' ক্যাটাগরি প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে জিওবি অংশের ১৫ শতাংশ সংরক্ষিত রেখে অনুর্ধ ৮৫ শতাংশ ব্যয় করা যাবে। এর আলোকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট জিওবি বরাদ্দের ৮৫ শতাংশের উপর অর্থাৎ ৩৫৯.৩২৯ কোটি টাকার উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ৩৫৬.১৪১২ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৫৪.২৭৯২১ কোটি টাকা যা ৮৫% বরাদ্দের ৯৮.৫৯%।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (অক্টোবর, ২০১৯-ডিসেম্বর,২০২৪)	১৯১.২০২৯	৩৮.২৫	৩২.৫০১৯১ ৮৪.৯৭%	১০০%	১০৩.৩৮৯৪২ ৫৪.০৭%	৫১.২৫%
২	পুকুর পুনঃখনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প; (জুলাই, ২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৩)	১৪৬.৮৭৫	৫৮.০০	৪৯.২৪২৫ ৮৪.৯০	১০০%	১১৫.০১২৫ ৭৮.৩১%	৭৭.৭৪%
৩	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (অক্টোবর, ২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৪)	২৮৮.১১৬৩	৭০.০০	৫৬.২৯৫১৬ ৮০.৪২%	১০৪.৩৩%	১৩০.০৭২৮ ৪৫.১৫%	৫৯.৬৮%
৪	ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (অক্টোবর, ২০২০-জুন, ২০২৫)	২৫১.১৪৭৯	৯৯.২০	৮২.৭৪৭৭ ৮৩.৪২%	১০০%	১৩৭.৬৮৭৭ ৫৪.৮২%	৫৯.৬৪%
৫	ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সমীক্ষা প্রকল্প; (বিএমডিএ অংশ); (জুলাই,২০২০-জুন, ২০২৩)	০.৪১২২	০.০৭	০.০৫৯১ ৮৪.৪৩%	৮৪.৪৩%	০.৩৯৪৭২ ৯৫.৭৬%	৯৫.৭৬%
৬	সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প; (জানুয়ারি' ২২ - ডিসেম্বর, ২০২৬)	৩২২.৯৮৭১	৭৪.০০	৬২.৭৬১২৩ ৮৪.৮১%	১০০%	৬২.৭৬১২ ১৯.৪৩%	২৭.৫৭%
৭	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প- ২য় পর্যায়	২৪৯.৪০০	১৮.০০	১৫.২৮২০৪ ৮৪.৯০%	১০০%	১৫.২৮২০৪ ৬.১৩%	৭.৭৮%



ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(অক্টোবর,২০২২-জুন, ২০২৭)						
৮	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে সেচ এলাকা ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষামূলক ভাবে ড্রিপ সেচ পদ্ধতির প্রচলন প্রকল্প; (এপ্রিল,২০২২- মার্চ, ২০২৬)	৩২৯.০১৪০	৬০.০০	৫০.৯৯৩০৫ ৮৪.৯৯%	১০০%	৫০.৯৯৩০৫ ৮৪.৯৯%	১৮.১৭%
৯	বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প; (জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২৫)	১৭.৩৩৮২	৫.২২	৪.৩৯৬৫৩ ৮৪.২২%	৯৯.৭৮%	৯.২৬০৫৩ ৫৩.৪১%	৫৮.৪৯%

৯.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে সেচ এলাকা ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষামূলকভাবে ড্রিপ সেচ পদ্ধতির প্রচলন প্রকল্প	বিএমডিএ	৩২৯০১.৪০	৩২৯০১.৪০	--	জিওবি
২	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প- ২য় পর্যায়।	বিএমডিএ	২৪৯৪০.০০	২৪৯৪০.০০	--	জিওবি

১০.০ সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ক তথ্য

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	একক	অর্জন (২০২২-২৩)
১	২	৩	৪
১	সেচ এলাকা সম্প্রসারণ	হেক্টর	৪৩২০০

১১.০ ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটাল সেবা

১১.১ ইনোভেশন

ই-সেচ সেবা এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সেচ সেবা প্রদানে অহেতুক সময় ক্ষেপণের সুযোগ থাকছে না এবং সেবা প্রদান প্রক্রিয়া নিবিড় মনিটরিং এর আওতায় রয়েছে। সেবা প্রাপ্তির জন্য আবেদনের পর সেবাটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং কখন সেবাটি পাওয়া যাবে সেটা সেবা গ্রহীতা যেকোন সময় সরাসরি জানতে পারছেন। সেবাটি প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট জনবলকে নির্ধারিত সময় সীমা উল্লেখসহ দায়িত্ব প্রদান ও মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট থাকছেন। কৃষক আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে সেচ কৃষিকাজ পরিচালনা করতে পারছেন। অনলাইন প্রক্রিয়ায় অনভ্যস্থ ব্যক্তিদের জন্য সেবা গ্রহণের বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া রয়েছে। কৃষকের অহেতুক হয়রানি হ্রাস ও ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে।

১১.২ স্বল্পসময়ে নষ্ট ট্রান্সফর্মার প্রতিস্থাপন

উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নষ্ট ট্রান্সফর্মার মেরামতের জন্য অপারেটর কর্তৃক জোন দপ্তরে জমা দেবার পর সেটা রিজিওনাল ওয়ার্কশপে পাঠানো হচ্ছে। রিজিওনাল ওয়ার্কশপে নষ্ট ট্রান্সফর্মার মেরামতের পর রিজিয়ন দপ্তর হতে গ্রুপ এসএমএসের মাধ্যমে প্রতিদিন সকালে মেরামতকৃত ট্রান্সফর্মারের একটি তালিকা জোন দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হচ্ছে। জোন দপ্তর কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট অপারেটর ও টেকনিশিয়ানকে মেরামতকৃত ট্রান্সফর্মার সরবরাহ ও উত্তোলনের তারিখ জানিয়ে পৃথক



এসএমএস করা হচ্ছে। ফলে অপারেটরকে নষ্ট ট্রান্সফর্মার মেরামতের জন্য বারবার অফিসে এসে খোঁজখবর নেবার প্রয়োজন হচ্ছে না। এসএমএস পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে এসে সংশ্লিষ্ট অপারেটর মেরামতকৃত ট্রান্সফর্মারটি নিয়ে যেতে পারছেন। ফলে কৃষকের শ্রমঘণ্টা ও ব্যয় সাশ্রয়সহ ভোগান্তি হ্রাস হচ্ছে।

১১.৩ ডিজিটাল সেবা

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেচযন্ত্র অপারেটরদের ভাতা প্রদান

উদ্ভাবিত উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সেচযন্ত্রের অপারেটর ভাতা পরিশোধের নিমিত্তে জোন দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক স্থানীয় মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধাসম্পন্ন ব্যাংকে পৃথক একটি অপারেটর ভাতা প্রদান হিসাব খোলা হয়েছে। একই সাথে জোন দপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি সেচযন্ত্রের অপারেটরগণের মোবাইল নম্বরের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পৃথক পৃথক মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে। জোন দপ্তরের কারিগরি ও হিসাব শাখা হতে অপারেটর বিল প্রস্তুতের পর তৎপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অপারেটর ভাতা প্রদান হিসাবে অ্যাডভাইসসহ স্থানান্তর করা হয়। প্রেরিত অ্যাডভাইস অপারেটরগণের মোবাইল নম্বরের বিপরীতে প্রাপ্য ভাতার পৃথক বিবরণী দেওয়া হয়। জোন দপ্তর হতে প্রাপ্ত অ্যাডভাইস অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের মোবাইল একাউন্টে অপারেটর ভাতার টাকা স্থানান্তর করা হয়। ভাতার টাকার স্থানান্তরের একটি নিশ্চিতকরণ ক্ষুদেবার্তা সংশ্লিষ্ট অপারেটর ও জোন দপ্তরের নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে প্রেরিত হয়ে থাকে। ভাতার টাকা অপারেটরদের মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর হিসাব সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক কর্তৃক একটি বিবরণী সংশ্লিষ্ট জোন দপ্তরে প্রেরিত হয়।

অপারেটরগণ তাদের সুবিধা অনুযায়ী যে কোন সময় নিকটস্থ মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্টের নিকট হতে ভাতার টাকা উত্তোলন করতে পারছেন। সেবাটি বাস্তবায়নের ফলে অপারেটরদের যাতায়াত ভোগান্তি, ব্যয় ও কর্মঘণ্টার সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়াও সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পাদনে স্বচ্ছতা থাকায় অপারেটর ভাতা পরিশোধে দুর্নীতির কোন সুযোগ থাকছে না।

১২.০ বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সময়ের কিছু অর্জন বা স্বীকৃতি রয়েছে যা নিম্নরূপ খরাপ্রবণ মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধকল্পে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অত্র এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ও বাঁধের ধার, পতিত জমিতে, খাল/খাড়ী এবং পুকুর/দীঘির পাড়ে বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ঔষধি ও ফলদ বৃক্ষরোপণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিস্বরূপ ইতোমধ্যে দুইটি পুরস্কার অর্জন করেছে; ১) প্রথম পুরস্কার-স্বর্ণপদক : বৃক্ষ রোপণে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার-১৯৯২ এবং ২) তৃতীয় পুরস্কার-ব্রোঞ্চপদক : বৃক্ষ রোপণ প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার-১৯৯৭। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থসমূহের মধ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১ম স্থান অর্জন করে। আবাদি জমি ও সেচের পানি অপচয় রোধে সকল সেচ যন্ত্রের আওতায় ইউপিভিসি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে গ্রামসংলগ্ন স্থাপিত গভীর নলকূপের পার্শ্বে ১টি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণের মাধ্যমে পাইপলাইনের সাহায্য বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ করা হয়েছে। সেচের ব্যয় হ্রাসকল্পে কৃষকদের মাঝে প্রি-পেইড কার্ডের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে কৃষকগণ সহজে সেচ সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া সহজে সেচ সুবিধা প্রাপ্তির ফলে একাধিক ফসল উৎপাদন হচ্ছে এবং এর ফলে এ এলাকার ফসলের নিবিড়তা ১১৭ থেকে ২৪০ এ উন্নীত হয়েছে।

১৩.০ কৃষিতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি কৃষি। বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর । সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমিতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক খাদ্য উৎপাদন, ফসল নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণ সহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জীবনমান উন্নয়নে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেচ উন্নয়ন এর পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকদের



সামাজিক জীবন মান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৯৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে কৃষকগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নতমানের ধান ও গম উৎপাদন কলাকৌশল, মৎস্যচাষ, বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্যের অপ্রচলিত ফল চাষ প্রভৃতি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত জ্ঞান লাভ করে আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছেন।

১৪.০ স্মার্ট কৃষি

১৪.১ স্মার্ট কৃষিসংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১) খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকার পানির অভাবে যখন ফসল উৎপাদন অসম্ভব ছিল তখন বিএমডিএর কল্যাণে এ এলাকায় প্রথম সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইতঃপূর্বে কুপন পদ্ধতিতে সেচ সরবরাহ করা হতো। স্মার্ট কৃষির অংশ হিসেবে বর্তমানে ১৫,৪৯০টি গভীর নলকূপ এবং ৭৮১টি এলএলপি সহ সর্বমোট ১৬,২৩১টি সেচযন্ত্র স্মার্ট কার্ট বেসড প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার কৃষক স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ গ্রহণ করে। কৃষকরা স্মার্ট কার্ড প্রথমে নিকটবর্তী মোবাইল ভেন্ডিং ডিলারের নিকট হতে সেচের জন্য কার্ড রিচার্জ করে সেচযন্ত্রের প্রি-প্রেইড মিটারে কার্ড স্থাপন করে তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সেচের পানির চাহিদা শেষ হলে প্রি-পেইড মিটার হতে কার্ড বের করে নিলে সেচযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়, ফলে অতিরিক্ত পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধ হয়।

২) বিএমডিএ ১৫৪৯০টি গভীর নলকূপ এবং ৭৪১টি এলএলপি সহ সর্বমোট ১৬২৩১টি সেচযন্ত্র স্মার্ট কৃষির অংশ হিসেবে ১৩,৬৬০ কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি সেচযন্ত্রের ৬০০ মিটার হতে ১০০০ মিটার নালা রয়েছে এবং সেচের পানি নির্গমনের জন্য ১০টি হতে ১৬টি সেচ নির্গমন মুখ (Outlet) রয়েছে। ফলে স্মার্ট প্রিপেইড কার্ড দ্বারা সেচযন্ত্র চালু করার পর দূরবর্তী ৪০০-৬০০ মিটার দূরের জমিতে নির্গমন মুখ দ্বারা তাৎক্ষণিক সেচ গ্রহণ করতে পারছে। এতে পানির অপচয় কম হয়।

৩) স্মার্ট কৃষির অংশ হিসেবে সেচযন্ত্রের অপারেটরের বেতন মোবাইল এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান হয়। ফলে অপারেটরদের বেতনের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। তারা তাদের এলাকাতেই মোবাইলের মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

১৪.২ ক্লাইমেট স্মার্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম

১) সৌরশক্তির ব্যবহার ফোসিল (Fossil) ফুয়েলের চাপ কমানো এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে ২৯৩টি এলএলপি সেচযন্ত্র সোলার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট সেচযন্ত্র সোলার করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২) ভূ-গর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার বরেন্দ্র এলাকায় কৃষিকাজ মূলত ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করে ক্লাইমেট স্মার্ট সেচের জন্য বিএমডিএ বর্তমানে সেচকাজে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩৩৫৭টি পুকুর পুনঃখনন, ২০৬৪ কিমিঃ খাল পুনঃখনন এবং ৫৭২টি বিলের জলাবদ্ধতা নিরসন করা হয়েছে। পুনঃখননকৃত খালে পানি সংরক্ষণের জন্য ৭৪৭টি ক্রসড্যাম এবং রাজশাহী পুঠিয়া উপজেলার বারনই নদীতে ০১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। সেচ কার্যক্রমে নদীর পানি ব্যবহারের ফলে বরেন্দ্র এলাকার বিভিন্ন নদীতে ১১টি পন্টুন স্থাপনপূর্বক পার্শ্ববর্তী খালে পানি স্থানান্তর করে বছরব্যাপী সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সেচকার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৭৪১টি এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে।

৩) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ: ক্লাইমেট স্মার্টের অংশ হিসেবে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ পানীয় জলের সংকট নিরসনে গ্রামের সন্নিকটবর্তী গভীর নলকূপের সাথে ০১টি ২৫০০০ লিটার ধারণক্ষমতার ব্যাংক ট্যাংক নির্মাণ করে ৮০০০ ফিট পাইপের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ১৫৭৯টি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা বিএমডিএ নির্মাণ করে প্রায় ০৩ লক্ষ পরিবার নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪) মরুময়তা রোধে বৃক্ষ রোপণ: মরু প্রবল বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়ন ও মরুময়তা রোধ তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনায়নের লক্ষ্যে রাস্তার ধারে পুনঃখননকৃত পুকুরপাড়ে, খালেরপাড়ে ও অন্যান্য সরকারি খাসভূমিতে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। বিএমডিএ এ পর্যন্ত ০২ কোটি ৫৯ লক্ষটি বৃক্ষরোপণ করেছে।

৫) আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিএমডিএ প্রায় ১,৫১,০৯৭ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।



১৫.০ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় বরেন্দ্র অঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকায় দীঘি/জলাশয় পুনঃখননপূর্বক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সম্পূরক সেচ প্রদান"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। এর প্রাক্কলিত ব্যয় ২০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার পোরশা ও পত্নীতলা উপজেলায় ২৫.১৬ একরের (১৫.৯৪ ও ৯.২২) ২টি দীঘি/জলাশয় পুনঃখননের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। পাশাপাশি ৮০০০টি ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হবে। ইতোমধ্যে পোরশা উপজেলার দীঘি পুনঃখনন করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হলে একদিকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রায় ৩৫৫ হেক্টর জমিতে আমন ও বোরো চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা যাবে পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা রাখা যাবে।

১৬.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক) ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৫০০ কিমি: খাল/ছোট নদী, ৬০০টি মজা পুকুর/বিল পুনঃখনন এবং রাবার ড্যামসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ

খ) হার্ড বারিন্দ অঞ্চলে ২০০টি ডাগওয়েল খনন

গ) সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ৩৫০০ কিমি: ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং পানি সাশ্রয়ী আধুনিক সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার

ঘ) প্রায় ৫০০টি সোলার সেচযন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ

ঙ) পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই নদী হতে পানি সরবরাহপূর্বক হার্ড বারিন্দ এলাকায় সেচ সম্প্রসারণ;

চ) ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ৯% থেকে ৩০% উন্নীতকরণ

ছ) ধানের পরিবর্তে স্বল্প পানি প্রয়োজন হয় এমন ফসল উৎপাদন এবং বোরো ধানের পরিবর্তে আউশ ধান চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ

জ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক পরিমাণ বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষরোপণ

ঝ) খাবার পানির সংকট নিরসনে স্থাপিত গভীর নলকূপ ও পাতকুয়া হতে গ্রামে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং

ঞ) ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণের লক্ষ্যে রিচার্জ ওয়েল স্থাপন

১৭.০ উপসংহার

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ অতিব জরুরি। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে উক্ত কাজটি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল পুনঃখনন করে সেচকাজে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে বিধায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সেচকাজে ৩০ শতাংশ ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা ও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার পরিকল্পনা কৃষি মন্ত্রণালের রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যে বিএমডিএ কর্তৃক সেচকাজে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে এলএলপি স্থাপন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ছাড়া খড়াপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকায় ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমও অব্যাহত রাখা হয়েছে। পরবর্তিতেও এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিএমডিএ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।





বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ





বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

www.birtan.gov.bd

১.০ ভূমিকা

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডা: মোঃ ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে 'ফলিত পুষ্টি প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প শুরু করেন। ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ 'ফলিত পুষ্টি' প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সালে এ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) এ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলিত পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পীঠস্থান (Center of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২' পাস হয়। ১৯ জুন, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বারটান-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে ১০০ একর জায়গায় নির্মিত বারটান-এর প্রধান কার্যালয়। এখানে আন্তর্জাতিক মানের ফলিত পুষ্টি গবেষণাগারসহ, প্রশিক্ষণ ভবন, ডরমিটরি, অফিস ভবন, গবেষণার জন্য ফার্ম শেড, পুকুর, স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী (সুবর্ণচর) এবং রংপুরে (পীরগঞ্জ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

১.১ রূপকল্প (Vision)

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- ফলিত পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা
- খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি
- কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন
- খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি



১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক ও অন্যান্যদেরকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ
- খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহত্তোর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা
- স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জেলা বা উপজেলাভিত্তিক বা এগ্রো-ইকোলজিকাল জোনভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়
- খাদ্যচক্রে (Food Chain) ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ কৃষি মেলা, বিশ্বখাদ্য দিবস, পুষ্টি সপ্তাহ, প্রাণিসম্পদ মেলা, মৎস্য মেলা, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ
- ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন
- প্রাকৃতিক কিংবা অন্য যে কোন কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিলে আপদকালীন ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান
- পুষ্টি অবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান

২.০ প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
১	২	৩	৪
বারটান	১৯০	৬৯	১২১
মোট	**১৯০**	**৬৯**	**১২১**

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউট সোর্সিং ইত্যাদি)

মদপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতীত)	আউট সোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
বারটান	-	১	১



৩.০ অডিট আপত্তি

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	বারটান	১৩	০৬	১৯	৩৬৩৮.৯২	১৯	০৩	৪০.৭৪	১৬	৩৫৯৮.১৮
মোট		**১৩**	**০৬**	**১৯**	**৩৬৩৮.৯২**	**১৯**	**০৩**	**৪০.৭৪**	**১৬**	**৩৫৯৮.১৮**

৪.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৪.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	৬৫	-	১৫	-	৮০
মোট	**৬৫**	**-**	**১৫**	**-**	**৮০**

৫.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
২২	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৩৯

৬.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বারটান-এর মূল লক্ষ্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বারটান দেশব্যাপী খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে বারটান। চলতি অর্থবছরে ১৩০৪৩ জন ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি কৃষাণ-কৃষাণী, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বারটান প্রশিক্ষণের আওতা বিস্তৃত করে বস্তিবাসী, গার্মেন্টসকর্মী ও বিদেশগামী শ্রমিকদের খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছে। আপৎকালীন (করোনা/অন্যান্য) সময়ে অপুষ্টিজনিত সমস্যার বিষয়ে ৩৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টিবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে দেশজুড়ে ১৬টি গবেষণা চলমান রয়েছে, যা বারটান প্রধান কার্যালয়সহ ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।



গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষিবিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাকসবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ৩৫টি বেতার কথিকা বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হয়েছে।

খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে মানবদেহে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, শাকসবজি ও ফলমূলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টিবিষয়ক সচেতনতা শীর্ষক ১০টি কর্মশালা/সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার নিমিত্ত ভার্চুয়াল মিডিয়া তথা সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার করছে বারটান। পুষ্টি সম্পর্কিত ৩০টি ভিডিও কনটেন্ট ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটকসহ সোশাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেবল বারটানের ফেসবুক কর্তৃক ভেরিফায়েড সোশাল মিডিয়া পেজ রয়েছে।

CIMMYT এর সহায়তায় উত্তরবঙ্গের ০৪টি জেলায় ৬০০ প্রান্তিক কৃষককে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ ও জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাধ্যমে ২০ কোটি এসএমএস প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৭.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১	০.৮৫ কোটি টাকা	০.৭৪ কোটি টাকা, ৮৮.২৩%	৩

৭.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)	৩৪ কোটি ৫ লাখ টাকা	৮৫ লাখ টাকা	৮৮.২৩%	১০%	২.১৭%	৩%



৭.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)	বারটান	৩৪ কোটি ৫ লাখ টাকা	৩৪ কোটি ৫ লাখ টাকা	-	জিওবি

৮.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বারটান বিভিন্ন পুষ্টি সহায়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বর্ণিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে। এছাড়া ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়নে ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স এবং স্বল্পমেয়াদি (০৩ মাস) সার্টিফিকেট কোর্স চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে (কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন)। আড়াইহাজারে নির্মিতব্য প্রধান কার্যালয়ে মলিকুলার বায়োলজি ল্যাব, (আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত) পুষ্টি বিশ্লেষণ ল্যাব, মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব ও বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই গবেষণাগারে বারটান খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ/নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ, প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকার (শিশু, প্রসূতি এবং বিভিন্ন বয়সের সুষম খাদ্য) এর পুষ্টিমান, রোগ প্রতিরোধী খাদ্য তালিকার উপাদান-এর পুষ্টিমান নিরূপণ করা যাবে। খাদ্য শস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং শাকসবজি ও ফলমূলসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর বহুমুখী ব্যবহারের উপর ল্যাব গবেষণার পাশাপাশি পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের (যেমন- ফরমালিন, রং, ইথোফেন ইত্যাদি) প্রভাব নিরূপণ এবং খাদ্যচক্রে রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ ও মানবদেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয় করা সম্ভব। এছাড়া পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ল্যাব ও কারিগরি সুবিধা প্রদান করা যাবে বারটান গবেষণাগার থেকে। বারটান-এর ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ক ডিপ্লোমা ডিগ্রি গ্রহণকারী শিক্ষার্থী এবং সার্টিফিকেট কোর্স সমাপ্তকারীদের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হবে এই গবেষণাগারের মাধ্যমে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এ নির্ধারিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটানো হবে। শিশু, প্রসূতি এবং বিভিন্ন বয়সের সুষম খাদ্য গ্রহণের মাত্রা/পরিমাণ, রোগ প্রতিরোধী খাদ্য/পথ্য গ্রহণের মাত্রা/পরিমাণ নির্ধারণ এবং খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রণয়ন, পুষ্টিমান বজায় রেখে খাদ্য প্রস্তুত ও রন্ধন পদ্ধতি বের করার গবেষণার পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা কর্ম বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে বিভিন্ন ঔষধি গাছের (গাছ, পাতা, ছাল, ফল, ফুল, মূল ইত্যাদি) গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা ও রোগ প্রতিরোধে ব্যবহারে পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণা ও সম্প্রসারণে জোর দেয়া হবে। স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মৎস্য উৎপাদন ও মাছের পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন রেখে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করবে বারটান। একইভাবে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী পালনের উপর গবেষণা এবং মাংসের পুষ্টিমান বজায় রেখে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করবে।



৯.০ উপসংহার

বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অপরিহার্য উপাদান উন্নত ও দক্ষ মানবসম্পদ। এজন্যই বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তায় নাগরিকদের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধুর দুরদর্শী রাজনৈতিক দর্শনের পথ ধরেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অপুষ্টি দূরীকরণকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে যা রূপকল্প ২০২১, জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ ও ২০১৮ সালে প্রণয়নকৃত জাতীয় কৃষি নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮-তে কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষি প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের পথে দেশের সব জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণ একটি বড় মাইলফলক। ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ এজেন্ডা গৃহীত হয়, যার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সবধরনের ক্ষুধা ও অপুষ্টির অবসান ঘটানো। খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে কার্যকরী প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে পুষ্টিস্তর উন্নয়ন বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর প্রধান লক্ষ্য। ফলিত পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সবধরনের অপুষ্টির অবসান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বারটান গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।





বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

সদর দপ্তর, গাজীপুর





বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

www.sca.gov.bd

১.০ ভুমিকা

১.১ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে এর 'বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী' নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু [বর্তমানে আলু ৩১/১২/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে বিবেচিত] আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় বীজনীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্ত এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। সংস্থাটির সকল কারিগরি কর্মকান্ড বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩, বীজ আইন (সংশোধন) ১৯৯৭, বীজ আইন (সংশোধন) ২০০৫, বীজ আইন ২০১৮, বীজ বিধিমালা ২০২০ ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক সংস্থার অনুমোদিত নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী মোট পদের সংখ্যা ৬৩৩। তার মধ্যে বিসিএস কৃষি ক্যাডারভূক্ত পদের সংখ্যা ২৫১। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুয়ায়ী দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১.২ রূপকল্প

মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তা।

১.৩ অভিলক্ষ্য

উচ্চ গুণাগুণ সম্পন্ন ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণে উৎপাদনকারীদের প্রত্যয়ন সেবা প্রদান এবং মার্কেট মনিটরিং জোরদারকরণের মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ।

১.৪ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যাবলি

১) যে কোন ঘোষিত জাত ও প্রজাতির বীজ প্রত্যয়ন

২) নিবন্ধিত অন্যান্য জাতের বীজ প্রত্যয়ন

৩) বীজ প্রত্যয়নের উদ্দেশ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও লেবেলিং এর পদ্ধতি নির্ধারণ এবং চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বীজের জাত সঠিক কিনা এবং এই বিধিমালার অধীন প্রত্যয়নের জন্য এতে অংকুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতার হার, আর্দ্রতার পরিমাণ ও বীজের মানের এরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, তা নিশ্চিত করা

৪) কোন জাতের বা প্রজাতির বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বপনকৃত বীজের উৎস বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হয়েছিল কিনা, এই বিধিমালা অনুসারে বীজ ক্রয়ে রেকর্ড আছে কিনা এবং ফি পরিশোধ হয়েছে কিনা তা যাচাই করা

৫) যদি প্রয়োজন হয় স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation) ও বিজাত বাছাই (Rouging), এবং সংশ্লিষ্ট জাতের বা প্রজাতির সুনির্দিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির (Factors) ন্যূনতম মান সর্বদা বজায় রাখাসহ বীজ মাঠে প্রত্যয়নের জন্য নির্ধারিত গ্রহণীয় মাত্রার অতিরিক্ত বীজ বাহিত রোগের উপস্থিতি যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে মাঠ পরিদর্শন করা

৬) অন্য জাতের বা প্রজাতির বীজের মিশ্রণ ঘটেছে কিনা তা দেখতে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা

৭) মাঠ পরিদর্শন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন, নমুনা বিশ্লেষণ এবং চিহ্নিতকরণ, লেভেলিং, সিলিংসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান সূচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা



৮) বীজ ব্যবসায়ী কর্তৃক বাজারজাতকৃত বীজের ধারকের সাথে সংযুক্ত লেভেলে বর্ণিত বীজের মান তাতে বিধৃতরূপে সঠিক আছে কিনা তা বাজারজাত পরবর্তী নমুনা পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা তদারকি করা এবং মান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার ফলাফল বীজ ব্যবসায়ীগণকে অবগত করা

৯) ডিইউএস (DUS: Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষার অংশ হিসাবে জাতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলির কর্মকান্ড (Varietal description activities) পরিচালনা করা এবং সে সকল জাতের কার্যকারিতা পরীক্ষার (VCU: Value for Cultivation and Uses) জন্য সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা

১০) বিভিন্ন ফসলের বীজের গুণের ন্যূনতম মান, সময় পূনর্বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা

১১) প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বীজ ব্যবসায়ী ও প্রত্যায়িত বীজের তালিকা প্রকাশসহ শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা

১২) প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের জন্য যে বীজ বপণ করা হয়েছে তা এ বিধিমালার অধীন বপণযোগ্য ছিল কিনা যাচাই করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা

১৩) রোগ ও কীট-পতঙ্গের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ও কম কার্যকারীতা (Poor Performance) এর জন্য বোর্ডকে জাত প্রত্যাহারের পরামর্শ প্রদান

২.০ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উইং ওয়ারি কার্যক্রম

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক এই এজেন্সীর প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এ এজেন্সীতে মোট ৫৬৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৫১টি পদ বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ৩টি কারিগরি উইং রয়েছে-

ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং
খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং
গ) সিড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

২.১ প্রশাসন ও অর্থ উইং

সংস্থার যাবতীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা ও সম্পাদন করা এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সহায়তা প্রদান করা এই উইং এর দায়িত্ব। অতিরিক্ত পরিচালক এ উইং এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসন এবং অর্থ ও হিসাব শাখাদ্বয়ের মাধ্যমে এই উইং এর কার্যাবলি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

১) প্রশাসন শাখা

-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, শ্রান্তি বিনোদন, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন
-অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন
-এজেন্সীতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অফিস প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
-এজেন্সীর বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশসহ লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
-কৃষি মন্ত্রণায়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার চাহিত রিপোর্টসমূহ প্রণয়ন ও প্রেরণ
-এছাড়াও এজেন্সীর অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন

২) অর্থ ও হিসাব শাখা

- সংস্থার বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং অধীনস্ত অফিসসমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রদান
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস এর চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ



- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতনসহ আনুষাঙ্গিক বিল তৈরি ও সরকারি ট্রেজারি হতে উত্তোলন
- বিধিমোতাবেক অর্থনৈতিক নিরীক্ষা কার্যাদি পরিচালনা
- এজেন্সীর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় সহায়তা প্রদান

২.২ মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

এ উইং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা এবং মনিটরিং সেবা প্রদান করে আসছে। এজেন্সীর বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শন ও বীজ পরীক্ষণ এবং পরিকল্পনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এই উইং মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। উইং প্রধান হিসেবে একজন অতিরিক্ত পরিচালক যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন। এ উইং এর তিনটি শাখা রয়েছে। যথা-

১) মাঠ প্রশাসন শাখা

সারাদেশে ৬৪ জন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার কর্মকান্ড তদারকি ও মনিটরিং এর জন্য দেশের ৭টি অঞ্চলে ৭জন আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য মাঠ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রদান
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ
- সরকারি মুদ্রণালয় হতে ট্যাগ মুদ্রণপূর্বক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ট্যাগ সরবরাহ নিশ্চিত ও তদারকি করা
- অনুমোদিত বীজ ডিলার কর্তৃক বিক্রিত বীজের মান সঠিক আছে কিনা যাচাই করার লক্ষ্যে দোকান পরিদর্শন, মার্কেট মনিটরিং ও নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ
- প্রজনন শ্রেণির বীজের জন্য সবুজ, ভিত্তি শ্রেণির বীজের জন্য সাদা ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের জন্য নীল ট্যাগ সরবরাহ ও সংযোজন করার কার্যক্রম তদারকি করা হয়
- ফসলের Inbreed এবং Hybrid জাতের অঞ্চলভিত্তিক মাঠ মূল্যায়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা
- Truthfully Labelled Seed (TLS) বা মান ঘোষিত বীজের গুণগত মান যাচাই করা
- এছাড়াও বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের নদীবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত বীজের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ এবং ফলাফল সংশ্লিষ্ট রফতানি/ আমদানিকারককে অবহিত করা হয়

২) বীজ পরীক্ষা শাখা

এ শাখার অধীনে ১টি কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, ৭টি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার অধীনে ১টি করে মোট ৭টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার ও ২৬টি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়ে স্থাপিত ২৬টি মিনি বীজ পরীক্ষাগার আছে। এসব পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে । এছাড়াও এ শাখা কর্তৃক পরিচালিত বীজ পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন BRRI, BARI, BINA, BJRI হতে উৎপাদিত ধান, গম, পাট ও আলুর প্রজনন বীজ এবং বিএডিসি, বেসরকারি উৎপাদক ও এনজিও কর্তৃক উৎপাদিত ভিত্তি এবং প্রত্যায়িত বীজের বীজমান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা
- মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সংগৃহীত সকল প্রকার ঘোষিত ও অঘোষিত ফসলের বীজের নমুনা সংগ্রহপূর্বক জাতীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে বীজ মান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট ডিলার/উৎপাদনকারী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়য়ের বীজ উইংকে অবহিত করা
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত প্রকল্পসমূহের আওতায় চাষি পর্যায়ে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজের মান যাচাই করে ফলাফল প্রেরণ



- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অধীনে সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ফসলের বীজের নমুনা পরীক্ষা করে ফলাফল মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা
- আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সংস্থা (International Seed Testing Association) এর Referee Sample Testing কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা

৩। পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা

- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা
- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহন
- মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরিকরণ
- অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ

২.৩ সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জোড়দারকরণ প্রকল্পের সহায়তায় ১৯৯৫ ইং সালে সংস্থায় জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ১২ একর কন্ট্রোল ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিয়মিতভাবে জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ২০০৯ সনে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং (DNA finger-printing) এর প্রাথমিক সুবিধাসহ একটি জাত পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। এ উইং এর মূল উদ্দেশ্য হলোঃ নোটিফাইড ফসলের নতুন জাত ছাড়করণে সমন্বয় সাধন ও ছাড়কৃত বিভিন্ন জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, ইত্যাদি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা। এ উইং এর প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক কর্মরত রয়েছেন। এ উইং এর কার্যক্রম সিড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

১) সীড রেগুলেশন শাখা

- সংস্থার বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়নসহ কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা মোতাবেক নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা
- সংস্থার আইনগত বিভিন্ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট উইংকে পরামর্শ দ্বারা সহযোগিতা প্রদান
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা/ আইনকানুন যুগোপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা

২) মান নিয়ন্ত্রণ শাখা

- নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ কার্যক্রমের আওতায় উদ্ভাবিত ফসলের ডি ইউ এস (DUS) (Distinctness, Uniformity and Stability) টেস্ট সম্পাদন করা। বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ এর ধারা ৬ অনুসারে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দায়িত্ব হিসেবে এই টেস্টের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে
- প্রস্তাবিত জাতের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যের একটি বর্ণনা (Descriptor) তৈরি করা হয়। এই টেস্টের মাধ্যমে Breeder's Right প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফসলের জাত হনন (Varietal Piracy) থেকে রক্ষা পায়
- প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল ও গ্রো-আউট টেস্ট (Pre-Post Control & Grow-out Test): প্রজনন, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির যে সব লট বীজ পরীক্ষায় অনুমোদিত মানের পাওয়া যায়, সে সব লটের পূর্বগৃহীত নমুনার একাংশ হতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ফসল উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগণ অফ টাইপ/ বিজাত সনাক্তকরণের মাধ্যমে জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিরূপন করেন। অতঃপর ফসলের উপযুক্ত পর্যায়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠান করে ত্রুটিপূর্ণ নমুনা প্লটের লটসমূহ হতে মাঠ পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা এবং বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণকে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং জমিগুলি নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অফটাইপ/ বিজাত রোগিং এর পরামর্শ প্রদান করা হয়। এটি বীজ ফসলের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



- বিভিন্ন অঞ্চলে নোটিফাইড ফসলের উদ্ভাবিত নতুন ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন ফলাফল সংকলন করে প্রতিবেদন, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি সভায় ছাড়করণ ও নিবন্ধনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে উপস্থাপন করা

৩. ০ প্রশাসনিক

৩. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
১	২	৩	৪
	৬৩৩	৩০০	৩৩৩
মোট			

৪.০ অডিট আপত্তি

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	২৬	১১	৩৭	১৮৪০.২৪৬৭১	২১	১৬	১০৪১.৫৫৭	২১	৭৯৮.৬৮৮৯
	মোট	২৬	১১	৩৭	১৮৪০.২৪৬৭১	২১	১৬	১০৪১.৫৫৭	২১	৭৯৮.৬৮৮৯

৫.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউস	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
	-	-	২১০	৫৫	২৬৫
	মোট	-	২১০	৫৫	২৬৫

৫.২ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
	সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	২	৩	৪	৫
১	-	১	-	১
	মোট	১	-	১



৬.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কিনা	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কিনা	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কিনা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৭৫	আছে	নাই	নাই	৯৭

৭.০ সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

আয়ের উৎস	২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)	২০২১-২২ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)
সরকারি কর্মচারীকে প্রদত্ত ঋণের সুদ	০.১২	০.২০
ডরমিটরির সিট ভাড়া	০.৪৯৫৭	০.৬৯৪৩৬
বীজ প্রত্যয়ন ফি, বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ ফি	৬৮.০৫৯৯৪	৪৯.১০৫১৪
পরীক্ষণ ফি (বীজ পরীক্ষা/পুন:পরীক্ষা ফি, ফসলের জাত মূল্যায়নের নিবন্ধন ফি ও ডিইউএস পরীক্ষা ফি)	১৭.৪৫৪০১	২০.৬৯১৬৫
সরকারি যানবাহনের ব্যবহার (ব্যক্তিগত)	০.১০২	০.৩৬১
কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রি	৫.৫৯৯৯২	৩.১৯১৭৯
বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি (বীজ ডিলার রেজিঃ ফি ও বীজ ডিলার নবায়ন ফি-ইত্যাদি)	৩০.৫৬৭৫৮	২১.৮০৯২৮
মোট=	**১২২.৩৯৯১৫**	**৯৬.০৫৩২২**

৮.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৮.১ জাত অবমুক্তকরণ/নিবন্ধন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৮০টি নতুন উদ্ভাবিত সারির (ধানের ৬৮টি, গমের ৮টি এবং পাটের ২টি, কেনাফ ১টি, মেস্তা ১টি) DUS test (Distinctness, Uniformity and Stability) সম্পাদন করা হয় এবং মোট ২৩টি সারির (ধানের ২১টি, গমের ২টি) VCU test (Value for Cultivation and Uses) সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS, VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট (ধানের ৫ টি, গম ৩টি NSB (National Seed Board) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়।

বীজের গুণগত মানের নিশ্চয়তার জন্য প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ২২৬১টি (আমন ধানের ৫৬৪টি, বোরো ধানের ৫৪৮টি, আউশ ধানের ২৭০টি, গমের ৩০০টি, আলুর ৩৯২টি এবং পাটের ১৭টি) বীজ লটের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে হাইব্রিড জাতের মোট ৬৮টি (আমন ১৬টি, বোরো ৪৬টি এবং আউশ ৬টি) জাতের আঞ্চলিক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১২টি (আমন ৪ টি এবং বোরো ৮টি) হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধিত হয়েছে। (জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১০তম সভা পর্যন্ত)।

৮.২ বীজ প্রত্যয়ন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মোট প্রত্যয়িত বীজের পরিমান ২,৫৭,৬৬৯ মে. টন



৮.৩ বীজ পরীক্ষা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নোটিফাইড ও নন-নোটিফাইড ফসলের বিভিন্ন জাতের সর্বমোট ১৭,৫৮৪ নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮.৪ প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ২৯,০৪১টি প্রজনন, ৭৮,০৯২টি প্রাক-ভিত্তি, ৭৮,৮৪,৪৭৮টি ভিত্তি ও ১,৩৮,২২,১৮২টি প্রত্যায়িত সহ মোট ২,১৮,১৩,৭৯৩টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

৮.৫ বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৫৯,২৪৪ হেক্টর।

৮.৬ মার্কেট মনিটরিং প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ৮,৬৬২টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়েছে ।

৮.৭ আইসিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন

- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা
- মাঠ পর্যায়ে চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা
- বিভিন্ন কর্মসূচি/ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেস তৈরীকরণ
- অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ

৮.৮ প্রকাশনা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ধান বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বার্ষিক প্রতিবেদন , লিফলেট (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম) এবং লিফলেট (কেন্দ্রীয় বীজ পরিক্ষাগারের পরিচিতি) প্রকাশ করা হয়েছে।



৯.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন-২৩) এর হিসাব বিবরণী:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: ন:	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	নিম্ন উৎপাদনশীল ধান ও গম জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ কর্মসূচি	সেপ্টেম্বর/ ২০২০ থেকে জুন /২০২৩	২৪৭.৫৮	২২.৮৯	১৭.২০	১৭.০৯৯	৯৯.৪%	৭৪.৭%	১০০%	৫০.৩৫%	২০.৩৪	৬০%

১০.০ অবকাঠামো উন্নয়ন

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল (যে সকল প্রকল্পে অবকাঠামো উন্নয়ন অর্ন্তভুক্ত আছে)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি (২০২২-২৩ অর্থ বছর)		
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			
১	২	৪	৫	৬	৭		
১.	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪)	১৩.৫৩	১১.৩৬৮	৯৮%	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
					১) প্রধান কার্যালয় ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন নির্মাণ	১৪ টি	১৪ টি (ভৌত অগ্রগতি ৯৮%)
					২) বীজ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে বাজার পরিবীক্ষণ	৮৬২ সেট	৮৬২সেট (১০০%)
					৩) প্রশিক্ষণ	৮৩ ব্যাচ	৫৪ব্যাচ (৬৫%)
					৪) গ্রো-আউট টেষ্ট মাঠ দিবস	৩ টি	৩টি (১০০%)
					৫) সেমিনার	৭ টি	৭টি (১০০%)

১১.০ জাত ও প্রযুক্তি তথ্য

১১.১ উদ্ভাবিত ও অবমুক্তকৃত জাতের তথ্য (ইনব্রিড)

প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ভাবিত ও অবমুক্তকৃত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য
ব্রি	৪	ব্রি ধান১০৩ BR(Bio)8961-AC26-16	দানা লম্বা ও চিকন, ডিগ পাতা খাড়া
		ব্রি ধান১০৪ (BR8862-29-1-5-1-3)	প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সুগন্ধী জাত চালের আকৃতি লম্বা ও চিকন (৭.৬৮মি.মি) ডিগ পাতা খাঁড়া,



প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ভাবিত ও অবমুক্তকৃত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য
			অ্যামাইলোজ ২৯.২%
		ব্রি ধান১০৫ (BRC266-5-1-1-1)	লো জিআই গুণ সম্পন্ন জাত (৫৫.২০)
		ব্রি ধান১০৬ (BR8781-16-1-3-P2)	অলবণাক্ত জোয়ার ভাটা এলাকা জন্য উপযোগী, ঝরে পড়া সহনশীল, ধানের দানা মাঝারি মোটা
বিডাব্লিউএম আরআই	১	বিডাব্লিউএমআরআই গম৪ (BAW1290)	মরিচা রোগ ও পাতায় দাগ রোগ প্রতিরোধী, জাতটি খাটো হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না
এসিআই	২	এসিআই গম১ (ASRBC/0037/1)	এ জাতের দানায় প্রোটিনের পরিমাণ ১৩.২% এবং গ্লুটেনের পরিমাণ ৩২.০২%
		এসিআই গম২ (ASRBC/0020/2)	প্রোটিনের পরিমান ১২.৯% এবং গ্লুটেনের পরিমাণ ২৮.৯%
বিজেআরআই	২	বিজেআরআই কেনাফ৫ KBL-155 (1)	অন্যান্য জাতের তুলনায় জাতটিতে কাটা কম হওয়ায় সহজে ফসল কর্তন করা যায়
		বিজেআরআই তোষাপাট৯ (0-043-7-9)	বিজেআরআই তোষাপাট৮ এর চেয়ে জাতটি লম্বা
বিনা	১	বিনা ধান২৬ (IR57515 TMI-8-1-SRM-1-1)	দানা লম্বা চিকন
এসিআই	১	এসিআই ধান১	জিংক সমৃদ্ধ জাত (২৪.৮ মিগ্রা/ কেজি)

১১.২ নিবন্ধিত জাতের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
এসিআই	৩	এসিআই হাইব্রিড ধান১৪ (Qyou6)	ধানের দানা মোটা
		এসিআই হাইব্রিড ধান১৫ (AH3)	ধানের দানা লম্বা ও চিকন
		ACI হাইব্রিড ধান১৬ (minishail1)	চাল চিকন
মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড	২	মাহিকো হাইব্রিড ধান৬ (RXEL-35)	ধান মাঝারি মোটা
		মাহিকো হাইব্রিড ধান৮ (MRP-5409)	চাল মোটা
ব্র্যাক	১	ব্র্যাক হাইব্রিড ধান২০ (BHR085) (shakti04)	ডিগ পাতা চওড়া, শীষ উপরের দিকে থাকে
সুপ্রিম সিড কোম্পানি লিমিটেড	২	সুপ্রিম হাইব্রিড ধান১৪ (Heera14) (SHD-9549)	ডিগ পাতা খাড়া এবং সবুজ, চাল চিকন
		সুপ্রিম হাইব্রিড ধান১৫ (Heera15) (PAN8385)	চাল চিকন
এসিআই এগ্রোলিংক লিমিটেড	১	এসিআই এগ্রোলিংক হাইব্রিড ধান২ (Q58)	দানা মোটা
ফার্মার্স সিড	১	ফার্মার্স হাইব্রিড ধান১ (Xiangyou-98)	চাল মাঝারি মোটা



প্রতিষ্ঠান	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
কোম্পানি লিমিটেড			
ব্রি	১	ব্রি হাইব্রিড ধান৮	চাল লম্বা ও চিকন
থ্রি এস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড	২	থ্রিএসএগ্রো হাইব্রিড ধান৩ (CUU DA VHE S01)	চাল মোটা
		থ্রিএসএগ্রো হাইব্রিড ধান৪ (CUU 2009)	চাল মোটা
আমেরিকান অ্যাডভান্সড এগ্রো লিমিটেড	১	আমেরিকান অ্যাডভান্সড এগ্রো হাইব্রিড ধান১	চাল চিকন
অসবাংলা এগ্রো লিমিটেড	১	অসবাংলা হাইব্রিড ধান১	চাল মাঝারি মোটা

১২.০ কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে কার্যক্রম

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং অভীষ্ট-২: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসারে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত ০৮টি প্রকল্প গ্রহণের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। তন্মোধ্য বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ" শীর্ষক ০১টি প্রকল্প চলমান আছে যার প্রকল্প ব্যয় ৬৮০৩.৫০ লক্ষ টাকা।

১৩.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(ক) কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারকে আন্তর্জাতিক মানের এবং আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের বীজ পরীক্ষাগারসমূহকে জাতীয় মানের পরীক্ষাগারে উন্নীত করা

(খ) আন্তর্জাতিক মানের বীজ পরীক্ষা পদ্ধতি ও বীজের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে মানবসম্পদ উন্নয়ন

(গ) তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বীজ পরীক্ষার ফলাফল ও ট্যাগ প্রদান





জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

গাজীপুর-১৭০১





জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

www.nata.gov.bd

১.০ ভূমিকা

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ একাডেমি। নাটা গঠনের পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর আওতাধীন কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সার্ডি) নামে অভিহিত ছিল। Japan International Cooperation Agency (JICA) এর অর্থায়নে ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ সার্ডি (CERDI) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১৪ সালের জুন মাসে সার্ডি বিলুপ্ত হয়ে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১.১ রূপকল্প (Vision)

কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনের উৎকর্ষ কেন্দ্র (Centre of excellence)

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা-উন্নয়ন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সব প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়ন। কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া জোরদারকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবার মানোন্নয়ন। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগসূত্র পড়ে তোলা এবং জ্ঞানভিত্তিক নিবিড় কৃষি সেবা উন্নয়নের জন্য অবিরাম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চর্চা করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্য খাতে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা এবং
২. ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন

১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Main functions)

১. কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন
২. বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন
৩. কৃষি সেবায় দক্ষ জনবল গঠনের কার্যকর প্রয়াস হিসাবে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ ইনডাকশন ট্রেনিং, ফাউন্ডেশন ট্রেনিং ও সিনিয়র স্টাফ কোর্সের আয়োজন
৪. টেকসই কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্সের আয়োজন
৫. প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচলনা
৬. আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে সেবার মান উন্নয়নের জন্য ডরমিটরি, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটোরিয়ামের ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি
৭. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপন
৮. পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুষদ সদস্যগণকে বিদেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৯. কোর্স কারিকুলাম উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল/মডিউল তৈরির ক্ষেত্রে কনসালটেন্সি সেবা প্রদান



১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো (বর্ণনা)

জনবলের সংক্ষিপ্ত সার

ক্র. নং	পদবি	গ্রেড	পদসংখ্যা
১	মহাপরিচালক	২	১
২	পরিচালক	৩	২
৩	উপপরিচালক	৫	১২
৪	সিস্টেম এনালিস্ট	৫	১
৫	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	৬	১৭
৬	প্রোগ্রামার	৬	১
৭	ডাটা এনালিস্ট	৯	১
৮	লাইব্রেরিয়ান	৯	১
৯	মেডিকেল অফিসার	৯	১
১০	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১
১১	প্রকাশনা কর্মকর্তা	৯	১
১২	এসিস্টেন্ট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	৯	১
১৩	গ্রেড :১-৯		৪০
১৪	গ্রেড :১০		১৪
১৫	গ্রেড :১১-১৬		৫২
১৬	গ্রেড :১৭-২০		৩১
১৭	আউটসোর্সিং		৪৭
সর্বমোট			১৮৪

২.০ প্রশাসনিক

২.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৬
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	১৮৪	১১৭	৬৭	-
মোট	১৮৪	১১৭	৬৭	

- অনুমোদিত পদ হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউট সোর্সিং ইত্যাদি)

দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউটসোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	-	অর্গানোগ্রামভুক্ত ৩৪ অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত ২৬	৬০

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ-১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
০২	-	-	-	০২



৩.০ অডিট আপত্তি (২০২২-২৩ অর্থবছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ)

ক্র: নং	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
						সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	০৭	-	০৭	২৮৭.৮৮৪	০৭	৪	২০১.৮১১	০৩	৮৬.০৭৩

৪.০. মানবসম্পদ উন্নয়ন

৪.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউস	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	৮২১	-	৮৩	৩১৪	১২১৮

৪.২ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
	সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	২	৩	৪	৫
২	-	-	০১	০১

৪.৩ উচ্চশিক্ষা-প্রযোজ্য নয়

ক্র: নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	-	-	-	-	-	-
	মোট	-	-	-	-	-

৪.৪. তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কিনা	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কিনা	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কিনা	কম্পিউটারের প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
১৩০	আছে	আছে	-	২৯	১৮



৪.৫. সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

ক্রঃ নং	আয়ের উৎস	২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)	২০২১-২২ অর্থবছরে আয় (জমাকৃত)
	১	২	৩
	নন-ট্যাক্স, রেভিনিউ	১৯.০৭ লক্ষ টাকা	৪১.১৪ লক্ষ টাকা

৫.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন-২০২৩ পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ২৭টি ব্যাচে মোট ৮২১ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে, যাতে ৩৯৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও নাটা এর নিজস্ব/অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের বাইরে স্পন্সরড প্রশিক্ষণ হিসেবে ১৯০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ২টি ব্যাচে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের ৭৩ জন কর্মকর্তার এন-৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর অর্থায়নে ১টি ব্যাচে বিসিএস (সাধারাণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৪০ জন কর্মকর্তার এন-১৮৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। সকল প্রশিক্ষণের জন্য অনলাইন রিসোর্স স্পীকার পুল গঠন করা হয়েছে।

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে নাটা কর্তৃক ৭৮০ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ১১৩৫ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- ১১৩৫ জনের মধ্যে নাটা এর রাজস্ব বাজেটের প্রশিক্ষণে ২৭ ব্যাচে ৮২১ জন এবং স্পন্সরড প্রশিক্ষণে ০৫ ব্যাচে ১৯০ জন, শুদ্ধাচার বিষয়ে ৪ (চার) ব্যাচে ৯১ জন, ডাটা ড্রাইভেন প্রশিক্ষণ কোর্সে ০৯ জন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অত্র দপ্তরের ২৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- রাজস্ব বাজেটের ৮২১ জনের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে ৫৭৭ জন এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২৪৪ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর অর্থায়নে ০২টি ব্যাচে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের ৭৩ জন কর্মকর্তার ০৬ (ছয়) মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর অর্থায়নে ০১টি ব্যাচে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৪০ জন কর্মকর্তার ০৪ (চার) মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং এতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩৯৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন
- ০২টি নাটা বুলেটিন, ০১টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ০১টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন করে নাটার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
- অনলাইন রিসোর্স স্পিকার পুল গঠন করা হয়েছে





এন-১৮৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়



Standardization and Interoperability of Agro- Data Ecostystem for Smart Agriculture
শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ



এন-৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে সম্প্রসারণ বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম, সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়



ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন জনাব রেহানা ইয়াসমিন, যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়



নাটার ইনহাউস প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মাহমুদুল হাসান



রাজস্ব বাজেটের আওতায় নাটার প্রশিক্ষণের একাংশ

৬.০ স্মার্ট কৃষি

৬.১ স্মার্ট কৃষি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরে নাটায় Action Plan for Smart Agriculture Through 4IR Technology বিষয় ০১টি ও Action Plan for GIS and Remote Sensing in Smart Farming বিষয়ে ০১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয় যাতে ১০৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

৬.২ কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অগ্রগতি

Modern Farm Mechanization বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে ১৯ ব্যাচে ৫৭০ জন এবং কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৯ ব্যাচে ২৭০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ৫টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.০ উপসংহার

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ শিখনবান্ধব পরিবেশ, অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ক্লাশরুম, লাইব্রেরি, উদ্ভিদ সংরক্ষণ যাদুঘর, ইন্টারনেট সুবিধা, আধুনিক আবাসন ব্যবস্থা, ওয়াকওয়ে, বিশাল খেলার মাঠ এবং ক্যাফেটেরিয়াসহ সব আবাসিক সুবিধা বিদ্যমান। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের সর্বত্র, কৃষক পাচ্ছে নতুন নতুন তথ্য-প্রযুক্তি এবং এগিয়ে যাচ্ছে বাংলার কৃষি। এভাবেই সমৃদ্ধ হচ্ছে বাংলার কৃষক, বেগবান হচ্ছে বাংলার কৃষি, উন্নত হচ্ছে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতি। ইতোমধ্যেই নাটা সফলভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সফল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং উৎকর্ষ সাধনই বর্তমান সময়ে একাডেমির বড় চ্যালেঞ্জ। ভবিষ্যতে নাটা শক্তিশালীকরণের জন্য এসডিজি এর আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে এসডিজির লক্ষমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির ভৌত অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদনাধীন। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের আয়োজন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর চাহিদা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এ পরিকল্পনার অংশ। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একাডেমিকে আরো এগিয়ে নিতে নাটাকে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের কাজ চলমান। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ সকল লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে নাটা দক্ষিণ এশিয়ার একটি অনন্য এবং শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।



গণমাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়





প্রথম আলো
12 Mar -2023, Page:6, Size:3 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 501,800

নতুন প্রযুক্তিতে ধানের জাত উদ্ভাবনের সময় কমবে পাঁচ বছর

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) সহায়তায় নেওয়া সর্বাধুনিক প্রযুক্তি 'জেনেটিক গেইন'-এর মাধ্যমে ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনের সময়কাল চার থেকে পাঁচ বছর কমিয়ে আনা যাবে। এতে করে ৮-১০ বছরের মধ্যেই ধানের নতুন জাত পাওয়া যাবে। বৈরী আবহাওয়া মোকাবিলায় সঠিক জাত উদ্ভাবনেও তা কাজে লাগবে। বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের (বিএমজিএফ) অর্থায়নে ইরি ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে ইরি আয়োজিত এগ্রি (এক্সিলারেটেড জেনেটিক গেইন ইন রাইস) নেটওয়ার্ক ট্রায়াল ২০২৩-এর বার্ষিক অগ্রগতি সভায় এসব কথা জানানো হয়। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সেশনে ব্রি, ইরি, বিনাসহ বিভিন্ন ধান গবেষণাকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্বল্প সময়ে ধানের জাত উদ্ভাবন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ পরিস্থিতিতে উন্নত জাতের ধান গবেষণার জন্য এগ্রি নেটওয়ার্কস ট্রায়ালের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে মোট ১১টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

প্রথম আলো
12 May -2023, Page:3, Size:4 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 501,800

পেঁয়াজ উৎপাদনে ১৬ কোটি টাকা প্রণোদনা

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ ও উৎপাদন বাড়াতে ১৬ কোটি ২০ লাখ টাকার প্রণোদনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রণোদনার আওতায় ১৯ জেলার ১৮ হাজার কৃষক বিনা মূল্যে বীজ ও সার পাবেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাজেট কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাত থেকে এ প্রণোদনা দেওয়া হবে। এ-সংক্রান্ত সরকারি আদেশ গতকাল বৃহস্পতিবার জারি করা হয়েছে। প্রণোদনা হিসেবে একজন কৃষক এক বিঘা জমিতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ১ কেজি বীজ, ২০ কেজি ডিএপি ও ২০ কেজি এমওপি সার পাবেন। ২০২০-২১ সালে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ হয়েছিল মাত্র ৪০ হেক্টর জমিতে, উৎপাদন হয়েছিল ৩০০ টন। সরকারের প্রণোদনার পর ২০২১-২২ সালে এ পেঁয়াজ আবাদ করা জমি বেড়ে হয় আড়াই হাজার হেক্টর, উৎপাদিত হয় ৩৭ হাজার টন। আর ২০২২-২৩ সালে আবাদ হয় ২ হাজার ৭০০ হেক্টর জমি, উৎপাদিত হয় ৩৯ হাজার ৮০০ টন।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*



ধান কাটা উৎসব সুনামগঞ্জের হাওরে বোরো ধান কাটা উৎসবের উদ্বোধন করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান (বাঁ থেকে তৃতীয়), কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক ও পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক। গতকাল দুপুরে দেখার হাওরে। ছবি : প্রথম আলো



হাওরে ঢলছে বোরো ধান কাটা। শ্রমে-ঘামে ফলানো সোনার ধান ঘরে তুলছেন কৃষকেরা। গতকাল সুনামগঞ্জের দেখার হাওরে। ছবি : খলিলুর রহমান

হাওরের ৭০% ধান কাটা হয়ে গেছে

কৃষি

হাওর ও হাওরের বাইরে উঁচু জমি মিলে মোট বোরো আবাদ হয়েছে ৯ লাখ ৫৩ হাজার হেক্টর জমিতে। সেখানে এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪০ লাখ টন ছাড়া।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের ধানভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত হাওরের ৭০ শতাংশ বোরো ধান কাটা হয়ে গেছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ধান পাকার এক মাসে আগে হাওরের ধান পেকে যায়। মে মাসের শুরুতে সেখানে আগাম জলের আশঙ্কা থাকায় এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকেই ধান কাটা শুরু করেন কৃষকেরা। এবার এপ্রিল মাস শেষ হওয়ার আগেই সেখানকার বেশির ভাগ ধান কাটা হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মে মাসের শুরুতে হাওরের ধান পাকে। কিন্তু এবার ফাগুয়া ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হাওরের ধান পেকেছে। ফলের আশঙ্কা মাথায় রেখেই আগাম ধান কাটা শুরু হয়। এখন পর্যন্ত বৃষ্টি ও কাড় পুরোদমে শুরু হয়নি। তাই কৃষকেরা দ্রুত ধানগুলো কাটতে পেরেছেন।

গতকাল সোমবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিলেটের হাওরে ৫০ ভাগ, মৌলভীবাজারে ৭০ ভাগ, হবিগঞ্জে ৬৭ ভাগ, সুনামগঞ্জে ৭০ ভাগ, নেত্রকোনায় ৭৭ ভাগ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৯৭ ভাগ ধান কাটা হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, হাওর আছে এমন ৭টি জেলার হাওরে এ বছর বোরো ধান আবাদ হয়েছে ৪ লাখ ৩২ হাজার হেক্টর জমিতে। হাওর ও হাওরের বাইরে উঁচু জমি মিলে মোট বোরো আবাদ হয়েছে ৯ লাখ ৫৩ হাজার হেক্টর জমিতে। সেখানে এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪০ লাখ টন ছাড়া।

ইদের আগে সুনামগঞ্জের হাওরে বোরো ধান কাটা উৎসবে কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছিলেন, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এবার সময়মতো ধান ঘরে তুলতে পারলে এ বছর বোরোতে রেকর্ড উৎপাদন হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে, এ বছর সারা দেশে ৫০ লাখ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন ছাড়া। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে বোরো ধান আবাদ হয়েছিল ৪৯ লাখ ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে। উৎপাদিত হয়েছিল প্রায় ২ কোটি ২ লাখ টন চাল।



প্রথম আলো

02 May -2023, Page 1, Size 1432153 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 170,213

শর্ষের উৎপাদন এক বছরে বাড়ল ৪০ শতাংশ : কৃষি মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক



শর্ষের খেত। ফাইল ছবি

দেশে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে শর্ষে উৎপাদিত হয়েছে ১১ লাখ ৩২ হাজার টন। আগের অর্থবছরে উৎপাদিত হয়েছিল ৮ লাখ ২৪ হাজার টন। সে হিসেবে এক বছরে শর্ষের ফলন বেড়েছে ৪০ শতাংশ। কৃষি মন্ত্রণালয় আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভোজ্যতেলের চাহিদার ৪০ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে কৃষি মন্ত্রণালয়। এর অংশ হিসেবে প্রথম এক বছরেই দেশে শর্ষের আবাদ বেড়েছে ২ লাখ হেক্টর জমিতে ও উৎপাদন বেড়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার মেট্রিক টন। তেল হিসেবে বিবেচনা করলে ১ লাখ ২১ হাজার মেট্রিক টন তেল বেশি উৎপাদিত হয়েছে। আর প্রতি লিটার তেলের মূল্য ১৫০ টাকা করে হিসাব করলে এক বছরেই উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে গত বছর শর্ষের আবাদ হয়েছিল ৬ লাখ ১০ হাজার হেক্টর জমিতে, এ বছর হয়েছে ৮ লাখ ১২ হাজার হেক্টর জমিতে। গত বছর উৎপাদিত হয়েছিল ৮ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন, এ বছর হয়েছে ১১ লাখ ৩২ হাজার টন। এক বছরেই উৎপাদন বেড়েছে ৪০ শতাংশ।

দেশে বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদা রয়েছে প্রায় ২৪ লাখ টন। এর মধ্যে শর্ষে, তিল ও সূর্যমুখী থেকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় মাত্র ৩ লাখ টন, যা চাহিদার ১২ শতাংশ।

বাকি ভোজ্যতেল আমদানি করতে হয়। সে জন্য ভোজ্যতেলের আমদানিনির্ভরতা কমাতে তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে কৃষি মন্ত্রণালয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ধানের উৎপাদন না কমিয়েই আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ১০ লাখ টন তেল উৎপাদন করা হবে, যা চাহিদার ৪০ শতাংশ। এর ফলে তেল আমদানিতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে শর্ষে, তিল, বাদাম, সয়াবিন, সূর্যমুখীসহ তেলজাতীয় ফসলের আবাদ তিন গুণ বৃদ্ধি করে বর্তমানের ৮ লাখ ৬০ হেক্টর জমি থেকে ২৬ লাখ ৬০ হাজার হেক্টরে উন্নীত করা হবে। তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বর্তমানের ১২ লাখ টন থেকে ২৯ লাখ টনে এবং তেলের উৎপাদন বর্তমানের ৩ লাখ টন থেকে ১০ লাখ টনে উন্নীত করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের নানা রকম প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে প্রথম এক বছরেই প্রায় ২ লাখ হেক্টর জমিতে শর্ষের আবাদ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম আলো

05 May -2023, Page 1, Size 1895360 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 170,213

উপকূলীয় এলাকায় প্রথমবার বোরো চাষ করে রেকর্ড ফলন : কৃষি মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক



উপকূলীয় জেলায় লবণসহনশীল ১০০ দিনের জাতিতে প্রথমবারের মতো বোরো বাদের চাষ করে রেকর্ড ফলন হয়েছে বলে দাবি করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। সাফল্যে খুশিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং বিজ্ঞানীরা এ দাবি করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লবণসহনশীল ১০০ দিনের জাতিতে প্রথমবারের মতো বোরো বাদের চাষ করে রেকর্ড ফলন হয়েছে বলে দাবি করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। সাফল্যে খুশিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং বিজ্ঞানীরা এ দাবি করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লবণসহনশীল ১০০ দিনের জাতিতে প্রথমবারের মতো বোরো বাদের চাষ করে রেকর্ড ফলন হয়েছে। আগামী মার্চে ২০০ দিনের জাতি প্রথমবারের মতো বোরো চাষের আওতায় এসেছে। আগের লবণসহনশীলতার এই লবণের পরিমাণ থাকায়। এ লবণ মাটিমুক্ত চাষ করা হয়েছে ৫টি বাদ ৬৭, ৭৪, ৮৯, ৯৩, ৯৯ ও লবণমুক্ত বাদ ১০৩। বাদ জাতীয় পর রেকর্ড ফলন পাওয়া গেছে। প্রতি বিঘায়ে ৫টি বাদের ৯৯ মণ, ৫টি ৬৭ হয়েছে ৯৯ মণ, ৫টি ৭৪ পাওয়া গেছে ৯৯ মণ, ৫টি ৮৯ হয়েছে ৯৯ মণ ও ৫টি ৯৩ হয়েছে ৯০ মণ। গবেষণাগার খুলনার লবণা শস্য জাতীয় লবণ এই রেকর্ড ফলন পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ বাদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে এবং উপকূলীয় লবণ সিলিটিকেশন কর্মসূচি' বাস্তবায়নে এই ৯০০ দিনের (১৯ বৈশাখ) জাতিতে ৫৪-বাদ৯৭, ৫৪-বাদ৯৪, ৫৪-বাদ৮৯, ৫৪-বাদ৯৩ ও ৫৪-বাদ৯৯ জাতের বাদ চাষ করা হয়। ৫৩৩ জন কৃষকদের বীজ, সেচ, সারসহ সব উপকরণ বিনা মূল্যে দেওয়া হয়েছে। শুধু থেকে পানি এনে সেচ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেওয়া হয় বলে জানায় কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিচালকের নমুনা কাজী আবুল্লাহ বাংলাদেশ বাদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান মো. আমিরুজ্জামান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক পরিচালক পরিচালক শওকত ওসমান, ব্রি পরিচালক আঞ্চলিক কার্যালয়ের কাজী দিলিন আলমসহ আরও, বরগুনার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর বলেন, 'বাদের অতিরিক্ত ফলন হয়েছে। দেশের আর কোথাও বিঘায়ে ৬৯ মণ ফলন পাইনি। আমরা উপকূলীয় এলাকায় এ জাতের আমি পরিচয় করেছি, যা আমাদের জন্য বিরাট অর্জন। এ লবণ সম্ভাবনাময় পাঁচ থেকে ছয় জাত চাষ করেছি। সেচ্ছাসেবক ফলন তুলনামূলক বেশি পাওয়া যাবে, আমাদী সময় মেটিয়ে চাষ করা যাবে।'

দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা হচ্ছে উপকূলীয় এলাকা। পরিশোধন আঞ্চলে বিশেষত কক্সবাজার, নিজেরাজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলায় শুধু মৌসুমে আবাদ জমি পরিচয় থাকে। লবণাক্ততার আবাদে দেশির ভাগ এলাকায় সারা বছরে একটি আবাদ হয়। আমন ধান ঘোলাগ সহ লবণের পানি লবণাক্ত আবাদের পর মাঠে জমি আবাদ পড়ে থাকে। এ ছাড়া লবণপানির স্বল্পতায়ের সাজানে প্রতিবছর শুধু মৌসুমে উপকূলীয় এলাকার প্রায় পাঁচ লাখ হেক্টর জমি অনাবাদি থেকে যায়।

এর একটি কারণ হচ্ছে, সেচ-সুবিধার অভাব। যদিও এই অঞ্চলে স্লেইসগিয়া, পানেশ্বর, শিবপাশা, পাতরা, বীজাংশোলাসহ সিরিজ লবণ নিয়ন্ত্রণের মিষ্টি পানির আওতায় রয়েছে। সে জন্য সেচ-সুবিধাকে ঘাকে লাগিয়ে পরিচ জমিতে মাঝের আংশগার আগামে মাধ্যমে উপজেলাশিলায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ বাদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে 'উপকূলীয় লবণ সিলিটিকেরণ' নামের একটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর লবণসহনশীল সব উপজেলায় তিন হাজার হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৪০০ হেক্টর বেশি।

প্রথম আলো

Bangladesh

PM emphasises again on boosting agri-production, not keeping land uncultivated

Prothom Alo English Desk



Prime Minister Sheikh Hasina today emphasised again on boosting of agricultural production in the country alongside ensuring proper preservation, processing and exporting of those abroad, reports BSS.

The premier also urged all concerned to give proper attention to cultivation, preservation and processing of pulse, onion and mustard oil side by side ensuring that no land remains idle and often comes under cultivation.

The Prime Minister gave the directive while chairing a meeting on the Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC) held at the NEC Conference Room in the city's Sher-e-Bangla Nagar area here today.

State Minister for Planning Shamsul Alam, Planning Commission members and secretaries concerned were present at the briefing.

Briefing the reporters after the meeting, Planning Minister Mustafa Kamal said that the Prime Minister stressed again on not keeping any land idle and thus bringing those under cultivation. In this connection, Mustafa said the Prime Minister noted that Sylhet region still has much land remaining idle or without cultivation and suggested to bring those land under cultivation.

She asked the concerned authorities to provide necessary support including technical support and expertise to those fishing-line owners in the coastal region so that they could clean sand, owing to cyclones, storms and tidal surge, from their given.

The premier emphasised on putting more attention on cultivating local variety of fishes instead of promoting foreign varieties. She also expressed her reservation on using the word "poverty alleviation" in any project side by side to use more the words human resource development.

Sheikh Hasina said it is not always wise to build only structures under any project, but there is also a need for procuring necessary manpower and imparting them proper training to run the machineries and equipments under the structures and building to render services to the people.

The Planning Minister said that the Prime Minister also underscored the need for using locally assembled vehicles preferably from Proget to the government projects instead of the imported vehicles.

Besides, she reiterated that the project directors should work in their respected projects and also instead of discharging their responsibilities as to additional charge.

Mustafa said that the Premier also directed the concerned authorities to follow respective rules and regulations in the project management as well as trying to reduce the tendency of engaging foreign consultants to the development projects.

Touching upon the current macroeconomic situation of the country, he said that the general point to point inflation has increased slightly to February while it could be increased further to March.

"If there is a longer fiery harvest, then inflation may come down from Ramadan, but there should not be excessive rainfall during this period," he added.

The Planning Minister said that the overall economy is now in a much better state compared to the past adding, "If the forward remittance, export earnings and crops yield go in the same direction, then there is nothing to worry."

He said that for a developing country like Bangladesh, the supply side is very important.

Mustafa noted that in economies like Bangladesh, the flow of goods is not smooth while there are also some issues and economic difficulties.

"Inherent difficulties are there and we're trying to minimise those to some inflation, but we can't [not eliminate those]," he added.

He said in growing economies like Bangladesh, it is not possible to tame fully the inflation, rather it can be reduced.

When asked about any specific directive from the Prime Minister to rein in inflation during the ensuing Holy Month of Ramadan, Mustafa said that there is a tendency among the people to resort to "panic buying" ahead and during the Ramadan which gives the "Smart Businessmen" to capitalise on the situation.

He said that the Prime Minister has asked all concerned to remain cautious in this regard. The Planning Minister said that the government is stressing more on the supply side to keep the market stable.

He also said that the ECNEC also thanked the Prime Minister as the newly built Indo-Bangla Friendship Pipeline has been inaugurated recently. The two neighbours built a 131.37-km cross-border pipeline through which Bangladesh will import petroleum, especially diesel from India.

Planning Division Secretary Serajul Karnahar said that the Prime Minister asked all concerned to remain cautious before the project formulation.

He said that the trend of revisioning of projects would come down in the future ECNEC meetings. Echoing with the Planning Secretary, the Planning Minister said that they are trying desperately to this regard.

প্রথম আলো

28 Apr -2023, Page 1, Size 1377462 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 170,213

বাংলাদেশ থেকে আলু নিতে আগ্রহী জাপানি কোম্পানি

বিশেষ প্রতিনিধি



জাপানের টোকিওতে ওয়েস্টিন হোটেলে বৃহস্পতিবারের কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে জাপানি কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা সেইয়া কানাট্টি সাক্ষাৎ করেন। ছবি: কৃষি মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে

বাংলাদেশ থেকে জাপানে আলু রপ্তানির সুযোগ তৈরি হয়েছে। কৃষিপণ্য হিসেবে আলু রপ্তানি ছাড়াও বাংলাদেশ ও জাপানের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে দেশে আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জাপানে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক এবং দুই দেশের বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিদলের বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, বাংলাদেশে উৎপাদিত ভ্যালেন্সিয়া জাতের আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আমদানিতে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে জাপানের একটি কোম্পানি। নেদারল্যান্ডস থেকে আমদানি করা ভ্যালেন্সিয়া জাতটি দেশে এসিআই কোম্পানি প্রচলন করেছে। জাপানের ওই কোম্পানি ও এসিআই যৌথভাবে বাংলাদেশে আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করবে।

সকালে জাপানের টোকিওতে ওয়েস্টিন হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে জাপান সফররত কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে জাপানি কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা সেইয়া কানাট্টি সাক্ষাৎ করে এ আগ্রহের কথা জানান। এ সময় এসিআই অ্যাগ্রিবিজনেসের প্রেসিডেন্ট এক এইচ আনসারী উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ থেকে ভ্যালেন্সিয়া জাতের আলুর নমুনা নিয়ে জাপানের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানান জাপানি কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা সেইয়া কানাট্টি। তিনি কৃষিমন্ত্রীকে জানান, এ জাতের আলু মানসম্পন্ন ও সুস্বাদু।

কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, দেশে বছরে ১ কোটি টনের বেশি আলু উৎপাদিত হয়। দেশে আলুর চাহিদা রয়েছে ৬০ থেকে ৭০ লাখ টন। দেশে বর্তমানে মৌসম জাতের আলু উৎপাদিত হচ্ছে, তার চাহিদা বিদেশে অনেক কম। সে জন্য রপ্তানিযোগ্য ও শিল্পে ব্যবহার উপযোগী আলুর জাত সম্প্রসারণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকারিভাবে বিএডিসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে অনেকগুলো উন্নত জাত আনা হয়েছে, সেগুলো বৃক্ষণ পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজ চলমান আছে।

মন্ত্রী বলেন, 'আলুকে আমরা অনিয়ন্ত্রিত ফসল বা ডিলেগাটিফায়েড ঘোষণা করেছিলাম, যাতে করে বেসরকারিভাবে উন্নত জাত আনা সহজ হয়। এ ঘোষণার পর থেকে বেসরকারিভাবেও আলুর অনেক উন্নত জাত দেশে এসেছে, নিবন্ধিত হয়েছে।' তিনি বলেন, রপ্তানিযোগ্য এসব আলুর জাত চাষের ফলে আলু রপ্তানির বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।



সমকাল

01 Mar -2023, Page:1, Size:168732 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 15,994

কৃষিতে বিশ্বে মডেল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২৩ । ১৭:১৫ | আপডেট: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২৩ । ১৭:১৬



খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে বাংলাদেশ। একইসঙ্গে কৃষিতে বিশ্বে মডেল হয়েও উঠেছে। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএসটি (বাংলাদেশ স্টাডি ট্রাস্ট) আয়োজিত নাগরিক সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। সংলাপের বিষয় ছিলো 'এলডিসি হতে উত্তরণে বাংলাদেশর কৃষি : অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা'।

এতে সভাপতিত্ব করেন বিএসটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাক্কন-অর-রশিদ। সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের উপনেতা ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী। প্রধান আলোচক ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে এম আব্দুল মোমেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের উপনেতা ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, কারণ তাদের কারণেই বাংলাদেশ আজকে সফলতা পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দুরদর্শিতার জন্য বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। আমাদের কৃষকরা প্রমাণ করেছে , আমরা যা শিখি তা প্রয়োগ করতে পারি। আমাদের দেশের কোল্ড স্টোরেজগুলো সারা বছর পূর্ণ থাকে। যা আগে বছরের অর্ধেক সময় খালি পড়ে থাকতো। সরকারি উদ্যোগেই ভুট্টার ব্যবহার আজকে সার্বজনীন হয়েছে। দেশ কোন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখলে আমরা বেশি উপকৃত হবো,সেই সব জায়গা দেখে দেখে কৃষিতে কাজ করেছে সরকার। এজন্য সারাদেশে একই সাথে কৃষি কর্মযজ্ঞ চলছে।'

তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশে পরিবর্তন হচ্ছে। আর সেই পরিবর্তনের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমরা ছিলাম অন্নদাশ। তাই বিদেশিরা আমাদের নানাভাবে অপমানিত করেছে। কিন্তু সেই অপমানের জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কৃষিখাতে মোটামুটি ভালো অবস্থানে আছি। খাদ্যে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ব্যাপক সুনাম করেছে। বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।' তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় বিশ্বাস করতেন আমাদের দেশের বড় সম্পদ কৃষি। বিদেশে কাজ করে ২৪ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠাচ্ছে। আগামী বছরে ৬৭ বিলিয়ন পার হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষির উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভর্তুকি দিয়েছেন। আমাদের কৃষিতে ২৭ গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামীতে দেশের ১ কোটি পরিবার স্বল্পমূল্যে খাদ্য পাবে। নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি ও ফসলের দিকে নজর দিতে হবে। তাহলে আগামী ২০২৬ সালে আমরা এলডিসির লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো।

সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী। তিনি বিভিন্ন গবেষণার তথ্য তুলে ধরে বলেন,বাংলাদেশের বর্তমান মথাপিছু আয় ২৪৮৪ ডলারের বেশি, হিউম্যান এসেট ইনডেক্সে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্জন ৭৫.৩। মাতৃমৃত্যু হার কমানোয় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এখন মডেল বাংলাদেশ। শিক্ষা ও নারী শিক্ষায় শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে, এগ্রোপার্ট পজিশনে দেশ ধারাবাহিক উন্নতির পথে। কৃষির ৩ দশমিক ২৭ শতাংশ উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। যা ৪৮ বর্তমানে বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ড. মাহবুবুর রহমান লিটুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্য আলোচকদের মধ্যে ছিলেন বিএসটির সাধারণ সম্পাদক টি এইচ এম জাহাঙ্গীর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব ড. মো. নেয়ামুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদের সভাপতি ড. উত্তম কুমার বড়ুয়া প্রমুখ।

সমকাল



'বায়োফর্টিফাইড জিংক রাইস সম্প্রসারণের মাধ্যমে অপুষ্টি দূরীকরণের সম্ভাব্যতা ও করণীয়'



কালের কণ্ঠ
03 May -2023, Page:12, Size:30 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200



গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধান ব্রি-৯২-এর ফলন হয়েছে বিঘাপ্রতি প্রায় ৩৩ মণ। ছবি : কালের কণ্ঠ

ব্রি-২৮-এর বিকল্প হিসেবে নতুন তিন জাতের ধানে বাম্পার ফলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুর

- নতুন জাতের ধান তিনটি হচ্ছে ব্রি-৮৯, ব্রি-৯২ এবং বঙ্গবন্ধু ধান-১০০
- প্রচলিত অনেক ধানের চেয়ে ফলন দেড় গুণ বেশি
- কম সময়ে পাকে এবং রোগবালাই কম

'ধানের নতুন জাত ব্রি-৯২ চাষ করে প্রতি বিঘায় ফলন পেয়েছি ৩৩ মণ, যা কল্পনাতীত। এ জাতের ধান চাষে পানি কম লাগে, কীটনাশক লাগে না বললেই চলে।' হাসিমুখে কথাগুলো বলছিলেন গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার ধনপুর গ্রামের কৃষক মো. আলম। শুধু আলম নন, ব্রি-৯২ ধানের বাম্পার ফলনে খুশির ঝিলিক এলাকার শতাধিক কৃষকের মুখে।

গত সোমবার বিকেলে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধান ব্রি-৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান-১০০-এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবসে কৃষকরা তাঁদের সন্তুষ্টির কথা জানান। এ সময় ব্রির মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবীর এবং ব্রির বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে ধনপুর এলাকায় স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময়সভায় শাহজাহান কবীর বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ চাষ করে প্রচলিত অনেক ধানের চেয়ে দেড় গুণ বেশি ফলন পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি শতাংশে প্রায় এক মণ ধান হচ্ছে। এ ছাড়াও ব্রি ধান-৮৯ ও ব্রি ধান-৯২-এর ফলনও প্রায় একই রকম পাচ্ছেন। এসব ধান বেশ চিকন। ভাতও খেতে সুস্বাদু।'

স্থানীয় বাসিন্দা আলতাফ হোসেন বলেন, 'আগে বিদেশ ছিলাম। কৃষিকাজ করতাম না। কৃষিকাজ অলাভজনক ভাবতাম। কিন্তু ধানের নতুন এ তিনটি জাত আমার ধারণা বদলে দিয়েছে। আর বিদেশ নয়; দেশেই কৃষিকাজ করব।'

ব্রির বিজ্ঞানীরা জানান, এসব জাতের ধানের ফলন বেশি, কম সময়ে পাকে এবং রোগবালাই কম। পোকা ও নানা রোগের আক্রমণের কারণে ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯ ধান চাষ না করতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছেন তাঁরা।

রাইস ফার্মিং সিস্টেম বিভাগের প্রধান মো. ইব্রাহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে ব্রি মহাপরিচালক ছাড়াও বক্তব্য দেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন) আব্দুল লতিফ, ব্রি বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতি আমিনা খাতুন, কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ফারজানা তাসলিম প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
06 Apr -2023, Page:11, Size:8 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

পার্বত্য অঞ্চলের কফি ও কাজু বাদাম বিদেশেও রপ্তানি হবে : কৃষিমন্ত্রী

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ▷

খাগড়াছড়ি

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আবহাওয়া ও জলবায়ু কৃষিজ উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। বিশেষ করে এই অঞ্চলে কফি ও কাজু বাদামের বাগান করার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আগে এ সব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করা হলেও আগামীতে এখানে উৎপাদিত কফি ও কাজু বাদাম বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, এমন একদিন আসবে সারাদেশের অর্থনীতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষি বিরাট অবদান রাখবে।

তিনি গতকাল বুধবার বিকালে জেলা সদরের ভাইবোনছড়া মিলেনিয়াম হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত কৃষক-কৃষাণি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি, রাঙামাটির সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার, সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য বাসন্তী চাকমা, পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী, জেলা প্রশাসক মো. সহিদুজ্জামান, পুলিশ সুপার মো. নাইমুল হক।

উল্লেখ্য, কাজু বাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় বাগান সৃজন কার্যক্রম চলছে।

কালের কণ্ঠ
16 Mar -2023, Page:11, Size:16 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

টমেটো রপ্তানি হচ্ছে মালয়েশিয়ায়

সৌমিত্র চক্রবর্তী, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) ▷



সীতাকুণ্ড

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে উৎপাদিত টমেটো প্রথমবার রপ্তানি হচ্ছে। প্রথম দফায় ১৩ টন টমেটো কন্টেইনারে করে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে যাবে মালয়েশিয়ায়। এর আগে সবজিভারপ্যাত সীতাকুণ্ডে অনেক ধরনের সবজি রপ্তানি হলেও টমেটো রপ্তানি এই প্রথম।

রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সাত্তার এন্টারপ্রাইজ বিভিন্ন ক্ষেত ঘুরে বাহুবলী জাতের টমেটো রপ্তানির জন্য বাছাই করেছেন। সবজি রপ্তানিতে টমেটো যোগ হওয়ায় উচ্ছ্বসিত সীতাকুণ্ডের মাঠ পর্যায়ের কৃষক। রপ্তানির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তাঁরা। চট্টগ্রাম বন্দরের একেবারে কাছে অবস্থান হওয়ায় রপ্তানিকারকও খুশি।

জানতে চাইলে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সাত্তার এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আব্দুল কাইয়ুম বলেন, আমি ও আমার বড় ভাই মোস্তফা গত ৫ বছর ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে টমেটো, আলুসহ বিভিন্ন সবজি সংগ্রহ করে মালয়েশিয়ায় রপ্তানি করেছি। তবে এবারই আমরা টমেটো সংগ্রহ করেছি সীতাকুণ্ড পৌরসভা, বাঁরিয়াঢালা ও মুরাদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান থেকে। এখান থেকে ১৩ টন টমেটো রপ্তানি করছি আমরা।

তিনি বলেন, আমরা কৃষকদের কাছ থেকে পাইকারিতে ২৫ টাকা করে টমেটো সংগ্রহ করেছি। এভাবে টমেটো পাঠালে কৃষক যেমন উপকৃত হবে তেমনি ডলার সংকটের এই সময়ে রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সরেজমিনে টমেটো রপ্তানি প্রক্রিয়া দেখতে পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের নুনাছড়া গ্রামে গেলে এক কৃষক মো. তাহের বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে টমেটো চাষ করি। এবার ১২৫ শতক জমিতে বাহুবলী জাতের টমেটো চাষ করেছি। ফলনও হয়েছে বেশ ভালো। ইতোমধ্যে আমরা টমেটো বিক্রি করে বেশ লাভবান হয়েছি। এর মধ্যেই কৃষি অফিসারের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানির জন্য টমেটো কিনতে আসলে আমরা তাদের কাছে টমেটো বিক্রি করেছি।

একই এলাকার কৃষক মো. নূর মোহাম্মদ বলেন টমেটো চাষ করে এবার লাভবান হয়েছি। এর মধ্য এবার প্রথমবারের মতো আমাদের পরিশ্রমের সবজি টমেটো বিদেশে পাঠানোর তালিকাভুক্ত হওয়াটা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের। তাহের, নূর মোহাম্মদ ছাড়াও তাজুল ইসলাম, আবুল কাসেম, মো. হোসেন এবং মুরাদপুর গ্রামের মো. এখলাস উদ্দিন জানান, রপ্তানিকারক তাঁদের সবার কাছ থেকে বাহুবলী জাতের টমেটো কিনে নিয়ে গেছেন।

উপজেলা কৃষি অফিসার মো. হাবীবুল্লাহ জানান, সীতাকুণ্ডে প্রচুর শাক-সবজি উৎপাদন হয়। এসবের মধ্যে শিম ও শিমের বিচি দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে রপ্তানি হয়ে আসছে। তবে এবারই প্রথম শুরু হয়েছে টমেটো রপ্তানি। সীতাকুণ্ডে ১৯'শ কৃষক ৩৮০ হেক্টর জমিতে টমেটোর চাষ করেছেন। এ থেকে ৭ হাজার মেট্রিক টন টমেটো উৎপাদন হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ১৪ কোটি টাকা। তিনি বলেন, এর মধ্যে বাহুবলী প্রজাতির ১৩ টন টমেটো যাচ্ছে মালয়েশিয়ায়। সাত্তার এন্টারপ্রাইজ মুরাদপুর ও বাঁরিয়াঢালার অন্তত ১০ জন কৃষকের কাছ থেকে এসব টমেটো সংগ্রহ করে গত মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠিয়েছেন। এখন থেকে নিয়মিত রপ্তানি হবে এই টমেটো। এ ভাবে নিয়মিত রপ্তানি হলে কৃষক ও দেশ উভয় উপকৃত হবে।

কালের কণ্ঠ
28 Apr -2023, Page:4, Size:8 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

বাংলাদেশ থেকে আলু নিতে চায় জাপান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশ থেকে ভ্যালেন্সিয়া জাতের আলু প্রক্রিয়াকরণ ও আমদানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপানের একটি কম্পানি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আলু জাপানে রপ্তানির পথ উন্মুক্ত হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জাপানের রাজধানী টোকিওর একটি হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে জাপান সফররত কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে জাপানি একটি কম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা সেইয়া কাদো সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে কাদো আলু আমদানিতে আগ্রহের কথা জানান। তিনি কৃষিমন্ত্রীকে জানান, বাংলাদেশ থেকে ভ্যালেন্সিয়া জাতের আলুর নমুনা নিয়ে জাপানের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়েছে। এ জাতের আলু মানসম্পন্ন ও সুস্বাদু।

এ সময় আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশে বছরে এক কোটি টনেরও বেশি আলু উৎপন্ন হয়। চাহিদা ৬০ থেকে ৭০ লাখ টনের মতো। দেশে বর্তমানে যেসব জাতের আলু উৎপন্ন হচ্ছে তার চাহিদা বিদেশে অনেক কম।



যুগান্তর.কম

30 Apr -2023, Page:1, Size:861462 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 65,466

তামাক ছেড়ে কাজুবাদাম ও কফি চাষে পাহাড়িরা

৩৬ হাজার কৃষককে প্রশিক্ষণ * তিন জেলায় ২১১ কোটি টাকার প্রকল্প * পালটে যাবে পাহাড়ের অর্থনৈতিক চেহারা : কৃষিমন্ত্রী

ইয়াসিন রহমান, বান্দরবান ও রাঙামাটি থেকে ফিরে
৩০ এপ্রিল ২০২৩, ১২:০০ এএম | প্রিন্ট সংস্করণ

Shares

তিন পার্বত্য অঞ্চল-বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির পাহাড়িরা এক সময় জুম ও তামাক চাষ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারতেন না। কিন্তু কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২১১ কোটি টাকার প্রকল্পে পাহাড়ের সেই চেহারা পালটে যাচ্ছে। তামাক ও জুম চাষ বাদ দিয়ে পাহাড়ের কৃষকরা এখন কাজুবাদাম ও কফি চাষের দিকে ঝুঁকছেন। পাহাড়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজুবাদাম ও কফির চারা বিতরণ করছে। দেশের দেড় হাজার কোটি টাকার বাজার ধরতে ৩৬ হাজার কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি পার্বত্য অঞ্চল ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার কৃষক পারখুপ বম যুগান্তরকে বলেন, আগে জুম ও তামাক চাষ ছাড়া কিছুই চিন্তা করা যেত না। এসব ফসল থেকে পাওয়া সামান্য অর্থে আমাদের চলতে হতো। আশা করছি-কাজুবাদাম ও কফি চাষে আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে। সরকার ইতোমধ্যে আমাদের কাজুবাদাম ও কফি গাছের চারা দিয়েছে এবং চাষাবাদে সার্বিক সহযোগিতা করছে। গত বছরের তুলনায় এবার ফলন ভালো হচ্ছে; লাভও হবে। আমাদের আর অর্থনৈতিক সংকটে থাকতে হবে না।

একই অঞ্চলের নয়্যাকটা সোনাইছড়ি এলাকার কৃষক মোজাফফর আহমেদ বলেন, ১০০ শতক জমিতে রোবাস্টা জাতের কফি চাষাবাদ করছি। ২০২২ সালের ২৩ জুন ২৭০টি কফি গাছের চারা রোপণ করেছি। ফলন আসতে শুরু করেছে। আমার সাফল্য দেখে অন্য চাষিরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। তারাও কফি আবাদে ঝুঁকছেন। পাহাড়ে কফি ও কাজুবাদাম চাষাবাদ প্রকল্পের পরিচালক শহিদুল ইসলাম জানান, পাহাড়ে কাজুবাদাম ও কফির চাষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২১১ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২০ সালে তিন জেলায় ১ হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে কাজুবাদাম চাষ হতো। এখন ৩ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে চাষ হচ্ছে। এছাড়া ২০২০ সালে ১২৫ হেক্টর জমিতে কফি চাষ হতো। এখন ১ হাজার ৩৫০ হেক্টর জমিতে আবাদ হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩৬ হাজার কৃষককে কাজুবাদাম ও কফি উৎপাদন প্রযুক্তি, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৭০০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রদর্শনীর আওতায় কাজুবাদাম ও কফির ১২ লাখ চারা বিতরণ করা হয়েছে। বছরজুড়ে আরও ২০ লাখ চারা বিতরণ করা হবে।

সম্প্রতি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি ও রাঙামাটির কয়েকটি কাজুবাদাম ও কফি বাগান পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক। এ সময় যুগান্তরকে তিনি বলেন, পাহাড়ে আগে শুধু তামাক ও জুম চাষ হতো। এখন পাহাড়ে নীরব বিপ্লব হাতছানি দিচ্ছে। পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বিবেচনা করে সরকারের পক্ষ থেকে কাজুবাদাম ও কফি আবাদে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাতের চারা উদ্ভাবন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন হলে কাজুবাদামের উৎপাদন ২ হাজার টন থেকে ২০ হাজার টন ও কফির উৎপাদন ৮ হাজার টনে গিয়ে দাঁড়াবে। এতে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার বাজার ধরা সহজ হবে। তিনি আরও জানান, পাহাড়ে সমতলের মতো অনেক ফল ও ফসল চাষ করা হচ্ছে। গোলমরিচ, পেঁপে, আনারস, আম, ড্রাগন, মাল্টাসহ ৮-১০টি অর্থকরী ফসল চাষে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এসব ফসলের চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, এসব ফসলের চাষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে পাহাড়ের অর্থনৈতিক চেহারা পালটে যাবে। পাহাড়ি এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানের দর্শনীয় উন্নয়ন হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশে বছরে কাজুবাদামের চাহিদা ৪ থেকে ৫ হাজার টন। ২০১৯ সালে দেশে ৯৬২ টন কাজুবাদাম উৎপাদন হয়েছে। তিন বছরের ব্যবধানে ২০২২ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৮৪২ টন । এক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে ৯১ দশমিক ৪৭ শতাংশ। পাশাপাশি দেশে বছরে কফির চাহিদা ৯০০ টন। ২০২০ সালে দেশে প্রায় ৫৬ টন কফি উৎপাদন হয়েছে। ২০২১ সালে ৫৮ টন এবং ২০২২ সালে ৬২ টন কফি উৎপাদন হয়েছে।

যুগান্তর

09 May -2023, Page:14, Size:24 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

চাঁপাইনবাবগঞ্জে আম পাকতে দুই সপ্তাহ বাকি

২৪০০ কোটি টাকা বাণিজ্যের সম্ভাবনা

মনোয়ার হোসেন জুয়েল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এখনো আম আহরণ শুরু হয়নি আমের রাজধানী চাঁপাইনবাবগঞ্জে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আম বাজারজাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নানী জাতের হওয়ায় দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে অন্তত দুই সপ্তাহ পর এই অঞ্চলের আম পরিপক্ব হয়। তাই আগের বছরগুলোর মতো এবারও আম আহরণের ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করেনি স্থানীয় প্রশাসন। গাছে আম পরিপক্ব হলেই শুরু হবে বাজারজাত। চলতি বছর প্রায় দুই হাজার ৪০০ কোটি টাকা আম বাণিজ্যের আশা করছে কৃষি বিভাগ। গত বছরের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৭০০ কোটি টাকা বৃদ্ধির আশা করছেন তারা। কৃষি বিভাগের তথ্যানুযায়ী জেলায় প্রায় ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ করা হয়। গাছের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ২৮ মাজার। চলতি আম মৌসুমে চার লাখ টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আলহাওয়া বৈরী রূপ ধারণ না করলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করছেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

আম ব্যবসায়ীরা জানান, চলতি মাসের শেষ দিকে গুটি আম বাজারজাত শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে। গুটি আম ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা মন দরে বিক্রি হতে পারে। আর গোপালভোগ ও ক্ষীরাসাগাতা বা হিমসাগর ১৪০০ থেকে দুই হাজার টাকা মন দরে বিক্রি হতে পারে।

উনোজা ইসমাইল খান শামিম জানান, এ বছর গাছে প্রচুর মুকুল এসেছিল। সে অনুপাতে গাছে তুলনামূলক ভালো ফলন হয়েছে। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত আলহাওয়া অনুকূলে থাকায় আমরা লাভের আশা করছি। তিনি অত্যন্ত ব্যক্ত করে জানান, এ বছর হঠাৎ করে আমের প্রাইজ কার্টেল ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে অন্তত অর্ধ কোটি টাকার কার্টেল মজুদ করেছে। তারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি শুরু করেছে। গত বছর প্রতি কার্টনের দাম ছিল ১১০ টাকা। অথচ আমের মৌসুম শুরু না হতেই ১৭০ টাকার নিচে কোনো কার্টনে বিক্রি করছে না। আম মৌসুম শুরু হলে এই কার্টনের দাম আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. পলাশ সরকার জানান, চলতি বছর আমের জন্য ভালো এপ্রিল। এ কারণে এ বছর গাছে মুকুলের পরিমাণ বেশি ছিল এবং ফলনের পরিমাণও বেশি হয়েছে।

কোন আম কখন বাজারে



চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে গাছে ঝুলছে আম যুগান্তর

গুটি আম : মে মাসের শেষ সপ্তাহ

গোপালভোগ : জুনের প্রথম সপ্তাহ

ক্ষীরাসাগাতা বা হিমসাগর ও রানি পছন্দ : জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ

বোম্বাই ক্ষীরসা, ল্যাংড়া ও লক্ষণভোগ : জুনের তৃতীয় সপ্তাহ

আম্রপালি : জুনের শেষ সপ্তাহ

সুরমা ফজলি : জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ

আম্বিনা, মোহনভোগ ও বারি-৪ : জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ

গৌরমতী, ইশামতি ও ক্যাটনা : আগস্টের প্রথম সপ্তাহ

যুগান্তর

09 May -2023, Page:1, Size:24 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

১২ হাজার কোটি টাকা বাণিজ্যের সম্ভাবনা



'ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার' অনুযায়ী সংগ্রহ ও বাজারজাত শুরু

যুগান্তর ডেস্ক

চলতি মৌসুমে আমের বাম্পার ফলন হয়েছে। আশার কথা হলো রাজশাহী অঞ্চলের বাইরেও পাহাড় ঘিরে আমের নতুন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। তিন পার্বত্য অঞ্চলে এবার ৩ হাজার কোটি টাকার আম বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে। এর বাইরে রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, মেহেরপুর, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন জেলায় আরও ৯ হাজার কোটি টাকার আম বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে। এবার আমের ফলন ভালো হওয়ায় খুশি চাষিরা। তারা বলছেন, 'ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার' অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়েই গাছ থেকে আম পেড়ে বাজারজাত শুরু করেছেন তারা। ইতোমধ্যে সাতক্ষীরা ও রাঙামাটির বিভিন্ন বাগান থেকে নামছে আম। ঝাঁচি ভরে আম ■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

১২ হাজার কোটি টাকা বাণিজ্যের সম্ভাবনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তোলা হচ্ছে স্থানীয় বাজারে। সেখান থেকে এসব আম যাচ্ছে রাজধানীসহ সারা দেশে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে আম রফতানি হবে বিদেশেও। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় আম পরিপক্ব হতে একটু বেশি সময় লাগছে। কোনো কোনো জাতের আম পরিপক্ব হতে এখনো দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। তবে এবার আমের ফলন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন তারা। ব্যুরো ও প্রতিনিদের পাঠানো খবর—

রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, গত বছর এক হাজার কোটি টাকার মতো আমের বাণিজ্য হয়। এটি এবার দেড় হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। জেলায় গত মৌসুমে ১৮ হাজার ৫১৫ হেক্টর জমিতে আমের চাষ হয়েছিল। এটি চলতি মৌসুমে বেড়ে ১৯ হাজার ৫৭৮ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ২ লাখ ৫৮ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাতক্ষীরা কৃষি বিভাগ জানায়, আবহাওয়া ও পরিবেশগত কারণে অন্য জেলার চেয়ে সাতক্ষীরায় আম আগে পাকে। এজন্য দেশের বাজারে সবার আগে এখানকার আম বিক্রি শুরু হয়। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এ বছর জেলার চার হাজার ১১৫ হেক্টর জমিতে আম আবাদ হয়েছে। এ জেলায় এবার ২২৫ কোটি টাকার আম বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে। রাঙামাটিতে এবার আমের বাম্পার ফলন হয়েছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, এবার তিন হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে আমের চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। সে অনুযায়ী চাষও হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রতি হেক্টরে ১২ টন। এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। জেলায় বর্তমান সর্বনিম্ন বাজারদরে ২০০ কোটি টাকার অধিক আম বিক্রি হবে। এখন বাজারে আসছে দেশি জাতের আম। আম্রপালি, রুপালি, ফজলি, ল্যাংড়া, রাঙ্গুয়াই জাতের আম এখনও পাকেনি। রংপুর অঞ্চলে ইঁড়িভাঙ্গা আমের ফলন বেশি হলেও ফজলি, এহ্যাক, ছাইবুদ্দিন, সাদা ল্যাংড়া, কালা ল্যাংড়া, কলিকাতা ল্যাংড়া, মিশ্রিভোগ, গোপালভোগ, আম্রপালি, সাদারুচিসহ আরও নানা প্রজাতির আম উৎপাদন হয়ে আসছে। এসব আমের ভিড়ে এখন সবচেয়ে বেশি চাহিদা ইঁড়িভাঙ্গার। আম চাষি ও ব্যবসায়ীরা জানান, এ বছর ২২০-২৫০ কোটি টাকার আম বিক্রির আশা তাদের। আমের রাজধানী চাঁপাইনবাবগঞ্জে এবার ২৯শ কোটি টাকার আম বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে। মেহেরপুরে গেল বছর প্রায় ৩৩ হাজার ৫০০ টন আম উৎপাদন হয়েছিল। এ বছর ২ হাজার ৩৪০ হেক্টর জমির আম বাগান থেকে ৪০ হাজার টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে জেলা কৃষি বিভাগের। কৃষি বিভাগ আশা করছে, জেলায় এবার ১৬০০ কোটি টাকার আম বেচাকেনা হবে। ঠাকুরগাঁওয়েও এবার আমের কাঙ্ক্ষিত ফলন হয়েছে। জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৫ হাজার ৮৫ হেক্টর জমিতে চাষ হওয়া আম ২৫ কোটি টাকা বিক্রি হবে বলে জানিয়েছে জেলা কৃষি অধিদপ্তর। নওগাঁয় এ বছর আমের ভালো ফলন হয়েছে। আগামী ২২ মে থেকে আম সংগ্রহ শুরু করবে চাষিরা। এবার জেলায় ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হওয়ায় দেশের সর্বোচ্চ আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে দুই হাজার কোটি টাকার আম বাণিজ্যের সম্ভাবনা দেখছে কৃষি বিভাগ। খাগড়াছড়িতে ছোট-বড় আম বাগানের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। আর এ খাতে জড়িত অন্তত ২০ হাজার মানুষ। আম উৎপাদনের 'নতুন রাজধানী' এখন এ জেলা। চলতি মৌসুমে তিন হাজার ৭৯৩ হেক্টর জমিতে আমের চাষ হয়েছে। এ জেলায় এবার ২২৭৫ কোটি টাকার আম বাণিজ্যের আশা করা হচ্ছে। বান্দরবানের পাহাড়েও আমের ফলনে বাজিমাত করেছেন চাষিরা। এ জেলায় ৫৬০ কোটি টাকার আম বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে। রাঙামাটিতে এবার ২শ কোটি টাকার আম বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া মেহেরপুরে ১৬শ কোটি, নাটোরে ২৩৯ কোটি, রংপুরে ২৫০ কোটি টাকার আম বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে।



দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha
02 Mar -2023, Page:3, Size:10 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। বুধবার প্রজ্ঞাপনের গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে বলা হয়, গত ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সোনালি আঁশ পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষণা করা হলো। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। এরপর বুধবার কৃষি মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপনের গেজেট প্রকাশ করে।

গত ৯ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা বৈঠকে পাটকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বর্তমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পাটের আঁশের ব্যবহার অনেক বেড়েছে এবং অনেক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন। এখন থেকে পাট হবে কৃষিজাত পণ্য। পাট উৎপাদনে উৎসাহ যাতে বেশি দেওয়া যায়, সে জন্য প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দিয়েছেন। পাট কৃষিজাত পণ্য হিসেবে বিবেচিত হলে কী ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে-এমন প্রশ্নে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, কৃষি ঋণ প্রাপ্তিসহ রপ্তানির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha
11 May -2023, Page:14, Size:12 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200



কৃষি সচিবের সঙ্গে বায়ার সাউথ এশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ

বায়ার বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট এবং সাউথ এশিয়ার স্মলহোল্ডার ফার্মিংয়ের একটি দল, প্রেসিডেন্ট-বায়ার সাউথ এশিয়া এবং গ্লোবাল হেড- স্মলহোল্ডার ফার্মিং ডি নারাইনের নেতৃত্বে, কৃষি সচিব, ওয়াহিদা আক্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বায়ার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশের কৃষি শিল্পকে টেকসইভাবে শক্তিশালী করতে এবং নিরাপদ খাদ্য সরবরাহে সহায়তা প্রদানে কীভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করছে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। গত চার দশক ধরে- বায়ার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং জীবিকা উন্নত করতে কৃষক এবং মূল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। বায়ার শুধুমাত্র উচ্চমানের শস্য সুরক্ষা পণ্যের একটি প্রধান সরবরাহকারীই নয়, বরং হাইব্রিড ধান বীজের একটি অগ্রগামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha
03 Jun -2023, Page:4, Size:20 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

খাদ্য নিরাপত্তায় 'পার্টনার'

কৃষি বিভাগ দেশের বিদ্যমান কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে 'প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফর্মেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)' শীর্ষক একটি বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। সময়কাল জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৮। অর্থায়ন করছে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)। দেশের আটটি বিভাগ, ১৪টি কৃষি অঞ্চল, ৬৪টি জেলাসহ ৪৯৫টি উপজেলার মোট ৪ হাজার ৫৭১টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হবে প্রকল্পটি। এর মাধ্যমে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ও ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সবজির প্রটোকল প্রস্তুত করা হবে। এতে ফল, সবজি উৎপাদন থেকে শুরু করে রপ্তানির পুরো প্রক্রিয়া থাকবে। এছাড়াও সরকার গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিসের মাধ্যমে ফল ও সবজির আওতাধীন এলাকা ৩ লাখ হেক্টর এবং উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত ২ লাখ হেক্টরে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১০ লাখ কৃষককে উত্তম কৃষিচর্চার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শক্তিশালী করা হবে বীজ নেটওয়ার্ক। উদ্ভাবন করা হবে সব ধরনের বিরূপ পরিবেশ সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল পাঁচটি ধানের জাত। ১ লাখ হেক্টর নতুন কৃষিজমি সেচের আওতায় আনা হবে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে।

এর মাধ্যমে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ও ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সবজির প্রটোকল প্রস্তুত করা হবে। এতে ফল, সবজি উৎপাদন থেকে শুরু করে রপ্তানির পুরো প্রক্রিয়া থাকবে

দেশের ৬৪ জেলায় ৪৯৫টি উপজেলায় ২ কোটি ২৭ লাখ কৃষককে সব ধরনের তথ্যসংবলিত স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। স্থাপন করা হবে ১০টি অ্যাক্রিডেটেড ল্যাবরেটরি। ধান ও ধান-ভিন্ন অন্যান্য ফসলের আবাদ সম্প্রসারণে প্রকল্পের আওতায় যথাযথ প্রযুক্তিগত ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। খাদ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা হবে আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপনের মাধ্যমে। কৃষিবিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি বাস্তবায়ন হলে কৃষিকে দেখা যাবে নতুন রূপে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈচিত্র্য আসবে কৃষিতে। বাণিজ্যিক কৃষিতে পরিণত হবে বিদ্যমান কৃষি। বাড়বে রপ্তানি আয়।

দেশের অর্থনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত কৃষি, যা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদানের প্রধান এবং অন্যতম উৎস। বর্তমানে দেশে জিডিপির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্জিত হয় কৃষি খাত থেকে। অথচ একদিকে দিন দিন কৃষিজমির পরিমাণ কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা। তাই কৃষির উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। বিপুল জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি সেক্টরের গবেষণা কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফসলোত্তর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, বিপণন এবং লজিস্টিক অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি। মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি সেক্টরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করাসহ কৃষিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কৃষিবান্ধব এসব উদ্যোগ ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে বলেই প্রত্যাশা।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha
18 Feb -2023, Page:11, Size:18 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200



যশোর : ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী গমখেতে অস্ট্রেলিয়ান গবেষকগণ -জাকণ্ঠ

বাংলাদেশের গবেষণায় প্রশংসা অস্ট্রেলিয়ান গবেষকদের

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত আবিষ্কারে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন। যশোর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ মাঠে গত ২০১৬ সাল থেকে চলছে গমের ব্লাস্ট রোগের প্রতিরোধী জাতের এ গবেষণা কার্যক্রম। শুক্রবার বিকেলে গবেষণা কার্যক্রম সরেজমিনে দেখতে আসেন অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন ও অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (এসিআইএআর) প্রতিনিধিদল। ২০ সদস্যের এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান কমিশনের দলনেতা ফিওনাসিমসন ও অস্ট্রেলিয়ান কমিশনার ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এসিআইএআর এর দলনেতা প্রফেসর এন্ড্রু কেম্বেল। বিজ্ঞানীরা জানান, ২০১৬ সালে বাংলাদেশে গমের ব্লাস্ট রোগ দেখা দেওয়ার পর থেকে এসিআইএআর ও সিমিটের সহায়তায় বিডাব্লিউএমআরআই ব্লাস্ট প্রতিরোধী গমের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা করে আসছে। আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোরে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্লাটফর্ম স্থাপন করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন দেশের প্রায় চার হাজার গমের জাত প্রতি বছর বাছাই করা হয়। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত বারি গম ৩৩ ও বিডাব্লিউএমআরআই গম ৩ নামে ২টি ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করেছে। এদিকে অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিদল গমের ব্লাস্ট রোগের গবেষণার অগ্রগতি দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন

২০ সদস্যের এ প্রতিনিধি দল যশোর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মাঠে এসিআইএআর বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের পক্ষে প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম সরেজমিনে দেখে ব্যাপক উৎসাহিত হন। এ সময় অস্ট্রেলিয়ান কমিশনার ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এসিআইএআর এর দলনেতা প্রফেসর এন্ড্রু কেম্পবেল বলেন, গমের জন্য ভয়ংকর রোগ হচ্ছে ব্লাস্ট। সেই রোগ প্রতিরোধী জাত আবিষ্কারে এখানকার বিজ্ঞানীরা যে সফল হয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সিমিট বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ বলেন, যশোরসহ দক্ষিণের জেলাগুলোতে এখন চাষিরা নতুন উদ্ভাবিত ব্লাস্ট প্রতিরোধী গমের আবাদ করে বেশ লাভবান হচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিরা গবেষণার মাঠ পরিদর্শন শেষে যশোর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে এ বিষয়ে এক সেমিনারে যোগ দেন। সেমিনারে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ছাড়াও কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha
21 Jun -2023, Page:16, Size:10 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 290,200

ফসল উৎপাদনে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ॥ কৃষিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ চারটি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষি খাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। মন্ত্রী বলেন, আমরা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এবং সেচ ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এসব খাতে নেদারল্যান্ডসের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও

(১৫ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

ফসল উৎপাদনে

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

বিনিয়োগ প্রয়োজন।

মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানের হোটেল আমারির বলরুমে নেদারল্যান্ডসের দূতাবাস আয়োজিত বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডসের কৃষি-বাণিজ্য মিশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্বস্বীকৃত। বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা একটি প্রতিবেদনে বলেছে, চাল, আলু, আম, সবজিসহ ২২টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন শীর্ষ দেশের একটি। কিন্তু কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে ও কৃষিপণ্যের রপ্তানিতে আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি; অথচ এখানে অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের অবকাঠামো ও সরকারি সুযোগ-সুবিধার বিস্তারিত তুলে ধরে নেদারল্যান্ডসের এগ্রি ট্রেড মিশনকে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য এ খাতগুলো খুবই সম্ভাবনাময় ও লাভজনক হবে। দেশে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ রয়েছে। তাই আপনারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসুন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি নাসের এজাজ বিজয়, নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স থিজ উডস্ট্রা, নেদারল্যান্ডসের এগ্রি ট্রেড মিশনের প্রধান উইস ভ্যান লিউভেন, নেদারল্যান্ডসের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দূত ফ্রেডেরিক ভসেনার প্রমুখ বক্তব্য দেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে কৃষি ও ডেইরি খাতে সহযোগিতা বাড়তে এ মিশন কাজ করবে। তিন দিনব্যাপী এই মিশনে নেদারল্যান্ডসের ৯টি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বিশেষজ্ঞ ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং বিনিয়োগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করবেন।



দৈনিক ইত্তেফাক
24 Apr -2023, Page:1, Size:2092678 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 14,388

শেরপুরের আলু রপ্তানি হবে মালয়েশিয়া-রাশিয়া ও শ্রীলঙ্কায়

সঞ্জীব চন্দ্র বিল্টু

প্রকাশ : ২৪ এপ্রিল ২০২৩, ০৪:১০



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন সূত্র জানায়, নতুন ও বড় জাতের আলুর চাহিদা বেশি-বিদেশে। আলু দিয়ে তৈরি হয় মুখরোচক চিপস ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। এ বছর স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে প্রায় ২০০ টন শেরপুরের আলু রপ্তানি হবে মালয়েশিয়া, রাশিয়া ও শ্রীলঙ্কায়।

চলতি বছরে ৫ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও এবার তার চেয়েও বেশি জমিতে আবাদ হয়েছে। জেলা সদর, নকলা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদী ও ঝিনাইগাতী উপজেলায় ৫ হাজার ২২২ হেক্টর জমিতে ৮৮ হাজার ৭৭৪ টন আলুর ফলন হয়েছে। আর উৎপাদিত এসব আলুর বাজারমূল্য ১৮৮ কোটি ৫৪ লাখ টাকা হবে বলে জানায় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

এখন চরাঞ্চলের সড়কে সারি-সারি মালবাহী টমটম গাড়ি, গাড়িতে বস্তাভর্তি আলুবোঝাই করে নিচ্ছে ব্যাপারিরা, মাঠে কৃষক-কৃষাণির স্বপরিবারে আলু তোলার দৃশ্য, সবার মুখে আনন্দের হাসি আলুর ফলন ভালো হওয়ায়। কম খরচে অধিক মুনাফা পাওয়ায় দিন-দিন আলু চাষে ঝুঁকছেন শেরপুরের কৃষক। মৌসুমের শুরুতে শৈত্যপ্রবাহ ও বৈরী আবহাওয়া থাকলেও এবার আলুর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন জানায়, উৎপাদিত এসব নতুন ও বড় জাতের আলুর চাহিদা বেশি-বিদেশে। কারণ এসব আলু দিয়ে তৈরি হয় মুখরোচক চিপস ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। তাই এ বছর স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে প্রায় ২০০ টন শেরপুরের আলু রপ্তানি হবে মালয়েশিয়া, রাশিয়া ও শ্রীলঙ্কায়। জেলায় এ বছর অন্যান্য জাতের পাশাপাশি ডায়মন্ড, এডিসন, বারি ৪০, বারি ৪১, সানসাইন, সান্তানা, রশিদা, ক্যারোলা জাতের নতুন জাতের আলুর চাষ বেশি হয়েছে।

সদর উপজেলার কামারের চরের কৃষক শামছুল হক বলেন, 'আমি এবার এক একর জমিতে আলু চাষ করেছি। ৭০ দিনের মধ্যে আলু উঠছে হয়েছে। পাইকাররা আমার এক একর জমির আলু ক্ষেত আগেই কিনে নিছে। খরচ বাদে এবার আমার ৪০ হাজার টাকার কাছাকাছি লাভ হয়েছে।

নকলা উপজেলার চন্দ্রকোনার আলু চাষি আব্বাস আলি কালু বলেন, 'আমি দেড় একর জমিতে আলু চাষ করেছিলাম। ফলনও ভালো হয়েছে। আমার মোটামুটি ৫০ হাজার টাকার মতো টিকছে। আলু তুলে আমি পাট ও ভুট্টার আবাদ করেছি। এতে আমার বাড়তি আয় হবে ।'

আলু চাষে কৃষকের লাভের পাশাপাশি আলুগাছ কর্তন ও বাছাইয়ে কর্মসংস্থান হয়েছে হাজারো নারীর। একেকজন নারীশ্রমিক এ কাজে দৈনিক ২০০ থেকে ২৫০ টাকা মজুরি পান । যেখানে মাসব্যাপী এই কাজের আয়ে সংসারের চাকা সচল রাখতে অনেকটাই সহযোগিতা করে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, আমরা বিভিন্নভাবে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এসব কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। চলতি বছরে ৫ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বছরের শুরুতে শৈত্যপ্রবাহ ও আবহাওয়া খারাপ থাকলেও জেলায় আলুর বাম্পার ফলনে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছে।

বিএডিসির শেরপুর জেলা উপ-পরিচালক মো. খলিলুর রহমান বলেন, 'আলু চাষে লাভ বেশি থাকায় দিন দিন এই সবজি চাষে শেরপুরের কৃষক আগ্রহ পাচ্ছেন। আমরা দেখতে পেলাম এ বছর আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে। উৎপাদিত নতুন ও বড় জাতের আলুর চাহিদা বিদেশে বেশি। কারণ এসব আলু দিয়ে তৈরি হয় মুখরোচক চিপস ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। তিনি জানান- এ বছর স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে প্রায় ২০০ টন শেরপুরের আলু রপ্তানি হবে মালয়েশিয়া, রাশিয়া ও শ্রীলঙ্কায়। বাসস

দৈনিক ইত্তেফাক
01 May -2023, Page:1, Size:1626231 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 14,388

রোপে যাবে সাতক্ষীরার আম

রা প্রতিনিধি

০১ মে ২০২৩, ০২:০৪



সাতক্ষীরার আমের সুনাম রয়েছে ইউরোপ পর্যন্ত। প্রতি বছর এ জেলা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আম ইউরোপে রপ্তানি করা হয়। চলতি বছরও ইতালি, স্লাপ, ডেনমার্ক, জার্মানিতে রপ্তানি হবে সাতক্ষীরার আম। এছাড়া অনুকূল আবহাওয়া ও ফলন ভালো হওয়ায় সাতক্ষীরায় চলতি মৌসুমে ২২৫ কোটি টাকার আম বিক্রির কথা জানিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

জানা যায়, গত কয়েক বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে আমচাষিদের যথেষ্ট পরিমাণে লোকসান গুণতে হয়েছে। তবে চলতি মৌসুমে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে আমের ফলন ভালো হয়েছে। এর ফলে গত কয়েকবারের লোকসান কাটিয়ে লাভের মুখ দেখার আশা করছেন আমচাষিরা। সাতক্ষীরার বিভিন্ন জাতের আমের মধ্যে হিমসাগর, ল্যাংড়া, গোবিন্দভোগ, আম্রপালি, মল্লিকা, সিন্দুরাঙা, ফজলি, কাঁচামিঠা, বোম্বাই, লতাবোম্বাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে জেলার ৪ হাজার ১১৫ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে। যেখানে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে না পড়লে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হবে সাতক্ষীরার আম। এতে সব মিলিয়ে বিক্রি হবে প্রায় ২২৫ কোটি টাকার আম। জেলায় সরকারি তালিকাভুক্ত ৫ হাজার ২৯৯টি আমবাগান ও ১৩ হাজার ১০০ জন চাষি রয়েছেন।

তালার ঠেঁতুলিয়া এলাকার আমচাষি নজরুল ইসলাম জানান, গত কয়েক বছর ফলন ভালো হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে ব্যবসায় লোকসান হয়েছে। তবে এবার আমের ভালো ফলন হয়েছে। বাজার মূল্য সঠিক পেলে এবার তুলনামূলক অনেক লাভ হবে। একই কথা জানান, সদরের ব্রহ্মরাজপুরের আমচাষি আব্দুল হাকিম। আম ব্যবসায়ী ইদ্রিস আলী জানান, সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আম বাজারজাতকরণের নির্দিষ্ট সময়সীমা ও তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। অনেক অসাধু ব্যবসায়ী অপরিপক্ক আম কেমিক্যাল দিয়ে বাজারজাত করার চেষ্টা করছেন। প্রশাসনের নজরদারিতে কিছু ধরাও পড়ছে। অপরিপক্ক আম বাজারজাত করা রোধ করতে না পারলে প্রকৃত আমচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

সাতক্ষীরা সদরের ধুলিহরের আমচাষি মোখলেস জানান, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে প্রকৃত আমচাষিদের সুনাম নষ্ট হয়। যেহেতু এ জেলার আমের সুনাম সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত রয়েছে, সেক্ষেত্রে সুনাম ধরে রাখতে প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে তৎপর থাকতে হবে। তাছাড়া সার্বক্ষণিক আমের বাজার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ বিষয়ে সাতক্ষীরা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, এবার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আমের মুকুল হয়েছিল। আমের গুটি ধরেছিল অনেক। সে তুলনায় আমের গুটি ঝরেছে কম। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় আমের ফলন ভালো হয়েছে। আশা করছি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আম উৎপাদন হবে। ৫০ টাকা কেজি দরে দাম ধরলে ২২৫ কোটি টাকার আম বিক্রি হবে। তাছাড়া এ বছরও ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে আম রপ্তানি করা হবে।'

এদিকে, সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জাতের আমের বাজারজাতকরণের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী ১২ মে থেকে গোপালভোগ, গোবিন্দভোগ, বোম্বাই ও গোপালখাসসহ অন্যান্য স্থানীয় আম পাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ২৫ মে থেকে হিমসাগর, ১ জুন ল্যাংড়া ও ১৫ জুন থেকে আম্রপালি পাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
05 Apr -2023, Page:2, Size:6 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

আলু রপ্তানির জন্য রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি

রাশিয়ায় আগামী বছর ২ লাখ টন আলু রপ্তানি হবে

---------- কৃষিমন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আলু রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ায় বন্ধ থাকা আলু রপ্তানির দুয়ার আবার খুলল।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ ও রাশিয়ার পক্ষে ন্যাশনাল গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার মিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার মান্টিটস্কি, বিএডিসির সদস্য পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের আবহাওয়া ও মাটি আলু উৎপাদনের জন্য খুবই অনুকূল। বর্তমানে বছরে ১ কোটি টনের বেশি আলু উৎপাদন হচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন বছরে ৮০ লাখ টন, বাকি ২০ লাখ টন রপ্তানি করার সুযোগ রয়েছে। আমরা সে লক্ষ্যে কাজ করছি। তিনি বলেন, রাশিয়ায় দীর্ঘদিন আলু রপ্তানি বন্ধ ছিল। এখন আমাদের আলু রোগজীবাণু মুক্ত ও নিরাপদ করেছি। এই নিশ্চয়তা পেয়েই রাশিয়া রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। এ বছর খুব বেশি না হলেও, আগামী বছরে দেড় থেকে ২ লাখ টন আলু রপ্তানি হবে।

বণিক বার্তা
06 Apr -2023, Page:11, Size:10 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 151,000

কাজুবাদাম ও কফি চাষে পাহাড়ে বিপ্লব ঘটবে : কৃষিমন্ত্রী

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, 'দেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাজুবাদাম ও কফির বিশাল চাহিদা রয়েছে, দামও অনেক বেশি। এজন্য এসব ফসলের চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে হবে। পাহাড়ে বৃহৎ এলাকাজুড়ে কাজু ও কফি চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া আনারস, আম, ড্রাগনসহ অন্যান্য ফল চাষের সম্ভাবনাও প্রচুর। এসব ফসলের চাষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটবে। পাহাড়ি এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার দর্শনীয় উন্নয়ন হবে। একই সঙ্গে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যাবে।'

গতকাল বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সম্ভাবনাময় কাজুবাদাম ও কফি আবাদ সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন জাতের টেকসই ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি দীপংকর তালুকদার, সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য বাসন্তি চাকমা, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, বান্দরবান জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজী, পুলিশ সুপার মো. তারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এদিকে কৃষিমন্ত্রী বিকালে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের ভাইবোনছড়ায় আয়োজিত এক কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজুবাদাম ও কফি চাষের জন্য বড়সড় কর্মসূচি নেয়া হবে।'

সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি, খাগড়াছড়ি আসনের সংসদ সদস্য কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, রাঙ্গামাটির আসনের সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মন্ত্রী খাগড়াছড়িতে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় কাজুবাদাম ও কফি প্রদর্শনী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



আলোকিত বাংলাদেশ
01 Jun -2023, Page:12, Size:32 col"inch
Tonality: Positive, Circulation: 152,000

২ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্যের সম্ভাবনা

● নওগাঁ প্রতিনিধি

নওগাঁর সাপাহার বাজারে উঠতে শুরু করেছে মৌসুমি আম। দিনে দিনে জমে উঠতে শুরু করেছে আমের বাজার। ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাঁকডাকে মুখরিত আমের বাজার। সেইসঙ্গে কর্মব্যস্ততা বেড়েছে আড়তগুলোতে। দেশের উত্তরাঞ্চলের মধ্যে আমের বৃহৎ বাজার জেলার সাপাহার উপজেলা। কিছুদিন আগেও বাজারে ছিল সুনসান নীরবতা। গুটি (আটি) আম পাড়া শুরু হলেও বাজার তেমন সরব ছিল না। তবে গোপালভোগ আম বাজারে আসার পর থেকে সরব হয়ে উঠেছে বাজার। ভোর থেকে শুরু হয় আম পাড়া। এরপর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান, ভটভটি ও অটোরিকশাযোগে বাগানের আম চলে যাচ্ছে বাজারে। সাপাহার উপজেলা সদরের জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু করে সাপাহার-নজিপুর সড়কের প্রায় ৫০০ ফুট জায়গাজুড়ে প্রখর রোদে চাষিরা আম বিক্রি করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। দরদাম করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আড়তে। তবে আগামী কিছুদিন পর জিরো পয়েন্ট থেকে সাপাহার-নজিপুর সড়কের প্রায় এক কিলোমিটার সড়কে আমের বাজার বসবে। এ সড়কে দুই পাশে রয়েছে প্রায় ২৫০টির মতো আড়ত।

উপজেলার আমইড় গ্রামের আমচাষি গোলাম রাব্বানী বলেন, ১৪০০-১৪৫০ টাকা মণ দরে আম বেচা-কেনা হচ্ছে। উপজেলা দিঘিরহাট গ্রামের আমচাষি ফয়জুল কবির বলেন, গোপালভোগ, ফজলি, ল্যাংড়া ও হিমসাগর/খিরসাপাত জাতের আমের ৫ বিঘা বাগান নিয়েছি। গোপালভোগ জাতের আম প্রথম বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে।

নওগাঁর সাপাহার বাজারে উঠতে শুরু করেছে আম



প্রতিমণ আম ১১০০-১২০০ টাকা মণ বলছে। এ বছর অনাবৃষ্টি হওয়ায় আমের পরিচর্চা করতে উৎপাদন খরচ বেশি পড়েছে। উপযুক্ত দাম না পেলে লোকসান গুনতে হবে।

একই গ্রামের আলম হোসেন বলেন, আমের দরদাম করে আড়তে নিয়ে যাওয়ার পর ৫০-৫২ টাকা কেজিতে মণ হিসেবে দিতে হচ্ছে। আর একবার আম আড়তে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ফেরত নিয়ে আসা সম্ভব হয় না। আবার একই বাগানের আম সকালে এক দাম, বিকালে আরেক দাম। তবে সাধারণত বিকালে মণে ৩০০-৪০০ টাকা কম দামে বিক্রি হয়। এটা ব্যবসায়িদের একটা কারসাজি। আমের দাম এবং মণের হিসেব দেখা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

সাপাহার আড়তদার সমিতির সহ-সভাপতি মো. রেজাউল করিম বলেন, বাজারে গুটি, রানিভোগ, গোপালভোগ আম উঠতে শুরু করেছে। রানিভোগ ও গোপালভোগ ১২০০-১৫০০ টাকা, গুটি ৮০০-৯০০ টাকা, হিমসাগর ১৫০০-১৭০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে। আমের মণ হিসেবে ৪৮-৫০ কেজিতে মণ বিক্রি হয়। এরমধ্যে ক্যারেটের ওজন থাকে। ওজনে বেশি থাকলেও পরে রস কমে ও অনেকটা নষ্ট আম বাদ গেলে ওজন স্বাভাবিকে চলে আসে। প্রতিদিন কয়েকটি আড়তে প্রায় ৯০০-১০০০ হাজার মণ আম বেচাকেনা হচ্ছে। আর কিছুদিন পর বাজারে আমের সরবরাহ বাড়লে সবগুলো আড়ত চালু হবে। কর্মব্যস্ত হয়ে পড়বে আড়তগুলো। বর্তমানে বাজারে লিচু ও তাল থাকায় আমের দাম কিছুটা কম। আগামী ৫-৬ দিনের মধ্যে লিচুর বাজার শেষ হলেই আমের দাম বাড়বে। জেলা প্রশাসন ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে বেঁধে দেয়া সময়সূচি অনুযায়ী গত ২২ মে গুটি (স্থানীয়) আম পাড়ার মধ্য দিয়ে আম নামানো শুরু করে আমচাষিরা।

নওগাঁ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে- তালিকা অনুযায়ী গুটি (স্থানীয়) আম ২২ মে থেকে পাড়া শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চাষিরা বাগান থেকে আম পাড়বেন। জেলায় ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে ৩ লাখ ৭৮ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি হেক্টরে ১২ দশমিক ৫০ মেট্রিক টন। এ বছর প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার আম বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের সময়
15 Mar -2023, Page:12, Size:30 col"inch
Tonality: Positive, Circulation: 115,000



তিস্তার চরাঞ্চলের মিষ্টিকুমড়া রপ্তানি হচ্ছে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে ● আমাদের সময়

মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে তিস্তা চরের মিষ্টিকুমড়া

ওয়াদুদ আলী, *রংপুর ব্যুরো* ●

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় তিস্তা নদীর দুর্গম চরাঞ্চলে উৎপাদিত হাইব্রিড জাতের মিষ্টিকুমড়া রপ্তানি হচ্ছে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে। এর আগে ২০১৬ সালে বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে চরের মিষ্টিকুমড়া পৌঁছেছিল বিদেশের ভোক্তাদের পাতে। আর এবার কৃষি বিভাগের দিকনির্দেশনা ও এমফোরসি প্রকল্পের সহায়তায় কৃষকদের ক্ষেত থেকে সরাসরি এ পণ্যটি কিনে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে পাঠাচ্ছে দুটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। এরই মধ্যে ২০ কোটি টাকার মিষ্টিকুমড়া রপ্তানির অর্ডার পেয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটি। তবে শুধু বিদেশেই নয়, স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে চরে আবাদ করা মিষ্টিকুমড়া দেশের ১৭টি জেলায় পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চাষিরা।

২০ কোটি টাকার রপ্তানি অর্ডার

এদিকে তিস্তা নদীবেষ্টিত চরাঞ্চলের বুকজুড়ে মিষ্টিকুমড়ার ব্যাপক উৎপাদন ও রপ্তানির কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য। গত রবিবার বিকালে গঙ্গাচড়ার গজঘণ্টা ইউনিয়নের জয়দেব সরকারপাড়ায় (চর ছালাপাক) পোর্টেবল সোলার ইরিগেশন পাম্প পদ্ধতিতে মিষ্টিকুমড়া উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রী। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ও সুইস কন্ট্রাক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্য চরস (এমফোরসি) মিষ্টিকুমড়া চাষ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। পরে 'এমফোরসির দ্বিতীয় পর্যায়' শিরোনামে প্রকল্প মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য। এ সময় তিনি কৃষি, কৃষক ও নদীপাড়ের মানুষের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সফল কার্যক্রম তুলে ধরেন।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়ার মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) খলিল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এমফোরসি প্রকল্পের পরিচালক ড. আবদুল মজিদ প্রামাণিক, গঙ্গাচড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদ তামান্না, জেলা সমবায় কর্মকর্তা আবদুল সবুর, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) রাবিয়া বেগম, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা, গঙ্গাচড়া মডেল থানার ওসি দুলাল হোসেন, সমবায় কর্মকর্তা আফতাবুজ্জান চাসন, গঙ্গাচড়া পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিছুর রহমান, গজঘণ্টা ইউপি চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী, বড়বিল ইউপি চেয়ারম্যান শহীদ চৌধুরী দীপ প্রমুখ।

রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রংপুর এগ্রোর কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান রতন জানান, তারা চাষিদের কাছ থেকে ১৬-১৯ টাকা কেজি দরে সরাসরি ক্ষেত থেকে মিষ্টিকুমড়া কিনছেন। এরপর প্যাকেটজাত করে বস্তায় ভরে ট্রাকে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছেন। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চরাঞ্চলের মিষ্টিকুমড়ার চাহিদা রয়েছে। এরই মধ্যে তিন কোটি টাকার কুমড়া বিদেশে পাঠানো হয়েছে। দুই দেশে প্রায় ২০ কোটি টাকার রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।

রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ এবাদুল রহমান মণ্ডল বলেন, তিস্তার চরে চাষ করা এসব মিষ্টিকুমড়া খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। এছাড়া কীটনাশক বা কোনো ক্ষতিকারক ওষুধও ব্যবহার করা হয় না। অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। এ কারণে দেশ ও বিদেশের বাজারে এসব কুমড়ার বেশ চাহিদা রয়েছে। এ বছর দুটি দেশে মিষ্টিকুমড়া রপ্তানি হচ্ছে। এতে করে চাষিরাও লাভবান হচ্ছেন।

সম্প্রতি তিস্তা নদীবেষ্টিত গজঘণ্টা ইউনিয়নের ছালাপাক ও পূর্ব ইছলির চরাঞ্চল ঘুরে দেখা যায়, ধু-ধু বালুচরে বিস্তীর্ণ সবুজের সমারোহ। কয়েক বছর ধরে তিস্তার দুর্গম বালুচরে মিষ্টিকুমড়ার চাষাবাদ করে আসছেন লিটন, মকসুদ, এনামুল, মজিবর রহমানরা। চরের জমিতে সোলার পাম্প ব্যবহার সালো মেশিন দিয়ে কুমড়ার ক্ষেতে পানি দিচ্ছিলেন কৃষক মজিবর রহমান। তার মতো আরও অনেকেই গর্তে ও গাছে পানি দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত।

মজিবর রহমান জানান, এবার ৮০ শতাংশ জমিতে তিনি মিষ্টিকুমড়ার চাষ করেছেন। বীজ, সার, জমি তৈরি ও সেচ দেওয়াসহ তার খরচ হয়েছে প্রায় ২০ হাজার টাকা। এরই মধ্যে রপ্তানিকারকরা তার ক্ষেত থেকে ১৯ টাকা কেজি মূল্যে ২০ বস্তা মিষ্টি কুমড়া কিনে নিয়েছেন। এতে তার ৫০ হাজার টাকার বেশি লাভ হবে বলে মনে করছেন।

একই গ্রামের চাষি বুলবুলি বেগম বলেন, আগে আমাক চাষ করতাম। এখন চার বছর ধরে আমরা মিষ্টিকুমড়ার চাষ করছি। এখন পর্যন্ত ২ লাখ টাকার কুমড়া বিক্রি করছি। আরও ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার মতো বিক্রি করা সম্ভব হবে। রপ্তানি শুরু হওয়ায় দাম ভালো পাচ্ছি।

২০২০ সাল থেকে রংপুর জেলার চরের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে চর বাজার উন্নয়ন প্রকল্প 'মেকিং মার্কেট ওয়ার্কস ফর দ্য চর-এমফোরসি'। প্রকল্পটির অর্থায়নে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার ও সুইজারল্যান্ড সরকার। এমফোরসি প্রকল্পের উদ্যোগ ও সহায়তায় কয়েক বছর ধরে কুমিরীনরা চর এলাকায় মিষ্টিকুমড়া চাষ করছেন। এতে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের জীবনের মানও পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। কৃষকরা উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করে ফসলের ভালো ফলন, গুণগত মান ও ভালো দাম পেতে শুরু করায় দারিদ্র্যের শিকল ভেঙে সচ্ছলতায় ফিরছেন।

আমাদের সময়
28 Apr -2023, Page:12, Size:20 col"inch
Tonality: Positive, Circulation: 115,000

১১ পণ্য পেয়েছে জিআই সনদ, অপেক্ষায় ২৮টি

২৫ এপ্রিল নিবন্ধিত হয় ফজলি আম



প্রক্রিয়াধীন ১৭টি, নতুন আবেদন ৩টি

*****

জার্নালে প্রকাশ হয়েছে শীতলপাটি, বগুড়ার দই ল্যাংড়া ও আশ্বিনী আম এবং শেরপুরের তুলসীমালা ধান

আব্দুল্লাহ কাফি ●

ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে নতুন যুক্ত হয়েছে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম। এই নিয়ে বাংলাদেশের ১১টি পণ্য জিআই সনদ পেল। আরও জিআই সনদের অপেক্ষায় ২৮টি পণ্য রয়েছে বলে জানিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

কোনো পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেলে পণ্যগুলো বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা সহজ হয়। পণ্যগুলোর আলাদা চাহিদা থাকে। ওই অঞ্চল বাণিজ্যিকভাবে পণ্যটি উৎপাদন করার অধিকার এবং আইনি সুরক্ষা পায় বলে জানান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (জিআই) মো. জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, কোনো নির্দিষ্ট স্থানের কোনো পণ্য খুব নামকরা ■ এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৩

১১ পণ্য পেয়েছে জিআই সনদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হলে এবং সেই নামের ওপর বিশ্বাস করেই পণ্যটি কেনা ও ব্যবহার করার গুরুত্ব দিতেই এই জিআই সনদ দেওয়া হয়। প্রতিটি পণ্যের সঙ্গে সেই স্থানের নাম যুক্ত করা হয়।

জিআই সনদ পেলে বাজারে ওই পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। এর ফলে অধিক উৎপাদন হয়, কর্মসংস্থান বাড়ে এবং সরকারও রাজস্ব বেশি পায়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কোনো একটি দেশের মাটি, পানি, আবহাওয়া এবং ওই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে সেটিকে ওই দেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিআই) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেই পণ্য শুধু ওই এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

অপেক্ষায় থাকা ২৮টি পণ্যের মধ্যে জার্নালে প্রকাশ পেয়েছে- বাংলাদেশি পণ্য বগুড়ার দই, বাংলাদেশের শীতলপাটি, ল্যাংড়া জাতের আম, আশ্বিনী জাতের আম, শেরপুরের তুলসীমালা ধান। জার্নালে প্রকাশের জন্য অপেক্ষমান- নাটোরের কাঁচাগোল্লা, বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল।

এ ছাড়াও জিআই আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে- হাঁড়িভাঙা আম, নোয়াখালীর মহিষের দুধের দই, লতিরাজ কচু, সোনালি মুরগি, হাঁড়িভাঙা মিষ্টি, বস্ত্রশিল্প, তরল দুধ, সাবিত্রী রসকদম, আগর, চাচুরি বিলের কৈ মাছ, নাক ফজলি আম, সুন্দরবনের মধু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি, আগর প্রোডাক্ট, জামালপুরের নকশিকাঁথা, ফুটি কার্পাস তুলা, ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ। এ ছাড়াও নতুন আবেদন পড়েছে- কুষ্টিয়ার চিলের খাজা, কুমিল্লার রসমালাই, টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জিআই পণ্য সর্বমোট ১১টি। যেমন জামদানি, ইলিশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষিরশাপাত আম, বিজয়পুরের সাদা মাটি, দিনাজপুরের কাটারিভোগ, কালিজিরা, রংপুরের শতরঞ্জি, রাজশাহীর সিল্ক, ঢাকাই মসলিন, বাগদা (চিংড়ি) এবং সর্বশেষ ফজলি আম।

বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্য হচ্ছে জামদানি। এটির আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন (বিসিক)। নিবন্ধিত হয় ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫, সনদপ্রাপ্তি ১৭ নভেম্বর ২০১৬ সালে। দ্বিতীয় জিআই পণ্য হলো 'ইলিশ'। এটির আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো মৎস্য অধিদপ্তর। নিবন্ধিত হয় ১৩ নভেম্বর ২০১৬, সনদপ্রাপ্তি ১৭ আগস্ট ২০১৭ সালে।

তৃতীয় জিআই পণ্য হলো চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষিরশাপাত আম। এটির আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। নিবন্ধিত হয় ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, সনদপ্রাপ্তি ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ সালে। চতুর্থ জিআই পণ্য বিজয়পুরের সাদা মাটি। এটির আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোনা। নিবন্ধিত হয় ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, সনদপ্রাপ্তি ১৭ জুন ২০২১ সাল।

পঞ্চম জিআই পণ্য দিনাজপুর কাটারিভোগ। এটির আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। নিবন্ধিত হয় ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, সনদপ্রাপ্তি ১৭ জুন ২০২১ সাল। ষষ্ঠ জিআই পণ্য কালিজিরা। এটির আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। নিবন্ধিত হয় ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, সনদপ্রাপ্তি ১৭ জুন ২০২১ সাল। সপ্তম জিআই পণ্য রংপুরের শতরঞ্জি। আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প। নিবন্ধিত হয় ১১ জুলাই ২০১৯, সনদপ্রাপ্তি ১৭ জুন ২০২১ সাল। অষ্টম জিআই পণ্য রাজশাহী সিল্ক। আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। নিবন্ধিত হয় ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭, সনদপ্রাপ্তি ১৭ জুন ২০২১ সাল। নবম জিআই পণ্য ঢাকাই মসলিন। আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড। নিবন্ধিত হয় ২ জানুয়ারি ২০১৮, সনদপ্রাপ্তি ১৭ জুন ২০২১ সাল। দশম ভৌগোলিক নির্দেশক জিআই পণ্য বাগদা চিংড়ি। আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মৎস্য অধিদপ্তর। নিবন্ধিত হয় মে ২০১৯, সনদপ্রাপ্তি ২৪ এপ্রিল ২০২২ সাল। ১১তম ফজলি আম সর্বশেষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্য। আবেদনকারী ও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ফল গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহী। চলতি মাসের ২৫ তারিখ পণ্যটি রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে।



ভোরের দর্পণ
20 Feb -2023, Page:1, Size:72 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 140,000

গণভবন যেন খামারবাড়ি

অব্যবহৃত প্রতি ইঞ্চি জমিতে কৃষির আবাদ

বাসস ●

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবেলায় দেশের জনগণকে প্রতি ইঞ্চি জমিতে আবাদ করার আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজেও তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনের অব্যবহৃত প্রতি ইঞ্চি জমি কাজে লাগিয়েছেন। গ্রামের গৃহস্থবাড়ির মতো পুরো গণভবনকে প্রায় একটি খামার বাড়িতে পরিণত করে সৃষ্টি করেছেন এক বিরল উদাহরণ। গণভবনের বিশাল আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগী, কবুতর, গরু পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধান, শাক-সবজি, ফুল-ফল, মধু ও মাছ চাষ করছেন। তিল-সরিষারমতো পেঁয়াজও চাষ করেছেন এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। গণভবন সূত্র জানায়, গতকাল রোববার মোট চাষের প্রায় অর্ধেক জমির পেঁয়াজ কাটা ■ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

অর্ধেক জমির পেঁয়াজ কাটা হয়েছে। এতে ফলন পাওয়া গেছে ৪৬ মণ। বাকি জমিতে আরও ৫০ মণেরও বেশি পেঁয়াজ পাওয়া যাবে



গণভবনের অব্যবহৃত প্রতি ইঞ্চি জমি কাজে লাগিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা — ভোরের দর্পণ

গণভবন যেন খামারবাড়ি

প্রথম পাতার পর

হয়েছে। এতে ফলন পাওয়া গেছে ৪৬ মন। বাকি জমিতে আরও ৫০ মনেরও বেশি পেঁয়াজ পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। দেশি পেঁয়াজের বর্তমান বাজার দর ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কেজি। এতে গণভবনে ফলন পাওয়া ৪৬ মন পেয়াজের দাম আসে আনুমানিক ৬৫ হাজার থেকে ৭৩ হাজার টাকা। ৫ জনের মধ্যবিত্ত একটি পরিবারে মাসে ৫ কেজি হিসেবে পেঁয়াজের প্রয়োজন ধরলে গণভবনে উৎপাদিত প্রায় ১০০ মন পেঁয়াজে ৭-৮'শ পরিবারের ১ মাসের পেঁয়াজের চাহিদা পূরণ হবে। করোনা মহামারী, রাশিয়া-ইউক্রেনযুদ্ধ, স্যাংশন-পাল্টাস্যাংশনে টালমাটাল বিশ্বে খাদ্য ও নিত্যপণ্যের সংকট দেখা দেওয়ার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রায় প্রতিটি বক্তব্যে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করছেন। তিনি সরকারি, বেসরকারি ও দলের সকল অনুষ্ঠানে প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম গণমাধ্যমকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবেলায় দেশের জনগণকে প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলানোর আহ্বান জানিয়ে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি নিজে গণভবন আঙ্গিনার পতিত প্রতি ইঞ্চি জমিকে উৎপাদনের আওতায় এনেছেন এবং জনগণের প্রতি করা নিজের আহ্বানকে বাস্তবে রূপদান করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রেস সচিব বলেন, এদেশের আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্থ। দেশের মাটি-মানুষ,কৃষির সঙ্গে মিশে আছে তাঁর প্রাণ। গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ফসলি উঠোনে নানা ধরনের ফসলের আবাদ তারই ছোট একটা দৃষ্টান্ত। ইহসানুল করিম জানান, প্রতি ইঞ্চি জমিতে আবাদ করার বিষয়টি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৪ সালের সবুজ বিপ্লবের ডাক থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্র জানায় গণভবন আঙ্গিনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাশফুল, পোলাওয়ের চাল, লাল চালসহ বিভিন্ন জাতের ধান, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লালশাক, পালং শাক, ধনেপাতা, গ্রাম-বাংলার জনপ্রিয় বহুয়া শাক, বরোকলি, টমেটো, লাউ, সিমসহ প্রায় সব ধরনের শীতকালীন শাক-সবজি চাষ করছেন। এছাড়া, গণভবনে তিল, সরিষা, সরিষা ক্ষেতে মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধু আহরণ, হলুদ, মরিচ, পেঁয়াজ, তেজপাতাসহ বিভিন্ন ধরনের মশলা: আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, বরই, ড্রাগন, স্ট্রবেরিসহ বিভিন্ন ধরনের ফল, গোলাপ, সূর্যমুখী, গাঁদা, কৃষ্ণচূড়াসহ বিভিন্ন ধরনের ফুলেরও চাষ করছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অবসর পেলেই এসব তদারকিও করেন বলে গণভবন সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এসব ফসল ফলাতে ব্যবহার করা হয় গণভবনে গরুর খামারের গোবর থেকে উৎপাদিত জৈব সার। এছাড়াও গণভবনের আঙ্গিনায় আলাদা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গরুর খামার, দেশি হাস-মুরগী,তিতির, চীনা হাঁস, রাজহাঁস, কবুতরের খামার করেছেন। তিনি গণভবন পুকুরে চাষ করছেন রুই-কাতলা,তেলাপিয়া, চিতলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। এমনকি গণভবন পুকুরে মুক্তার চাষও করছেন শেখ হাসিনা। অবসর সময়ে গণভবনের লেকে মাছও ধরেন তিনি। গণভবন সূত্র জানায়, উৎপাদিত এসকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের জন্য সামান্য রেখে গণভবন কর্মচারী এবং দরিদ্র-অসহায়মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

আগামী নিউজ
03 May -2023, Page:1, Size:954448 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 78

পরিকল্পনার প্রথম বছরে সুফল

সরিষা উৎপাদন বেড়েছে তিন হাজার কোটি টাকার

আগামী নিউজ | নিজস্ব প্রতিবেদক ⊙ প্রকাশিত: মে ২, ২০২৩, ০১:২৮ পিএম

Share 2



দেশে ভোজ্য তেলের চাহিদার ৪০ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে চায় সরকার। এজন্য তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে কৃষি মন্ত্রণালয়। এতে প্রথম বছরই মিলেছে সুফল। পরিকল্পনার প্রথম বছরে সরিষার আবাদ বেড়েছে দুই লাখ হেক্টর জমিতে। উৎপাদন বেড়েছে ৩ লাখ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন। তেল হিসেবে দাঁড়ায় ১ লাখ ২১ হাজার টন। প্রতি লিটার তেলের মূল্য ২৫০ টাকা হিসাবে এ উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা।

সোমবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম ভূইয়া স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব জানানো হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবের বরাতে এতে বলা হয়, গত বছর দেশে সরিষা আবাদ হয়েছিল ৬ লাখ ১০ হাজার হেক্টর। চলতি বছর হয়েছে ৮ লাখ ১২ হাজার হেক্টর। গত বছর উৎপাদন হয়েছিল ৮ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন। চলতি বছর হয়েছে ১১ লাখ ৫২ হাজার টন। এতে এক বছরেই উৎপাদন বেড়েছে ৪০ শতাংশ।

দেশে বার্ষিক ভোজ্য তেলের চাহিদা প্রায় ২৪ লাখ টন। এর মধ্যে সরিষা, তিল ও সূর্যমুখী থেকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় মাত্র তিন লাখ টন, যা চাহিদার শতকরা ১২ ভাগ। বাকি ভোজ্য তেল আমদানি করতে হয়। এজন্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে কৃষি মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী ধানের উৎপাদন না কমিয়েই ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ১০ লাখ টন তেল উৎপাদন করা হবে, যা চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ। ফলে তেল আমদানিতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

বর্তমানে দেশে তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন হয় ৮ লাখ ৬০ হেক্টর জমিতে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে সরিষা, তিল, বাদাম, সয়াবিন, সূর্যমুখীসহ তেলজাতীয় ফসলের আবাদ তিনগুণ বৃদ্ধি করা হবে। এর মাধ্যমে তেলজাতীয় ফসলের আবাদ ২৩ লাখ ৬০ হাজার হেক্টরে উন্নীত করা হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রথমটি হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বর্তমানে আবাদকৃত টরি-৭, মাঘি, দ্বুপিসহ স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উচ্চফলনশীল সরিষার জাত বিনা-৪, ৯, বারি ১৪, ১৭-এর মতো জাত ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়ত অনাবাদি চরাঞ্চল, উপকূলের লবণাক্ত, হাওর ও পাহাড়ি অঞ্চলকে তেলজাতীয় ফসল চাষের আওতায় আনা হচ্ছে। তৃতীয়ত নতুন শস্যবিন্যাসে স্বল্প জীবৎকালের ধানের চাষ করে রোপা আমন ও বোরোর মধ্যবর্তী সময়ে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে সরিষার চাষ করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে প্রণোদনা। ফলে প্রথম এক বছরেই প্রায় ২ লাখ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

এসএস

ভোরের ডাক
01 Mar -2023, Page:8, Size:30 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 160,500



অধিক লাভজনক হওয়ায় পাবনায় কৃষকেরা গম চাষে ঝুঁকছেন। গম চাষে তেমন পানি, সার, কীটনাশক, বালাইনাশক ও নিড়ানির প্রয়োজন হয় না বলে খরচ অনেক কম। ছবিটি গতকাল মঙ্গলবার সাঁথিয়া উপজেলার নওয়ানী গ্রাম থেকে তোলা - ভোরের ডাক

কৃষিতে বিশ্বে মডেল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে বাংলাদেশ। একইসঙ্গে কৃষিতে বিশ্বে মডেল হয়েও উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএসটি (বাংলাদেশ স্টাডি ট্রাস্ট) আয়োজিত নাগরিক সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। সংলাপের বিষয় ছিল 'এলডিসি হতে উত্তরণে বাংলাদেশর কৃষি : অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএসটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ। সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের উপনেতা ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী। প্রধান আলোচক ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে এম আব্দুল মোমেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের উপনেতা ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, কারণ তাদের কারণেই বাংলাদেশ আজকে সফলতা পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার জন্য বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। আমাদের কৃষকরা প্রমাণ করেছে, আমরা যা শিখি তা প্রয়োগ করতে পারি। আমাদের দেশের কোল্ড স্টোরেজগুলো সারা বছর পূর্ণ থাকে। যা আগে বছরের অর্ধেক সময় খালি পড়ে থাকতো। সরকারি উদ্যোগেই ভূট্টার ব্যবহার আজকে সার্বজনীন হয়েছে। দেশ কোন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখলে আমরা বেশি উপকৃত হবো, সেই সব জায়গা দেখে দেখে কৃষিতে কাজ করেছে সরকার। এজন্য সারাদেশে একই সাথে কৃষি কর্মযজ্ঞ চলছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে পরিবর্তন হচ্ছে। আর সেই পরিবর্তনের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমরা ছিলাম অন্নদাশ। তাই বিদেশিরা আমাদের নানাভাবে অপমানিত করেছে। কিন্তু সেই অপমানের জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

> আমরা কৃষি খাতে মোটামুটি ভালো অবস্থানে আছি। খাদ্যে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ব্যাপক সুনাম করেছে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা কৃষি খাতে মোটামুটি ভালো অবস্থানে আছি। খাদ্যে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ব্যাপক সুনাম করেছে। বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় বিশ্বাস করতেন আমাদের দেশের বড় সম্পদ কৃষি। বিদেশে কাজ করে ২৪ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠাচ্ছে। আগামী বছরে ৬৭ বিলিয়ন পার হয়ে যাবো। প্রধানমন্ত্রী কৃষির উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভর্তুকি দিয়েছেন। আমাদের কৃষিতে ২৭ গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামীতে দেশের ১ কোটি পরিবার স্বল্পমূল্যে খাদ্য পাবে। নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি ও ফসলের দিকে নজর দিতে হবে। তাহলে আগামী ২০২৬ সালে আমরা এলডিসির লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো। সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী। তিনি বিভিন্ন গবেষণার এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

কৃষিতে বিশ্বে মডেল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ

শেষ পৃষ্ঠার পর : তথ্য তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান মথাপিছু আয় ২৪৪৪ ডলারের বেশি, হিউম্যান এসেট ইনডেক্সে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্জন ৭৫.৩। মাতৃমৃত্যু হার কমানোয় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এখন মডেল বাংলাদেশ। শিক্ষা ও নারী শিক্ষায় শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে, এক্সপার্ট পজিশনে দেশ ধারাবাহিক উন্নতির পথে। কৃষির ৩ দশমিক ২৭ শতাংশ উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। যা ৪৮ বর্তমানে বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ড. মাহবুবুর রহমান লিটুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্য আলোচকদের মধ্যে ছিলেন বিএসটির সাধারণ সম্পাদক টি এইচ এম জাহাঙ্গীর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব ড. মো. নেয়ামুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদের সভাপতি ড. উত্তম কুমার বড়ুয়া প্রমুখ।

আজকের পত্রিকা
21 Feb -2023, Page:3, Size:30 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 120,000



গণভবনের আঙিনায় হাঁস-মুরগি, কবুতর, গরু পালনের পাশাপাশি নানা শাকসবজির চাষ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অবসর পেলেই তিনি এসব তদারকি করেন। ছবি: সংগৃহীত

গণভবনের ভেতর যেন এক পূর্ণাঙ্গ খামার

প্রধানমন্ত্রীর চাষবাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বৈশ্বিক খাদ্যসংকট মোকাবিলায় দেশের জনগণকে পতিত জমিতে আবাদ করার আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি নিজেও তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনের অব্যবহৃত প্রতি ইঞ্চি জমি কাজে লাগিয়েছেন। গ্রামের গৃহস্থবাড়ির মতো পুরো গণভবনকে প্রায় একটি খামারবাড়িতে পরিণত করেছেন তিনি।

গণভবনের বিশাল আঙিনায় হাঁস-মুরগি, কবুতর, গরু পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধান, শাকসবজি, ফুল, ফল, মধু ও মাছ চাষ করছেন শেখ হাসিনা। তিল-সরিষার মতো পেঁয়াজও চাষ করেছেন তিনি।

গণভবন সূত্র জানায়, গতকাল রোববার মোট চাষের প্রায় অর্ধেক জমির পেঁয়াজ কাটা হয়েছে। এতে ফলন পাওয়া গেছে ৪৬ মণ। বাকি জমিতে আরও ৫০ মণের বেশি পেঁয়াজ পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, পাল্টাপাল্টি নিষেধাজ্ঞায় টালমাটাল বিশ্বে খাদ্য ও নিত্যপণ্যের সংকট দেখা দেওয়ার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রায় প্রতিটি বক্তব্যে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করছেন। তিনি সরকারি, বেসরকারি ও দলের সব অনুষ্ঠানে প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

সূত্র জানায়, গণভবনের আঙিনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঁশফুল, পোলাও চাল, লাল চালসহ বিভিন্ন জাতের ধান; ফুলকপি, পাতাকপি, লালশাক, পালংশাক, ধনেপাতা, গ্রাম-বাংলার জনপ্রিয় বতুয়া শাক, ব্রকলি, টমেটো, লাউ, শিমসহ প্রায় সব ধরনের শীতকালীন শাকসবজি চাষ করেছেন।

এ ছাড়া গণভবনে তিল, সরিষা, সরিষাখেত থেকে মৌচাক পালনের মাধ্যমে মধু আহরণ, হলুদ, মরিচ, পেঁয়াজ, তেজপাতাসহ বিভিন্ন ধরনের মসলা; আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, বরই, ড্রাগন, স্ট্রবেরিসহ বিভিন্ন ধরনের ফল; গোলাপ, সূর্যমুখী, গাঁদা, কৃষ্ণচূড়াসহ বিভিন্ন ধরনের ফুলেরও চাষ করছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অবসর পেলেই এসব তদারকিও করেন বলে গণভবনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। এসব ফসল ফলাতে ব্যবহার করা হয় গণভবনে গরুর খামারের গোবর থেকে উৎপাদিত জৈব সার।

এ ছাড়া গণভবনের আঙিনায় আলাদা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গরুর খামার, দেশি হাঁস-মুরগি, তিথির, চীনাহাঁস, রাজহাঁস, কবুতরের খামার করেছেন। তিনি গণভবনের পুকুরে চাষ করছেন রুই, কাতল, তেলাপিয়া, চিতলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। এমনকি গণভবনের পুকুরে মুক্তার চাষও করছেন শেখ হাসিনা। অবসর সময়ে গণভবনের লেকে মাছও ধরেন তিনি।

গণভবন সূত্র জানায়, উৎপাদিত এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের জন্য সামান্য রেখে গণভবনের কর্মচারী এবং দরিদ্র-অসহায় মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ
23 Mar -2023, Page:4, Size:24 col*inch
Tonality: Positive

কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি পলিনেট হাউস

কৃষি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিবেদক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষিতে যুক্ত হয়েছে নতুন প্রযুক্তি 'পলিনেট হাউস'। অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তিতে শীত ও গ্রীষ্মকালীন উচ্চমূল্যের সব ধরনের বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন করা যাবে। পাশাপাশি উৎপাদন করা যাবে চারাও। জেলায় দুইজন কৃষি উদ্যোক্তার মাঝে প্রায় ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে পলিনেট হাউস বানিয়ে দিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। নতুন এই প্রযুক্তির সংযোজনের ফলে জেলার কৃষিতে সম্ভাবনাময় এক যাত্রা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তারা। তাদের প্রত্যাশা নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে এ পদ্ধতি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার কৃষি উদ্যোক্তা মুক্তের আলম মানিক ও শিবগঞ্জ উপজেলার আরেক কৃষি উদ্যোক্তা আব্দুল মন্নান নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য পলিনেট হাউস বরাদ্দ পান। এই দুইজন উদ্যোক্তা মিলে ১৫ শতাংশ করে মোট ৫০ শতাংশ জমিতে প্রথমবারের মতো পলিনেট হাউসে চাষাবাদ শুরু করেন।

পলিনেট হাউসে উন্নতমানের পলি ওয়ালপেপার ব্যবহার করায় সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগেও ফসলগুলো থাকবে অক্ষত। এ ছাড়াও প্লাস্টিক দিয়ে বানানো এই ঘরে রয়েছে ড্রিপ ও স্প্রিংকলার ইরিগেশনের (সেচ) সুবিধা। প্রয়োজনে এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে জমিতে সেচ দেওয়া যাবে।



চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষিতে যুক্ত হয়েছে নতুন প্রযুক্তি পলিনেট হাউস। প্রথা ফটো

এই প্রযুক্তিতে আরও রয়েছে অত্যাধুনিক বালাই ব্যবস্থাপনার সুবিধা।

পলিনেট হাউসে পোকামাকড় আক্রমণ করতে না পারায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না। যার ফলে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব বলে জানালেন কৃষি উদ্যোক্তা মুক্তের আলম মানিক। তিনি বলেন, সহজ পদ্ধতিতে পলিনেট হাউসে চাষাবাদ করা যাচ্ছে। আবহাওয়ার কারণে ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে, স্প্রিংকলার ছেড়ে দিলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। আলাদা করে পানি বা সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হলে, ড্রিপ ছেড়ে দিলে সহজেই হয়ে যাবে।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক এস এম আমিনুজ্জামান বলেন, উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন করাই পলিনেট হাউসের মূল উদ্দেশ্য। কৃষকদের আর্থিকভাবে লাভবান করতে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক পলাশ সরকার বলেন, নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য পলিনেট হাউস গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে বছরব্যাপী উচ্চমূল্যের ফসল সহজেই চাষাবাদ করা যায়। এই পদ্ধতিতে চাষাবাদে বালাইনাশকের ব্যবহার খুব সীমিত পর্যায়ে করা হয়ে থাকে। ফলে পরিসরে পলিনেট হাউসের মাধ্যমে চাষাবাদ শুরু হলেও জেলার কৃষিতে নতুন এক প্রযুক্তি সংযোজন হয়েছে।



প্রতিদিনের সংবাদ
www.protidinersangbad.com
27 Feb -2023, Page:4, Size:50 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 126,100

দৃষ্টিপাত

রেজাউল করিম খোকন

অর্থনীতিতে নতুন গতি কৃষিপণ্য রপ্তানি



পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রচুর পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদিত হয় না। তারা মূলত আমদানিনির্ভর। সব মিলিয়ে আগামী দিনে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের চাহিদা আরো বাড়বে। কৃষিপণ্য রপ্তানি বাড়াতে হলে আমাদের দেশের কৃষিকে আরো বেশি উৎপাদনমুখী হতে হবে। এই খাতের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এখনো বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে আমাদের শুল্ক ও অশুল্ক বাধা রয়ে গেছে

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুসারে, উল্লেখযোগ্য কৃষিজাত রপ্তানিপণ্য হলো শাকসবজি, চা, ফুল, ফলমূল, নানা রকম মসলা, তামাক, শুকনো খাবার ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে 'ড্রাই ফুড' বা শুকনো খাদ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এসব ড্রাই ফুডের মধ্যে আছে বিস্কুট, চানাচুর, কেক, পটেটো ক্র্যাকার ও বাদামের মতো নানা রকম পণ্য। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে যে ১০০ কোটি ডলারের কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়েছে, তার মধ্যে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যের হিস্যাই বেশি। কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পাঁচ শতাধিক প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে বড় ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান আছে ২০টি। আর রপ্তানি করছে ১০০টির বেশি প্রতিষ্ঠান। কৃষিপণ্য রপ্তানি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্য রপ্তানিতে কর রেয়াত ও ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে গত চার বছর ধরে এই খাতে রপ্তানি আয় বেড়েছে। তারা মনে করেন এই খাতের উদ্যোক্তারা বৈশ্বিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় রেখে নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি শুরু করেছে, যার ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

করোনা মহামারির কারণে বৈশ্বিক বাজারে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে। সরকার চাচ্ছে এই সুযোগ দেশের উদ্যোক্তারা যেন কাজে লাগায় এবং সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মধ্যে বেশি রপ্তানি হয় রুটি, বিস্কুট ও চানাচুর জাতীয় শুকনো খাবার, ভোজ্যতেল ও সমজাতীয় পণ্য, ফলের রস, বিভিন্ন ধরনের মসলা, পানীয় এবং জ্যাম-জেলির মতো বিভিন্ন সুগার কনফেকশনারি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিস্কুট, রুটি জাতীয় শুকনো খাবার রপ্তানি করে চলতি অর্থবছরের পাঁচ মাসে দেশীয় কোম্পানিগুলো ৮ কোটি ৮৬ লাখ ডলার আয় করেছে। বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানির প্রধান গন্তব্য হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চল। তবে এসব দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় প্রবাসীরা হচ্ছেন মূল ভোক্তা। বর্তমানে বিশ্বের ১৪৫টি দেশে বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানি হচ্ছে।

কৃষিপণ্যের রপ্তানির বড় অংশ করে প্রাণ গ্রুপ। বিদায়ি অর্থবছরে তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৪ কোটি ডলার। ১৯৯৭ সালে ফ্রান্সে খাদ্যপণ্য রপ্তানি শুরু করা এই শিল্পগোষ্ঠী বর্তমানে ১৪৫টি দেশে পৌঁছে গেছে। ফুট ড্রিংক, পানীয়, বিস্কুট, সস, নুডলস, জেলি, মসলা, সুগন্ধি চাল, পটেটো ক্র্যাকার, চানাচুর, ঝালমুড়ি ইত্যাদি পণ্য রপ্তানি করে প্রতিষ্ঠানটি। করোনা মহামারির কারণে সারা বিশ্বে অনেক মানুষ খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনেছে। খরচ কমাতে তারা সাশ্রয়ী মূল্যের খাবার বিশেষ করে শুকনো খাবারের প্রতি ঝুঁকছে। যে কারণে গত অর্থবছরে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে তারা ১০০ কোটি ডলারের মাইলফলক অর্জন করতে পেরেছে। প্রযুক্তির আধুনিকায়ন ও মানসম্মত পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার ফলে বাংলাদেশের দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। এছাড়া কর রেয়াত ও নগদ সহায়তার মতো সরকারের নীতি সহায়তা কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রচুর পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদিত হয় না। তারা মূলত আমদানিনির্ভর। সব মিলিয়ে আগামী দিনে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের চাহিদা আরো বাড়বে। কৃষিপণ্য রপ্তানি বাড়াতে হলে আমাদের দেশের কৃষিকে আরো বেশি উৎপাদনমুখী হতে হবে। এই খাতের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এখনো বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে আমাদের শুল্ক ও অশুল্ক বাধা রয়ে গেছে। দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে এসব জটিলতা দূর করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এখন কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বড় বাধা হয়ে উঠেছে 'ফিট ফর হিউম্যান কনসাম্পশন' সার্টিফিকেট। দেশে একটি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে এ জাতীয় সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব হলে রপ্তানি ১০ গুণ বেড়ে প্রতি বছর ১৩ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতে পারে বলে। কিন্তু এ ধরনের সার্টিফিকেট দেওয়ার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই। আমদানি-রপ্তানি পণ্য বৈচিত্র্যকরণে কৃষিপণ্যের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। বিদেশে বাংলাদেশি কৃষিপণ্যের রয়েছে প্রচুর চাহিদাও।

কিন্তু রপ্তানিতে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করছে 'ফিট ফর হিউম্যান কনসাম্পশন' সার্টিফিকেট। দেশে একটি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে এ জাতীয় সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব হলে রপ্তানি ১০ গুণ বেড়ে প্রতি বছর ১৩ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের সার্টিফিকেট দেওয়ার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই। মান নিশ্চিত করে সার্টিফিকেট ইস্যু করার মতো কোনো অ্যাক্রিডিটেড ল্যাবও দেশে নেই। সঠিকভাবে মান নির্ধারণ ছাড়া রপ্তানির কারণে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ভারী ধাতুর উপস্থিতি পেয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পান, রাশিয়া আলু, চীন কাঁকড়া ও কুচিয়া এবং খাদ্যে শূকরের হাঁড় ও মুরগির বিষ্ঠার উপস্থিতির কারণে সৌদি আরব মিঠা পানির মাছ আমদানি বন্ধ রেখেছে।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সনদ দেয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাছ রপ্তানিতে মৎস্য অধিদপ্তর, মাংস ও পশুজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। মধ্যপ্রাচ্যে পণ্য রপ্তানিতে হালাল সার্টিফিকেট ইস্যু করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও উৎপাদন পর্যায়ে ১৮১টি পণ্যের বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সনদ দেয় বিএসটিআই। এসব প্রতিষ্ঠানের কারো ক্রেতা রাষ্ট্রগুলোর নির্ধারিত প্যারামিটার অনুযায়ী 'ফিট ফর হিউম্যান কনসাম্পশন' সার্টিফিকেট ইস্যুর সক্ষমতা নেই। এ অবস্থায় রপ্তানির বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি দেশে কৃষিপণ্যের অপচয় রোধ ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপনসহ মান নির্ধারণী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি একক 'হেলথ সার্টিফিকেশন অথরিটি' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন। এ জাতীয় সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব হলে কৃষিজাত ও খাদ্যপণ্য রপ্তানি ১০ গুণ বেড়ে প্রতি বছর ১৩ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্যকে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন ধরনের পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর কোন দেশে কোন ধরনের পণ্যের চাহিদা রয়েছে তা জানতে হবে। এজন্য বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। বিভিন্ন দেশের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এজন্য আমাদের রপ্তানিকারকদের নিজস্ব উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য চালু রয়েছে তার বাইরে আরো নতুন দেশে বাজার খোঁজার চেষ্টা জোরালো করতে হবে। রপ্তানি বাণিজ্যের বিকাশ ঘটাতে হলে আমাদের উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নত করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার কারণে বাংলাদেশি বিভিন্ন ধরনের পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দেশে। বিশেষ করে খাদ্য ও কৃষিজাত শিল্প পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশের কয়েকটি ব্র্যান্ডের পণ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়ায় এর বাজার বিস্তৃতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং নতুন বাজার সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সময়োপযোগী, কার্যকর, বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন এজন্য। সরকারি দপ্তরগুলো হয়রানি আমলতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা এবং জটিলতা অনেক সময় রপ্তানিমুখী শিল্প খাতগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ ধরনের হয়রানি, দীর্ঘসূত্রতা, প্রশাসনিক জটিলতা দূরীকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বিদ্যমান বাধা দূর করতে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে। এর মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতি ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে সন্দেহ নেই। এটা অর্থনীতিতে নতুন গতি এনে দিতে পারে।

লেখক : সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা ও কলাম লেখক
ananno86bolly@gmail.com



বাংলাদেশ বুলেটিন
18 Feb -2023, Page:12, Size:36 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 77,000



গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাতের উদ্ভাবনে বাংলাদেশের সফলতা

শহিদ জয়, যশোর

গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধ জাত আবিস্কারে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন। যশোর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ মাঠে গত ২০১৬ সাল থেকে চলছে গমের ব্লাস্ট রোগের প্রতিরোধী জাতের এ গবেষণা কার্যক্রম। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে গবেষণা কার্যক্রম সরেজমিনে দেখতে আসেন অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন ও পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী

অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টার ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (এসিআইএআর)-এর ২০ সদস্য প্রতিনিধি দল। ২০ সদস্যর এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন, অস্ট্রেলিয়ান কমিশনের দলনেতা ফিওনাসিমসন ও অস্ট্রেলিয়ান কমিশনার ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এসিআইএআর এর দলনেতা প্রফেসর এন্ড্রু কেন্দেল।

বিজ্ঞানীরা জানান, ২০১৬ সালে বাংলাদেশে গমের ব্লাস্ট রোগ দেখা দেওয়ার পর থেকে এসিআইএআর ও সিমিটের সহায়তায় বিডাব্লিউএমআরআই ব্লাস্ট প্রতিরোধী গমের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা করে আসছে। আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোরে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্লাটফর্ম স্থাপন করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন দেশের প্রায় চার হাজার গমের জাত প্রতি বছর বাছাই করা হয়। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত বারি গম ৩৩ ও বিডাব্লিউএমআরআই গম ৩ নামে ২টি ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করেছে। ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত কৃষক মাঠে সম্প্রসারণের ফলে যশোর অঞ্চল ছাড়াও সারাদেশে গমের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরমধ্যে মেহেরপুর জেলায় যেখানে প্রথম ব্লাস্ট রোগ দেখা দিয়েছিল সেখানে গত বছরের তুলনায় ৩০০০ হেক্টর বেশি জমিতে গম আবাদ হয়েছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিদল গমের ব্লাস্ট রোগের গবেষণার অগ্রগতি দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন। ২০ সদস্যর এ প্রতিনিধি দল বিকেলে যশোর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মাঠে এসি আই এ আর বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর পক্ষে প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম সরেজমিনে দেখে ব্যাপক উৎসাহিত হন।

এ সময় অস্ট্রেলিয়ান কমিশনার ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এসিআইএআর-এর দলনেতা প্রফেসর এন্ড্রু কেন্দ্বেল বলেন, গমের জন্য ভয়ঙ্কর রোগ হচ্ছে ব্লাস্ট। সেই রোগ প্রতিরোধী জাত আবিষ্কারে এখানকার বিজ্ঞানীরা যে সফল হয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয়। এ সফলতা শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা পৃথিবীর কৃষির জন্য অনুকরণীয়।

এ প্রসঙ্গে গবেষণা প্রকল্পের প্রধান গবেষক ড. মোহাম্মাদ রেজাউল কবীর বলেন, ২০১৬ সালে যশোরাঞ্চলের মেহেরপুর জেলাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেরর আটটি জেলায় গমে ব্লাস্ট নামক ভয়ঙ্কর ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়। এতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে গম আবাদের মারাত্মক বাধাগ্রস্ত হয়। তবে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) বারি গম ৩৩ ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করে। এর মধ্যে ব্লাস্ট প্রতিরোধে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সেই থেকেই আমাদের গবেষকরা গমের কার্যকর ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত নিয়ে এখানে একাধিক ট্রায়াল দিয়ে গবেষণা করছেন। আমরা দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে ব্লাস্ট প্রতিরোধী গমের জাত আকিস্কারে সফল হয়েছি। যা বর্তমান দেশে নয়, বিদেশের কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছেও প্রশংসিত হচ্ছে।

কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ বলেন, চাষিরা নতুন উদ্ভাবিত ব্লাস্ট প্রতিরোধী গমের আবাদ করে বেশ লাভবান হচ্ছেন। চাষিরা পুরোদমে গমের আবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। আগামী মৌসুমেও এর বিস্তৃতি হবে বলে তিনি আশা করেন।

অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিরা গবেষণার মাঠ পরিদর্শন শেষে যশোর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে এ বিষয়ে এক সেমিনারে যোগ দেন। সেমিনারে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ছাড়াও কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা টাইমস
www.dhakatimes24.com
04 May -2023, Page:5, Size:18 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 84,000



ময়মনসিংহে কাটারিভোগ ধানের রেকর্ড ফলন

ময়মনসিংহ ব্যুরো ■

ধানের নাম কাটারিভোগ। এ ধানের চালের বেশ চাহিদা রয়েছে ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে। ভারত ও বাংলাদেশের যে সকল মানুষ ইউপরোপ-আমেরিকায় বসবাস করেন তারা চাল কিনলে কাটারিভোগ ধানের চালেই কিনে থাকেন। সেই কাটারিভোগ ধান এবারেই প্রথমবার ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায় বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করে রেকর্ড পরিমাণ ফলন পেয়েছে কৃষক। ভালো ফলনে বেশ খুশি কৃষক।

উপজেলার চরআলগী গ্রামের শামছুদ্দিন ও সালটিয়া ইউনিয়নের বাগুয়া গ্রামের কৃষক ফসক মিয়ার চাষকৃত জমিতে কাটারিভোগ ধানের ফলন রেকর্ড পরিমাণ ফলন হয়েছে। রবিবার ধান কাটার পর দাড়িপাল্লা দিয়ে মেপে এই ধানের পরিমাপ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিন।

কাটারিভোগ ধান চাষি শামছুদ্দিন ও নুরু মিয়া বলেন, পৌষ মাসের কয়েকদিন থাকতেই আমরা চারা রোপন করেছি। দিনাজপুর থেকে এক সাংবাদিকের মাধ্যমে কাটারিভোগ ধানের বীজ এনে সংরক্ষণ করে কৃষি অফিসের সাথে পরামর্শ করে এ ধানের চাষ করেছি। এখন ফলনও অনেক ভালো হয়েছে। ইতোমধ্যেই কাটারিভোগ ধানের বীজের জন্য অনেকেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। এ ধানের প্রতি কেজি চালের দাম ১৩০ থেকে ১৪৫ টাকা। ধানের দামও ভালো।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুর মোহাম্মদ বলেন, কাটারিভোগ ধান বিঘা প্রতি ফলন হয় ১৭ থেকে ১৮ মণ। প্রচলিত চাষ পদ্ধতির বাইরে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে কাটারিভোগ ধান চাষ করা হয়। সাধারণত ধান চাষ পদ্ধতিতে জমি সমতল ও পানি জমিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু কাটারিভোগ ধান চাষে আলু চাষের মত একটু উঁচু করে করা হয়। কাটারিভোগ ধান চারা রোপনের আগে দুই পাশ উঁচু করে নেওয়া হয়। এরপর নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি করে চারা রোপন করতে হয়।

তিনি আরও বলেন, কাটারিভোগ ধানের চাল ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসরত ভারত ও বাংলাদেশীদের কাছে বেশ চাহিদা রয়েছে। তারা চাল কিনলে কাটারিভোগ ধানের চালেই খুঁজে থাকেন। গফরগাঁও উপজেলায় প্রথমবারের মতো এবারই এই ধানের চাষ করা হয়েছে। কাটারিভোগ ধানের বীজ উপজেলায় সবগুলো ইউনিয়নেই সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

DHAKA TODAY
02 Mar -2023, Page:1, Size:1586424 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

বিষমুক্ত সবজির গ্রাম

Upload: 1st March, 2023 12:54 pm



জলায় গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি সবজি গ্রাম। বিষমুক্ত সবজি ওই সব গ্রাম থেকে সরাসরি কৃষকরাই শহরে এনে কটি নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রি করছেন। ফলে ক্রেতারা টাটকা, বিষমুক্ত নিরাপদ সবজি কিনতে পারছেন। জৈব সার ও বিভিন্ন াঁদ ব্যবহার করে এবং পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে কৃষি অফিসের সহযোগিতায় এ প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। বে এ নিরাপদ সবজি যাতে ১২ মাস পাওয়া যায় সেই প্রত্যাশা ক্রেতাদের। জেলার চান্দিনা, বুড়িচং, বরুড়া, দেবিদ্বার পজেলায় দুটি করে মোট ৮টি সবজি গ্রাম রয়েছে।

ষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় গড়ে তোলা ওইসব গ্রামে বেগুন, শিম, টমেটো, ফুলকপি, লাউসহ বিভিন্ন রনের শাক-সবজির চাষ করা হচ্ছে। কীটনাশক ব্যবহার ছাড়া বিভিন্ন ফাঁদ ও জৈব সার প্রয়োগ করে উৎপাদন করা চ্ছে সবজি। তরকারির বাজারে বেশ চাহিদাও রয়েছে। অন্যান্য সবজির তুলনায় কৃষকেরা বাজার মূল্যও কিছুটা বেশি াচ্ছেন।

ষক তমিজ উদ্দিন বাসসকে জানান, আমাদের কতগুলো বয়াম দিছে আর ফাঁদ দিছে তাতে পোকা গিয়ে লেগে থাকে। র মাধ্যমে আমাদের ফলনও বেড়েছে, খরচও কমেছে। আমরা লাভবান হচ্ছি।

মিয়ার চান্দিয়ারায় নিরাপদ সবজি গ্রাম থেকে সরাসরি কৃষকরাই বিষমুক্ত এবং টাটকা সবজি কৃষি বাজারে বিক্রি রছেন। এতে কৃষক যেমন লাভবান হচ্ছেন তেমনি ক্রেতারাও নিরাপদ সবজি পেয়ে খুশি। তবে ভোক্তারা বলছেন, সারা ছরই যাতে এ বাজার খোলা থাকে। বাজারে আসা ক্রেতা মনির হোসেন বাসসকে বলেন, বাজারে এসে শুনলাম এখানে ষমুক্ত সবজি পাওয়া যাচ্ছে। নিজেদের স্বাস্থ্যর কথা বিবেচনা করে এখান থেকে সবজি কিনি।

ষি সম্প্রারণ অধিদফতর কুমিল্লার উপ-পরিচালক মিজানুর রহমান বাসসকে বলেন, বিভিন্ন রকম জৈব বালাইনাশক, রেমোন ফাঁদ, ইয়োলো লাইট ট্রাপ এগুলো ব্যবহার করার ফলে বিষ ব্যবহার কমেছে।



Bangladesh Post
15 Mar -2023, Page:6, Size:28 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 40,550

Bangabandhu 'Dhan 100 farming lucrative, large-scale usage by 2025

BRRI hopeful of good harvest from each hectare

Roving Correspondent



Bangabandhu Dhan 100, invented by Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) in Gazipur will hit the fields by next 2025 in full swing. Zinc enriched, non-aromatic and fine rice will capture the market for its quality and medicinal potentials throughout the country. The field level trial of the rice is running for the second year in the country. Both the BRRI and department of agriculture extension (DAE) have been conducting trials among the farmers at filed level that will enter in the market through Bangladesh Agriculture Development Corporation (BADC).

A number of farmers have been producing foundation seeds form the mother seeds on trial basis at some villages of Harinakundu upazila in Jhenaidah. The farmers have been showing eagerness to cultivate the same for rapid expansion among the farmers due to add zinc, its comparably fine quality of grain, short duration for 150 days and better prices for the farmers, said a source related to the BRRI in Gazipur.

Farmer Ibnul Kuau Nine alias Parash of village Talbaria under Harinakudu upazila of Jhenaidah when contacted at his filed said the farmers in the area have been cultivating the Bangabandhu Dhan 100 on trial basis to produce foundation seeds from the mother seeds this season. They are expecting 7.50 to 8.00 tones on each hectare which will benefit the farmers due to its non-aromatic nature, fine grains and better prices in the market.

The seeds produced in the plots will be distributed among the farmers for future to expand the same.

Jillur Rahman, a leader of HEED Samabaya Samity in the locality when contacted said he had collected 100 kilograms of Bangabandhu Dhan 100 mother seeds from BRRI in Gazipur and took it in the field for foundation seed production to benefit the farmers as well as to ensure zinc enriched rice for the people.

Director General (DG) of the BRRI Dr Shahjahan Kabir when contacted said they had invented Bangabandhu Dhan 100 adding zinc considering the malnutrition of the children and mothers. Further, the non-aromatic rice is fine in quality and palatable in taste. It seems to be Jiramati or Nizershail and ensures better prices for the farmers. The sort duration paddy will help strengthen socio-economic state of the farmers. Although they brought it in 2022 for the first year, they will be able to take in the fields by 2025 after a certification of the BADC Seeds section.

BRRI had distributed 100 tones of the mother seeds in last season, while another 500 tones in the current season. Bangabandhu Dhan 100 will play significant role in removing the malnutrition of the people of the country as well as consumers in outside the country in future as both BRRI and DAE have been working join hands to make the rice popular, BRRI DG Shahjahan Kabir informed.

dailyobserver
23 Feb -2023, Page:13, Size:24 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 40,550



Agriculture Minister Dr Abdur Razzaque holding talks with Japanese Ambassador to Bangladesh Iwama Kiminori at his ministry at the Secretariat in Dhaka on Wednesday.

BD to export mangoes to Japan soon: Razzaque

Business Correspondent

Agriculture Minister Dr Abdur Razzaque Wednesday said Bangladesh will export mangoes to Japan soon and the process is at the final stage.

"Japan is interested to import mangoes from Bangladesh. The work is in progress to fulfill Japan's prerequisites. The both countries are working jointly in this regard," he said.

The minister said this while exchanging views with journalists after a meeting with Japanese Ambassador to Bangladesh Iwama Kiminori at his ministry at the Secretariat in Dhaka on Wednesday.

Razzaque, also ruling Awami League (AL) presidium member, said along with exporting mangoes, opportunities will be created simultaneously for exporting other fruits and vegetables.

Japan will increase its cooperation further in imparting training to agriculturists, setting up factories in Bangladesh for producing agricultural machineries and in the agricultural sector, he said, adding that memorandum of understandings (MoUs) will be signed during Prime Minister Sheikh Hasina's upcoming visit to Japan.

Japanese envoy Kiminori said, "We want to increase Japan-Bangladesh cooperation further in the agriculture sector. Therefore, we want to sign the MoUs to strengthen the relationship further by identifying priority areas of cooperation".

Bangladesh Post
19 May -2023, Page:12, Size:30 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 40,550

Jute, jute goods export earn $1.2b in FY22

BSS, Dhaka

Bangladesh earns $1.2 billion from export of jute and jute goods in the last fiscal year while the jute sector contributes 1.4 percent to Gross Domestic Product (GDP).

"Jute contributes 1.4 percent to GDP and 26 percent to agriculture, which means jute contributes about eight billion to total GDP," Director General of Bangladesh Jute Research Institute (BJRI) DrMd Abdul Awal told a workshop in Dhaka, an official release said.

The BJRI organized the workshop on "Progress, obstacle and doings of jute sector" aiming to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

Additional Secretary of the Ministry of Textiles and Jute MdRuhul Amin Talukdar and senior officials of BJRI, among others, were present at the workshop.

Awal called upon relevant organizations to take necessary and effective steps to boost jute and jute

SEE PAGE 11 COL 1

Jute, jute goods

FROM PAGE 12 COL 2

goods production. He said, "Alongside commercial side, jute is an eco-friendly crop as jute absorbs 15 tons of carbon dioxide from the atmosphere and releases 11 tons of oxygen during 100 days of the crop"

Family nutrition can be met by growing jute in the homestead yard, Awal added.

"One of the problems with jute is the seed problem. This problem can be eliminated if jute seeds are produced in jute land, he said adding the government is working to produce quality of seed of jute for increasing production of jute."

The government has taken various initiative to increase export of jute goods in various countries through improving internal market management.

Prime Minister Sheikh Hasina declared jute goods as the 'Product of the Year' in 2023. In line with the declaration of the prime minister, the Ministry of Commerce has formed 'Jute Products Business Promotion Council' to expedite the development of this promising sector.

Prime Minister has directed the embassies and foreign missions abroad to exhibit the jute-made goods so that the foreigners could know about the variations of such valuable item.

Bangladesh now held around 72 percent of the global export earning of jute while the demand for jute bags now increased to 70 crore from the existing 10 crore. Besides, the demand for other jute-made goods has exceeded over taka thousand crore.

Bangladesh fetched around $1.13 billion in the last fiscal year (FY22) through exporting jute and jute-made goods for which the golden fibre has helping to dream others for a bright future.

The Daily Star
05 Apr -2023, Page:15, Size:18 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 44,814

Deal signed on potato export to Russia

STAR BUSINESS REPORT

State-run Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) yesterday signed a memorandum of understanding (MoU) with National Group, a private entity in Russia, for the export of potato to Russia, according to the agriculture ministry.

Under the deal, the BADC will supply potato grown by its contract growers to National Group for marketing in Russia, one of the biggest consumers of potato.

"The company has started process of buying potato from us," said BADC Member Director (Seed and Horticulture) Md Mostafizur Rahman after the MoU signing at InterContinental Dhaka.

BADC Chairman Abdullah Sazzad and National Group Chairman Abdus Sattar Mia signed the MoU, said a statement ministry.

Agriculture Minister Muhammad Abdur Razzaque and Agriculture Secretary Wahida Akter were present at the event among others.

Rahman said the BADC has grown potato in 30 zones, each comprised of 50 acres of land, through its contract growers.

And the BADC Alu-1 (Sunshine) and Diamant potato varieties are preferred by the Russian buyer, he said.

The development comes a year after Russia removed a ban on the tubers grown here in response to measures taken by the government to make potato free from harmful bacteria and safe for consumption.

Russia slapped the ban on Bangladesh's potato in 2014 detecting brown-rot disease.

Rahman expected that a good amount of potato would be exported next year as the harvests were over now.

At the event, Agriculture Minister Razzaque hoped that nearly 150,000 to 200,000 tonnes of potato would be exported next year.

The Daily Star
09 Jun -2023, Page:8, Size:24 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 44,814

Investing in agriculture imperative for sustainable growth: Razzaque

DE News DEsk



Agriculture Minister Dr Abdur Razzaque on Thursday said investing in agriculture and the market system is not merely an option; it is an imperative for the sustainable growth of the nation.

"It is through responsible investment in agriculture and food systems that we can achieve food security, eradicate poverty, foster social equality, promote economic growth, and ultimately realize sustainable development," he said.

The Agriculture Minister made the remarks while speaking at an event held in a hotel in Dhaka.

The Nordic Chamber of Commerce and Industry (NCCI) in Bangladesh and Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) hosted the event titled "Investment for catalyzing sustainable and resilient food systems" in collaboration with the three Nordic Embassies – Denmark, Sweden and Norway-in Dhaka.

The event focused on highlighting and addressing challenges faced by the private sector in the food and

CONTINUED TO PAGE 2

Investing in agriculture

Continued from back page

agriculture industry of Bangladesh.

In his welcome remarks, NCCI President Tahrin Aman said Nordic and foreign investors see the UNFSS Pathway and N4G commitment as a collaborative framework.

"They acknowledge the role of the private sector in achieving goals and consider these commitments an opportunity to align investments with Bangladesh's sustainable development objectives. This fosters partnerships for innovation, responsible business practices, and technology transfer," he said.

Winnie Estrup Peterson, Ambassador of Denmark to Bangladesh, on behalf of the Nordic Embassies said, Denmark sees great potential in the food, agro and aquaculture industry in Bangladesh.

She said Denmark is now engaging in knowledge sharing with government authorities in food safety and greening value chains.

Country Director of GAIN, Dr. Rudaba Khondker said food systems are complex and dynamic.

"It requires the collective effort of governments, private sector, and sustainable investment. Public-private partnerships provide a platform for these stakeholders to come together, pool resources, and leverage unique expertise to drive meaningful changes," Rudaba Khondker said.

The Daily Star
11 May -2023, Page:12, Size:24 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 44,814

BINA Dhan-25 shows hope

Farmers get higher yield from newly developed rice variety

SAJJAD HOSSAIN, *back from Magura*

Mannan Joaddar cultivated BINA Dhan-25, a newly developed variety of paddy, on one bigha of land in Moghi village of Magura 93 days ago.

The 55-year-old farmer is now over the moon. He had not seen such thin and long grain in his 20 years of farming.

"I am hoping to get around 30 maunds of crop, which would be more than any other variety I have grown so far. It looks more like Basmati rice," Mannan told The Daily Star yesterday.

In the last season, he grew BRRI Dhan-63 on the same land and had about 22 maunds of paddy. He spent Tk 10,000 to produce the paddy.

This time he is expecting to get more paddy spending the same amount of money.

"BRRI Dhan-63 has a life cycle of over 120 days whereas BINA Dhan-25 can be harvested in less than 100 days," the farmer said.

BINA Dhan-25 was cultivated in 396 upazilas of 22 districts during this Boro season with an average yield of 7.50 tonnes per hectare.



Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) developed the new variety and supplied it to the farmers of 396 upazilas of 22 districts last year. This variety was developed from BRRI Dhan-29, officials said.

BINA officials recently visited two villages in Magura to see the yield.

Around 20 farmers in Moghi of Magura Sadar upazila and Bhaturia Danga of Mohammadpur upazila cultivated this variety.

Yasir Uddin, a farmer of Bhaturia Danga village, has also grown the variety on his 1.5 acres.

He is expecting to sell the paddy for Tk 1,400 to Tk 1,500 a maund. Last year, he sold BRRI Dhan-63 for Tk 1,200 to Tk 1,250 per maund.

"I've cooked the rice and it tasted good," he said.

The new variety of paddy comes at a time when many millers cut and shape coarse rice into fine one using different methods. Nutrients such as zinc and iron are reduced in the process.

But BINA Dhan-25 needs not excessive processing as the rice is normally fine, said BINA officials.

Mirza Mofazzal Islam, director general of BINA, said any paddy usually contains 6.5 to 7.5 percent protein, but this has 9.1 percent protein.

"Due to its higher yield, dependence on imports could be reduced."

The cost for producing this variety on one bigha, including fertilizer, water, pesticide, and seed, is Tk 10,000, he said.

Sakina Khanam, BINA's a principal scientific officer, who played a significant role in developing the BINA Dhan-25, said farmers could preserve its seed for a long time.

DHAKA POST
03 Apr -2023, Page:1, Size:2635254 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 44,893

সুইজারল্যান্ডে যাচ্ছে জাজিরার সবজি

জেলা প্রতিনিধি, শরীয়তপুর
০২ এপ্রিল ২০২৩, ০৮:৩৫ পিএম



গত বছরের ডিসেম্বরে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সবজি রপ্তানির লক্ষ্যে সেমিনার হওয়ার পর প্রথমবারের মতো চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি শরীয়তপুরের জাজিরার উৎপাদিত কচু, কাঁচা মরিচসহ বিভিন্ন সবজি ও ফল সুইজারল্যান্ডে রপ্তানি শুরু হয়। প্রথম দিকে সুইজারল্যান্ডের অল্প সংখ্যক বাঙালি ব্যবসায়ীর দোকানে সবজিগুলো শোভা পেলেও এবার সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে খ্যাতনামা চেইনশপ পেট্রোক্কার জাজিরার সবজি রপ্তানি শুরু হয়েছে।

দেশটির খ্যাতনামা এই চেইনশপটিতে এখন পাওয়া যাবে জাজিরার সবজি। আগামীকাল সোমবার (৩ এপ্রিল) একটি ফ্লাইটে জাজিরার সবজি সুইজারল্যান্ড যাবে।

রোববার (২ এপ্রিল) দুপুরে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, জাজিরার সবজি রপ্তানি হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে জেনেভাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর আলমগীর কবীর সরাসরি শরীয়তপুর জেলা প্রশাসক মো. পারভেজ হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করে বড় পরিসরে সবজি রপ্তানির আগ্রহ প্রকাশ করেন। এখন সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে খ্যাতনামা চেইনশপ পেট্রোক্কায় বিক্রি হবে জাজিরার সবজি ও ফল। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের সঙ্গে পেট্রোক্কার একটি চুক্তি হয়। চুক্তির আওতায় 'গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস' বজায় রেখে উৎপাদিত সবজি এখন সমগ্র সুইজারল্যান্ড জুড়ে পাওয়া যাবে। এর ফলে জাজিরার সবজি রপ্তানি এখন বহুগুণে বেড়ে যাবে।



স্থানীয় বাজারের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি মূল্যে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সবজি ক্রয় করে রপ্তানি করা হবে। এতে মাঠের কৃষক অনেক বেশি লাভবান হয়ে কৃষি কাজে উৎসাহ পাবেন। ইউরোপে যে সকল সবজির চাহিদা রয়েছে তা জাজিরাতে চাষ হয়।

জাজিরা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা যায়, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে ইউরোপে জাজিরার সবজি পাওয়া যাচ্ছে। জাজিরা থেকে কচু, কাঁচা মরিচ, লাউ, লাল শাক ও পেঁপে রপ্তানি করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এসব সবজির চাহিদা ইউরোপে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ট্রোপাল ট্রেড সিমিটেডের কর্ণধার কাওসার আহমেদ ঢাকা পোস্টকে বলেন, আগামীকাল সোমবার (৩ এপ্রিল) বিকেল ৫টায় ইতিহাদ এয়ারওয়েজের বিমানে পঞ্চমবারের মতো জাজিরার ১৫০ কেজি কাঁচা মরিচ, ১০০ কেজি লাউ, ৩০ কেজি বেল, কচুসহ বিভিন্ন জেলার ঝেঙি, পেয়ারা, বরবটি, নিম, দাঁড়ি, পাটা, লাল শাক, পালং শাক, মিশ্রি বড়ই, জারা সেমন, সজনে ডাটা সুইজারল্যান্ডের চেইনশপগুলোতে বিক্রির উদ্দেশ্যে যাবে। অমরা আগামীকাল দুপুর ১২টার মধ্যে এয়ারো সেন্টার পার্কিংয়ের পর কুলিং করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেব। ইতিহাদ এয়ারওয়েজের বিমানে মোট ১১৫০ কেজি সবজি রপ্তানি হবে। আমাদের কাছে আনারস ও কলার চাহিদাপত্র এসেছে। আগামিতে এগুলোও পাঠানো হবে।



জাজিরা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জামাল হোসেন ঢাকা পোস্টকে বলেন, জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে জাজিরার সবজি রপ্তানির যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা ইতোমধ্যেই রপ্তানিকারকসহ বিদেশের সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা আশা করছি পদ্মা সেতুর সুফল কাজে লাগিয়ে কন্টেইনার্ড ফার্মিংয়ের মাধ্যমে জাজিরার উৎপাদিত সবজি বিদেশে রপ্তানি করে এলাকার আর্থ সামাজিক ও কৃষি ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী উন্নয়ন করতে পারব।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক মো. পারভেজ হাসান ঢাকা পোস্টকে বলেন, রপ্তানিকারকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনসহ সবজি উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন। নিঃসন্দেহে রপ্তানির কার্যক্রম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কৃষকদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নসহ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখবে।

আওএআর

DhakaTribune
22 Mar -2023, Page:13, Size:25 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 40,000

PM Hasina stresses boosting agri production in Sylhet region

Tribune Desk

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday emphasized again boosting agricultural production in the country alongside ensuring proper preservation, processing and exporting of those abroad.

The premier also urged all concerned to give proper attention in cultivation, preservation and processing of pulse, onion and mustard oil side by side ensuring that no land remains idle and thus comes under cultivation.

She gave the directives while chairing a meeting on the Executive Committee of the National Economic Council (Ecenec) held at the NEC Conference Room in the city's Sher-e-Bangla Nagar area, BSS reported.

Briefing the reporters after the meeting, Planning Minister MA Mannan said the prime minister noted that Sylhet region still has much land remaining idle or without cultivation and suggested to bring those land under cultivation.

The minister said that the prime minister also underscored the need for using locally assembled vehicles preferably from Pragati in government projects instead of imported vehicles. ●



Prime Minister Sheikh Hasina presides over the Ecnec meeting at Dhaka's Sher-e-Bangla Nagar yesterday PID

The Financial Express
20 Feb -2023, Page:13, Size:24 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 41,000

Farmers happy with early variety potatoes in Joypurhat

A CORRESPONDENT

JOYPURHAT, Feb 19: Early varieties of red stick potatoes, diamond and carriage potatoes are seen in the markets. Medium and large potatoes are being sold at Tk 40 to Tk 50 per kg in various markets of Kalai upazila of Joypurhat. The potato farmers of the district are happy with the good price of early potatoes.

According to traders and farmers, the age of new potatoes that are currently seen in the market is maximum 60 days. After 50 days the size of potato starts to be medium. As a result, some farmers harvest potatoes in advance and market them.

Favourable weather has yielded good production of advanced red stick and white diamond and carriage potatoes. The potatoes are cultivated mostly in Udaipur, Punat, Kalai municipal area, Jindarpur and Matrai upazila.

About Taka 40000 have been spent on potato cultivation per bigha of land. Currently, potatoes are being sold in the wholesale market at Tk 15 per kg. Farmers hope to make up for last year's losses.

Potatoes have been cultivated on 10 thousand 620 hectares of land in Kalai this year. The production target has been set at 0.25 million tonnes.

saudtalukder46@gmail.com



Farmers busy plucking potatoes at a field in a village at Kalai upazila of Joypurhat district — FE Photo

The Financial Express
23 Mar -2023, Page:15, Size:24 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 41,000

Balanced use of fertiliser can raise crop production by 8-14pc

It can also save Tk 200b a year, say researchers

The balanced use of fertiliser can increase the production of crops by 8.0 per cent to 14 per cent and save Tk 200 billion (20,000 crore) in a year, said researchers, reports UNB.

They said the government has so far provided Tk 80 billion (8,000 crore) yearly as subsidy in the fertiliser sector and the amount of subsidy now stands at Tk 300 billion (30,000 crore) due to the rise in fertiliser prices in the international market.

They were speaking at a programme on 'Fertiliser Policy Dialogue' held at the auditorium of Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) on Tuesday.



Wahida Akter, secretary of Agriculture Ministry, speaking at a programme on 'Fertiliser Policy Dialogue' at the auditorium of Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) on Tuesday.

The researchers and experts urged the farmers to use fertiliser in a moderate and balanced way in their fields.

Wahida Akter, secretary of Agriculture Ministry, said the government has taken a decision to reduce the use of urea fertiliser after increasing the use of DAP fertiliser. "But it is noticed that the use of urea is increasing day by day alongside the use of DAP. As a result, the fertiliser is being misused and the cost of import if rising," she said.

If farmers use increase use of DAP fertiliser by one kg on a land they can cut urea fertiliser use by 400 grams, she said.

Wahida also stressed the need for making farmers conscious about balanced use of fertiliser after checking the soil on regional basis.

Besides, a keynote paper with recommendations of Professor of Australia's Murdoch University and also the project leader Dr Rechard W Bell was presented at the dialogue where it is shown that through balanced fertiliser use, the production of paddy will be increased by more than 7.5 million tonnes in a year.

The Daily Star
15 Mar 2023, Page 1, Size 2897720 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 21,502

Padma Bridge: A boon for watermelon cultivators in Patuakhali

Sohrab Hossain
Tue Mar 14, 2023 01:48 PM Last update on: Tue Mar 14, 2023 02:18 PM



A watermelon field at Jahazmara in Rangabali upazila of Patuakhali. Photo: Sohrab Hossain

Visitors making their way to Patuakhali's Rangabali upazila are often greeted with the view of trucks loaded with freshly harvested watermelons. The recurring sight is a result of the recent boom in the cultivation and business of watermelons, catalysed by the inauguration of the Padma Bridge.

Before the Padma Bridge, the fruits would be taken to Dhaka via cargoes and trucks, which would take around 2-3 days, said Abdul Hannan, a Dhaka-based watermelon wholesaler.

"A portion of the fruits would rot within these three days due to heat; sometimes they would even attract rats and other pests," Hanan told The Daily Star.

"Now, thanks to the Padma Bridge, watermelons can be bought, delivered and sold on the same day reducing the overall burden of costs," he added.



A farmer is working at a watermelon field in Jahazmara of Rangabali upazila of Patuakhali. Photo: Sohrab Hossain

It takes approximately 3-4 hours now to travel one-way to Patuakhali from Dhaka, which has opened doors for wholesalers around the country to directly purchase fresh harvest from the region.

"We also had to depend on local middlemen before but now I can just take a truck, buy the product and leave for the market without any hassle and also save the cost of commission," he added.

The pastures of Patuakhali, which were previously fallow lands, are now being utilised and have generated a good yield this season.

According to locals, the sandy banks of the Bay of Bengal in Jahazmara, Maudubi, and Kalagachia areas used to be left idle until three years back, when the local producers decided to cultivate watermelons there.

Though harvest has spiked this season, producers in the region are still struggling to access freshwater needed for proper cultivation. The water available near the fields is salty, which means farmers need to dig up tube wells to irrigate the fruit plants.

"As the fruits are being cultivated in isolated lands, it is difficult for us to access freshwater for the produce. I have to dig big wells near the fields to ensure that the fruit plants receive the amount of freshwater they require," said Julhas, a 45-year-old farmer who has been cultivating melons in the region for three years now.

"We need the local authorities to come to our aid in this regard," Julhas told The Daily Star. This year, he had to invest Tk 1 lakh to cultivate watermelons on 3 acres of land.

Faruq Hawladar, another farmer in the region, has cultivated watermelon on 4 acres of land which has cost him around Tk 1.50 lakh. He has generated a good yield and has already sold 300 watermelons over the past few days, he told The Daily Star.



Watermelon being harvested at Jahazmara in Rangabali upazila of Patuakhali. Photo: Sohrab Hossain

"Each melon, weighing around 5-7 kgs, have been sold for around Tk 280-300. Last year, similar sized melons were priced between Tk 230 and Tk 250. The price increased after the Padma bridge opened and traders started coming here to buy the fruits from various parts of the country, mostly from Dhaka. We still have produce worth about Tk 3-4 lakh left in the fields," Hawladar added.

According to sources at the Patuakhali District Agriculture Extension Directorate (DAE), watermelons are being cultivated on 28,600 hectares -- 11, 750 hectares in Galachipa, 8,262 in Rangabali, 3,131 in Bauphal, 2, 370 in Kalapara, 1,850 in Dasmina, 1,197 in Patuakhali Sadar, 120 in Dumki and 65 in Mirzaganj upazilas. Last year, the fruit was being grown on 22, 890 hectares of land.Among them, early watermelon cultivation is more prevalent in Galachipa and Rangabali upazilas. After Aman, the prime agricultural crop of the district -- watermelons have now become the second choice for Patuakhali's farmers. "Due to the favourable weather and other environmental factors, watermelons grown here are tasty and in high demand. We are expecting that each hectare of land will see a yield of 25-30 tonnes this year to further match the growing demands," Mohammad Nazrul Islam, Deputy Director of DAE told The Daily Star. "The farmers are also happy as they are getting better prices for their produce as the Padma bridge is bringing in more wholesalers than the previous years," he added. Watermelon harvest in the district is slated to end by April.

The Daily Star
29 Jun 2023, Page 1, Size 2206628 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 21,502

ফল উৎপাদনে নীরব বিপ্লব

[illegible]

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, স্বাধীনতার পর এ বছর প্রথমের উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।



ফাই: পিবিএ ফাইল ফটো

একটা সময় ছিল যখন মানুষ মূলত নিজের জন্য বসতবাড়িতে বাগান বা ফলের চাষ করতো। তবে সময়ের পরিবর্তনে কৃষকরা এখন ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদনের দিকেও ঝুঁকছেন।

গত ২ দশক ধরে বাণিজ্যিক চাষের সাফল্যের কারণে দেশে ফল উৎপাদনে নীরব বিপ্লব ঘটেছে বলা যায়।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ১০টি শীর্ষ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল (ট্রপিক্যাল ফ্রুট) উৎপাদনকারী দেশের একটি। এ ছাড়া গত ১৮ বছর ধরে ফল উৎপাদনে গড়ে ১১ দশমিক ৩ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

দেশে ফল চাষের জন্য নিয়মিত পরিমাণ জমি থাকা সত্ত্বেও এ খাতে ঠেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। ফলে ২০০৬ সালের মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণ ৪৩ গ্রাম থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে এসে ৮৩ গ্রামে দাঁড়িয়েছে এবং এ সময়ে দেশের জনসংখ্যা বেড়ে ১৭ কোটিতে পৌঁছেছে।

২০১৩-১৪ থেকে ২০২১-২২ সালের মধ্যে দেশীয় ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদন উল্লেখযোগ্য আকারে বেড়েছে। বিশেষ করে এ সময়ে আম, পেঁপে, পেয়ারা, কলা ও তরমুজের উৎপাদনের বৃদ্ধি আসমান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, স্বাধীনতার পর এ বছর প্রথমের উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এফএওর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন বার্ষিক কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, আম উৎপাদনে সপ্তম ও পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে।

এ ছাড়া জাম, লিচু, বরই, কাজরাঙ্গা, কলবেল, লেবু, আনারস, লটকন, আতা ও সফেদার মতো ফলগুলোও বড় আকারে চাষ করা হচ্ছে।

এমনকি ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফ্রুট ও মাল্টার মতো বিদেশি ফলের চাষও নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বা ডেইলি স্টারকে বলেন, 'ফল উৎপাদনে একটি নীরব বিপ্লব ঘটেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো নতুন নতুন এলাকা বাণিজ্যিক ফল উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা এখন ফল রপ্তানিও করছি। স্ট্রবেরি, রামবুটান ও ড্রাগন ফ্রুটের মতো বিদেশি ফলও সফলভাবে।'

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিকে মানুষ যেমন ফলের খাদ্যোপযোগী বলের স্বাস্থ্যকর খাবারের দিকে মনোযোগ বাড়িয়েছে, সেই সঙ্গে তাদের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়েছে। এ কারণে সার্বিকভাবে ফলের চাহিদা বেড়েছে এবং খারাবাহিকভাবে আরও বেশি কৃষক ফল উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবেক উপাচার্য সাত্তার মন্ডল বলেন, 'যেহেতু প্রধান খাদ্য হিসেবে ধান প্রতটি লাভজনক নয়, তাই বিপুল সংখ্যক কৃষক ফল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছেন। কৃষকরা ফল চাষের জন্য প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গা ব্যবহার করছেন।'

তিনি জানান, বাংলাদেশের মাটি মাল্টা, স্ট্রবেরি ও ড্রাগন ফ্রুটের মতো বিদেশি ফল চাষের জন্যেও অনুকূল।

এমনকি এক দশক আগেও বেশিরভাগ স্থানীয় ফল গ্রীষ্মকালের শুরু আষাঢ়াবণ্যায় মাত্র ৩ মাস পাওয়া যেত। মানুষ অধীর আগ্রহে সারা বছর অপেক্ষা করত মে, জুন ও জুলাই মাসের জন্য—যে সময় আম, লিচু, কাঁঠাল ও অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফল বাজারে আসবে।

কিন্তু দৃশ্যপট এখন পাল্টে গেছে। বিভিন্ন ফল এখন সারা বছরই পাওয়া যায়।

'বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক ড. মো. মেজেমী মাজুন বলেন, 'এখন আর আগের মতো অপেক্ষা নেই যে কিছু ফল শুধু ও মাস পাওয়া যাবে। আমরা এখন বছরজুড়ে পেয়ারা, কলা, পেঁপে ও আরও কিছু ফল পেতে পারি। এ ছাড়াও, আম মৌসুমের আগে ও পরে ফলন হয়, এরকম জাতের প্রচলনের কারণে আমরা সারা বছরই এই জনপ্রিয় ফল সরবরাহ করার চেষ্টা চালাচ্ছি।'

ড. মাজুন ডেইলি স্টারকে জানান, এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বছরজুড়ে ফলের সরবরাহ নিশ্চিত করা ও দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটানো।

তিনি আরও জানান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০১৪-১৫ সাল থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছে। মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে।

'তবে এখানো আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দৈনিক ২৫০ গ্রাম ফল খাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে', যোগ করেন তিনি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, এই প্রকল্প শুরুর পর থেকে ১ লাখ ৭৭ হাজারেরও বেশি কৃষককে ফল চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া এ সময়ে সারাদেশে ৪৭ লাখেরও বেশি ফল গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৪ লাখ ৭৪ হাজার হেক্টর জমিতে ফলের আবাদ হয়েছিল এবং ফলন হয়েছিল ৮৭ লাখ ৮৬ হাজার মেট্রিক টন।

২০২২-২১ অর্থবছরে ফল চাষের জন্য ব্যবহৃত কৃষিজমির পরিমাণ ৭ লাখ ৩৪ হাজার হেক্টর এবং ফলের উৎপাদন ১ কোটি ৪০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

'আবহাওয়ার ধরনে রূপান্তর আসায় আমরা এখন আরও দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল দেখছি। এই পরিবর্তন বছরজুড়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল চাষের জন্য সহায়ক হতে পারে', যোগ করেন সাবেক উপাচার্য সাত্তার মন্ডল।

কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, ফল সংরক্ষণ এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং এ জন্য সরকার 'পালিনার' নামে একটি প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে কোল্ড স্টোরেজ সুবিধা চালুর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'এ ছাড়া কীভাবে আরও বেশিদিন ফল সংরক্ষণ করা যায়, তা খুঁজে বের করতে আমরা বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করছি।'

ড. মাজুন জানান, ইতোমধ্যে তারা কাঁঠাল, আম ও জামরুল শুকিয়ে সংরক্ষণ করার উপোগ হাতে নিয়েছেন, যাতে সেগুলো পরেও খাওয়া যায়।

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এক দশক আগে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের সংখ্যা ছিল ৫৯টি, যা এখন বেড়ে ৭৯টিতে দাঁড়িয়েছে।





কৃষকের সাথে থাকুন
কৃষকের পাশে থাকুন

ডিজাইন ও মুদ্রণ
কৃষি তথ্য সার্ভিস
www.ais.gov.bd
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫